আরিন
ও
আদিম দেবতার উত্থান
BanglaBook.org
সায়ক আমান

www.BanglaBook.org

দশ হাজার বছরের পুরনো গুহাচিত্রে কীসের ইঙ্গিত... কলকাতার বুকে ঘটে চলেছে একটার পর একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড... যোগসূত্র শুধু একটাই — বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আদিম অতিকায় সাপ, জাইগানটোফিস।

নেপথ্যে কে?

ব্রাজিল থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনার কেভ পেন্টিং, এমনকি হরপ্পার সিলমোহরে কার অদৃশ্য উপস্থিতি? কে এই সরসরার? প্রোফেসর বসুরায় কেন এত চিন্তিত পৃথিবীর অস্তিত্বরক্ষা নিয়ে?

নরস মিথোলজি মতে মহাবিশ্বের মোট ন'টা ভাগ। এক একটা ভাগে গড়ে উঠেছে এক এক ধরনের প্রাণ। একটা যাতে অন্যটার সঙ্গে মিশে না যায় সেটা নিশ্চিত করে 'ইগড্রাসিল' — ট্রি অব লাইফ। এরকমই একটা ভাগ হল 'হেলহেইম' — অবলুপ্ত প্রাণীদের জগত! কী ঘটে চলেছে এই মুহূর্তে সেখানে?

একটি রূপকথার রাজকন্যা... খয়েরি জগতের রাজকন্যা — আরিন! কী ওঁর উদ্দেশ্য? কে পাঠালো ওঁকে এই মিডগারড বা মানুষের জগতে? আর কেন?

সমগ্র মহাবিশ্ব প্রস্তুতি নিচ্ছে এক পৌরাণিক মহাযুদ্ধের... আরিন কি পারবে আবার মহাবিশ্বের স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনতে?

আর ড্রাগন...

BIVA CLASSICS

₹ 555.00

www.bivapublications.com

আরিন
ও আদিম দেবতার উত্থান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আরিন
ও আদিম দেবতার উত্থান

সায়ক আমন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

BIVA
বিভা পাবলিকেশন

উ । ৎ । স । র্গ

প্রশান্তদা ও জলিদি'কে

ফল হয় কিনা না জেনেই একসময় যে অজ্ঞাতকুলশীল গাছে
জল-বাতাস দিয়ে যেতে রোজ, তার সেরা ফুলটা তোমাদের জন্য...

লেখকের কথা

কয়েক বছর আগে অবধি বাইপাসের ধারে সাইন্স সিটির ঠিক বাইরেটায় একটা ডাইনোসর দাঁড়িয়ে থাকত। পৃথিবীর বুকে ওই প্রাণীটি অবলুপ্ত হয়ে যায়নি বলে একটা ক্ষীণ বিশ্বাস ওকে দেখেই আমি বুকের ভিতরে টিকিয়ে রেখেছিলাম। ছোটবেলায় খুব ভয় পেতাম ওকে দেখে। গাড়িটা বাইপাসে পড়লেই চোখ ঢেকে ফেলতাম। ডাইনোসর পেরিয়ে যাবার আগে খুলতাম না। একটু বড় বয়সে অবশ্য একটা অদৃশ্য বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল ওর সঙ্গে। ওর খোলা মুখটা দেখে আর ভয় পেতাম না আমি। বরঞ্চ মনে হত দীর্ঘদিন পর আমাকে দেখে ও হাসছে। হয়তো ছোটবেলায় ওকে দেখার আগে কীভাবে চোখ ঢেকে ফেলতাম সেই নিয়েই মজাদার স্মৃতিচারণ করে আমাকে দেখে। ওইটুকু হাসি, ওইটুকু স্মৃতিচারণের জন্যেই এত বছর ধরে ও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে সাইন্স সিটির সামনে।

একবার বইমেলা যেতে গিয়ে আর দেখতে পেলাম না তাকে। অত বড় অতিকায় প্রাণীটা বেমালুম হারিয়ে গেছে। ভেঙেচুরে কে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে জানি না। আমার ভারী খারাপ লাগে এখন জায়গাটা দেখলে। তাই আর দেখি না। গাড়িটা বাইপাসে পড়লেই আমি চোখ বুজে নিই। মনে মনে ভেবে নিই ঠিক এখনও ওইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে ও। গাড়ির হর্ন, ট্রাফিক পুলিশের হুইসেলের মধ্যে একটা মিহি গড়গড় শব্দ শুনতে পাই আমি। আমাকে দেখে আবার হাসছে ও। হয়তো চোখ বুজলেই সব সত্যি হয়ে যায়, চোখ খুললেই সব মিথ্যে।

আমার এই উপন্যাসটাও চোখ বুজে নেওয়ার গল্প। একটা খয়েরি শহরের গল্প, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের দেওয়াল ভেঙে ফেলার গল্প, নির্বাসিত অন্ধকার রাজকন্যার গল্প, আরিনের গল্প। ড্রাগন, অতিকায় সাপ,

অবলুপ্ত প্রাণী, রূপকথার মেয়ে সবই সেলাই করে তৈরি হয়েছে এই আশ্চর্য নকশীকাঁথা। আর সেই সেলাইয়ের বুনোটের ফাঁকে ফাঁকে রাখা আছে আপনার আমার চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘাম-রক্ত-মাংসের গল্প।

চেনা বুলি আবার কপচাই— এ গল্পে বর্ণিত গুহাচিত্র, তাদের বিবরণ, ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক কণ্ঠনালি ছুঁয়ে বলছি- 'সত্যি'। তবে তার থেকেও দরকারি কথাটা এইবেলা বলে রাখি, **এই গল্পের কিছু জায়গার বিবরণ ও ভাষা সব ধরনের পাঠকের উপযুক্ত নয়।** বিশেষ করে যারা রক্তারক্তি একদম পছন্দ করেন না তারা স্বচ্ছন্দে এ বই এক্ষুনি নামিয়ে রাখতে পারেন।

আমাকে এই বই লিখতে সাহায্য করেছে আমার এক এবং অদ্বিতীয় কিবোর্ড, বিধাননগর স্টেশানের বাচ্চা ভিখারি মেয়েটি যে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে 'যাবার বেলা দেখা হল'র বদলে আমাকে মীরাবাই শুনিয়েছিল, এবং মিডনাইট হরর স্টেশানের অসংখ্য শ্রোতারা।

চলুন শুরু করা যাক আরিনের উপাখ্যান। চলুন নিজেদের পছন্দ মতো এক বর্ণময় জগৎ খুঁজে নিই আমরা, আসুন, আমরা চোখ বুজি...

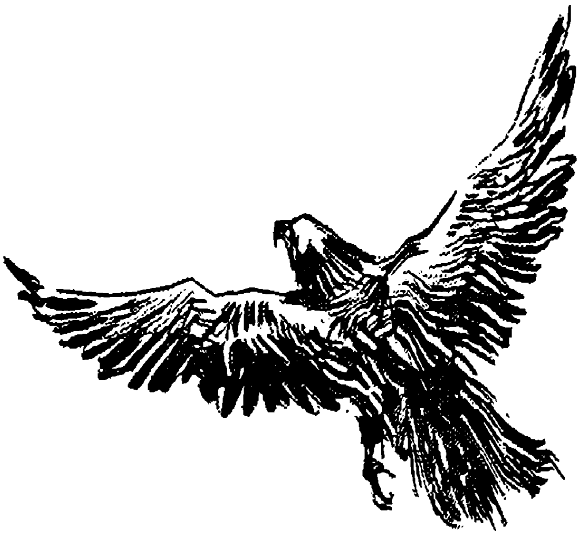

শূন্য অধ্যায় — রড

রাতের অন্ধকারে হেঁটে আসছিল নিনা। তার সাড়ে চারফুটের শরীরটা রাস্তার উপর এক দীর্ঘ ছায়া তৈরি করেছে। এখনও সে ঘড়ি দেখতে মাঝে-মাঝেই ভুল করে ফেলে, তবে একটু আগেই মাথার উপর দিয়ে একটা বাদুড় উড়ে গেছে। নিনা জানে এই বাদুড়টা রাত ঠিক সাড়ে এগারোটার সময়ই সুখলতা বস্তির এই এলাকাটা পেরিয়ে যায়। মানে এখন প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে।

বস্তির এই রাস্তাটা দিয়ে এত রাতে এর আগে হাঁটেনি ও, বাপ জগাই তাকে এদিকটায় খুব একটা আসতে দেয় না। বস্তির বখাটে ছেলেরা নাকি রাত-বিরেতে এখানে বসে নেশাভাং করে। মদ পেটে মেয়ে দেখলে কষ বেয়ে নাল পড়ে তাদের।

তাও একরকম বাপের চোখ এড়িয়েই আজ রাতে এদিকটায় এসেছিল নিনা। তার একটা অন্যরকম কারণও ছিল। আজ সকালে ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষা করে ফেরার পথে চালপট্টির গলির সামনেটায় কিছু জঞ্জাল পড়ে থাকতে দেখেছিল। জঞ্জাল বলতে ফেলে দেওয়া কিছু কাগজপত্র। এইসব জঞ্জাল পরিষ্কারের দায়িত্ব হাটুরামের।

নিনা হাঁটতে হাঁটতে জঞ্জালগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সেই ডাঁই করা কাগজপত্রের মাঝে কিছু রংচঙে চটি বইও পড়ে রয়েছে। নিনা জানে, বাচ্চাদের রূপকথার বইগুলো এমনই দেখতে হয়।

নিনার তখনই ইচ্ছা করেছিল বইগুলো চেয়ে নেবে হাটুরামের থেকে।

BanglaBook.org

কিন্তু সে শালা ঘাঘু দোকানদার, ফেলে দেওয়া জিনিসও কেউ চাইতে এলে পয়সা দাবি করে। নিনার কাছে একটাও পয়সা নেই। সে ঠিক করে রাতে বাপ ঘুমিয়ে পড়লে কোনো একসময়ে এসে কুড়িয়ে নেবে বইগুলো।

এখন দোকানের সামনে এসে কিন্তু হতাশ হল নিনা। নাঃ কাগজগুলো বিকেলের মধ্যেই দরদাম করে বিক্রি করে দিয়েছে হাটুরাম। এখন আর বইগুলোর কোনো চিহ্ন অবধি নেই। ভাঙা বাটখারা আর কিছু কাগজের ঠোঙা পড়ে রয়েছে এদিক-ওদিক। রঙচঙে বই একটাও নেই।

মন খারাপ করেই বাড়ির পথ ধরে নিনা, রাস্তার দু'ধারে বেশ কয়েকটা ভেপারের বাতি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে, মধ্যে মধ্যে আলো নেই। এ জায়গাটা দিয়ে লোকজন খুব একটা যায় আসে না বলে ঝোপঝাড় গজিয়েছে। অনেক দূরের কোনো বাড়ির রেডিও থেকে ভজনের সুর ভেসে আসছে,

আন মিলিয়ো অনুরাগী, যোগীয়ো, আন মিলিয়ো অনুরাগী
শাঁসো সোচ আংগ নাহি আব তো, তিষ্ণা দুবধ্যা লাগি

গানের শব্দ ছাপিয়ে অন্য একটা আওয়াজ কানে এল নিনার— কয়েকটা পায়ের আওয়াজ। এতক্ষণও হয়তো শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু তেমন একটা গা করেনি নিনা। এবার আওয়াজটা বেড়ে উঠেছে। এত রাতে কারা এখানে হাঁটাহাঁটি করবে?

পিছন ফিরে তাকাতেই নিনার পা কেঁপে উঠল। হলদে আলোয় ফিকে হওয়া অন্ধকারে কয়েকটা ছায়ামূর্তি তার পিছু নিয়েছে। কিচকিচে হাসির শব্দ কানে আসছে সেখান থেকে।

অন্তত জনাছয়েকের একটা দল। কারো বয়সই নিনার বাপের থেকে কম নয়। মদে চুর হয়ে আছে বোঝা যায়। চলতে চলতে টলে যাচ্ছে। কখন থেকে পিছু নিয়েছে কে জানে। নিনার ভয় লাগল। লোকগুলোকে ও চেনে না। হয়তো অন্য কোনো বস্তি থেকে এসেছে।

একটা বিশ্রি ধোঁয়াটে গন্ধে ভরে উঠেছে চারিদিক। লোকগুলো এর

BanglaBook.org

মাঝে আর খানিকটা এগিয়ে এসেছে ওর দিকে। কিছু বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে, থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে সেই হাসির আওয়াজটা। চারপাশে বাড়িঘর কিছু নেই। নিনা চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না।

হঠাৎ দিশাহারা হয়ে দৌড়াতে থাকে নিনা। তার সবে চোদ্দো পেরলেও, খেতে পায় না বলে তেমন হরিণের মতো গতি নেই পায়ে। কিছুটা দৌড়ানোর পর পিছনে আর পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় না সে। মনটা শান্ত হয় ওর। একটু থেমে শ্বাস নিতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে একটা শক্ত হাতের ধাক্কা খেয়ে মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিনা, যেভাবে ধাক্কাটা মারা হয়েছে তাতে মাটিতে পড়ে মুখ ফেটে যেতেও পারত ওর। নিনা বুঝল লোকগুলো ওকে মেরে ফেলতে কষ্ট পাবে না।

কয়েকটা খশখশে পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এল ঠিক তার পিছনে। সেই সঙ্গে চাপা রিনরিনে গলার কয়েকটা শব্দ,

—"মাঝরাতে একটা কচি মাল পাওয়া গ্যাচে রে নান্টু, লুটবি নাকি?"

এর উত্তর পাওয়া গেল না দলটা থেকে, তার বদলে আর একটা প্রশ্ন ভেসে এল, এবারের প্রশ্নটা মাটিতে উলটে পড়ে থাকা নিনাকে লক্ষ করে, "এতরাতে কোথায় গেছিলে খুকি?"

নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় নিনা। চারপাশে যতদূর দেখা যায় আর কোনো লোকজন নেই। অন্ধকার রাত। ঠান্ডা স্টোনচিপ বিছানো মেঝেতে তার নরম গাল ঘসে গিয়ে বেশ খানিকটা চিরে গেছে। একটু পরে কী হতে চলেছে সেটা সে নিজেও বুঝতে পারছে এবার। ভয় পেলে বা কোনো কারণে উত্তেজিত হলে নিনার গলার ভিতরের দিকটা গরম হয়ে ওঠে। এখন নিনার মনে হল ওর গলার কাছটা যেন পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।

পেটের কাছে শক্ত পায়ের একটা লাথি খেয়ে কঁকিয়ে সোজা হয়ে যায় নিনা। ঘুরতে গিয়ে তার ফ্রকটা হাঁটুর বেশ খানিকটা উপর অবধি উঠে

BanglaBook.org

যায়। মুখ তুলে সে দেখে চারটে তার বাপের বয়সী লোক আর দুটো বছর পঞ্চাশের বুড়ো তার বেরিয়ে পড়া থাইয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বয়স্ক একজনই তার পেটে চালিয়েছে লাথিটা।

পেটের নিচে হাত রেখে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল নিনা। অবর্ণনীয় একটা অভিব্যক্তি খেলে যাচ্ছে তার মুখে।

বয়স্ক লোকটা ঝুঁকে পড়ে তার ফ্রকটা আর একটু উপরে তুলে থাইদুটো শক্ত করে চেপে ধরল মাটির সঙ্গে। বাকিদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের পরনের লুঙ্গিটা তুলে থাইয়ের কাছে বেঁধে নিল।

একটা তীব্র মদের গন্ধে নিনার গা গুলিয়ে উঠল। মুখ দিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু তার আগেই আর একজন এসে মুখ চেপে ধরেছে। শুধু মুক্ত দুটো হাত দিয়ে ছটফট করতে লাগল সে। লোকগুলো ইচ্ছা করেই খুলে রাখল তার হাতদুটো। ওটুকু ছটফটানি না থাকলে আসল মজা পাবে না তারা।

মাটির মধ্যে পড়ে গোঙাচ্ছে নিনা। লোকটা এত জোরে মুখ চেপে ধরেছে যে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না সে। মাথার উপরে খোলা আকাশের বুক থেকে টিমটিমে তারাগুলো চেয়ে আছে তার দিকে। সেই তারা, যেখানে রূপকথার মেয়েরা থাকে, তাদের সাদা ঘোড়া, ঝকঝকে তলোয়ার, স্ফটিকের মতো ওড়না...

নিনার ফ্রকের নিচের দিকটা প্রায় কোমরের কাছে উঠে এসেছে, সেদিকে হাসি মুখে চেয়ে থেকে একজন বলল, "ভালো কাজে আর দেরি কেন, লেগে পড়া যাক..."

লোকটা এগিয়েই আসতে যাচ্ছিল, অন্য একজন তাকে থামিয়ে দিল। —"উঁহু... বয়স দেখেছিস মেয়েটার? রক্ত ছোঁয়নি এখনও, না তুই মস্তি পাবি না ও..."

—"তালে?" অনুযোগের সুরে বলে লোকটা।

অন্য লোকটা তার উত্তর না দিয়ে মাটির উপর কিছু একটা খুঁজতে

BanglaBook.org

থাকে। খানিক খোঁজাখুঁজির পর পাশেই রাস্তার এককোণে পড়ে থাকা একটা ছোট লোহার রড তুলে নেয়। সেটা নিয়ে নিনার পড়ে থাকা শরীরটার দিকে এগিয়ে এসে বলে, "আগে মাটি খোঁড়া, তারপর তো গাছ পোঁতা..."

দলের বাকিদের মধ্যে একটা উত্তেজনার ঢেউ খেলে যায়। চাপা হাসির আওয়াজ কানে আসে নিনার। সে গায়ের সমস্ত শক্তি একত্র করে মাথা নাড়ে, হাত ছুঁড়তে থাকে।

লোকটা মাটিতে হাঁটু রেখে বসে পড়ে লোহার রডের একপ্রান্তটা চেপে ধরে একটু একটু করে এগিয়ে আনে। রডটা অন্তত একটা কাঠের স্কেলের মতো লম্বা। থাইতে একটা ছোঁয়া খেতেই শরীরটা দুমড়ে ওঠে নিনার, ছ'টা মধ্যবয়স্ক লোক লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একের পর এক ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায়...

হাত বাড়িয়ে রডটা ধরে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তার হাতগুলো ছোট ছোট হওয়ায় প্রথমে ধরতে পারে না। এতক্ষণে সেটা তার শরীর ছুঁয়েছে...

দুবলা দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে হাত বাড়িয়ে বাধা দেয় নিনা। এই প্রথম একটা উন্মাদ চিৎকারমাখা কান্নার ঢেউ বেরিয়ে আসে তার গলা চিরে, হাতের একটা প্রান্ত ঠান্ডা রডের কোণা ছুঁয়ে যায়...

আর সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটে যায়। রডে আঙুলের ছোঁয়া লাগতেই লোহার রডটা একটা জলন্ত শলাকায় পরিণত হয়। মনে হয় যেন অনেকক্ষণ গনগনে আগুনে রেখে কেউ ঝলসে লাল করে দিয়েছে সেটাকে। একটা তীক্ষ্ণ ফলা বেরিয়ে আসে তার ভিতরে থেকে। নিনা নিজেও মুহূর্তের জন্যে আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকায় রডটার দিকে।

—"উররে শালা..." চাপা চিৎকার করে হাত থেকে সেটা ছিটকে ফেলে দেয় লোকটা। তার হাতের তালুতে যেখানে রডটা ধরেছিল সেই জায়গাটা পুড়ে মাংস বেরিয়ে পড়েছে। হাত চেপে ধরে বসে পড়ে সে।

—"মালটা কী রে?" বাকি দলটা এগিয়ে আসে সেটার দিকে। নিনা

BanglaBook.org

সুযোগ বুঝে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু পালিয়ে যায় না। রডটা তার নিজের হাতেও লেগেছে। অথচ একটুও গরম লাগেনি হাতে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে আলতো হাতে সেটা তুলে নিয়ে মুখের সামনে ধরে নিনা। ঠিক যেন একটা লালচে আলোর টিউবলাইট।

—"দে মাগি ওটা..." একটা বুড়ো ধাক্কা মারে নিনাকে। পরক্ষণেই বাকিদের সঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে যায় সে। কিছু দেখে যেন ওরা ভয় পেয়েছে।

নিনা রাস্তার উপর হাত চেপে ধরে কাতরাতে থাকা লোকটার দিকে এগিয়ে আসে। ঝলসানো হাতটা কোনোরকমে চেপে ধরে গোঙাচ্ছে সে। নিনাকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয় পেয়ে পিছোতে থাকে সে। পোড়া মাংস ঝুলতে থাকা হাতটা তুলে ধরে শাসানোর চেষ্টা করে নিনাকে... "কেউ জানতে পারলে কিন্তু তোর..."

অল্প হেসে মাথা নাড়ে চোদ্দ বছরের মেয়েটা। লোকটা হাঁটু মুড়ে বসেছিল মেঝেতে। তার সামনে নিনাও বসে পড়ে। লোকটার গোটা মুখ রড থেকে বেরিয়ে আসা লালচে আভায় ভরে গেছে। মুখের চামড়া কেঁপে উঠছে বারবার।

নিনা একটা হাত লোকটার গালে বুলিয়ে দেয়। সন্তানস্নেহে মায়ের মতো যেন আদর করে তাকে। তারপর নিচু হয়ে একটু একটু করে বয়স্ক লোকটার নোংরা লুঙ্গিটা উপরে তুলতে থাকে। লোকটা যন্ত্রণা ভুলে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটা চাইছেটা কী? জলন্ত শলাকাটা যেন সম্মোহিত করে ফেলছে লোকটাকে। লুঙ্গিটা তার কোমর অবধি তুলে দেয় নিনা। লোকটা বাধা দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। চাপা স্বরে গুনগুন করে একটা গান গাইছে নিনা। কে বলবে একটু আগেই মেয়েটা রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছিল?

মুখ তুলে আগের হাসিটা আর একবার হেসে হাতের সিগারেটের শিখার মতো জলন্ত রডটা লোকটার দুটো পায়ের ফাঁকে সজোরে ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

দেয় নিনা। জ্বলন্ত সরু ফলাটা তার যৌনাঙ্গ চিরে ঢুকে যায় ভিতরে।

— "ও মা... মা রে..."

অমানুবিক যন্ত্রণায় আকাশ কাঁপানো আর্তনাদ করে লোকটার শরীর কুঁচকে যায়। নিনা ফলাটা সেইভাবে চেপে ধরে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। হাসিমুখে একটানা তাকিয়ে থাকে লোকটার কাতরাতে থাকা মুখের দিকে। তারিয়ে তারিয়ে মৃত্যু যন্ত্রণা উপভোগ করতে থাকে। কুঁকড়ে উলটোদিকে আছড়ে পড়তে চায় লোকটার শরীরটা। কিন্তু নিনা কোমরের কাছটা ধরে থাকায় নড়তে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে অবশ্য নিথর শরীরটা পাথরের মূর্তির মতো খসে পড়ে তার হাত থেকে। চারিদিকের বাতাস মাংসপোড়া গন্ধে ভরে উঠেছে।

মৃতদেহটার দিকে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে আবার রডের দিকে তাকায় নিনা। অবাক হয়ে দেখে এতক্ষণে শলাকাটার আলো আবার নিভে গেছে। আবার একটা সাদামাটা লোহার রডে পরিণত হয়েছে সেটা। ভারী আশ্চর্য জিনিস তো! ম্যাজিক নাকি?

সেটা হাতে ধরেই আনমনে আবার বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে সে। বুকের মাঝে একটা নিষিদ্ধ সাহস জমাট বাঁধছে তার।

মোড়ের মাথার আলোটার নিচে এসে আবার একবার রডটা তুলে ধরে নিনা। এবার চোখে পড়ে রডের গায়ে ইংরেজিতে কয়েকটা অক্ষর খোদাই করা রয়েছে। সেগুলো পাশাপাশি পড়লে একটা শব্দ দাঁড়ায়, 'হেলরিল'।

নিনা তেমন ইংরেজি শেখেনি। হয়তো এটাও তার না জানা একটা শব্দ।

সেটা মুখের সামনে থেকে সরাতে গিয়ে কোণের দিকে আর একটা শব্দ চোখে পড়ে তার, এটাও খোদাই করা, কিন্তু মনে হয় কেউ যেন ধারালো কোনো ছুঁচ দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে নিজের নাম খোদাই করেছে রডটায়। দুটো এ, আর, আই, তারপর এন—"আরিন।"

—"আরিন..." নামটা মনে মনে বিড়বিড় করে নিনা। বেশ পছন্দ হয়েছে তার নামটা...

BanglaBook.org

প্রথম অধ্যায় — হানসিনি

অফিস থেকে বেরিয়ে কিছুদূর হাঁটল তনিশ। তারপর থেকেই নাছোড়বান্দা ভিখারির মতো ডিপ্রেশানটা চেপে ধরল তাকে। সারাদিনের শেষে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব। একটা ইনসিকিওরিটি, কীসের সেটা ভালো করে বলা মুশকিল, বোঝা মুশকিল।

সে গালে একবার হাত বুলিয়ে দাড়ির অভাবটা আবার অনুভব করল। দাড়ি থাকলে মুখটা খানিকটা লুকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু বিতনুদার কড়া নিয়ম। কর্পোরেট সেকটারে গালে ঘেসো দাড়ি আর কোলে বেশ্যা, এই দুই নিয়ে ঢোকার একই ইমপ্যাক্ট।

নিচু হয়ে সে দেখল শার্টের কোমরের কাছে বোতামের লাইনটা একটু ফুলে আছে। শার্ট পরার এই এক ফ্যাচাং। শালা এদিকে উঠে যায় তো ওদিকে ফাঁক হয়ে থাকে। কখন কোথায় ফাঁক হয়ে থাকে সেই ভয়, পাছার উপরে মানিব্যাগটা আছে কিনা, টেনশান, থাই-এর উপরে আই ফোনটা আছে কিনা, টেনশান, কয়েকবার এসি টু নন এসি করে গায়ে ঘামের গন্ধ আছে কিনা, টেনশান।

—"ধুর, বাল।" পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা ইটের ড্যালাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল তনিশ। আজ অনেকদিন পরে কথাটা বলল, "বাল..." ভারী ভালো লাগল তনিশের। মনটা অনেকদিন পর হালকা হল।

—"বাল, বাল বাল..." আহাহা... দুটো হাত উপরে তুলে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই একটু দুলে নিল সে। তারপর হাতের বোতলটা গলার উপর একবার উপুড় করল। খানিকটা রাম গড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের পাশ দিয়ে। প্রাচীন সাধুর আশীর্বাদ ঝরে পড়ল বুকে।

তনিশের কবজির কাছে হাতার বোতামটা খোলা। সেই খোলা লটপটে হাতা দিয়ে ঠোঁট মুছল তনিশ। লাথি মারার জন্যে আর একটা ইট খুঁজতে লাগল।

BanglaBook.org

রাত প্রায় একটার কাছাকাছি। সল্টলেক সেক্টার ফাইভের একটা চওড়া রাস্তা। তার উপর দিয়ে আধামদ্যপ অবস্থায় হেঁটে চলেছে সে। একটু আগেই বেরিয়েছে অফিস থেকে। খানিক দূর হেঁটেও ছিল। এমন কি অফিসের বাসে অবধি উঠেছিল। তারপর মাঝ রাস্তায় নেমে পড়েছে। সারামাসের ভয় আর টেনশান যেন আজ একদিনে চেপে ধরেছে ওকে।

মাসে এইরকম একটা দিন থাকে যেদিন তনিশ রাতে বাড়ি ফেরে না। বাড়িতে ঝুটো বলে অফিসে ডবল সিফট আছে। সব বাওয়াল। মাসের শেষে চাট্টি টাকার লোভ খুড়োর কলের মতো ঝুলিয়ে মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানি গাধার মতো কাজ করিয়ে নেয়। মাসের শেষে সেই টাকা পকেটে এলে সদ্য ড্রাগ নেওয়া নেশারুর মতো ক'টা দিন উৎফুল্ল থাকে। চোখের পাশে লাল ছোপ পড়ে, রাত জাগতে জাগতে জরাজীর্ণ নার্ভগুলো একটু একটু করে মরে আসে, হাত কাঁপে থরথর করে। তাও, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে উর্ধ্বগামী ডিজিটগুলো 'পাত্তা দেয় না তবু না পেলে বাঁচব না' প্রেমের মতো ছুটিয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু এই ভয়টা? এই দামি গ্যাজেট ক্যারি করার টেনশানটা? সুতির নরম ঢোলা গেঞ্জি, বুকছেঁড়া পাঞ্জাবি না পরতে পারার ফাস্ট্রেশানটা? এই আধভাঙা ইংরেজি নিয়েই ফরেন ক্লায়েন্টের সঙ্গে বুক বাজিয়ে কথা বলে যাওয়ার ইন্সিকিওরিটিটা? এটা জমতে জমতে যাবে কোথায়?

তাই এই সবকিছু থেকে একটা রাত ছুটি নেয় তনিশ। শহরের অলিগলিতে ঘুরঘুর করে সারারাত। রাস্তার ধারের ঘেয়ো কুত্তার সঙ্গে শুয়ে রাত কাটায়। মুখ উপরে তুলে ভগবানকে খিস্তি করে, চুমু খায়।

আজ তেমনই একটা দিন... থুরি, রাত। তনিশের ব্রেকিং ব্যাড। চশমাটা চোখের উপর থেকে সরে নাকের ডগায় এসে ঠেকেছে। ফলে চোখে তেমন ভালো দেখতে পাচ্ছে না। তাছাড়া মাসে একদিন খায় বলে মদ জিনিসটা এখনও তার পাকস্থলীর রুটিনে জায়গা পায়নি। ফলে মাথাটাও একটু গুলিয়ে আছে। চোখ বড় বড় করে তনিশ দেখতে পেল রাস্তার ধারে আজও একটা কুকুর শুয়ে আছে। রাস্তায় পায়ের আওয়াজ পেয়ে একবার মুখ তুলে তাকিয়েছিল, চোর-টোর ভাবেনি। আজকাল কুকুররা

সন্দেহজনক মানুষ দেখলে আলাদা করে কাউকে চোর ভেবে চিৎকার করে না। ওরা বুঝে গেছে যে ঠগ বাছতে গাঁ উজার হয়ে যাবে।

এই কুকুরটার সঙ্গে আগের মাসেও শুয়েছিল মনে হয়। অবশ্য রাতে মদের ঘোরে যা করে সকালে তার তেমন কিছুই একটা মনে থাকে না। আজ কিন্তু নেড়িটাকে দেখেই ওঁর বিতনুদার কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, এক থোবড়া। এক কুতকুতে চোখ, একই রকম টাকার জন্যে মুখ দিয়ে লালা পড়ে বিতনুদার। বিতনু বোস, টিম লিডার। কে জানে হয়তো সেই মালই রাতের দিকে নেড়ি কুত্তা হয়ে রাস্তায় শুয়ে থাকে। ভ্যাটে মুখ ডুবিয়ে টাকা খোঁজে।

কুকুরটার দিকে এগিয়ে গেল তনিশ। এলোমেলো গলায় প্রশ্ন করল, —"স্যার... আসতে পারি?"

বেশ চেঁচিয়েই সে বলেছে কথাটা। গলার আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল কুকুরটার। মুখ তুলে অবাক চোখে সে আগন্তুককে দেখার চেষ্টা করল। ব্যাপারটাকে ইতিবাচক ইঙ্গিত বলে ধরে নিল তনিশ। মদের বোতলটা রাস্তার উপরে রেখে সে বসে পড়ল। এ রাস্তা দিয়ে এত রাতে খুব একটা গাড়িঘোড়া চলে না। দূর থেকে কর্পোরেট অফিসের দশ কি বারোতলা জোড়া আলো চোখে পড়ে বটে।

—"আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার।" বিনিত গলায় কুত্তাকে লক্ষ্য করে বলে তনিশ। পরমুহূর্তে আবার বলে, "না, ছুটি চাই না বিতনুদা। ছুটি তো জমিয়ে রাখছি। বাপও অনেকদিন মারা গেছে, ফলে তিনি বেড়া পার হয়ে গুরুদশা চলছে না। আপনারা তো আবার বোঝা চুলদাড়ি নিয়ে অফিসে ঢুকতে দেবেন না। আমার আসলে..."

—"অ্যাঁ?" কী বললেন? কান পেতে শোনার চেষ্টা করে সে। তারপর আবার প্রবল হাত নেড়ে বাধা দিয়ে ওঠে, "না, না ইনক্রিমেন্ট কী হবে? টাকাপয়সার উপরে আজকাল আর লোভ নেই তেমন জানেন।"

এইসময় বেগতিক বুঝে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা। একটু পিছিয়ে এল তনিশ। শান্ত করার ভঙ্গীতে বলল, "রাগ করলেন দাদা? আমি ঠিক

BanglaBook.org

ওভাবে কথাটা বলতে চাইনি জানেন। তবে ওসব কিছুই চাই না আমার...”

বাকি কথাটা শেষ না করেই এবার উঠে দাঁড়াল তনিশ। গোড়ালির উপর ভর দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে বলল, “আসলে আপনার এই অফিসটা, জানেন, এই অফিসটা আমার ভারী পছন্দ।”

ডান হাতটা একটু উপরের দিকে তুলে ধরে বলল, “ওই দেখুন ওখানে আপনার টেক এন্ড টেক্স সার্ভে থেকে পাওয়া কর্পোরেট টাইকুনের ট্রফিটা... ওই আপনার নেওটিয়া বিজনেস অ্যাওয়ার্ড, জিতেশ আনেজা সার্টিফিকেট... আহাহা... আপনার এই ঘরটায় এলেই এত ইন্সপিরেশান পাই যে কি বলব... ধন্য ধন্য...”

গতিক ভালো নয় দেখে উঠে দাঁড়ায় কুকুরটা, হতবাক হয়ে আধপাগলা মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে, তনিশ আরও বিনিত হয়ে গলে পড়ে, “আরে ভুল ভাবছেন, আপনার চেয়ারের উপরে আমার কোনো লোভ নেই। আমি শুধু আপনার এই খানদানি ঘরে একটু টয়...”

শেষ হওয়ার আগেই শব্দটা পালটে নিল তনিশ, “মুততে চাই। পেচ্ছাপ করব আমি। বিশেষ করে আপনার এই তুলতুলে নরম পারশিয়ান কার্পেটের উপরে... হ্যাহ্যা... এই এই যে মুতে দিলাম...”

প্যান্টের জিপ খুলে উদ্ধত হয় তনিশ। এমন সময় কুকুরটা চোখ সরিয়ে নিয়ে তনিশের ঠিক পিছনে কিছু যেন দেখার চেষ্টা করে। কেউ কি এসে দাঁড়িয়েছে? একটা ছায়া আচমকাই সরে গেল অন্ধকারের গা বেয়ে। উন্মত্ত অবস্থায় তনিশ খেয়ালও করে না। কুকুরটা একটু কুঁইকুঁই করে ডেকে পিছন দিকে সরে যায়। তনিশ ছাড়া রাস্তাটা শুনশান ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। দূরে কর্পোরেট বিল্ডিঙের আলোগুলো এখনও আগের মতোই জ্বলছে।

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে তনিশ। সেভাবে হেঁটেই খানিক দূর এগিয়ে যায়।

রাস্তা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে একটা ছোট পুকুর আছে। কিছুদিন হল পুকুরের ধারটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে বেড়া দিয়ে। এ জায়গাটা এখনও ঘিঞ্জি হয়ে ওঠেনি। অনেকটা ফাঁকা আকাশ দেখা যায়। হাওয়ার ধাক্কা এসে

তনিশের মুখে চোখে লাগে। কিছুটা সেই হাওয়ার স্রোত ধাওয়া করেই পুকুরের একদম পাড়ে চলে আসে সে।

এলোমেলো বাতাসে মদের গন্ধটা এখন ফিকে হয়ে এসেছে। ওর চুলগুলো উড়ে অবিন্যস্ত হয়ে গেল। ক্লান্ত, আধবোজা চোখে বারবার ঘুম নামতে চাইল। কোনোরকমে চোখ খোলা রাখল তনিশ। রাত এখনও অনেক বাকি।

আচমকা শনশনে বাতাসের শব্দের মধ্যে মনে হল পিছনেই কার যেন পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অবশ্য রাত হলেও রাস্তা দিয়ে যে কেউ হেঁটে আসতেই পারে।

এক ঝটকায় পিছন ফিরে কাউকে দেখতে পেল না তনিশ।

—"কে বে?" হালকা রাগ দেখায়, "পয়সা নেই আমার কাছে... ফোন নেই... মানিব্যাগ নেই... কিচ্ছু নেই... কি লুটবি লোটা।"

একইভাবে উন্মত্ত বাতাসের শব্দ বয়ে যায়, আর কিচ্ছু নেই।

মদের বোতলটা আবার নামিয়ে রেখে শার্টের বোতামগুলো সামনে থেকে খুলে ফেলে তনিশ। টানাটানি করতে গিয়ে শেষের দিকে কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে যায়। শার্টটা খুলে সেটা দিয়েই চোখমুখ মুছে পাশে রেখে দেয় জামাটা। মনে মনে একটা গান গাওয়ার চেষ্টা করে, কি যেন একটা গান মনে আসছিল, ও হানসিনি, মেরি হানসিনি...

চেরা বেসুরো গলায় চিৎকার করে ওঠে তনিশ। জলের ছপছপ আওয়াজের উপরে কোথায় যেন সুর পেয়ে যায় গানটা। বাঁধা সুর নয়, অন্য একটা। এ সুরে এই গান এর আগে গায়নি কেউ।

গলা চিরে গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে যায় তনিশ। 'হানসিনি' কথাটার মানে কী যেন? নাঃ, অফিসে এতকাল এতগুলো মেড়োর সঙ্গে কাজ করেছে, বেনচোদ মানে জেনেছে, ভোঁসরিকে মানে জেনেছে, কিন্তু হানসিনি মানেটা জানতে হয়নি কোনোদিন।

—"ধুর শালা, কিছুই হল না।" তনিশ বিরক্তিভরে কথাটা বলতেই

BanglaBook.org

কোথা থেকে একটা চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে এল। খুব ক্ষীণ, যেন কেউ হাসিটা চাপার চেষ্টা করেও পারেনি। মেয়েলি গলার হাসি কি? 'হানসিনি'র মতোই অস্পষ্ট আওয়াজ।

রাগের মাথায় তনিশ উঠে দাঁড়াল, —"কে তুই? কী চাই আমার থেকে?"

কোনো উত্তর নেই। একটু একটু করে পিছিয়ে আসতে লাগল সে। তাহলে কি যখন অফিস থেকে বেরিয়েছে তখন থেকেই কেউ ফলো করছে ওকে? কে হতে পারে? হ্যাঁ, বিতনুর পোষা কয়েকটা খোঁচর আছে বটে। অফিসের বাইরে কে কোথায় যায় সব খোঁজ রাখে শালারা। রামের বোতলটা তুলে নিয়ে এবার ছুরির মতো করে ধরে সেটা। কেউ এগিয়ে এলে তার মাথাতেই ভাঙবে। আর কিন্তু কিছু শোনা যায় না। একটু একটু করে পিছোতে পিছোতে তনিশের খেয়াল ছিল না কখন সে জলের একেবারে ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। শরীরের ভারটা পিছন দিকে সরে আসতেই পা পিছলে গেল তনিশের আর অমনি মদের বোতলসুদ্ধু সে টলে পড়ল জলের উপর।

ঝপাস করে একটা শব্দ শুনতে পেল তনিশ। তারপর টানা নৈশব্দের ভিতর খলখল জলের আওয়াজ। হাত থেকে ছিটকে পড়ে রামের বোতলটা জলের উপরেই ভেসে গেছে। শরীরটা জলের নিচে নামতেই মুখ নাক দিয়ে বগবগ করে জল ঢুকতে লাগল তনিশের। সে সাঁতার কোনোদিনি শেখেনি। এই পুকুরটা ছোট হলেও বেশ গভীর। একটু একটু করে ডুবে যেতে লাগল সে। মাথার উপরে ভরা আকাশ নিকষ অন্ধকার নিয়ে নিশ্চল পাথরের মতো তাকিয়ে আছে তার দিকে।

জলের ঝাপটা খেতে খেতে নেশা ভেঙে গেল তনিশের। সে বুঝতে পারল মৃত্যু আসন্ন। এখানে চিৎকার করলেও শোনার কেউ নেই। দুটো হাতে এখনও তেমন জোর পাচ্ছে না। যেটুকু অক্সিজেন বুকে জমে ছিল সেটা শেষ হয়ে আসছে একটু একটু করে।

একটা সময় সে বুঝতে পারল কাল সকালের সূর্যটা আর দেখা হবে

BanglaBoi.org

না তার। বাড়ির কথা মনে পড়ল তনিশের। কাল সকালে মা যখন খবর পাবে... একটু একটু করে তার ভাবনা চিন্তাগুলোও ছোট হয়ে এল। নিঃশ্বাস নিতে না পেরে জ্ঞান হারাচ্ছে। ছটফটানিটা কমে আসছে...

হঠাৎ তার ক্ষীণ হয়ে আসা অনুভূতিতে মনে হল জলের ভিতরে আর একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে। বাইরে থেকে আর একটা কিছু যেন জলের উপরে এসে পড়েছে। কয়েকটা অচেনা ঢেউ এসে কাঁপিয়ে তুলল সম্মিলিত জলরাশিকে। একটা সরু ছায়া জলের উপর থেকে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ছায়াটা রঙিন, যেন কিশোরী মেয়ে জলরঙ করার পর তার প্রিয় তুলিটা ডুবিয়ে দিয়েছে জলে। মুহূর্তে রঙিন করে তুলেছে স্বচ্ছ জলটাকে। প্রায় অবশ শরীরে তনিশ বুঝতে পারল তার কব্জির কাছে কিছুর একটা চাপ পড়েছে।

মনে হচ্ছে একটা জলজ গুল্মলতা তাকে জলের ঠিক ফুট দুয়েক নিচে আটকে দিয়েছে। কোনোরকমে ঘাড় উঠিয়ে দেখার চেষ্টা করল তনিশ। না গুল্মলতা নয়...

একটা হাত।

চারপাশটা একটা মায়াবি সাদাটে আলোয় ভোরে উঠেছে। যেন জলের ভিতরে এইটুকু অংশে সূর্য উঠেছে আজ। সেই আলোতেই হাতটা আর একবার দেখার চেষ্টা করল তনিশ, হাতের কব্জির কাছে কালো রঙের কিছু একটা আঁকা আছে। অনেকটা পাখির মতো। এ পাখিটাকে আগে কোথাও দেখেছে সে।

হাতে টান অনুভব করল তনিশ, না নিচের দিকে নয়। উপরে। তার কব্জি ধরে টেনে কেউ উপরে নিয়ে যেতে চাইছে তাকে।

এই ভয়াবহ মৃত্যুর বুকে দাঁড়িয়েও একটা অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করল তনিশ। মনে হল এবার তার ঘুমানোর পালা। হাতটা ঠিক একটু একটু করে টেনে নিয়ে ডাঙায় তুলে নেবে তাকে। ততক্ষণ নিজের খেয়াল না রাখলেও চলবে। সেই অচেনা, রহস্যময় ছায়ামূর্তির টানের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে শান্তিতে চোখ বুজল তনিশ।

BanglaBook.org

সে বুঝতে পারল মৃত্যু আসন্ন।

*   *   *   *   *   *   *   *

ভোর-ভোর নাগাদ চোখ খুলল তার। চারপাশে তাকিয়ে দেখল একটা ছোট চিল্ড্রেন্স পার্কের বেঞ্চে শুয়ে আছে সে। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। সমস্ত শরীরে একটা ভিজে ভিজে ভাব। বেঞ্চের ঠিক উপরে চোখের সামনে দিয়ে একটা পিঁপড়ে হেঁটে যেতে যেতে ওঁর দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল। তারপর আবার নিজের রাস্তায় চলে গেল।

আন্দাজে তনিশ বুঝতে পারল সাড়ে চারটে কি পাঁচটার কাছাকাছি বেজেছে। ঢোঁক গিলতে গেলেই গলার ভিতরটা কঁকিয়ে উঠছে। হয়তো কাল রাতে ঠান্ডা জলে ভিজে ইনফেকশান হয়ে গেছে। আজ বিকেল গড়াতেই ঝাঁপিয়ে জ্বর আসবে।

পা দুটো বেঞ্চ থেকে নামিয়ে নিচে নেমে এল সে। মাটিতে পা রাখতেই বুঝল এক পায়ে জুতো নেই। যেটা আছে সেটাও ভিতরে জল ঢুকে হাঁটতে গেলেই খপখপ শব্দ করছে। সেটাও খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল তনিশ।

আপাতত তার গায়ে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি। একটা লতাপাতা লাগা ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে প্যান্ট। যে প্যান্টের চেন পুরোটা খোলা। দুপায়ে দুটো ভেজা মোজা। চুলগুলো বটের ঝুরির মতো কপালে নেমেছে। সমস্ত মুখ জুড়ে একটা লালচে ভাব।

নাঃ পকেট হাতড়ে কোনো টাকাপয়সা পেল না তনিশ। তাছাড়া এই অবস্থায় বাসে বা ট্যাক্সিতে উঠতেই দেবে না তাকে। অগত্যা হেঁটে বাড়ি ফেরা ছাড়া আর উপায় নেই কিছু। সে অন্তত ঘণ্টাতিনেকের ধাক্কা। তাও আবার খালি পায়ে। প্যান্টের চেনটা আটকে নিল।

পার্কের গণ্ডি পেরিয়ে রাস্তার উপর এল সে। লোকজন যতক্ষণ না হুড়মুড়িয়ে রাস্তায় নেমে পড়ছে ততক্ষণে যতদূর সম্ভব চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অন্তত এই এলাকা...

—"তনিশ না?"

BanglaBook.org

পিছন থেকে ডাকটা শুনে সে ফিরে তাকাল। একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে তার ঠিক পিছনে। গাড়ির জানলাটা নামানো। সেই জানলা দিয়ে মুখ বের করেছে তনিশেরই বয়েসের একটা ছেলে। অনিকেত। তনিশের এক সময়কার সহকর্মী। অনিকেতও এখন সেকটার ফাইভেই কাজ করে, কিন্তু অফিস আলাদা।

তনিশ মাথা নাড়ে। কিছু বলার চেষ্টাও করে না।

—"আরেসশালা! এ অবস্থা কী করে হল তোর? মনে হচ্ছে কেউ রেপ করে দিয়েছে।"

কোঁকোঁ করে একটা আওয়াজ করল তনিশ। গলার ইনফেশানটা আওয়াজ বেরোতে দিচ্ছে না।

—"উঠে আয় গাড়িতে। তোকে ড্রপ করে দিচ্চি।" ভিতর থেকে ড্রাইভারের পাশে দরজাটা খুলে দিল অনিকেত।

তনিশ খুব একটা আপত্তি জানালো না। গুটিগুটি পায়ে গাড়ির ভিতরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

অনিকেত একবার তাকে হতবাক চোখে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "কী হয়েছিল বলতো? ইউ লুক লাইক আ হোবো।"

—"এই জলে পড়ে গেছিলাম।" কোনোরকমে উত্তর দিল অনিকেতকে।

—"জলে! মানে ওই পুকুরে? তা ওখানে গেছিলি কেন?"

তনিশ আর উত্তর দিল না। স্থির চোখে উইন্ডস্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে, বিড়বিড় করে বলল, "এখানে কাছাকাছি ট্যাটু পার্লার কোথায় আছে বলতো?"

—"ট্যাটু? তুই ট্যাটু করাবি নাকি?" অনিকেতের বিস্ময় কাটতেই চাইছে না। তনিশ গোস্বামী বলে যে ছেলেটাকে চিনত সে চিরকাল বাঁদিকে স্পষ্ট সিঁথি করে চুল আঁচড়াত। মায়ের অনুমতি না নিয়ে কম্পিউটার পর্যন্ত চালাত না। বাইরের খাবার খেত না পেট খারাপের ভয়ে। সে কিনা বলে

BanglaBook.org

ট্যাটু করাবে!

—"আছে হয়তো আশেপাশে কয়েকটা। তবে বড় দোকান বলতে ইঙ্ক-ম্যানিয়া।"

—"হুম..." কিছু ভেবে মাথা নাড়ে তনিশ, তারপর ঘুরে তাকিয়ে বলে, "তোর ফোনটা দে তো... নেট লাগবে একটু।"

অনিকেত ফোনটা এগিয়ে দিতে সেটা হাতে নিয়ে গুগুলে কিছু সার্চ দেয় তনিশ। অনিকেত উঁকি দেয়—বিগ বার্ড।

একটা ওয়েবসাইট খোলে। এখানে কোনো প্রাণীর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য লিখে দিলে প্রাণীটার নাম দেখিয়ে দেয়।

লারজ উইংস—বেশ কিছু ছবি এনে দেয় সার্চ ইঞ্জিন। তনিশ দু'পাশে মাথা নাড়ে।

লারজ ব্ল্যাক উইংস—কিছু ছবি মুছে যায়।

জাইগান্টিক উইংস বার্ড, 'জাইগান্টিক' শব্দটা ম্যাজিকের মতো কাজ করে। গোটাছয়েক মাত্র ছবি পড়ে থাকে। একটা ছবিতে চোখ আটকে যায় তার। হ্যাঁ, কাল রাতের সেই হাতের কব্জিতে এই ট্যাটুটাই করা ছিল। এই পাখিটাই ছিল তার হাতে।

অন্য ছবিগুলোর সঙ্গে এই পাখিটার ছবিতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বাকি ছবিগুলো ক্যামেরায় তোলা ছবি। শুধু এইটা হাতে আঁকা। পাখিটার নামটা মুখস্ত করে নেয় তনিশ, আরজেন্টাভিস। আরজেন্টাভিস ম্যাগ্নিফিকেন্স, আকাশে ডানা মেলা বৃহত্তম পাখি।

কিন্তু হাতে আঁকা কেন? ছবিটা খুলতেই কারণটা বুঝতে পারে সে। ছবির ঠিক নিচে একটা লাল বক্স করে কয়েকটা শব্দ লেখা আছে। এ শব্দগুলো আর কোনো ছবিতে লেখা নেই।

আরজেন্টাভিসের ছবি ক্যামেরায় তোলা সম্ভব হয়নি। কারণ পৃথিবীতে মানুষ আসার কয়েক লক্ষ বছর আগে সে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অধ্যায় — আগুনবালিকা

স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভেঙে গেল নিনার। সাধারণত তার ঘুম সহজে ভাঙে না। উল্টোডাঙ্গা ব্রিজের নিচে যে খুপরিটায় তারা বাপ-মেয়েতে থাকে সেটার ধার দিয়ে সারক্ষণ বাস-ট্রাম ছুটে যায়। ভোর ছ'টা থেকে রাত একটা অবধি পুরোটা সময় গাড়ির হর্ন তাদের সঙ্গী হয়ে থাকে। এতদিনে অভ্যাস হয়ে গেছে নিনার। একমাত্র এই স্বপ্নটা না দেখলে বেলা আটটার আগে তার ঘুম ভাঙে না।

মেঝের উপরে উঠে বসে দেওয়ালের দিকে চাইল নিনা। হ্যাঁ, রাস্তার লাগোয়া গরাদের ফাঁক দিয়ে রোদ আসছে। গায়ের নোংরা ফ্রকটা একবার ঠিক করে নিল। ঘরের এককোণেই বালতি বসানো ছিল। ফ্রকের একটা কোণ তুলে ধরে তাতে ডুবিয়ে মুখটা মুছে নিল। তারপর ভাঙা আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

শুকনো নারকেল ছোপরার মতো রোঁয়া ওঠা বাদামি চুল। মাঝারি আকারের দুটো ভরাট চোখ। নিনার নাকটা ছোট থেকে আশ্চর্যরকম টিকালো। একদম ওর মায়ের মতো।

মায়ের কোনো ছবি নেই নিনার কাছে। তবে মুখটা আবছা ভাবে মনে আছে। তাও বছর পাঁচেক আগের কথা। গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল মা। তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। নিনা রোজকার মতো বেরিয়েছিল স্টেশানে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে। বস্তিতে ফিরে দেখে বস্তি দাউদাউ করে জ্বলছে। কীভাবে যেন আগুন লেগে গেছে।

নিনাদের ঝুপড়িতে বাইরে থেকে খড়খড়ি লাগানো ছিল। আগুন লাগার পর মা আর খুলে বেরোতে পারেনি। চিৎকার করেছিল হয়তো। কিন্তু বস্তির সবাই তখন চেঁচাচ্ছে। কে কাকে বাঁচায়?

সন্ধ্যাবেলা নিনা যখন বাড়ি ফেরে তখন সব ঝলসে গেছে। মায়ের দগ্ধানো কালো শরীরটা পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। নিনা তখনও পড়াশোনা করত। সেই ঘর পুড়ে যাওয়ার পর থেকে পড়াশোনা সব বন্ধ হয়ে গেল।

নিনা খুব একটা কান্নাকাটি করেনি। কয়েকদিন চুপ করে ছিল। সরকার থেকে কিছু ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েছিল বস্তির সবাইকে। নিনার বাপ জগাই, বৌ মরেছে বলে খানিক বেশি পেয়েছিল।

মায়ের পোড়া শরীরের সামনে স্তম্ভিত হয়ে বসেছিল নিনা, জগাই অস্থির হাতে তার মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছিল, "ও আর তোর মা নয় রে... একটা পোড়া দেহ..."

মা নয়... একটা পোড়া দেহ... মা নয়... একটা পোড়া দেহ...

কথাটা বেশ কিছুক্ষণ মনের ভিতরে বেজেছিল নিনার। সেই দগ্ধানো দেহ পুলিশের লোক এসে সরিয়ে ফেলেছিল। বহুদিন ধরে ঘরে সেই পোড়া গন্ধটা লেগেছিল। মানুষের চামড়া পোড়া গন্ধ। যে চামড়ার সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুলে নিনার ভূতের ভয় কেটে যেত। সেই চামড়ার পোড়া কষাটে গন্ধ।

জগাই তখন লোকের বাড়িবাড়ি ঘুরে পুরনো খবরের কাগজ কেজি দরে কিনে আনত, সেই টাকাতেই সংসার চলত। মাঝে-মাঝে কাগজের সঙ্গে পুরনো বইপত্রও বিক্রি করে দিত কেউ কেউ। নিনার মা জগাইকে লুকিয়ে সেই বইয়ের মধ্যে থেকে ছবির বইগুলো নিনার জন্যে সরিয়ে রাখত। তার মধ্যে বেশিভাগই রূপকথার। ইংরেজি শেখেনি নিনা। বাংলাটা ভাঙা ভাঙা পড়তে পারে। কয়েকটা মা-মেয়েতে মিলে পড়ে উদ্ধারও করেছিল। রাপুঞ্জেলের গল্প, সিনডেরেলার গল্প, মারমেইড এরিয়েলের গল্প। মা ঝলসে যাওয়ার পর ঘর থেকে সেই পাতলা রূপকথার বইগুলো আধপোড়া অবস্থায় উদ্ধার করেছিল নিনা।

আয়নার সামনে থেকে সরে নোংরা কাঁথার ট্রাঙ্কটা খুলে ফেলল সে। ট্রাঙ্কটা খুললেই বিশ্রী একটা ভ্যাপসা গন্ধে ভরে যায় ঘরটা। বহুকাল একইভাবে পড়ে আছে কাঁথাগুলো। চোখ বাড়িয়ে একবার দরজার দিকটা দেখে নেয় নিনা। জগাইয়ের ফিরতে এখনও ঢের দেরি।

বিশেষ একটা কাঁথা টেনে বের করে নেয় সে। তারপর তার সেলাইয়ের একটা ছেঁড়া অংশ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে একটা চটি বই বের করে আনে।

BanglaBook.org

একটা আধপোড়া রূপকথার বই। একসময় বইয়ের উপরের মলাটটা গোলাপি ছিল হয়তো। এখন আগুনের দাগ লেগে হলদে হয়ে গেছে। কয়েকটা জায়গা ছিঁড়েও গেছে। সেই জায়গাগুলোতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বইটা কোলে রেখে মেঝের উপরেই বসে পড়ল নিনা। বইয়ের পাতা উলটে ছবিগুলো দেখতে লাগল।

ফোবের গল্প—ফোব—আগুন বালিকা। নরকের আগুনের ভিতরে তার রাজত্ব। সেখানে নরকের দৈত্যদের শাসন করে সে। গোটা বইটা জুড়ে শুধু আগুন রঙে মেয়েটার অনেকগুলো ছবি। গল্পটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে নিনার। বইটা নামিয়ে রেখে বাকি রূপকথার বইগুলোকেও একজায়গায় করে একটা প্লাস্টিকের ভিতরে ঢোকায় সে। শীত আসছে, এখন আর এই বইগুলো কাঁথার ভিতরে রাখা নিরাপদ নয়।

রূপকথার বই ছাড়াও আর একটা নেশা আছে নিনার। পুরনো ছেঁড়া কাপড় আর ফেলে দেওয়া স্পঞ্জের থেকে পুতুল তৈরি করতে পারে সে। এই ব্যাপারটা কেউ শেখায়নি তাকে। একবার একটা ফেলে দেওয়া গদি আঁটা চেয়ার কুড়িয়ে পেয়েছিল জগাই। সেটা বাড়ি নিয়ে এসেছিল বটে কিন্তু তার ভিতরের স্পঞ্জগুলো সব খসে খসে পড়ছিল। সেই স্পঞ্জ নিয়ে খেলতে খেলতে পুতুল বানিয়ে ফেলেছিল নিনা।

গরাদের ঠিক নিচে রাখা আছে সেরকম গোটা দশেক পুতুল। ভিক্ষা করে ফিরে, রান্নাবান্না সেরে শরীরে তাগত থাকলে এইসব তৈরি করে। এখন একটা পুতুল হাতে তুলে নিল সে। কাল রাতেই বাড়ি ফিরে তৈরি করেছে এটা— একটা নোংরাটে সবুজ স্পঞ্জের পুতুল। তার দুটো চোখের জায়গায় স্পঞ্জের উপরে দুটো বোতাম সেলাই করে দিয়েছে। নাকের কাছটা পোড়া কয়লা দিয়ে কালো করে দিয়েছে। ছেঁড়া জিনসের কাপড় পড়েছিল ঘরের কোথাও, সেটা দিয়ে জামা বানিয়ে দিয়েছে।

নিনার বেশিরভাগ পুতুলই বইয়ের ছবিগুলোর আদলে তৈরি। অন্তত সেইগুলোর কথা ভেবেই পুতুলগুলো বানায় সে। কিন্তু এই পুতুলটা মন থেকে বানিয়েছে। কাল সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ

BanglaBoi.org

বসে ছিল। মন থেকে অশান্ত ভাবটা যাচ্ছিল না কিছুতেই। মনের ভিতরে দানা বাঁধা ভয়টা সরতে চাইছিল না। তখনই খানিকটা স্পঞ্জ দিয়ে এই পুতুলটা বানায়। মনে মনে একটা নামও দিয়েছে পুতুলটার, আরিন।

কাল সন্ধ্যের কথা মনে পড়তেই কালকের সেই রডটার কথা মনে পড়ে গেল তার। কী ছিল সেটায়? লোকগুলো হঠাৎ অমন ভয় পেয়ে গেল কেন? রড থেকে আলো বেরনোর ব্যাপারটা সে নিজেও দেখেছিল, কিন্তু সেগুলো ট্র্যাফিক পুলিশের হাতে ধরা লাঠি থেকেও বেরোয়। তাতে তো লোকে ভয় পায় না।

রডটা কাল নিয়েই বাড়ি ফিরেছিল নিনা। জিনিসটা ফেলতে মন চায়নি। এখন তাদের ট্রাঙ্কের পিছনেই লুকিয়ে রেখেছে।

তবে আশ্চর্য ব্যাপার হল রডটা হাতে আসার পর থেকে আর জ্বলে না উঠলেও নিনার মনে হচ্ছে রডটা থেকে মশার গুনগুন শব্দের মতো একটা আওয়াজ ক্রমাগত বেরিয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, সেই গুনগুনটা যেন কিছু বলতে চাইছে নিনাকে। একটানা... ক্রমাগত... অথচ সেটা নিনা ছাড়া অন্য কেউ শুনতেও পাবে না। এতকিছুর তলায় চাপা দিয়ে রাখা সত্ত্বেও গুনগুনটা নিনার কানে লেগেই রয়েছে। ভারী মুশকিল হল তো...

হাঁটু মুড়ে আবার সেদিকে ফিরে গিয়ে লাঠিটা বের করে আনল নিনা। সেটা মুখের সামনে তুলে এনে খতিয়ে দেখতে লাগল সে।

কাল রাতে অন্ধকার ছিল বলে নিনা লক্ষ করেনি, খোদাই করা নামদুটো ছাড়াও লাঠির গায়ে কতগুলো আঁকাবাঁকা চিহ্ন কাটা আছে। কিছু পশুজন্তুর ছবি, আর কিছু টানা টানা দাগ। এমন অদ্ভুত জিনিস নিনা আগে দেখেনি কখনও। হয়তো কোনো বাচ্চার খেলনা। কেউ রাস্তায় ফেলে রেখে গেছিল। বাচ্চাটারই কি নাম আরিন? তারই খেলনা এটা।

নতুন বানানো পুতুলের হাতে একটা কাঠের ইঞ্চি তিনেক লম্বা কাঠি গুঁজে দিল নিনা। আরিনের ছোট্ট খেলনা—হেলরিল।

রডটা হাতে ধরে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরল নিনা। ছবির বইতে ঠিক এইভাবেই তরোয়াল ধরে থাকে স্নো-ওয়াইট। নিনা আয়নায় দেখেছে তার

BanglaBook.org

গায়ের রং মোটেই ফর্সা নয়। আগে খানিকটা ছিল বটে কিন্তু রোদে রোদে ঘুরে গান গাইতে গাইতে চামড়ার রং পড়ে গেছে।

তাও সে কল্পনা করে নিল তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিরাট ধোঁয়াটে দৈত্য। তাদের গোটা ঘুপচি ঘর ছাপিয়ে গেছে তার মাথাটা। প্রকাণ্ড জিভ বের করে নিনাকে গিলতে আসছে সে। তরোয়ালটা সেইভাবে মাথার উপরে তুলে ধরে সেটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল নিনা এমন সময় দরজার কাছ থেকে একটা আওয়াজ পাওয়া গেল। জগাই ঘরে ঢুকছে, সকালের রাউন্ড সেরে ফিরে এসেছে।

তাকে দেখামাত্র লাঠিটা লুকিয়ে ফেলল নিনা। জগাই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গরাদে খাটানো তেরপলের দিকে দেখিয়ে বলল, "কাপড়টা দে টেনি দিতি পারিস ন্যা? বাস থেকে লোক তাক্যে তাক্যে দেখে।"

রোজই ঘরে এসে এ কথাটা বলে জগাই। মেয়ে বড় হয়েছে এতদিনে। রাস্তার ধারে ঘর হওয়ার জন্যে আসা যাওয়ার পথে অনেক বাসযাত্রীরাই গরাদের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দেয়। দেখতে অবশ্য কিছুই পায় না। গরাদের একদম গা লেগে ঘুমায় নিনা।

উত্তর দেয় না নিনা। প্লাস্টিকের প্যাকেটটা এতক্ষণে লুকিয়ে তার চটের ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছে। রাগী বাপের হাতে এসব পড়তে দেওয়া যাবে না। পরদার দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করে জগাই, "আজ রাতের আগেই তেরপলটা বাড়িয়ে ঢেকে দেব। বাইরে থে কিসসু দেকা যাবে না।"

কাল রাতের কিছুটা বাসি ভাত ঢাকা দিয়ে রাখাছিল। সেটাই বাবু হয়ে বসে খেতে লাগল জগাই। লোকটার খাওয়া কেমন যেন জংলির মতো। মুঠো ভর্তি ভাত তোলে, তারপর হাতের প্রায় অর্ধেকটা মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। চেবানোর সময় কালো ময়লা ঠোঁটদুটো বিকৃত হয়ে যায় বারবার। নিনা ভাত খায় না। পাউরুটি খেতে ভালোবাসে। কাঁচা পাউরুটি অনেকটা খেতে পারে। জগাই তার জন্যেই সকালের টাটকা পাউরুটি কিনে এনেছিল, সেটাই খায়।

খেতে খেতে কি মনে পড়তে জগাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, "কাল অত

BanglaBook.org

উশখুশ করিস ক্যান র‍্যা? স্বপন দেখিস নাকি?”

একটু থমকায় নিনা। দুটো চোখের কোণায় এক মুহূর্তের জন্যে ঝিলিক খেলে যায়। উপরে নিচে মৃদু মাথা দুলিয়ে আবার খাবারে মন দেয়।

—“কী দেখিস? ভূত না চোর?”

মনটা একটু নিশ্চিন্ত হয় নিনার। গলা দিয়ে শুকনো পাউরুটির টুকরো এবার নেমে আসে সহজেই।

“ভূত...” ধরা গলায় জবাব দেয় সে।

খুব একটা খুশি হয় না জগাই। বাপ-মা একসময় দুরন্ত ছেলেমেয়ের মনে ভূতের ভয় ঢোকায় তাকে পোষ মানানোর জন্যে। তারপর সেই দুরন্তপনার বয়সটা কেটে গেলে বাপ-মাই আবার সেটা ছাড়িয়ে দেয়। নিনার মা-টা এমন বয়সে মরেছে যে নিনার মনে ভূতটা রয়ে গেছে। আর বের করা হয়নি। শুধু কি ভূত? আরও নানারকম আজগুবি খেয়াল আসে নিনার মাথায়। জগাই সব জানে। জগাই-এর এসব মোটেই ভালো লাগে না। একলা বাপের পক্ষে এইটুকু একটা মেয়েকে মানুষ করতে গেলে নানাদিক ভেবে চিন্তে চলতে হয়। হঠাৎ করে তার একটা কিছু হয়ে গেলে মেয়েটার কী হবে?

খেতে খেতে একবার বিষম খায় জগাই। নিনা তড়িঘড়ি উঠে তার দিকে জলের বোতল এগিয়ে দেয়। তারপর আর বসে না।

রাতের জামাটা পালটে ঝুমঝুমিটা ঘরের একটা কোণ থেকে তুলে নেয় নিনা। জগাই এতক্ষণে মাটির উপরেই বিছানা নিয়েছে। নিনা চুলটা একবার আঁচড়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরে। হাতের ঝোলা ব্যাগটা অন্যদিনের থেকে আজ একটু বড় সেটা খেয়াল করে না জগাই।

বেরোনোর আগে বেশি করে জল খেয়ে নেয়। সারাদিন ট্রেনে গান গাইতে গাইতে গলা শুকিয়ে যায় তার। তখন কোনো একটা স্টেশানে নেমে মুখে চোখে খানিকটা জল দিয়ে নেয়। কিছুটা গলায় ঢালে। বাজনাটা একবার ঝেড়ে নেয়, ভিতরে আরশোলা বা টিকটিকি ঢুকে থাকলে ভালো আওয়াজ বের হয় না।

BanglaBook.org

এইসময় বিধাননগর স্টেশান থেকে একটা নৈহাটি লোকাল যায়। মাঝারি ভিড় হয় তাতে। লোকজনেরও তেমন তাড়াহুড়ো থাকে না। নিনার গান শুনে অনেকেই পয়সা দেয়। বিশেষ করে সে বাচ্চা মেয়ে বলে খানিকটা দয়া করেই টাকা এগিয়ে দেয়।

আজও ট্রেনটা ধরতেই যাচ্ছিল নিনা, কিন্তু সেটা মুখের সামনে দিয়ে প্রবল আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে যায়। দ্রুত পায়ে দৌড়েও ধরতে পারে না নিনা। সে অন্য হকারদের মতো লাফিয়ে ট্রেনে উঠতে শেখেনি এখনও। তার উপরে মাথার মধ্যে একটা চাপা যন্ত্রণা একটু একটু করে বেড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে ব্যাগের ভিতর থেকে লুকিয়ে কেউ ডেকে চলেছে তাকে। সেইরকমই বিরক্তিকর মশার ঘ্যানঘ্যানে আওয়াজ।

চারপাশটা আর একবার দেখে নিয়ে রডটা বের করে আনে নিনা। স্টেশানে এখন লোকজন গিজগিজ করছে। তবে রডটা এখন এতই মামুলি দেখাচ্ছে যে কেউ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কোনো চেষ্টাও করবে না।

নামটা আবার পড়ে সে, আরিন।

আরিন নামের পুতুলটা নিনার ব্যাগের ভিতরেই আছে। সেটা বের করে আর একবার দেখে নেয়। আজ লুকোনো রূপকথার বইগুলো সে নিয়েই বেরিয়েছে।

ফাঁকা স্টেশানে বসে পরের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল নিনা। শরীরটা খারাপ করতে শুরু করেছে তার। হাতের শক্ত লাঠিটা আঁকড়ে ধরেছে। তার ভিতর থেকে একটা বিদ্যুতের শিখা এসে ছড়িয়ে পড়ছে তার শিরায় শিরায়। যেন অদৃশ্য কিছুর থেকে তাকে বাঁচিয়ে চলেছে রডটা।

নিনার মনে হল এবার ব্যথাটা ছাপিয়ে একটা অবাধ্য ঘুম এসে গ্রাস করছে তাকে। এ ঘুমটা অন্য ঘুমের মতো নয়, যেন একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে সে। শয়তান রানি যেভাবে বশ করতে চেয়েছিল স্নো ওয়াইটকে। তার ভিতরে, বাইরে একটা অজ্ঞাত লড়াই শুরু হয়েছে, কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু হচ্ছে, ঠিক যেমন পায়ের তলা

দিয়ে মেট্রোরেল ছুটে গেলে মাটির উপর দাঁড়িয়ে কেউ বুঝতে পারে না।

কাল রাতের সেই স্বপ্নটা আবার ফিরে আসতে লাগল তার চোখের সামনে। চোখ খুলল সে। একটা ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। স্টেশান ভর্তি লোকজনের ভিড়। তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গিয়ে ট্রেনে উঠছে তারা। নিনাও ওঠে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু একী! ট্রেনের সবকটা বগীর জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে লকলকে আগুন। গোটা ট্রেনটা পরিণত হয়েছে একটা বিরাট জলন্ত ময়াল সাপে। কিন্তু কেউ কি খেয়াল করছে না... সবাই নির্দ্বিধায় উঠে যাচ্ছে সেই জলন্ত আগুনের বুকে। একটু একটু করে লেলিহান শিখা জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে! ঠিক যেন মানুষের আঙুল। ক্রমশ নিনার মনে হল সেই আগুনের আঙুলগুলো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ডাকছে।

ট্রেনের ভিতরে এ কাকে দেখতে পাচ্ছে নিনা? মা? হ্যাঁ! ওই তো, ট্রেনের জানলায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন নিনার দিকে। মুখ খুলে কিছু বলতে চাইছেন কিন্তু আগুনের ঝকঝক শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

—"মা! কী বলছ মা? আমি শুনতে পাচ্ছি না তো..."

প্লাটফর্মের একটা হকার দেখতে পায় একটা বছর চোদ্দোর মেয়ে মনে মনে কিছু বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে প্লাটফর্মে ঢুকতে থাকা থ্রু ট্রেনের দিকে।

—"হেই মরবি রে..." আশপাশ থেকে চিৎকারটা প্রবল হয়ে ওঠে। ভিড়ের মধ্যে থেকে আর একজন হকার দৌড়ে এসে এক ধাক্কায় নিনাকে ছিটকে ফেলে দেয় উলটোদিকের মাটিতে। কান কাঁপিয়ে শব্দ করতে করতে প্লাটফর্ম পেরিয়ে বের হয়ে যায় ট্রেনটা। মাটিতে পড়ে মাথাটা সজোরে সিমেন্টের স্ল্যাবে ঠুকে যায় নিনার। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্ঞান হারায়।

জগাইয়ের যখন ঘুম ভাঙে তখন রাত প্রায় একটার কাছাকাছি। ঘুমটা কীসের জন্যে ভেঙেছে সেটা জগাই বুঝতে পারে না। সে অবাক হয়ে

BanglaBook.org

যায়। সাধারণত বিকেলের দিকে একচোট ঘুমিয়ে নিয়ে সন্ধেবেলা উঠে পড়ে সে। ঠেকে গিয়ে পাইট খোলে। আজ তবে এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ল কেন?

উঠে বসে চোখ রগড়াতে রগড়াতে চারদিকে তাকায়। ঘুম জড়ানো গলায় বলে, "আমায় একটু ডেকে দিতে পারিস না?"

উত্তর আসে না। সমস্ত ঘর এত নিস্তব্ধ যে অন্য কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

—"নিনা!" কঠিন গলায় ডাকে জগাই, "নি..." পাশ দিয়ে হুস করে বেরিয়ে যাওয়া একটা গাড়ির ঝলসানি আলোতে ঘরটা জগাই-এর চোখের সামনে নেগেটিভ ছবির মতো ফুটে ওঠে। ঘর ফাঁকা। নিনা কি তবে ফেরেনি এখনও? এত রাত তো করে না।

মেয়ের জন্যে চিন্তা হয় জগাইয়ের। আজই তার ঘুমটা ভাঙল না আর আজই মেয়েটা এখনও ঘরে ফেরেনি।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় জগাই। এবার সে বুঝতে পারে ঘুমটা কেন ভেঙেছে। একটা চেনা গন্ধ আসছে ঘর থেকে। ঘরের কোথাও কি কেরোসিনের জার উলটে গেছে?

একটা কোণের দিকে এগিয়ে যেতেই খটকা লাগে জগাইয়ের। জারটা নেই। কিন্তু কেরোসিনের জার যাবে কোথায়? সে জিনিস তো কেউ চুরি করে না।

একটা মিহি জল পড়ার মতো আওয়াজ শোনা যায় বাইরে থেকে। জগাই তড়িঘড়ি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটু মুখ বাড়িয়ে বাইরে তাকাতেই দেখতে পায় মেয়েকে। সকালের ফ্রকটা পরেই নিচু হয়ে কিছু একটা করছে।

—"ওকি নিনা! কী করছিস তুই?" স্তম্ভিত গলায় বলে ওঠে জগাই।

খালি কেরোসিনের জারটা মাটিতে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় নিনা। তার মুখটা থমথমে কিন্তু আশ্চর্যরকম দৃঢ়। বাপের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই পকেট থেকে একটা দেশলাই বের করে।

BanglaBook.org

—"ঘরে আগুন লেগে যাবে রে... এই ঘরটাও পুড়ে গেলে আর তোকে নিয়ে যাব কোথায়, বল মা?"

কয়েকবার ঘষেও অনভ্যস্ত হাতে আগুন জ্বালাতে পারে না নিনা। জগাই এতক্ষণে পাগলের মতো ছটফট করতে শুরু করেছে। গন্ধটা ঘরের ভিতরেও। অর্থাৎ ঘরের ভিতরেও কেরোসিন ছড়িয়েছে নিনা। কিন্তু কেন? জগাই বুঝতে পারে না।

—"পাগল হয়েছিস তুই? ঘরে আগুন লাগাবি? ওরে আমরা দু'জনেই মরব।"

এবার দরজার দিকে এগিয়ে আসে নিনা। থমথমে মুখে বলে, "শুধু তুমি।"

তারপর চোখের ইশারায় দরজায় ঝুলন্ত তালাটার দিকে দেখিয়ে দেয়।

হতবাক হয়ে চিৎকার করতে ভুলে যায় জগাই। বিড়বিড় করে বলে, "ঘরে আটকে পুড়িয়ে মারবি আমাকে হারামজাদী? আমি তোর বাপ..."

নির্লিপ্ত হাতে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দেয় নিনা। কাঁপা কাঁপা হাতে গ্রিলের ভিতর দিয়ে সেই কাগজটা নিয়ে সেটা মেলে ধরে জগাই দেখে পেনসিলে কিছু একটা আঁকা আছে তাতে।

—"কী... এটা কী?"

—"তুমি জিগেস করছিলে না আমি স্বপ্নে কী দেখি? আমার পুড়ে যাওয়া মাকে দেখি। রোজদিন। কালও দেখেছি... আজ দুপুরেও দেখেছি।"

—"তা আমি কী করব? তোর মা পুড়ে মারা গেছে।"

হাতের কব্জি দিয়ে চোখের জলটা মুছে নেয় নিনা। তারপর চাপা গরগরে স্বরে বলে, "সেদিন আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলাম। ফিরে এসে দেখতে পেয়েছিলাম তোমাকে। কেরোসিনের বোতলটা তোমার হাতে ছিল। জানলার কাছে ঝুঁকে কিছু করছিলে তুমি। আমি বুঝতে পারিনি... তুমি বাড়ি আছ দেখে আমি আর বাড়িতে ঢুকিনি, খেলতে চলে যাই। তুমি আমাকে দেখতে পাওনি। ফিরে যখন আমি জানতে পারলাম বাড়িতে আগুন লেগে..."

BanglaBook.org

"তোর মা কি ছিল জানিস? একটা বেশ্যা... শম্ভুনাথের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে..." জগাইয়ের গর্জন মাঝপথেই থেমে যায়। খস করে একটা শব্দে নিনার দেশলাই জ্বলে উঠেছে। কেরোসিনে ভেজা ঘরটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার লোভে বারবার জিভ বাড়াচ্ছে ছোট্ট শিখাটা।

জগাই আবার নরম করে নেয় গলাটা, মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করে, —"ওরে আমি মরলে তুই থাকবি কার কাছে? খাবি কী? এতবড় শহরে..."

দেশলাই কাঠিটা ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিনা। ভিতরটা দিনের আলোর মতো ঝকমকিয়ে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে অসহায় কান্না মাখা গলায় শেষবারের মতো চিৎকার করে ওঠে জগাই, "পাগলামি করিসনি মাগি, চাবিটা দে আমায়... এ ঘরটাও পুড়িয়ে দিলি, ওরে আমি তোর বাপ..."

—"না..." ধীর, শান্ত গলায় বলে নিনা, "তুমি একটা পোড়া দেহ।"

কথাটা বলে আর সেখানে দাঁড়ায় না নিনা। এতক্ষণে তার নিজের গায়েও আগুনের তাপ লাগতে শুরু করেছে। পিছনে বাপের মৃত্যু-চিৎকার ফেলে অচেনা দানবিক শহরের রাস্তায় দৌড়তে থাকে সে। অগ্নিকন্যা ফোবের মতোই দ্রুত অন্ধকারে মিশে যেতে থাকে তার শরীর... একহাতে ধরা ব্যাগে ক'টা আধপোড়া রূপকথার বই। আর সেই আশ্চর্য রড হেলরিল।

ভীষণ ভয় এসে গ্রাস করছে নিনার ছোট্ট শরীরটাকে। ভয়টা কাটাতে ব্যাগের ভিতর থেকে সেই ইঞ্চিখানেক লম্বা স্পঞ্জের পুতুলটাকে বের করে নিনা— আরিন। এখনও আগের মতোই নির্বাক বোতামের চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

কাঁদতে কাঁদতে সেটাকে বুকে চেপে ধরে নির্জন রাস্তার উপরেই বসে পড়ে নিনা।

BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায় — একটা পাখি, এই এত্ত বড়

—"উইয়ারড ট্যাটু!" বছর তিরিশেকের লম্বা চুলওয়ালা ছেলেটার মুখ একটু কুঁচকে যায়, ভুরু তুলে বলে, "মানে আপনি ব্ল্যাকওয়ার্কের উপরে বলছেন নাকি নিও-ট্রাডিশানাল?" একটু অস্বস্তিতে পড়ে তনিশ। ট্যাটু সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নেই তার। ছেলেটা যে নামগুলো বলে চলেছে তার একটাও চেনে না।

ঘরের ভিতরে এসিটা বেশ নিচের দিকে। তনিশের শার্টের কলারের ফাঁক দিয়ে বুকের মাঝখান অবধি ঠান্ডা ঢুকে পড়ছে। এ ঘরের আলোগুলো ভারী অদ্ভুত, ঠিক কোথা থেকে যে আসছে সেটা ঠাউর করা যায় না। যেন ঘরের মাঝখানে একটা অদৃশ্য মোমবাতি জ্বালানো আছে। এ অঞ্চলের ট্যাটু পার্লার হিসেবে 'ইঙ্ক ম্যানিয়া'র বেশ নাম আছে সেটা এই ঘরের সাজানো গোছানোর বহর দেখলেই বোঝা যায়।

—"আমি ওসব বলছি না।" মাথা নাড়ে তনিশ, পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে একটা ছবি দেখিয়ে বলে, "এই যে, এইরকম দেখতে একটা ট্যাটু, কব্জির কাছে। আমার এক বন্ধুই করিয়ে নিয়ে গেছে। কবে করিয়েছে সেটা ঠিক বলতে পারব না।"

ছেলেটা ফোন হাতে নিয়ে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে ঠোঁট চেটে নিয়ে বলে, "সরি, হ্যাভেন্ট সিন দিস। আমাদের এখানে ক্যাটালগে যা আছে সেগুলো ছাড়াও ছবি নিয়ে এলে ইন্সট্যান্ট বানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এরকম কিছু করেছি বলে মনে পড়ছে না। আপনার ওই বন্ধুর সঙ্গে আর কন্ট্যাক্ট নেই।"

— "উঁহু... ফেসবুকে ছবি দেখলাম।"

—"এন্ড ইউ ওয়্যার ফ্যাসিনেটেড বাই দি ট্যাটু?" মৃদু হাসে ছেলেটা। তনিশ লক্ষ করে ছেলেটার জিভের ডগায় একটা পিয়ারসিং করা আছে। খায় দায় কী করে?

—"এখন একটু রাশ চলছে। তবে আপনি চাইলে কয়েকদিনের মধ্যে আমরা করে দিতে পারি। এটা তো কোনো পাখি মনে হচ্ছে।" ছবিটার দিকে আবার মন দেয় ছেলেটা।

— "শুধু পাখি নয়, জাইগান্টিক এক্সটিঙ্কট বার্ড। আরজেন্টাভিস। লারজেস্ট এক্সটিঙ্কট বার্ড, টু বি প্রিসাইস।"

কথাটা কানে যেতেই ছেলেটার চোখে একটা ঝিলিক খেলে যায়। ঠোঁটের কোণে ঝুলতে থাকা হাসিটা মিলিয়ে আসে মুহূর্তে। সে মুখ নামিয়ে নিতে চুলে চোখ ঢেকে যায় তার।

— "কী ব্যাপার বলুন তো?" ছেলেটার নামিয়ে নেওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে তনিশ।

—"আপনার কথাটা আগে বলা উচিৎ ছিল।" মুখ না তুলেই সে বলে।

—"বাট ওয়াই? পাখিটা এক্সটিঙ্কট জানলে আপনার কী সুবিধা হত?"

এতক্ষণে মুখ তুলে সে বলে, "ইটস লাইক আ কাল্ট। বাঞ্চ অফ হুলিগান্স। আপনার ফ্রেন্ড ইজ ইন ব্যাড কোম্পানি স্যার।"

—"তার মানে?" তনিশের মনে হয় ছেলেটা কিছু একটা বুঝতে পেরেছে।

—"বেসিক্যালি ড্রাগ ডিলারস, গ্রাস, এলএসডি, মাইহুয়ানা এইসব সাপ্লাই করে। আপনি স্পিরিট এনিম্যাল বোঝেন?"

—"মানে... সেরকম আইডিয়া নেই।" তনিশ আমতা আমতা করে।

ছেলেটা গম্ভীর মুখ করে খুলে বলে ব্যাপারটা, "আমাদের সবার ভিতরেই এমন একটা ক্যারাক্টারিস্টিক্স আছে যেটা একটা পশুর সঙ্গে ম্যাচ করে। যেমন যে ছেলেটা খুব জোরে দৌড়াতে পারে তার স্পিরিট এনিম্যাল হল চিতা। এরাও নিজেদের মতো একটা করে স্পিরিট এনিম্যাল সিলেক্ট করে নিজেদের হাতে ট্যাটু করায়। তবে এদের স্পেশিয়ালিটি হল এদের স্পিরিট এনিম্যালগুলো সবই এক্সটিঙ্কট। এই ট্যাটু দেখেই একে অপরকে গ্যাং মেম্বার বলে আইডেন্টিফাই করে এরা।"

—"মানে আপনি বলছেন ইনি, আই মিন আমার এই বন্ধুটিও এইরকম ড্রাগ সাপ্লায়ার।" অবাক গলায় বলে তনিশ। মনটা খারাপ হয়ে যায় তার। শেষে কিনা লোকাল ড্রাগ মাফিয়ার পিছনে দৌড়াদৌড়ি করছে।

—"সেটা ডেফিনেটলি বলা যায় না। এদের ভিতরেও তো নানারকম পোস্ট থাকে। বাট হি ইজ সিয়োরলি পার্ট অফ দ্য কাল্ট। কিছুদিন আগে জেমস নামে একজন পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছিল, পুলিশ ঠ্যাঙানি দিয়ে ছেড়ে দেয়।"

— "ছেড়ে দেয় কেন?"

— "কারণ সে ছিল চুনোপুঁটি। এই গ্যাঙের কাজকর্ম চালাতে গেলে তো টাকাপয়সা লাগে। সেই টাকাপয়সা জোগাড় করতে এরা ইল্লিগাল ড্রাগ সাপ্লাই করে। এদের আসল কাজ অন্য। সেটা ইল্লিগাল নয়।"

—"আসল কাজটা কী?"

এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে ছেলেটা। ভিতরের ঘরের দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, "স্যাটানিক রিচুয়ালস, ডার্ক আর্ট, ব্লাড স্যাক্রিফাইস এইসব করে বলে শুনেছি। বললাম না, বাঞ্চ অফ হুলিগান্স।"

—"বাবা! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার। এই কলকাতা শহরে এমন ডেভিল ওয়ারশিপিং চলছে সে তো জানতাম না।"

একটা খবরের কাগজের কাটিং হাতে ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ছেলেটা। কাগজটা তনিশের সামনে ফেলে দিয়ে বলে, "চলছে অনেকদিনই, কেউ গা করে না। আমাদের তো ক্রিশ্চিয়ান মেজোরিটি দেশ না, স্যাটানিক রিচুয়াল নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। এই দেখুন..."

কাগজটা হাতে নিয়ে তনিশ দেখে বেশ কয়েক মাস আগের একটা খবর ছাপা হয়েছে সেখানে। পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি একটা পুরনো ফ্ল্যাটের ভিতর রেইড করতে গিয়ে পুলিশ কিছু মরা পশুর দেহ উদ্ধার করে। ছাগল, মুরগি এমনকি ইঁদুর অবধি। পুলিশের ধারণা সেইসব পশুদের তন্ত্র-সাধনাতেই বলি দেয়া হত। মদ, গাঁজার আড্ডা বসত সেখানে।

BanglaBook.org

তবে ধৃতদের কারোর বিরুদ্ধেই কোনো কেস দেওয়া যায়নি। রক্ত যেটুকু ফ্ল্যাটের ভিতরে পাওয়া গেছে তা সমস্তটাই হয় মুরগির না হয় খাসির। ফলে খানিক তড়পানি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় জেমসকে।

—"এই জেমসকেই চুনোপুঁটি বলছিলেন?"

—"হ্যাঁ... পারসোনালি চিনতাম একটা সময়ে। সার্কাসে কাজ করত তখন। এখন অবশ্য কী করে জানি না। পুলিশে ধরার পর থেকে যোগাযোগ রাখিনি ইচ্ছা করেই। শুনেছি মারধোর খেয়ে আপাতত গ্যাং থেকে একটু আলাদা হয়ে গেছে সে।"

—"সার্কাসে! কোন সার্কাস?"

—"গ্রেট রাশিয়ান। ক্লাউন সাজত। তবে রাশিয়ানটা স্রেফ গিমিক, কোনো এক গুজরাতি মালিক জদ্দুর শুনেছি।"

ছেলেটা আর কিছু উত্তর দেয় না। তনিশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, "ওই ট্যাটুর বদলে অন্য কিছু করে দিতে বলেন তো কয়েকদিনের মধ্যে একবার সময় করে চলে আসুন। ওটা করলে কোথা থেকে কী হয়ে যাবে, তারপর আমি কেস খেয়ে যাব।"

—"বেশ, আমি অন্য একটা ডিজাইন পছন্দ করে আনছি।"

আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ে তনিশ। মাথাটা বেশ গুলিয়ে গেছে এতক্ষণে। পরশু যে মানুষটা ওকে নিশ্চিত সলীল সমাধি থেকে বাঁচিয়েছিল সে শেষ পর্যন্ত মাদকচক্রের সঙ্গে জড়িত! অবশ্য এমনও হতে পারে একই ট্যাটু দু'জন মানুষ নিজেদের হাতে করিয়েছে। তবে কোনটা সত্যি সেটা জানতে গেলে এই জেমসকে আগে ধরা দরকার।

আপাতত জেমসের কথাটা মাথা থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করল তনিশ। বিকেল এতক্ষণে পড়ে এসেছে। গলাকাটা মুরগির কম্পমান শরীরের মতো সূর্য বিদায় নেওয়ার পরেও তার মরতে না চাওয়া আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশ।

অটো করে স্টেশানে এসে ট্রেন ধরল তনিশ। আজ অফিস ফেরত

BanglaBook.org

অনিকেতের বাড়িতে একটা ছোটোখাটো পার্টি আছে। তনিশের যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে নেই। যদিও অনিকেত কথা দিয়েছে পরশু রাতের কথা একবারও মুখে আনবে না। কিন্তু মদ পেটে পড়লে কোনো এক মুহূর্তে বলে ফেলার সমূহ সম্ভবনা আছে। তাও অনিকেত তনিশের একেবারে ছোটবেলার বন্ধু। অফিসের ফাঁকে আজকাল তো আর দেখাই হয় না। সাতপাঁচ ভেবে সে যাওয়াই ঠিক করল।

ট্রেনটায় অন্যদিনের থেকে ভিড় কম। দমদমে এক মহিলা নেমে যেতে ভাগ্যক্রমে একটা সিট পেয়ে গেল তনিশ। নৈহাটি অবধি অন্তত ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। আরামে যাওয়া যাবে। একটু আগের চিন্তাগুলো সরিয়ে মনটা খানিক শান্ত হল তার।

—"আওহন্দোবাজার বত্তমান পতিদিন..." ঘ্যানঘ্যানে স্বরের একটা হকারকে ডেকে থামাল সে। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করতে করতে বলল, "একটা আনন্দবাজার দাও তো।"

সিটে আরাম করে বসে কাগজটা উলটে-পালটে পড়তে গিয়ে একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল, "কাল রাতে উল্টোডাঙ্গা ব্রিজের নিচে বস্তির একটা ঘরে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। একটা লেবার ক্লাস লোক ঘরের ভিতরেই ঘুমোচ্ছিল, ভিতরেই ঝলসে যায়। লোকটার একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল, তার মৃতদেহ অবশ্য পাওয়া যায়নি। আগুন লাগানোর আগে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ..."

বাসে করে আসতে আসতে ঘরটার দিকে একদিন তনিশেরও চোখ গেছিল। তবে ঘরের ভিতরে কাকে দেখেছিল সেটা আর মনে নেই। খবরের সঙ্গে বাচ্চা মেয়েটার একটা ছবিও ছাপা হয়েছে। খুব একটা স্পষ্ট ছবি নয়। তবে রোগাসোগা চেহারা। গায়ের রঙটাও চাপার দিকে।

তনিশের ঠিক পাশেই একজন বছর ষাটেকের বৃদ্ধ বসেছেন। চোখ দুটো বন্ধ করে লাঠির মাথায় হাত রেখে ঢুলছেন। দুলন্ত মাথাটা বারবার এসে পড়ছে তনিশের কাঁধে। বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাকিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে মাথাটা।

BanglaBook.org

বাকি কাগজে সেরকম কোনো খবর নেই। রাজনীতির পাতাটা আজকাল একেবারেই উলটে যায় তনিশ। আজ কিন্তু উলটাতে গিয়েও তার চোখ আটকে গেল। খিদিরপুরের দিকে একটা ছোট রাজনৈতিক গোলমাল নিয়ে বাবাকে খুন করেছে ছেলে। খুন করার ধরনটিও ভারী নৃশংস। চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে কানের ভিতর ইলেক্ট্রিকের তার ঢুকিয়ে শক দিয়েছে। তারপর হাতের শিরা কেটে খুন করেছে।

খবরটা পড়েই গা শিউরে উঠেছিল তনিশের। সে আড় চোখে লক্ষ করল পাশের সিটের ভদ্রলোকও এতক্ষণে চোখে মেলে ওই খবরটাই পড়ছেন। দু'জনের চোখাচোখি হতে ভদ্রলোক বিমর্ষ মাথা দুলিয়ে বললেন, "কি অবস্থা হল রাজ্যটার। আগে বাপ না আগে পার্টি-পলিটিক্স?"

কাগজটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে তনিশ বলল, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না এটা রাজনৈতিক খুন। সেসব মানুষ রাগের মাথায় করে। এখানে যেভাবে খুন করেছে তাতে মনে হয় অনেকদিন ধরেই খুন করবে ভেবে রেখেছিল। এত ছোট কারণে মানুষ এইভাবে খুন করে না।"

—"কি জানি... ক'দিন হল চারিদিকে এই সবই তো দেখছি। সম্পত্তি নিয়ে কারণে অকারণে মানুষ মানুষকে খুন করে ফেলছে। এই আমাদের পাড়াতেই তো..." বিড়বিড় করে কিছু বলে লোকটা, ভালো করে শোনা যায় না। তনিশ লক্ষ করে লোকটার ঠিক পাশেই বছর দশেকের একটা বাচ্চা ছেলে বসে আছে। হয়তো নাতি গোছের কিছু একটা হবে। তনিশের চোখে চোখ পড়তেই সে চোখ সরিয়ে নেয়।

এতক্ষণে বৃদ্ধের গলায় অনুতাপ শোনা যায়, "কিছু মনে করো না বাবা, আসলে ক'দিন হল রাতে ঠিক ঘুম হচ্ছে না। তাই তোমার কাঁধে..."

তনিশ ঘড়ি উলটে দেখল নৈহাটি আসতে এখনও মিনিট পঁচিশেক দেরি আছে। ততক্ষণ খেজুরে আলাপ জমানো যেতেই পারে।

—"কেন বলুন তো? এই বয়সে টেনশান কীসের এত?"

—"না না, ঠিক টেনশান নয়। আমাদের এলাকায় ক'দিন হল কিছু

BanglaBook.org

উৎপাত শুরু হয়েছে।"

—"তাই নাকি! কীসের উৎপাত?"

—"তা ঠিক বলতে পারব না। তবে রাতে ঘুমাতে গেলেই কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হয়। মনে হয়... মনে হয়..."

তনিশ বুঝল যেটা মনে হয় সেটা বৃদ্ধ মুখে বলে বোঝাতে পারছেন না। হাত নেড়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করেও শব্দ খুঁজে পেলেন না তিনি। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "মনে হয় কিছু একটা হচ্ছে... বারবার ভাবি বাইরে ঝড় উঠেছে, এদিকে জানলা খুলে দেখি সব চুপচাপ। আমরা ছ'তলার ফ্ল্যাটে থাকি। থেকে থেকে মনে হয় বাইরের দিকের খোলা দেওয়ালে গুমগুম করে শব্দ করছে কেউ। পিটু তো আবার..."

সেই নাতির দিকে দেখিয়ে বললেন, "সেদিন রাতে কি একটা দেখেছে যেন, কিরে, বল না।" নাতির কাঁধে একটা ঠেলা দেন বৃদ্ধ।

—"একটা মেঘ...", বড়বড় স্বপ্নালু চোখে বলে পিটু, "আমি হিসি করব বলে রাতে ছাদে গিয়ে দেখি একটা মেঘ এসে নেমেছে আমাদের ছাদে।"

— "ছাদের উপর মেঘ!" অবাক গলায় বলে তনিশ, "দার্জিলিং নাকি?"

—"একটা আলো জ্বলছিল মেঘের উপরে। কেউ যেন দাঁড়িয়ে ছিল। একটা পাখির ডাক আসছিল, ঠিক ঈগলের মতো... তারপর... তারপর..." পিটুর চোখ আরও বড়বড় হয়ে যায়।

নিজের ভাবনাতেই হারিয়ে গেল ছেলেটা। মনে মনে একটু হাসল তনিশ। দাদু আর নাতি মিলে গল্পটা জমিয়েছে ভালো। ছাদের উপরে আলোজ্বলা মেঘ, ছ'তলার ফ্ল্যাটের বাইরের দেওয়ালে গুমগুম শব্দ। মন্দ নয়।

—"একটা পাখি, এই এত্ত বড়।" দুটো হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে বাকি কথাটা শেষ করল ছেলেটা। "আমাদের গোটা ছাদটাই ওর ডানার নিচে ছিল।"

BanglaBook.org

চমকে সেদিকে ফিরে তাকায় তনিশ। অতিকায় পাখি!

—"কী করছিল পাখিটা?" সে জিজ্ঞেস করে।

—"উড়ে গেল, মেঘের উপর দিয়ে। আর মেঘের আলোটা তক্ষুনি নিভে গেল। পাখিটা চলে যেতে আবার জ্বলেছিল আলোটা। তারপর আবার উপরে উঠে গেল। আকাশের দিকে।"

দাদু এবার স্মিত হাসার চেষ্টা করেন, —"ওর একটু ওইরকম আছে। ছেলেবেলা থেকেই একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ, কি দেখতে কি দেখছে। নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে।"

—"হু..." ভাবুক মুখে শব্দটা করে তনিশ। আর কিছু বলল না।

এইবারে বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। কাগজটা রোল পাকিয়ে আবার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে সে। রোলের যে সরু প্রান্তটা তার চোখে পড়ছে সেখানে সেই বাচ্চা মেয়েটার ছবিটা দেখা যাচ্ছে। বাইরের এই অন্ধকার শহরে কোথায় আছে মেয়েটা কে জানে, কারা নিয়ে গেল তাকে? কোথায় নিয়ে গেল?

টাকাপয়সার জন্যে নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে যায়নি। তনিশের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনটা অন্য দিকে ঘোরাতে মোবাইলে ফেসবুকটা খুলে জেমস নামের লোকটাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু সেরকম কিছুই পাওয়া গেল না। ফেসবুকে জেমস আছে বটে কিন্তু তারা কেউই সার্কাসে ক্লাউন সাজে না। জেমস সম্ভবত ওর স্টেজনেম। আসল নাম অন্য কিছু।

কাগজে পুলিশের রিপোর্টটা সম্পর্কে কিন্তু বেশ ফলাও করে লিখেছিল, এমন কি বিলুপ্ত প্রাণীদের ব্যাপারটা অবধি। এই অকাল্ট গ্যাঙের নাকি একজন কাল্ট লিডার আছে, সেই এদের মাথায় এইসব ভূত ঢুকিয়েছে। তার নির্দেশেই স্যাটানিক রিচুয়াল পালন করে এরা।

সেখান থেকে বেরিয়ে আর একটু খুঁজতে জেমসের বদলে রাশিয়ান সার্কাসকে পাওয়া গেল। তাদের একটা ফোন নম্বর দেওয়া ছিল। মোবাইল থেকেই সেই নম্বরটা ডায়াল করল তনিশ। বার তিনেক রিং হবার পর

BanglaBook.org

ওপাশ থেকে একটা ভারী গলা শোনা গেল,

— "হ্যালো, রাশিয়ান সার্কাস।"

— "বলছি যে আপনাদের এর পরের শো কবে আছে?"

— "সে তো দেরি আছে। অক্টোবরে।"

— "আমার আসলে আপনাদের ওখানে ক্লাউনের কাজ করে এমন একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছি।"

— "কে বলছেন আপনি? কী দরকার?"

— "আমার ছেলের জন্মদিন তো, উনি যদি এভেলেভেল থাকেন..."

— "কোন ক্লাউন?"

— "জেমস।"

একটু খুচখুচ আওয়াজ শোনা যায় ওদিক থেকে, তারপর আবার ভারী গলা ভেসে আসে, — "না না দাদা। জেমস আই মিন জগদীশ আর এখানে কাজ করে না। অন্য কোথাও করে।"

— "এ বাবা! কবে থেকে?"

— "তা বলতে পারব না।"

BanglaBook.org

তনিশ আর কী জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ সাড়াশব্দ না হওয়ায় ওপাশ থেকে কেটে যায় লাইনটা। অর্থাৎ লোকটার সঙ্গে পারসোনালি যোগাযোগ করা ছাড়া উপায় নেই। এটুকু জানা গেছে জেমসের আসল নাম জগদীশ। ফেসবুকেই আরও কিছুক্ষণ খোঁজ করে তনিশ। জগদীশ নামের দু-একটা প্রোফাইল বুকমার্ক করে রাখে। এরা জেমস হলেও হতে পারে।

মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দুলে ওঠে ট্রেনটা। বৃদ্ধের লাঠিতে এবার চাপ পড়ে। ভর দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি পিটুর দিকে চেয়ে বলেন, "আয় রে, জগদ্দল আসছে, এবারে নামতে হবে।"

দাদুর পিছন পিছন উঠে গিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় পিটু। নাতিকে দরজার দিকে এগোতে দেখে হাঁহাঁ করে ওঠেন বৃদ্ধ, "এই একদম ধারের

দিকে যাবি না। এইখানটায় সিটের হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়া।”

পিটু সে কথায় খুব একটা কান দেয় না। চলন্ত ট্রেনের দরজার কাছে গিয়ে রডটা ধরে দাঁড়ায়। বাইরের দ্রুত বেগে ছুটতে থাকা হাওয়ার ঝাপটা এসে তার চুল উড়িয়ে দিতে থাকে।

বৃদ্ধ এবার রেগে ওঠেন, উঁচু গলায় সেদিকে এগোতে এগোতে বলেন, —“এই ছেলেটা একদম কথা শোনে না আমার। দাঁড়া, আজ বাড়ি গিয়ে তোর হচ্ছে। তোর মাকে যদি আমি না বলি...”

ওদের দিক থেকে মাথা ঘুরিয়ে আবার মোবাইলে মন দেয় তনিশ। কয়েকটা মেসেজের রিপ্লাই দ্যায়। বিতনুদা একবার ফোন করেছিল সেটা কেটে দেয়।

ছুটন্ত ট্রেনের দরজার কাছ থেকে ঠক্‌ঠক্ করে একটা আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকায় তনিশ। পিটু আর তার দাদু এখনও আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। পিটু সামনে, দাদু পিছনে, তার কাঁধে দুটো হাত রেখে। দুজনেই পাথরের মতো নিশ্চল। স্টেশান আসার অপেক্ষা করছে।

মুখ সরিয়ে নিয়ে আবার ফোনের দিকে তাকাতে গিয়েই স্থির হয়ে যায় তনিশ। একটু আগে যে দৃশটা সে দেখেছে তাতে কিছু একটা গন্ডগোল রয়েছে... দু'জনে এইভাবে কী করে...

মুখ ঘুরিয়েই ব্যাপারটা খেয়াল করে সে। হ্যাঁ! বৃদ্ধের হাতে লাঠি নেই। সেটা খসে পড়ে আছে দু'জনের পায়ের কাছে। কেবল নাতির দুটো কাঁধ ছাড়া আর কিচ্ছু ধরে নেই বৃদ্ধ। নাতির হাত দুটোও ঝুলে আছে কোমরের কাছে, ছুটন্ত ট্রেনের দরজার কাছে কিচ্ছু না ধরে দু'জনে দাঁড়িয়ে! কি সাংঘাতিক!

তনিশ প্রায় লাফিয়ে উঠে ছিটকে সরে আসতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ঘটে যায় ঘটনাটা। পাথরের মতো স্থবির হয়ে থাকা বৃদ্ধের হাত আচমকাই সচল হয়ে ওঠে। পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মেরে পিটুর ক্ষুদ্র দেহটাকে ঠেলে দেন ট্রেনের দরজার দিকে।

BanglaBook.org

এক সেকেন্ডের কয়েক ভাগ সময় শরীরটা হাওয়ায় স্থির হয়ে থেকেই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় পিছনের দিকে। একটা কচি গলার ক্ষীণ আর্ত চিৎকার মুহূর্তে দলা পাকিয়ে যায়।

পিছনে ট্রেনের ফাঁকা মেঝেতে মাথা ঠুকে পড়েন বৃদ্ধ। কামরার বাকি লোকেরা দৌড়ে আসে সেদিকে। গোটা কামরা জুড়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

—"এটা কী করলেন আপনি?" প্রবল রাগে বৃদ্ধের জামার বুকের কাছটা খামচে ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয় তনিশ। বগীর বাকি লোকেদের মুখে কথা ফোটেনি তখনও।

তনিশের ঝাঁকুনিতে যেন ঘুম ভাঙে বৃদ্ধের। বিড়বিড় করে কিছু বলতে চান তিনি। কোনো শব্দ বোঝা যায় না।

—"কী? কী বলছেন?" ধরা গলাতেই কোনোরকমে প্রশ্ন করে তনিশ। বৃদ্ধ ঠিক কি বলেছেন সেটা শুনতে পেয়েছে তনিশ। কিন্তু বিশ্বাস হয়নি বলে আবার জিজ্ঞেস করেছে।

এবার চুপ করে যান বৃদ্ধ। বদলে তার ডান হাতের আঙুলগুলো উপর দিকে উঠে আসে। বন্ধ মুঠোর ভিতর থেকে তর্জনীটা বেরিয়ে এসে নির্দেশ করে ট্রেনের দরজার দিকে। কিছু একটা দেখাতে চাইছেন তিনি।

বাইরে তখন নিশ্ছিদ্র ছুটন্ত অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

BanglaBook.org

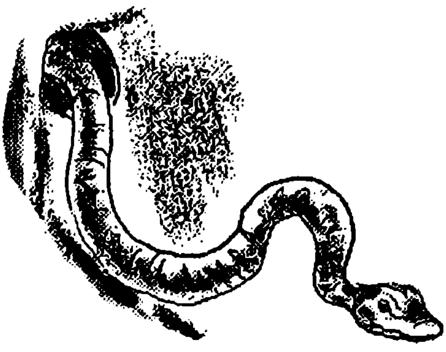

চতুর্থ অধ্যায় — শি ইউজড টু বি আ প্রিন্সেস

—“বলি অ সিদে, রাত বেরেতে গাঙে নাও ভিড়ালি! তুফান আসে যে...”

দূর থেকে ভেসে আসা ডাকটা কানে নেয় না সিদ্ধেশ্বর। মাঝারি মাপের জেলেবোটটা ঘাট থেকে খুলে কাছিটা বেঁধে নেয়। তারপর বড় দাঁড়টা নিজের হাতে নিয়ে একরত্তি ছেলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ইষ্টনাম জপ করে। হাওয়ার গতি বুঝে নেয়। হ্যাঁ, খানিক তেজ আছে বটে বাতাসে, উত্তুরে হাওয়া জলকে মাতিয়ে তুলেছে। একটু পরেই শুরু হবে প্রবল আস্ফালন, তবে সিদ্ধেশ্বরের হাতে যতক্ষণ বৈঠা আছে ততক্ষণ ভয়ের কিছু নেই। মাঝরাতের গঙ্গা তার ছেলেবেলার বন্ধু, বয়সকালের রুটিরুজি। এই দিগন্ত বিস্তৃত ঘোলাটে জলের স্রোতকে সে ভয় পায় না।

তবে এমন ঝানু মাঝির ছেলে হয়ে গনাটা হয়েছে ডরপোক। রাতে বাপের মন ফুরফুরে আছে দেখলেই সে ভয়ে ছোট হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে পড়তে বসে যায়। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরের হাত থেকে তাতে নিস্তার মেলে না। ছেলেকে একরকম টানতে টানতেই জলে টেনে আনে। এই বয়সে ভয়টা না কাটলে জেলে হয়ে আর পেট চালাতে পারবে না।

দাঁড়টা জলের উপরে কয়েকবার চুবিয়ে তুলে নেয় বছর পনেরোর গনা। দু'চোখ জুড়ে বারবার ঘুম আসার চেষ্টা করছে। পরক্ষণেই চোখের পাতায় কবজি ঘষে ঘুমটা কাটিয়ে নিচ্ছে সে। বাপ বলেছে মাঝদরিয়ায় ঘুমিয়ে পড়লেই এক সব্বনেশে কাম্বালি এসে বোট থেকে তুলে জলের একেবারে নিচে নিয়ে যাবে। ঘুমের ঘোরে জানতেও পারবে না।

কাম্বালিকে ভূতের থেকেও বেশি ভয় পায় গনা। তার নাকি লাল লাল দুটো চোখ আছে, আর এইসা বড় দুটো পাখনা, সেই পাখনায় ভর দিয়ে জলের একেবারে তলায় যে শক্ত মাটি আছে তার ঠিক উপরে সাঁতার কেটে বেরায়। রাতে জলের উপরে নৌকায় বসে কেউ ঘুমিয়ে পড়লে

BanglaBook.org

তরতরিয়ে উঠে এসে তাকে নিয়ে জলের তলায় চলে যায়। ছেলেকে ভয় দেখিয়ে জাগিয়ে রাখতে এর থেকে বেশি কল্পনা আসেনি সিদ্ধেশ্বরের অক্ষম মস্তিষ্কে।

—"তুফান আসে যে বাবা..." আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে গনা। কিছু লাভ হয় না তাতে।

—"কে বলল তোরে?" রশি জড়াতে জড়াতে বলে সিদ্ধেশ্বর।

—"আকাশে মেঘ রয়ছে যে..."

—"তো তাকাস নে উদিকে... জলের দিকে দ্যাক।"

সমাধানটা মনঃপূত হয় না গনার। তা আকাশে মেঘ আছে বটে কিন্তু চাঁদের উপরে এখনও আছড়ে পড়েনি তারা। ফুটফুটে জ্যোৎস্না জলের উপরে পড়ে রুপোলি রঙে ছেয়ে গেছে। ছপ্‌ছপ্‌ আওয়াজে গনা বুঝতে পারে সেই রুপালি তরলের ঢেউ এসে লাগছে তাদের বোটে। একটা জোলো হাওয়া থমকে থমকে এসে আছড়ে পড়ছে গায়ে। মনে হচ্ছে ভয়ানক ক্ষেপে ওঠার আগে ঝালিয়ে দেখে নিচ্ছে জমি শক্ত কিনা। এখানে জেলেদের বস্তিতে সাপের উৎপাত, ফলে মনসা পুজোর চল। মুসলমান জেলেরা মনসা পুজো করে না। তারা আল্লাহর কাছে দোয়া চায়। ফলে এদের গানে একইসঙ্গে মনসা আর আল্লার কাছে প্রার্থনা থাকে। গুনগুন করে সাতঘাট মাগনের গান ধরে সিধে —

"ওকি আইস পদ্ম মাদব আ-আ-আই-সরে।
আসিলে বসিতে গো দিব এই আসরের মাঝে।
আইস পদ্ম মাদব আ-আ-আই-সরে।
প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ নিরাঞ্জনরে,
আইস পদ্ম মাদব আ-আ-আই-সরে।"

বোটের মাঝখানে বসে সিদ্ধেশ্বরকে দু'হাত তুলে হাওয়া মাপতে দেখে গনার মনে হল জলের উপরে গোটা আকাশটা জুড়েই দাঁড়িয়ে আছে বাপ। তার শরীরের আশেপাশেই যেন জড় হয়েছে মেঘগুলো। মাঝে মাঝে মৃদু

গর্জনে নতুন আসমানি দেবতার বন্দনা করছে তারা। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একটা রিনরিনে শব্দ কানে আসে গনার। খুব ক্ষীণ, যেন অতল জলের তলা থেকে ডাকছে কেউ। কাম্বালি কি এমন করে ডাকে?

—"কেমন আওয়াজ হয় যে..." আবার বাতাসের শব্দ শুনে প্রতিবাদ জানায় গনা। ভেবেছিল কথাটাকে তেমন একটা পাত্তা দেবে না বাপ, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে যায় সিদ্ধেশ্বর। আওয়াজটা তার কানেও গেছে। ভুরু কুঁচকে যায় তার। এমন অদ্ভুত জান্তব আওয়াজ নদীর বুকে সে আগে শোনেনি। মাঝিরা বলে এই গঙ্গা নদীর বুকেই নাকি এমন অনেক মাছ আছে যারা ডাকতে পারে। জলের গায়ে কান রাখলে তাদের মিহি খশখশে আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু এভাবে বোটের উপরে দাঁড়িয়ে শোনা যাবে এত জোরে কি ডাকতে পারে তারা?

বিশ্বাস হয় না সিদ্ধেশ্বরের...

—"ও কীসের আওয়াজ?" ভয় ভয় গলায় জিজ্ঞেস করে গনা।

সিদ্ধেশ্বর হাসে, শক্ত হাতে দাঁড় চালাতে চালাতে বলে, "সবে তো গাঙে নামলি রে বাপ, কতকিছু জানার আচে, কতকিছু সিকতে হবে তোকে... আমিই এই বিশ বচ্চরে কতকিছু দেকলাম, নে বাইতে থাক..."

—"কী দেখেছ?"

জলো হাওয়ার ঝাপটায় সিদ্ধেশ্বরের কথা কেটে যেতে থাকে। একটু একটু করে নদীর ঢেউ বাড়ছে, দুটো দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ জল কাটার শব্দ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। মাঝ-দরিয়ায় আজন্মকাল কেউ বাঁশি বাজিয়ে চলেছে একটানা... শুনতে চাইলে কত গানের সুর শোনা যায়...

নিশ্চিন্ত একটা হাসি খেলে যায় সিদ্ধেশ্বরর মুখে। এই তো সে চায়, এই বিরাট অতল নদীর সঙ্গে ছেলের পরিচয় করিয়ে দিতে। কতপুরুষ ধরে সিধের বাপ-ঠাকুরদারা এই নদীর বুকে মাছ ধরেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। কতপুরুষের অর্থহীন জীবন ডুবে গেছে এই গাঙের জলে। সেই অন্তহীন জলের তলায় অসীম রহস্যের খনি আগলে রেখে বয়ে চলেছে গঙ্গা, একমাত্র মৃত পূর্বপুরুষরাই পেয়েছে সেই রহস্যের হদিস। যখন নদী

BanglaBook.org

মাঝিকে ভালোবেসে ফেলে তখন নিজের ভিতরে ডেকে নেয়। খুলে দেখায় সব ঢেকে রাখা অজ্ঞাতের ঝাঁপি।

তার নিজেরও সময় আসবে। তখন ওই দূরে কেওড়াতলা শ্বশানে তার দেহ পুড়ে গেলে সেই ছাই ভাসিয়ে দেওয়া হবে গঙ্গায়। সেও ডুবে যাবে সেই রহস্যময় অতলে...

তারপর গনার পালা আসবে...

ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলে, "একবার ভারী আসচজ্জি এক কাণ্ড হল, বুজলি?"

—"কেমন কাণ্ড?" কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করে গনা।

—"আহা! দাঁড়টা আবার থামালি কেন?" মিহি একটা ধমক খেয়ে আবার বাইতে থাকে গনা, সিদ্ধেশ্বর জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে চলে, —"সেবার বর্ষায় সবে একটু ধরন হয়েচে। রাতে ঘুমুবার আগে খ্যাল হল বোটটা ত ঘাটে বেঁধে দে আসিনি। জোয়ার এলে সে ত ভেসে যাবে। যেমন মনে পড়া আমি পড়ি কি মরি করে দৌড় দিলাম।

মাজ রাতে একটা বজরা নে পার হচ্ছি ভরা গাঙে। আর কেউ কুথহাও নাই। ঘাটে এসে দেখি নাওটা কখন ভেসে গেছে। একবারে উপরের ধাপ অবধি জল উঠেছে, আর তেমন তোড়ে জোয়ার..."

কথাগুলো বলতে গিয়ে থেমে যায় সিদ্ধেশ্বর। সেই জান্তব আওয়াজটা এতক্ষণে আরও বেড়ে উঠেছে। এবার যেন সুরের মতো মনে হচ্ছে সেটাকে। জলতরঙ্গের মতো টুংটাং শব্দ। ব্যাপারটা গনাও খেয়াল করেছে কিন্তু এখন আর সেইদিকে মন নেই তার, বাপের জ্যোৎস্না ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বাকি গল্পটার অপেক্ষা করছে সে।

—"তারপর কী হল?"

—"অ্যাঁ?" কোনো একটা কারণে গল্প থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছিল সিদ্ধেশ্বরের মনটা। সে আবার খেই ধরে বলল, "আমি তো পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। নদী একবার যে নাও নিয়েছে সে আর ফিরিয়ে দেবে না। তকন জলের উপরে উঁকি মেরে ওই অন্দকারেও যেন মনে হল জলের তলায়

BanglaBook.org

কি জ্যান ভাসছে...”

—“কী ভাসছে?” চোখ বড়বড় করে জিজ্ঞেস করে গনা।

—“ঠিক একটা বড় মাছ জ্যান! এই বোটের দেড়া...”

—“ধুর! অতবড় মাছ হয় নাকি?” অবিশ্বাসে ভুরু কুঁচকায় গনা।

—“মাছ নয় রে, মাছের মতো দেখতে... নড়াচড়া করে নিজের খেয়ালে... অন্ধকারে ভালো করে দেখতি পাইনি। কিন্তু... ঠিক মনে হল যেন একটা শিংওয়লা মাছ... হরিণের মতো শিং...”

কথাগুলো বানিয়ে বলছে কিনা বুঝতে পারে না গনা। বাপের কথায় সে অবিশ্বাস করে না। নদীর নিচে হেঁটে বেড়ানো কাম্বালিকে ভয় পায়, হরিণের মতো শিংওয়ালা মাছকেও করবে।

জলের দিকে তাকিয়ে আবার উদাস হয়ে যায় সিদ্ধেশ্বর। গনা বিরক্ত হয়। বারবার গল্পটার তাল কেটে যাওয়া মোটেই পছন্দ হয় না তার। সিদ্ধেশ্বর হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করে, “দাঁড়া রে ব্যাটা দাঁড়া, অতকাল আগের কতা অত কি গড়গড় করে বলা যায়?”

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড় বাওয়ার শব্দ আর হাওয়ার শন্‌শন্‌। দূরে কলকাতা শহরের আলোগুলো জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের মতো জ্বলে আছে তারাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সরু চেরা আলোর সারি মেলে দিয়েছে জলের উপরে। উলটোদিকের খানিকটা জায়গায় এখনও তেমন বাড়িঘর গড়ে ওঠেনি। ঝোপঝাড় আর নারকেল গাছ রাতের হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে সেখানে।

—“একটা ল্যাংড়া কুত্তা...” সেই নারকেল গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন নিজের মনেই বলে সিদ্ধেশ্বর।

—“কুকুর?”

—“জেলেপাড়াতেই ঘুরঘুর করত কুত্তাটা। একটা পা কাটা পড়েছিল কীভাবে জানি না। লেংড়ে লেংড়ে কষ্ট করে চলত।

সেরাতে আমি ঘরে চলে আসতে ঘাটের দিক থেকে ঘাউ ঘাউ করে ডাকছিল। একটু পরে কুঁইকুঁই করে। তারপর আর ডাকল না। সব চুপ হই গেল। পরদিন সকালে ঘাটের ধারে সে মরে পড়েছিল। বাকি তিনটে

BanglaBook.org

পা নাই। জ্যান কেউ টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে... তখন আর জোয়ারের জল ছিল না... গোটা ঘাটে তার রক্ত ছড়ায় ছিল...” বলতে বলতে ঘটনার বীভৎসতায় গলা কেঁপে যায় তার, “হাত-পা কাটি নিলে তো কুত্তা মরে না। সে বেঁচে ছেল অনেকক্ষণ, কেউ তার চোকের সামনেই তার হাত পা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছিল গো...”

গলা নেমে আসে সিদ্ধেশ্বরের। রক্তাক্ত অসহায় সেই সারমেয়টির দেহাবশেষ জলের উপরে দেখতে পায় সে।

—“কিন্তু অমন করে কেউ খায় না।” আপত্তি জানায় গনা, “যদি খেতেই চায় তবে শুধু পা খাবে কেন? তাও একটা ল্যাংড়া কুকুরের?”

—“তা জানিনে রে ব্যাটা। শুধু এইটুক জানি খাঁড়ির নিচেয় আমি যেই পেরানি টাকে চরতি দেখছিলাম সেই খেয়েছিল কুত্তাটাকে।”

—“কিন্তু জলে যে চরে ডেঙ্গায় আসবে কী করে?”

এ প্রশ্নের আর উত্তর আসে না। জলের তলার সেই অন্ধকারে ঢাকা প্রাণীটাকে এত বছর পরেও ভুলতে পারেনি সিদ্ধেশ্বর। গভীর রাত অবধি কুকুরের সেই কুঁইকুঁই ডাকটা এখনও তার কানে বাজে।

তবে এখন আর একটা ডাক কানে আসছে। সেই জলতরঙ্গের শব্দ। কিংবা একটা তারে বাঁধা যন্ত্রের উপরে কেউ অস্থির আঙুল চালিয়ে কিছু একটা সুর তোলার চেষ্টা করছে।

এতক্ষণে গা'টা ছমছম করতে শুরু করেছে গনার। কাম্বালির ভয় নয়, জলের তলায় ছটফট করতে থাকা সেই অজ্ঞাত প্রাণীটার কথা ভেবেই জলের দিক থেকে সরে বোটের একদম মাঝামাঝি এসে বসে সে। সেই প্রাণীটা এখন কোথায় আছে কে জানে।

সুরেলা শব্দটা বেড়ে ওঠার পর থেকেই সিদ্ধেশ্বরের হাত ঢিমে হয়ে এসেছে। এবার সে একেবারেই থেমে গিয়ে ছেলের দিকে ফিরে বলল, “আজ হাওয়া ভালো নয়, চল ফিরে যাই।”

—“সেই ভালো...” অনেকক্ষণের চাপা নিঃশ্বাসটা বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে তার। হাতের দাঁড়টাকে উলটোদিকে টানতে যাচ্ছিল এমন সময়

BanglaBook.org

বোটটা ভয়ানকভাবে দুলে উঠল। গনার হাত থেকে দাঁড়টা ছিটকে পড়ল। মনে হল জলের তলা থেকে কিছু একটা এসে যেন ধাক্কা দিয়েছে ওদের। এত জোরে লেগেছে ধাক্কাটা যে সিদ্ধেশ্বর কোনোরকমে একটা কাঠের পাটাতন ধরে আটকাল নিজেকে।

—"কী হল গো?"

কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল গনা। এর আগেও বহুবার বাপের সঙ্গে সে মাঝগঙ্গায় নৌকা চালিয়েছে। কোনোবার এমন করে দুলে ওঠেনি!

—"কিছু ফাঁসল নাকি?"

ঝুঁকে পড়ে বোটের নিচের দিকটা দেখার চেষ্টা করল সিদ্ধেশ্বর, আর ঠিক সেই সময় জলতল কাঁপিয়ে দেওয়া শব্দে চিৎকার করে উঠল গনা। প্রায় দশফুট উচ্চতার একটা ঢেউ লাফিয়ে এসে ওদের নৌকার উপরে আছড়ে পড়তেই সেটা জলের মেঝেতে বেশ খানিকটা ডুবে গেল। জল উঠে এল সিদ্ধেশ্বরর গোড়ালির কাছ অবধি। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে নিজের শরীরটাকে কোনোরকমে সামলে নিল সিদ্ধেশ্বর। গনা কিন্তু সেই ঝটকায় গিয়ে পড়েছে জলে।

ছেলেকে তুলে আনতে জলে ঝাঁপানোর ঠিক আগের মুহূর্তে একটা প্রশ্ন উঁকি দিল সিদ্ধেশ্বরের মাথায়। আচমকা জলটা এমন লাফিয়ে উঠল কেন? মনে হয়েছিল যেন আকাশ থেকে ভারী কিছু একটা এসে পড়েছে জলের উপরে। তাতেই এত জলোচ্ছ্বাস। যাই হোক, ভাবনাটা মাথায় স্থায়ী হবার জায়গা পেল না। ছোট একটা লাফে জলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

জলের ভিতরে অনেকক্ষণ দম বন্ধ করে রাখতে পারে সিদ্ধেশ্বর। সজোরে নিঃশ্বাসটা বুকের ভিতরে চেপে রেখে চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। অন্ধকারটা যেন চেপে বসেছে জলের ভিতরে। গনা কি অতলে তলিয়ে গেল তাহলে? একটা অসহায় চাপা কান্না সিদ্ধেশ্বরের বুক ফেটে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল।

অন্ধকার, কুপকুপে কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মিনিট তিনেক পরে সিদ্ধেশ্বরের মাথাটা জলের উপরে উঠে এল। বুকের

BanglaBook.org

ভিতরে সমস্ত অক্সিজেন ফুরিয়ে এসেছে এতক্ষণে। হাঁ করে বড় নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে বুক ফুঁড়ে কান্না উঠে এল, সেটা কোনোরকমে চেপে নিয়ে আবার জলের ভিতরে ডুব দিল। কিন্তু এত অন্ধকারে কি...

জলের তলায় গিয়েই কিন্তু অবাক হয়ে গেল সিদ্ধেশ্বর। এইমাত্র জল থেকে মাথা তুলেছিল সে। তখন ভিতরে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু ছিল না। অথচ এখন আলোয় ভরে আছে জলতল। বাইরে থেকে কি কেউ আলো ফেলেছে? নাঃ, তা কী করে হবে? মাঝগঙ্গায় বাইরের আলো এসে পৌঁছাবে কী করে? শুধু তাই নয়, আলোটা কোনো নির্দিষ্ট রঙের নয়। যেন এই নির্জন শূন্য প্রান্তরে জলের তলায় একটা আস্ত কালীপুজোর রাত নেমে এসেছে।

লাল, বেগুনি, গোলাপি রঙের ছটায় গঙ্গার ঘোলাটে জল রঙিন কাচের মতো দেখাচ্ছে। হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই গনাকে দেখতে পেল সিদ্ধেশ্বর। জলের ভিতরে হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে উপরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সাঁতার সে খানিকটা জানে বটে কিন্তু মাঝদরিয়ায় অকুল পাথারে ভেসে থাকার জন্যে সেইটুকু যথেষ্ট নয়।

সরীসৃপের ক্ষিপ্রতায় শরীরটাকে সেদিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি তার কাছে পৌঁছে গেল সিদ্ধেশ্বর। একটা হাতে তাকে ধরে আর একটা হাতে জল কাটিয়ে উঠে এল উপরিতলে।

স্রোতের সঙ্গে অসম লড়াই লড়তে-লড়তে গনার শরীরটা ঝিমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। বাপের মুখটা চোখে পড়তে সে একবার চোখ খুলেই আবার বন্ধ করে নিল। আলতো হাতে জলের উপরে খরগোশের মতো কসরত করে বোটের কাছে পৌঁছে পাটাতনের উপরে ছেলেকে শোয়ালো সিদ্ধেশ্বর। তারপর পিছন ঘুরে তাকাল।

একটা অদম্য কৌতূহল তার হৃৎপিণ্ডটাকে মাতাল করে তুলেছে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড এর আগে দেখেনি সে। জলের উপরে মাথা তুললেই কমে আসছে আলোটা। অর্থাৎ জল থেকে ফুটে বেরচ্ছে না। তবে কি একটু আগে যে জিনিসটা এসে পড়ায় তাদের নৌকাটা ডুবতে বসেছিল সেটা

BanglaBook.org

থেকেই আসছিল আলোটা?

মুখ থেকে জল মুছে বোটের উপরে উঠে দাঁড়াল সিদ্ধেশ্বর। ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেল সত্যি মিটার দশেক দূরে জলের উপরে কিছু একটা ভাসছে। একটা মখমলের চাদর মনে হল। ঘন সোনালি রঙ চিকচিক করছে সেখানে। তার নিচ থেকেই আসছে আলোটা।

সিদ্ধেশ্বরর মনে হল চাদরটা জীবন্ত। যেন অসংখ্য উজ্জ্বল জোনাকি তাদের সমস্ত আলোর লণ্ঠন দিয়ে সাজিয়েছে চাদরটাকে। আর সেই সম্মিলিত জোনাকির ঝাঁকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে চেনা জলতরঙ্গের আওয়াজটা। এখন সেটা সত্যিই সুরের মতো বাজছে।

হতবাক মন্ত্রমুগ্ধের মতো বোটটা সেদিকে এগিয়ে নিয়ে চলল সিদ্ধেশ্বর। বোটের ধাক্কায় জলতরঙ্গের ঢেউ সেই সোনালী চাদরের উপরে ঢিমে তালে গিয়ে লাগছে আর ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি সার বেঁধে উড়ে যাচ্ছে। জলের উপর থেকে সরে যাচ্ছে সেই সোনালী চাদর। নিচ থেকে বেরিয়ে আসা গোলাপি নীল আলো আর উড়ন্ত জোনাকির সবজে রঙের ছিটে তার মাঝে।

সিদ্ধেশ্বর দেখল জলের উপরে কিছু একটা জিনিসকে ঢেকে রেখেছিল জোনাকিগুলো। সেই চাদরটা সরে যেতে ভিতরের জিনিসটা চোখে পড়ছে একটুখানি।...

দুটো পা— হ্যাঁ মানুষের পা... কোমর... পেট বুক... গলা...

সিদ্ধেশ্বরর বুক কেঁপে উঠল, একটা কিশোরী মেয়ের দেহ। জলের উপরে হাত দু'টো দু'পাশে ছড়িয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। চোখ দু'টো নিপুণ হাতে আঁকা ছবির মতো বন্ধ। নরম মসৃণ মুখের উপরে সমস্ত রঙ পড়ে ছিটকে আসছে চারিদিকে। একমাথা চুলের ঝালর বিছিয়ে আছে জলের উপরে। রিনরিনে সেই সুরে মেতে উঠেছে জলের আলগা ঢেউগুলো। মেয়েটার দেহের প্রান্তে এসে তাকে না ভিজিয়েই ফিরে যাচ্ছে তারা।

কে এই মেয়ে? কী করে এল এই মাঝনদীতে?

পিছন থেকে একটা চাপা শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে সিদ্ধেশ্বর দেখল

BanglaBook.org

বোটের উপরে উঠে বসেছে গনা, সেও কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে সেই উজ্জ্বল আলোয় মাখা কিশোরীর শরীরের দিকে।

—"ঐ যে... কী ওটা?"

পিছন ফিরে সিদ্ধেশ্বর দেখল গনা মেয়েটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তার হাতের একটা উত্থিত আঙুল এখন আকাশের একটা নির্দিষ্ট প্রান্তে ইশারা করছে। চকিতে সেদিকে তাকিয়ে সিদ্ধেশ্বর এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে থমকে গেল।

আকাশের একটা কোণ চিরে ফাঁক হয়ে গেছে। একঝাঁক অচেনা তারা সেইখানে এসে একসাথে জড় হয়েছে। আর তাদের দিকে উড়ে যাচ্ছে এক অতিকায় ছায়া... ছায়াটা ঠিক কীসের সেটা সিদ্ধেশ্বর বুঝতে পারল না। সেটা তারাগুলোর কাছে গিয়ে মিলিয়ে আসতে চোখ নামিয়ে আবার ঘুমন্ত মেয়েটার দিকে তাকাল সে। একটা অলৌকিক রাত যেন আজ...

কিন্তু মেয়েটার কী হবে? এখানেই ফেলে রেখে চলে যাবে? যদি সঙ্গে নিয়ে যায় তাহলে কী পরিচয় দেবে?

মনস্থির করে এগিয়ে এসে তাকে স্পর্শ করল সিদ্ধেশ্বর। মখমলের মতো চামড়ায় বেশ খানিকটা বসে গেল আঙুলগুলো। স্নিগ্ধ ফুলের পাপড়ির মতো তুলতুলে শরীর। মেয়েটার মুখে কোনও বদল এল না। এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সে।

দু'হাতে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল সিদ্ধেশ্বর। এতকিছুর মাঝেও ভারী নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে মেয়েটা। জল থেকে তুলে নিতে তার শরীরের উজ্জ্বল আভাটা কমে এল একটু একটু করে...

এ রাতটাও কোনোদিন ভুলতে পারেনি সিদ্ধেশর... ভুলতে পারেনি তার ছেলে গনাও... যে কিশোরী মেয়েটিকে সেদিন নদীতে কুড়িয়ে পেয়েছিল তাকে আর কোনোদিন চোখের বাইরে যেতে দেয়নি বাপ বেটায়... বছর খানেক পরে সিদ্ধেশ্বর মারা গেলে গোটা পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে গনার হাতে, পড়াশোনায় মতিগতি ছিল তার, নিজের চেষ্টাতে দাঁড় করায় পরিবারটাকে... জোকারের কাজ নেয়। বোনকে বড় করে তোলে।

BanglaBook.org

সিদ্ধেশ্বরর বুক কেঁপে উঠল, একটা কিশোরী মেয়ের দেহ।

গনা কোনোদিন জানতে চায়নি কোথা থেকে এসেছিল তার বোন, কে পাঠিয়েছিল তাকে, কেন স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে এতটা আলাদা সে, এসব প্রশ্ন না করেই বোনকে আদরে বড় করে তুলেছিল জগদীশ। বোনের অতীত জীবনের রহস্য নিয়ে কেন তার কোনোদিন মাথাব্যথা ছিল না সেও আর এক রহস্য।

* * * * * * * *

তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায় টোকা দিতে যে লোকটা দরজা খুলল তাকে দেখেই তনিশের মনে হল এ লোকটা সার্কাসের জোকার না হয়ে যায় না। হাঁটাচলার মধ্যে বেশ মজাদার একটা ব্যাপার আছে লোকটার। কথা বলার সময় অকারণেই নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে হাত দিয়ে।

কথা আগেই হয়ে গেছিল। তনিশের সঙ্গের ছেলেটাকে দেখে একটা হাত দেখিয়ে তাকে বিদায় করে দিল জেমস। তারপর তনিশের উপর থেকে নিচ অবধি জরিপ করে নিয়ে বলল, "ও ভিতরে আছে। আসুন।"

ভিতরে আসতেই একটা ওষুধের দোকানের গন্ধ নাকে এসে লাগল তনিশের। চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জামাকাপড়, কয়েকটা রঙ উঠে যাওয়া তোয়ালে, দড়িতে ঝুলন্ত নোংরা বারমুডা, একটা পুরনো ঢাউস টিভি সেট আর এককোণায় একটা তার ছেঁড়া ম্যান্ডোলিন চোখে পড়ল।

ঘরটা অন্তত মাসখানেক গোছানো হয়নি। কোনো ভদ্রলোক যে এই ঘরে থাকতে পারবে না তা একরকম নিশ্চিত করে বলা যায়।

—"দেখুন আপনি যদি..."

—"আমি পুলিশের লোক নই..." জেমসকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে তনিশ।

—"তা বলছি না, নড্ডু বলেছে যখন ওটা নিয়ে অবিশ্বাস করছি না। তবে আমার বোন কিন্তু একটু শর্ট টেম্পারড... আগে এতটা ছিল না, নতুন

BanglaBook.org

নেশাটা ধরার পর থেকে...”

—“অসুবিধা নেই। আমি সামলে নেব।” হাত তুলে আশ্বস্ত করে তনিশ। অফিসে বিতনুদার গালাগালি খেয়ে রগচটা লোকজনকে সামলাতে শিখে গেছে সে। তবে ড্রাগের নেশায় ডুবে থাকা মানুষজন এর আগে খুব একটা কাছ থেকে দেখেনি সে। ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই টেবিলের উপরে দুটো এক্সট্যাসির কন্টেনার চোখে পড়েছিল। অতিরিক্ত রাগ কমানোর জন্যে বিদেশে ভায়োলেন্ট পেসেন্টদের উপরে ব্যবহার করা হয় এই ড্রাগ।

—“এদিকে আসুন...” ঘরের ভিতরেই একটা ছোট করিডোরের দিকে এগিয়ে গেল জেমস। একটা হাত ধোয়ার বেসিন আর একটা কাঠের দরজা ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে।

—“ম্যান্ডোলিনটা কি উনি বাজান?”

—“না... এককালে আমি বাজাতাম। ছিঁড়ে গেছে, আর বাজানো হয় না...”

—“এখন তাহলে...”

কথাটা শেষ হবার আগেই দরজায় টোকা দেয় জেমস, সরু গলায় বলে, —“আরিন, শুনছিস?”

ভিতর থেকে একটা ঘুম জড়ানো গোঙানির শব্দ কানে আসে। সেটাকেই হয়তো উত্তর বলে ঠাউর করে পরের কথাটা বলে জেমস, “উই হ্যাভ আ ভিজিটর।”

কোনো উত্তর নেই। জেমস তনিশের মুখের দিকে ফিরে বলে, “রিমেম্বার, শি ইউজড টু বি আ প্রিন্সেস।” তারপর আবার মুখ ঘুরিয়ে বলে, “একজন দেখা করতে এসেছে...”

সেই প্রথম দরজার ওপার থেকে একটা নরম সুরেলা গলা ভেসে আসে। প্রথম বারের জন্য আরিনের গলা শুনতে পায় তনিশ, “কোন খানকীর ছেলে আবার গাঁড় মাড়াতে এল?”

BanglaBook.org

পঞ্চম অধ্যায় — সাপ ও মার্ডার মিস্ট্রি

—“এন্ড ইট হ্যাপেন্ড ফর নাথিং?” টেবিলের উপরের ডাস্টারটা তুলে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন ইন্সপেক্টার অরুনকুমার। সামনে বসে থাকা তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান প্রায় একই। বাকিদেরও তিনি নিজে জেরা করেছেন। সবাই প্রায় একই কথা বলছে। একটা বছর ষাটেকের বৃদ্ধ সম্পূর্ণ অকারণেই তার নিজের নাতিকে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন।

—“ঘটনাটা ঘটার আগে আপনারা কেউ কথা বলেছিলেন ওনার সঙ্গে?”

অরুনকুমারের কথায় প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে একজন মাথা নাড়ে। একটি বছর ছাব্বিশের ছেলে। চোখে চৌকো ফ্রেমের চশমা। বেশ চকচকে পালিশ করা চেহারা। মুখে নতুন হালকা দাড়ির আভাস। অরুনকুমার তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, “আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?”

—“হ্যাঁ স্যার।” উপর নিচে মাথা নাড়িয়ে উত্তর দেয় ছেলেটি।

—“কী ব্যাপারে?”

—“সেরকম দরকারি কিছু না। বলছিলেন ওনার নাতিটি নাকি মাঝরাতে ছাদে মেঘ নেমে আসতে দেখেছিল একদিন...”

—“বিট অফ চাইল্ড’স ইমাজিনেশন, তারপরে?”

—“তারপর উনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন...” একটু ভেবে নিল তনিশ, তারপর বলল, “কিছুক্ষণের জন্যে একদম নড়াচড়া করছিলেন না। একদম স্ট্রেট দাঁড়িয়েছিলেন, লাঠিটা হাত থেকে পড়ে গেছিল। অথচ ভদ্রলোক নিজেই বলেছিলেন উনি লাঠি ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকতেও পারেন না। আচমকাই...”

—“ঠেলে ফেলে দিলেন? তাই তো?”

তনিশকে কিছু বলতে না দিয়ে পাশ থেকে এক মধ্যবয়স্ক মহিলা আগ

বাড়িয়ে বলে উঠলেন, "আমার খুব কান্না পাচ্ছিল স্যার, আমার ওই বয়সের একটা ছেলে আছে।"

তার দিকে চোখ তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরুনকুমার আবার তনিশের দিকে ফিরলেন, "ফেলে দেওয়ার পর কোনও রিপারকেশন দেখেছিলেন ওনার মধ্যে? কোনো পাগলামো জাতীয় কিছু? বা রিগ্রেট?"

দু'পাশে মাথা নাড়ে তনিশ, বলে, "সেটার থেকে বেশি ভয় ছিল চোখে। আমার কানে কানে ফিসফিস করে কিছু বলছিলেন।"

—"সাম্থিং অ্যাবাউট আ স্নেক?"

চকিতে মুখ তুলে অরুনকুমারর দিকে চাইল তনিশ। সাপের ব্যাপারটা তিনি জানলেন কী করে? মুখ তুলে সে দেখে ইন্সপেক্টারের মুখে ছায়া নেমেছে। রুমাল দিয়ে একবার কপাল মুছে তিনি বললেন, "দেখুন, আমি ওনার বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলেছি। ভদ্রলোকের তো বয়স হয়েছে। এই বয়সে মাথাটা আর আগের মতো সচল থাকে না। তাই বলে নাতিকে নিজের হাতে খুন করবেন তেমন অবস্থাও নয়। কিন্তু এ কাজটা যে কেন করলেন সেটাই ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"উনি ভালো আছেন তো এখন?" আবার সেই মাঝবয়সী মহিলা কথা বলে উঠেছেন।

—"ভালো তো থাকার কথা নয়, বাড়ির লোকের কী অবস্থা যাচ্ছে বুঝতেই পারছেন, যাক গে, আপনারা এখন আসতে পারেন। দরকার পড়লে পরে ফোন করে দেওয়া হবে।"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাকি দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী চেয়ার থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তনিশও উঠতে যাচ্ছিল। অরুনকুমার থামিয়ে দিলেন তাকে, "আপনি একটু পরে যাবেন ভাই, কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

গলা শুকিয়ে আসে তনিশের। বাকি প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে বেশি কিছু দেখেনি সে। তবে আলাদা করে তাকে থানায় ধরে রাখা হচ্ছে কেন? চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে গলায় একটু আত্মবিশ্বাস এনে

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করে, "একটা প্রশ্ন করতে পারি স্যার?"

—"সাপের ব্যাপারটা কী করে জানলাম, তাই তো?"

—"সেটা আশ্চর্যের কিছু না। ভদ্রলোক এখন পুলিশের জিম্মায় আছেন, আপনাদেরও হয়তো বলেছেন কথাটা, কিন্তু আপনি মেঘ নেমে আসার ব্যাপারটা যতটা কল্পনা ভেবেছিলেন এটা ততটা ভাবছেন না মনে হল।"

—"ভাবতে আর পারছি কই?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অরুনকুমার।

থানার ভিতরে একটা ছোট ঘরে বসেছিল ওরা দু'জন। আজ ট্রেন থেকে আর কোথাও যাওয়া হয়নি তনিশের। সটান থানায়। কামরায় বাকি যারা ছিল তাদের কাউকেই খুব একটা ঘাঁটাতে চাওয়া হয়নি। বৃদ্ধ সেই লোকটিকে আপাতত পুলিশের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে।

ঘরের ভিতরে একটা ছোট টিউবলাইট জ্বলছে। এর মধ্যে তনিশের বাড়ি থেকে কয়েকবার মোবাইলে ফোন এসেছিল। ও বলেছে একটা কাজে আটকে গেছে, ফিরতে দেরি হবে।

রাত বেড়েছে বলে থানার ভিতরের এই ঘরটা আপাতত খালি হয়ে পড়েছে। একদিকে একটা কোমর সমান উঁচু বেঞ্চের উপরে গামছা কাঁধে একটা লোক বসে একতারা কাগজের উপরে কীসের যেন ছাপ মারছে। একতলা থেকে টেবিল ফোন বেজে ওঠার আওয়াজ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। সাদা টিউবলাইটের আশেপাশে ছোট পোকামাকড়ের দল ইতিউতি উড়ে বেড়াচ্ছে। মাথার উপরে দুলন্ত পাখা থেকে হাওয়া প্রায় আসছে না বললেই চলে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে অরুনকুমারের মাথায়।

—"ব্যাপারটা মাসখানেক হল আমাদের চোখে পড়েছে।" নৈঃশব্দ্য ভেঙে বলে উঠলেন তিনি।

—"কোন ব্যাপারটা?"

তনিশের প্রশ্নটায় বিশেষ উত্তর দিলেন না অরুনকুমার। একটা হাত তুলে মাথা চুলকে একবার নাকটা ঘষে নিয়ে বললেন, "আমাদের যতদূর মনে হচ্ছে ইট ইজ আ কেস অফ সিরিয়াল কিলার?"

—"সিরিয়াল কিলার!" প্রায় আঁতকে ওঠে তনিশ।

BanglaBook.org

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কোনও এপারেন্ট মোটিভ নেই, এদিকে রীতিমতো মোডাস অপারেন্ডি রয়েছে।"

টেবিলের উপরে ডাঁই হয়ে থাকা কাগজের মধ্যে থেকে কয়েকটা কাগজ টেনে নেন অরুনকুমার। তারপর তাদের উপরে চোখ বোলাতে বোলাতে বলেন, "এ বছরেরই ফেব্রুয়ারি নাগাদ বেগমপুর থানার কাছে একটা ইন্টারেস্টিং কেস আসে। জায়গাটা একটু মফঃস্বল টাইপের, বুঝলেন তো, কেসটা খুব সিম্পল, সাপের কামড়ে একটা বছর চল্লিশেকের লোক মারা যান।"

—"ফেব্রুয়ারি মাসে সাপের কামড়? তখন তো..."

— "সাপ শীতঘুমে যায়, তাই তো? কিন্তু রহস্যটা সেখানে নয়..." একটা সিগারেট জ্বালালেন ইন্সপেক্টার অরুনকুমার। পিছনের চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে বললেন, "ফেব্রুয়ারি মাসে সাপের কামড় খেয়ে মারা গেছে এমন ঘটনা কম হলেও আগেও ঘটেছে। এই কেসটা আদৌ পুলিশের জিম্মাতেই আসত না। এসেছিল একটা অন্য কারণে... কারেন্ট চলে গেছিল বলে ভদ্রলোক রাত্রিবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোমবাতি কিনতে যাচ্ছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরেও তিনি ফিরে আসছেন না দেখে তার স্ত্রী খুঁজতে বেরিয়ে তিনিও আর ফেরেন না। পাড়ার বাকি লোকজন গিয়ে দেখেন একটা অন্ধকার রাস্তার ধারে দু'জনেই পড়ে আছেন। একজন মৃত, অপরজন হতবাকের মতো বসে আছেন তাঁর পাশে। মহিলা একটাই কথা বলছিলেন বারবার, সাপ, একটা বিশাল সাপ। ফলত লোকের ধারণা হয় সাপের কামড়েই তিনি মারা গেছেন।"

—"তারপর?" আগ্রহী গলায় জিজ্ঞেস করে তনিশ।

—"পুলিশের এইসব নিয়ে অত মাথাব্যথা হবার কথা নয়, কিন্তু ভিড়ের মধ্যেই কেউ লক্ষ করে ভদ্রলোকের শরীরে সাপের কামড়ের কোনো চিহ্ন নেই। এমন কি সাপে কামড়ালে যেভাবে শরীর নীল হয়ে যায় তারও লক্ষণ নেই কিছু। ছোটখাটো আনরেস্ট হয়েছিল বলে পুলিশ ময়নাতদন্ত করে, তার রিপোর্ট এলে দেখা যায় ভদ্রলোক আদৌ সাপের কামড়ে মারা যাননি,

গেছিলেন অন্যভাবে।"

—"কীভাবে?"

—"কোনোভাবে তার শরীরে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। সাপের বিষ নয়, স্ট্রিচনিন ইঞ্জেকশান।"

—"মাই গড! স্ট্রিচনিন!" তনিশের চোখে ছায়া গভীর হয়, "সে তো ভয়ানক বিষ।"

—"দি মোস্ট সিভিয়ার নিউরোটক্সিন। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় নাৎসিরা কন্সেন্ট্রেশান ক্যাম্পে ধরে রাখা বন্দিদের শরীরে এই বিষ প্রয়োগ করেই তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করত।"

—"কিন্তু তাহলে মহিলা সাপের কথা বলল কেন?"

—"সেটা পরের কথা," সিগারেটে আর একটা টান দিলেন অরুনকুমার,

—"আগে পয়জনিং-এর কাজটা কে করেছিল শুনুন।"

—"আপনারা ধরে ফেলেছেন অলরেডি?"

—"ওনার স্ত্রী।"

—"হোয়াট! কিন্তু কেন?"

—"এপারেন্টলি শি হ্যাড আ লাভার, এই স্বামী ভদ্রলোক মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আর কি... যাই হোক পুলিশের কেসটা নিয়ে অত গা ছিল না। দোষী সাপের কামড়ে মৃত্যু বলে ব্যাপারটা সাজাতে চেয়েছিল, ধরা পড়ে গেছে, কেস ক্লোজড। একটা সন্দেহ অবশ্য ছিল..."

—"বিষের নামটা শুনে আমারও অবাক লাগল।" তনিশ বলে, "স্ট্রিচনিন মফঃস্বলের দিকে জোগাড় করা বেশ কঠিন। ভদ্রমহিলার যদি স্বামীকে সরিয়ে দেওয়ারই হয় তাহলে অন্য কোনো বিষ জোগাড় করা সহজ ছিল। এক যদি স্বামির উপরে পারসোনাল রাগ না থাকে। যন্ত্রণা দিয়ে মারতে চাইলে স্ট্রিচনিন বেস্ট অপশান।"

—"বাবা! বিষ নিয়ে আপনার বেশ লেখাপড়া আছে দেখছি।"

লাজুক হেসে মুখ নামিয়ে নেয় তনিশ। অরুনকুমার ফের বলেন,

BanglaBook.org

"আসল সন্দেহটা হয় এর পরের কেসটায়। বারাসাতের দিকে, বুঝলেন, এক বেশ বিত্তশালী পরিবার। পুলিশের কাছে রিপোর্ট আসে তাদের সাড়ে চার বছরের মেয়ে সারারাত নিখোঁজ। পুলিশ রাতের মধ্যেই তদন্ত করে দেহ উদ্ধার করে মেয়েটির। কোথায় ছিল জানেন?"

—"কোথায়?"

—"বাড়ির বাইরে বাগানে দু'ফুট মাটির তলায়। সেখানে কাঠের বাক্স করে কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছিল তাকে। মেয়েটি নিঃশ্বাস নিতে না পেরে মারা যায়। পায়ের দাগ দেখে আমরা অপরাধীকে ধরতে পারি। মেয়েটির বাবা।"

এবারে আর অবাক লাগে না তনিশের। দু'হাতে মাথাটা ধরে বলে, "স্ট্রেঞ্জ! প্রত্যেকটা খুন ভিক্টিমের কাছের কেউ করছে। আর..."

—"আর কী?"

—"আর খুনগুলো মোটেই স্বাভাবিক নয়। যেন ভিক্টিমকে ছটফট করে কষ্ট পেয়ে মরতে দেখাই খুনির উদ্দেশ্য।"

—"এবং ওই সাপ।" টেবিলের উপরে চাপড় মেরে বলেন অরুনকুমার।

—"এখানেও সাপ।"

—"এক্সাক্টলি। প্রত্যেকটা খুনের পর খুনি দাবি করেছে যে খুনের ব্যাপারে তার কিছুই মনে নেই। শুধু বারবার একটা সাপের কথা বলছে। ব্যাস, আর কিচ্ছু না। আজকাল কাছের কেউ খুন করে থাকলেই আমরা আগে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি সাপের কিছু আছে কিনা। এক্ষেত্রেও..."

—"মানে বলছেন এই সিরিয়াল কিলার তাঁর মোডাস অপারেন্ডি হিসেবে কোনো সাপকে ইউজ করছে?"

—"সিরিয়াল কিলারই বা বলি কী করে বলুন? সব ক্ষেত্রেই খুনি ধরা পড়ছে। তাদের সবারই খুন সম্পর্কে কোনো স্মৃতি নেই। সব যেন কেউ দক্ষ হাতে মুছে দিয়েছে। এমনও হতে পারে এই মানুষগুলোর উপরে কোনো সাইকোএক্টীভ ড্রাগ প্রয়োগ করা হচ্ছে।"

—"তাতেই এরা নিজেদের কাছের মানুষকে খুন করে ফেলছে?"

—"তাছাড়া আর কি... এই ড্রাগটা যে ইঞ্জেক্ট করছে সেই আসল

BanglaBook.org

খুনি...” কথাটা বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন অরুনকুমার। আঙুলের ফাঁকে ধরা শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বললেন, —“এবার আপনাকে বলি এতগুলো কথা কেন আপনাকে বলতে গেলাম।”

—“আমিও সেটাই ভাবছি।” তনিশ হাসিমুখে বলে।

—“এই সবকটা মৃত্যুর মধ্যে আরও একটা লিঙ্ক আছে।” থমথমে গলায় বলেন ইন্সপেক্টার অরুনকুমার।

—“কী লিঙ্ক?”

—“বেগমপুরে যারা ডেডবডি উদ্ধার করে, তাদের মধ্যে বারাসাতের সেই খুনি বাবাও ছিলেন। যে লোকগুলো বাচ্চা মেয়েটির মৃতদেহ উদ্ধার করে তাদের মধ্যে পরের খুনিও ছিল... এন্ড সো অন... আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট?”

একটু ভাবতেই তনিশের মাথায় ঝিলিক খেলে যায়, “মানে খুনি একটা খুনের জায়গা থেকেই পরের খুনটা কাকে দিয়ে করাবে বেছে নিচ্ছে।”

—“যাকে তাকে নয়, ভিক্টিমের সব থেকে কাছে যে ছিল তাকে। আপনাদের বর্ণনা শুনে আমার মনে হল ভদ্রলোকের সব চেয়ে কাছে আপনিই ছিলেন।”

—“তা ছিলাম... কিন্তু...”

—“জাস্ট, একটু সতর্ক থাকতে বলছি। যে সাইকোএক্টিভ ড্রাগই সে ব্যবহার করুক না কেন, তাকে সেটা ইঞ্জেক্ট করতে হয়। আপাতত কিছুদিন একটু সাবধানে থাকবেন।”

—“বেশ।” মাথা নেড়ে দেয় তনিশ। ইন্সপেক্টার অরুনকুমার তাঁর পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, “ঘাবড়ানোর কিছু নেই ইয়াংম্যান। হয়তো সবই কো-ইন্সিডেন্স, অনেকসময় রিউমারও হতে পারে।”

—“এ পর্যন্ত এরকম ক'টা মৃত্যু আপনাদের ফাইলে আছে?”

একটু ভেবে নিলেন অরুনকুমার, তারপর শান্ত গলায় উচ্চারণ করলেন, “ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ধরলে এখনও অবধি গোটা কুড়ি।”

BanglaBook.org

ঠোঁট কামড়াল তনিশ। হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো একবার পরিপাটি করে নিল, তারপর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "এই ট্রেনের কেসটাই লেটেস্ট?"

—"হুম..."

—"এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আর একবার দেখা করা যায়?"

দু'পাশে মাথা নাড়ালেন অরুনকুমার, বললেন, "এখন ওদের পরিবারের যা অবস্থা কেউ কথা বলতে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। পুলিশেরও এই ব্যাপারে কিছু করার নেই। তবে আপনি যদি চান..."

কথাটা বলবেন কিনা ভেবে নিলেন ইন্সপেক্টার। শেষে খানিক দ্বিধা করে বলেই ফেললেন, "অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারি যদি চান। তার ফ্যামিলি-ট্যামিলির বালাই নেই।"

—"বেশ, নাম কী ভদ্রলোকের?"

—"ভদ্রলোক নয়। একটি বাচ্চা মেয়ে, বয়স এই ধরুন চোদ্দো-পনেরো হবে। শিয়ালদা লাইনের ট্রেনে গান-টান গেয়ে ভিক্ষা করত। নিজের বাপকে ঘরে আটকে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। আপাতত আমরা একটা হোমে রেখেছি।"

—"বাবা। এইটুকু বয়সে? এও সাপ দেখতে পেয়েছে?"

—"তা জানি না। মেয়েটা কিছু বলতে চাইছে না। হার্ড নাট টু ক্র্যাক। তবে কিছু একটা যে দেখেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। আমি ওদেরকে বলে দিচ্ছি। লোক থাকবে ওখানে, দেখে আসুন।"

থানা থেকে বেরিয়ে মোবাইলটা চেক করল তনিশ। বাড়ি থেকে এর মাঝে কয়েকটা ফোন এসেছিল। সাইলেন্ট করা ছিল বলে শুনতে পায়নি। আর একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন এবং একটা মেসেজ। নম্বরগুলো এড়িয়ে আগে মেসেজটাই খুলল তনিশ। হ্যাঁ, জেমসের খোঁজ পাওয়া গেছে। পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি একটা ছোট ফ্ল্যাটে থাকে সে। তবে মাদকের ব্যবসা আর করে না। বোনের সঙ্গে কিছু একটা ব্যবসা চালায়। টাকাপয়সার অবস্থা খুব একটা ভালো না।

BanglaBook.org

অচেনা নম্বরগুলোয় আর ফোন করতে ইচ্ছা করল না ওর। উবারের অ্যাপে গিয়ে একটা উবার কল করল। একটু আগে ইন্সপেক্টার অরুনকুমারের দেওয়া ঠিকানাটা মিলিয়ে ডেস্টিনেশান দিতে মিনিট পাঁচেক পরে উপস্থিত হয় ক্যাবটা। তনিশ তাতে উঠে পড়ে।

বাইরের কলকাতা শহরটাকে স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে ওর। সার সার উজ্জ্বল দোকানের সারি, কোথাও বা ব্রিজের তলা দিয়ে এক ঝটকায় পার হয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। সন্ধে সাড়ে সাতটার কাছাকাছি বেজেছে এখন। তনিশের ভেবে অবাক লাগে এই জমজমাট আলোয় ভরা শহরের মাঝে এমন কেউ আছে যে মানুষকে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে আনন্দ পায়। যে কেউ তার নিকটতম মানুষের হাতে খুন হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময়। অথচ ওই পানের দোকানে যে লোকটা পানপাতার উপরে ভেজা সুপুরি ছড়িয়ে দিচ্ছে তার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই, যে ভিখারিটা সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষ দেখলেই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে সে কয়েনের বদলে একটা ছেঁড়া নোট পেলেই খুশি হয়ে উঠছে। কিংবা এই ড্রাইভারটা, বারবার সামনে মোবাইল স্ক্রিনে দেখে নিচ্ছে গন্তব্যের রাস্তা। তনিশের পকেটে ভাইব্রেট করে উঠল মোবাইল ফোনটা। মা বারবার খোঁজ নিতে চাইছে তার।

ফোনটা এতক্ষণে রিসিভ করে তনিশ জানিয়ে দেয় বাড়ি ফিরতে আরও কিছুটা দেরি হবে। একটু গাঁইগুঁই করে মা। তারপর রেখে দেয়।

ঠিক আধঘণ্টা পরে মানিকতলার অরফ্যানেজের সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়িটা। তনিশ টাকা মিটিয়ে সেটাকে বিদায় করে দেয়। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে।

রিসেপশনে এক বছর তিরিশেকের মহিলা বসেছিলেন। তনিশ সেখানে গিয়ে নিজের নাম বলতে পাশ থেকে একজন কনস্টেবল এগিয়ে আসেন। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে রিসেপশনের মেয়েটি চিনতে পারে তনিশকে। ডেস্ক থেকে বের করে একটা কার্ড এগিয়ে দেয় তনিশের দিকে। কন্সটেবলটি একটা মোবাইল দেখে তাকে জরিপ করতে করতে বলেন,

“তনিশ গোস্বামী?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

—“এদিকে আসুন।”

করিডোরের দিকে হাত দেখিয়ে একটা দিক নির্দেশ করেন তিনি। তনিশ আড় চোখে তার বুকের নেমপ্লেটে নামটা দেখে নেয়, মনিশ সিং। অবাঙালি কি? অথচ কথায় হিন্দি টান নেই একেবারে।

—“ভিতরে গিয়ে একটু কেয়ারফুল থাকবেন।” হাঁটতে হাঁটতে বললেন কনস্টেবলটি।

—“কেন বলুন তো? বাচ্চা মেয়ে শুনলাম যে।”

—“বাবাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা বাচ্চা মেয়ে দেখেছেন আগে?”

—“মেয়েটা ভায়োলেন্ট নাকি?”

একটা হালকা হাসির আভাস পাওয়া যায় মনিশ সিং-এর মুখে, “হার্ড টু প্রেডিক্ট, দেখলেই বুঝবেন, তবে ভয়ের কিছু নেই। সঙ্গে লোক থাকবে।”

তনিশ মাথা নাড়ায়। দু’জনে একটা ঘরের দিকে এগিয়ে আসে। দরজা আঁটসাঁট করে বন্ধ। বাইরে একজন বন্দুকধারী গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। তনিশের ভালো লাগে না ব্যাপারটা। হাজার হোক জায়গাটা চাইল্ড হোম, এখানে বন্দুকধারী পুলিশ দেখলে আর পাঁচটা বাচ্চা ভয় পেতে পারে। ব্যাপারটা শুনে মনিশ সিং এবার বড় করে হেসে ফেললেন, হাসতে হাসতেই বললেন, “কী যে বলেন! আজকালকার বাচ্চারা আর বন্দুকের ভয় পায় না। কতজন এসে বন্দুকটা হাতে ধরে দেখে গেছে জানেন?”

দরজার বাইরে একটা ছোট আই-হোল আছে। মনিশ সিং হাতের ইশারা করতে বাইরে দাঁড়ানো গার্ড সেটা দিয়ে ভিতরে কিছু একটা দেখে নিয়ে লক খুলে দরজাটা একটু ফাঁক করে ধরে।

—“ঘুমোচ্ছে, একটু আগে ঘুমিয়েছে।” চাপা স্বরে কথাটা বলে ভিতরে ঢুকে আসেন মনিশ সিং। তনিশও তার পিছু নেয়।

ভিতরে একটা বিছানা ছাড়া আর কিছু নেই। চারদিকের দেওয়ালে

BanglaBook.org

ক্যাটক্যাটে সাদা রঙ করা। সিলিঙও সাদা। তনিশের মনে হয় এরকম প্রায় ফাঁকা সাদা ঘরে একটা সাধারণ মানুষকেও বেশিক্ষণ রাখলে তার আচরণ স্বাভাবিক থাকবে না।

বিছানার উপরে শুয়ে থাকা মেয়েটার উপর মন দেয় তনিশ। লম্বা হয়ে শুয়ে আছে সে। বয়সের তুলনায় চেহারাটা ছোটোখাটো। গায়ে একটা গোলাপি রঙের সালোয়ার কামিজ। মুখটা দেওয়ালের অন্য দিকে ফিরিয়ে সে ঘুমোচ্ছে। বুকটা মৃদু ওঠানামা করছে।

—"ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, দেখুন, যদি মুড ভালো থাকে আপনাকে গানও শোনাতে পারে।" মনিশ সিং বিছানার পাশে রাখা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন।

তারপর মেয়েটার ছড়িয়ে থাকা হাতে একটা ঠেলা দিলেন, "নিনা, নিনা একটু উঠে বস।"

হাতে মৃদু কম্পনের ছোঁয়াতেই ধড়ফড় করে উঠে বসল মেয়েটা। ঘরে উপস্থিত দু'জন মানুষের দিকে সতর্ক বিড়ালের মতো দৃষ্টিতে দু'বার তাকিয়েই আবার মাথা নামিয়ে নিল।

—"ইনি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছেন। বলবে কথা?"

কোনও উত্তর দিল না মেয়েটা। দুটো হাত কোলের কাছে রেখে মাথা নামিয়ে একইভাবে চুপ করে বসে রইল।

তনিশ এগিয়ে এসে তার পাশে বসে পড়ল। তারপর নিচু গলায় বলল, —"গান কে শিখিয়েছে তোমাকে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় নিনা, "মা।'

মনিশ সিং তনিশের মুখের দিকে তাকিয়ে ইশারা করেন মায়ের প্রসঙ্গটা নিয়ে আর না এগোতে।

—"আমাকে একটা গান শোনাবে?" তনিশ নরম গলায় জিজ্ঞেস করে।

দু'দিকে মাথা নাড়ায় মেয়েটা। তনিশ এবারে সিং-র দিকে তাকিয়ে বলে, —"আমার মনে হয় আপনি আছেন বলে কথা বলতে একটু হেজিটেট করছে ও। পাঁচ মিনিট সময় দিন আমাকে, আমি চলে যাব।"

BanglaBook.org

—"বেশ..." একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন মনিশ সিং। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বাইরে গার্ডকে কী যেন একটা নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

—"সেদিন ঠিক কখন থেকে জ্ঞান ছিল না তোর?" এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে তনিশ। জ্বলজ্বলে একটা ঝিলিক খেলে যায় নিনার চোখে, মুখ তুলে সটান মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। উত্তর দেয় না।

তার মাথায় একটা হাত রাখে তনিশ, মিহি গলায় বলে, "আমি জানি যা করেছিস ইচ্ছা করে করিসনি। তোকে দিয়ে কেউ..."

—"বেশ করেছি।" বাচ্চা মেয়েটার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা দৃঢ় কণ্ঠের দুটো শব্দে চমকে যায় তনিশ। একটু সামলে নিয়ে সে বলে, "মানে... সেদিনের সব কথা মনে আছে তোর?"

—"সব মনে আছে..." একটা হাত দিয়ে তনিশের কনুইটা চেপে ধরে নিনা, তার মুখটা এগিয়ে আসে তনিশের মুখের দিকে, লকলকে আগুনের মতো তেজে কথাগুলো বলতে থাকে সে, "ঘরে আমার যা ছিল, সব সরিয়ে নিয়েছিলাম আগে, বাকি সব জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছি..."

মাথাটা গুলিয়ে যায় তনিশের। সে বুঝতে পারে এই ঘরের পরিবেশের উপরে সে মালিকানা হারিয়েছে। হাতের কাছের চাপটা এত বেড়ে উঠেছে যে মনে হচ্ছে এক্ষুনি উলটোদিকে দুমড়ে ভেঙে যাবে কনুইটা। এইটুকু মেয়ের গায়ে এত জোর!

কিন্তু মেয়েটা যদি জেনেশুনে বাপকে পুড়িয়ে মেরে থাকে তাহলে তার সঙ্গে এই কেসের সম্পর্ক নেই। নাঃ একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। তনিশ মাথাটা আরও কিছুটা পিছিয়ে নেয়। জ্বলজ্বলে হিংস্র চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ভয় লাগে তার। ঘরের ভিতরে আর থাকতে ইচ্ছা করে না।

উঠে আসতে গিয়েও নিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায় তনিশ। মেয়েটার মুখের কোনো এক কোণায় সামান্য হলেও মিষ্টি একটা শৈশবের ছোঁয়া লেগে আছে। আর একবার তার মাথায় হাত রেখে তনিশ বলে, —"আচ্ছা, আর একটা শেষ প্রশ্ন, তারপর চলে যাব।"

হাত দিয়ে চুল ঠিক করে নিজেকে একটু গুছিয়ে নেয় নিনা। একটু

আগের আচরণটা বাড়াবাড়ি করে ফেলছে সেটা বোধহয় নিজেও বুঝতে পারে। তনিশ একটা হাত দিয়ে তার গাল টিপে দিয়ে বলে, "গান যখন শোনালি না তখন বল তুই খালি গলায় গাস না হাতে কিছু বাজিয়ে গাস?"

উত্তর না দিয়ে পাশে পড়ে থাকা ব্যাগের ভিতরে হাত চালিয়ে দেয় নিনা। কিছু খুঁজতে থাকে। কয়েক সেকেন্ড পরে বের করে আনে ঝুমঝুমিটা। সেটা তনিশের হাতে দেয়।

—"বাঃ, ভারী সুন্দর জিনিস তো। পরে একদিন শুনব, বুঝলি?"

এবার দু'পাশে মাথা নাড়ে নিনা। তার মুখের কোণে লুকানো শৈশবের রঙ আর একটু ঘন হয়ে ওঠে। ঝুমঝুমিটা ফিরত দিতে গিয়ে মেয়েটার ব্যাগের উপরে চোখ আটকে যায় তনিশের। কিছু একটা জিনিস চোখে পড়ে তার।

একটা হাতে আঁকা ছবি। এখানে হোমের থেকে হয়তো কাগজ পেনসিল দেওয়া হয়েছিল মেয়েটাকে, সেই কাগজেই একটা স্কেচ এঁকেছে সে। খুব একটা পরিষ্কার নয়। তাও বেশ বোঝা যায় সে কি আঁকতে চেয়েছে।

একটা তিনতলা বাড়িকে পেঁচিয়ে ধরেছে একটা সাপ... বিশালাকার অতিকায় সাপ... বাড়ির ঠিক ছাদের উপরে লকলক করছে তার বেরিয়ে আসা জিভ। লেজের ডগার দিকটা ছুঁয়েছে একতলার মেঝে। সাপটার গায়ে একটা বিশেষ ধরনের নকশা কাটা।

এই সাপটাকে চেনে তনিশ। কিছুদিন আগে আরজেন্টাভিস নিয়ে খোঁজখবর করার সময় পাশের কয়েকটা রেফারেন্সে এই সাপটাকেও দেখেছিল। মেয়েটা এই সাপটাকে দেখেছে মানে বাকি খুনিরাও একেই দেখেছে।

অর্থাৎ এতগুলো মানুষ খুন করার ঠিক পরমুহূর্তে কোনো অজ্ঞাত কারণে উল্লেখ করে গেছে আজ থেকে ছ'কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আদিম অতিকায় সাপকে— 'জাইগানটোফিস'।

BanglaBook.org

ষষ্ঠ অধ্যায় — খয়েরি শহরের রাজকন্যা

ভিতর থেকে মিনিট তিনেক খচ্‌খচ্‌ আওয়াজের পরে তনিশের সামনের দরজাটা খুলে গেল। ভিতরের দৃশ্য আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা-চওড়া বছর পঁচিশের মেয়ে। উজ্জ্বল ফর্সা গায়ের রঙ, একবার দেখে মনে হয় আজ অবধি সেই চামড়া রোদের স্পর্শ পায়নি। শরীরের উপর থেকে নিচ অবধি কালো ছাড়া অন্য কোনো রঙের পোষাক নেই। একটা কালো রঙের ঢোলা কার্গো ট্রাউজার, উপরে ঠিক তেমনই কালো রঙের একটা ভি-নেক, তবে সবার আগে চোখে পড়ে মেয়েটার চোখের চারদিকে গোল করে অন্তত এক ইঞ্চি পুরু কাজল। মনে হয় যেন দুটো অন্ধকার গর্তের মাঝে চোখ দুটো জেগে আছে।

ঘরের ভিতর থেকে একটা জমাট ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে এসে লাগল তনিশের নাকে। এইরকম বন্ধ ঘরের ভিতরে এত ধোঁয়ার মধ্যে মেয়েটা নিজেই বা বসে থাকে কী করে? ভালো করে চেয়ে সে দেখল মেয়েটা একা নয়, ঘরের ডাঁই করে রাখা জামাকাপড়ের উপরে একটা মোটা ঘিয়ে রঙের হুলো বেড়াল আরাম করে বসে ঝিমোচ্ছে। ঘরের দরজায় টোকা পড়ায় তার মালকিন যতটা বিরক্ত হয়েছে তার থেকে সে হয়েছে ঢের বেশি।

মেয়েটার লম্বা দুটো হাত চৈতন্যের মতো দরজার দু'দিকের পাল্লায় রাখা, উলটে আছে বলে হাতের পিছনদিকটা চোখে পড়ছে। ট্যাটুটা দেখে নেয় তনিশ। মেয়েটার মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ, জেমস তার দিকে মুখ তুলে তনিশকে দেখিয়ে বলল, "কাস্টমার আছে।"

—"তো আমাকে বলার কী আছে? দিয়ে দে?"

—"নেওয়ার আগে একটু দেখে নিতে চাইছে।" অপরাধীর মতো মুখ করে বলল জেমস।

জেমসের বুকে একটা হালকা চাপড় মেরে সেই হাতটাই মশা তাড়ানোর

BanglaBook.org

মতো চালিয়ে নিল আরিন, "এটা কি বেশ্যাখানা নাকি যে মাল নেওয়ার আগে মেপে দেখে নেবে?"

জেমসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে একটা অছিলার দরকার ছিল তনিশের। অছিলাটা হল মারিহুয়ানা। এই মাদকটি নিয়ে ভারত সরকার একটা ধরি মাছ না ছুঁই পানি জাতীয় ভাবমূর্তি মেন্টেন করে চলেছে বেশ কিছুদিন। মারিহুয়ানার বিরুদ্ধে ডাক্তারদের হাতে কিছু নেই। খেলে ক্যান্সার হয় না, অকালে তাজা প্রাণ ঝরে যায় না, এমনকি ওভারডোজ হয়ে গেলে ফিট অবধি লাগে না। আপত্তি করার মতো কিছুই নেই তাও কেবল মাদক বলেই অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে।

তবে জনগণের দৈনন্দিন জীবনের কথা ভেবে সমস্ত অচ্ছুৎ জিনিসেরই একটা চোরাপথ খোলা রাখা হয়, চোলাই মদের দোকান আছে, সোনাগাছি আছে, মারিহুয়ানাই বা বাদ যায় কেন। সার্কাসের ক্লাউন হওয়া ছাড়াও বিশ্বস্ত লোক পেলে জেমস মারিহুয়ানা সাপ্লাই করে। পুলিশের আওতার ভিতরেই। কমিশন হিসেবে খানিকটা ছেড়ে দিলেই ওদের নিয়ে সমস্যা হয় না।

BanglaBook.org

জেমস কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তনিশ তার আগেই বলল, "আমার ক্রিস্টাল লাগবে না। আমি একটা অন্য দরকারে এসেছি।"

— "কি রে ভাই!" জেমস এবার তনিশের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, ভুরু কুঁচকে যায় তার, "এ শালা পাগল নাকি?"

— "যতটা নেব বলেছিলাম তার দাম আমি দিয়ে দেব, আসলে ওনার সঙ্গে আমার অন্য ব্যাপারে একটু দরকার আছে।"

—"নে শুয়োরের বাচ্চা..." মুখ নামিয়ে নেয় আরিন, পিছন ফিরে বিছানার দিকে এগিয়ে যায়, "তোরও শালা মাথার ঠিক নেই, কোথা থেকে এইসব বাঞ্চোদদের ধরে আনিস..."

—"আপনি অত রাতে ওখানে কী করছিলেন?" তনিশ ঘরের খোলা দরজার আছে আরও কিছুটা এগিয়ে আসে।

আরিন পিছন ফিরেই মাথা নাড়ায়, "যা, ফোট এখান থেকে। কাজ নেই যতসব ছোটলোকের বাচ্চারা..."

—"আপনার ঠিক কী চাই বলুন তো?" জেমস তনিশের দুটো কাঁধে হাত রেখে বলে, "ধান্দাটা ঠিক কী?"

পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোটের তাড়া বের করে জেমসের হাতে গুঁজে দেয় তনিশ। তারপর তেমন নিচু গলাতেই বলে, "জাস্ট গিভ মি টেন মিনিটস, আমার কিছু প্রশ্ন আছে, তারপর যতখুশি গালাগালি দিতে চান, দেবেন।"

টাকাটা গুণে একটু থতমত খায় জেমস। ঘরের ভিতর থেকে এখন একটু জোরে মিউজিক বাজতে শুরু করেছে। হার্ড মেটাল। রীতিমতো কানে এসে ধাক্কা মারছে সেটা। জেমস একটু অপেক্ষা করে বলে, "বেশ, আপনি বাইরের ঘরে বসুন, আমি দেখছি।"

আর আপত্তি না করে বাইরে এসে বসল তনিশ। ভিতর থেকে এখন হার্ড মেটালের আওয়াজ কিছুটা কমে এসেছে। তনিশ বুঝতে পারল আরিনকে কিছু বোঝাচ্ছে জেমস। একটু নিশ্চিন্ত হল সে। এই ঘরের পরিবেশও বেশ অস্বাস্থ্যকর। ঘরের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা সবুজ রঙের নাইলনের দড়ি এপার থেকে ওপার চলে গেছে। তাতে কিছু ভারী জামাকাপড় ঝোলানো আছে। সম্ভবত রংচঙে ক্লাউনের পোশাকের ভিতরের দিক সেটা। জামাকাপড়ের ছায়া বিছানার উলটোদিকের মেঝেতে পড়েছে। তনিশ এককোণে পড়ে থাকা ম্যান্ডোলিনটা তুলে নিয়ে তারগুলোর উপরে আঙুল বোলাতে লাগল। কর্ডগুলো বাজাতে মিহি সুর উঠল তাতে। মোট আটটা তার, দুটো দুটো করে জুড়ে চারটে তারের মতো দেখায়, তারগুলো জোড়া থাকে বলেই বিশেষ একধরনের শব্দ বের হয় ম্যান্ডোলিন থেকে।

ঘরের উলটোদিকে পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তনিশ দেখে আরিন এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। তার হাতে একটা সিগারেট ধরা। ধোঁয়ার

BanglaBook.org

গন্ধে তনিশ বুঝতে পারে তার মধ্যে তামাক পাতার বদলে অন্য কিছু আছে। অবজ্ঞা ভরে সামনের চেয়ারে এসে বসতে বসতে সে বলে, "দশ মিনিটের মধ্যে যা হ্যাজানোর আছে হেজিয়ে ফুটে যান এখান থেকে।"

—"হঠাৎ রাজি হয়ে গেলেন যে..." বাঁকা হাসি হেসে বলে তনিশ।

—"সেটা জেনে তোমার কী হবে বাল?"

বড় করে নিঃশ্বাস নেয় তনিশ, "নাঃ আমার আর কী, অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে আমার কী লাভ? তবে সেদিন আপনি কেন গলিয়েছিলেন বলুন তো?"

—"কোন দিন?"

—"গত শনিবার রাতে? সেক্টর ফাইভের কাছের ঝিলটায়।"

—"বাজে কথা, ওখানে ছিলাম না আমি।" আরিন মাথা নামিয়ে নেয়।

— "লোকে খুন করে অস্বীকার করে, আপনি প্রাণ বাঁচিয়ে অস্বীকার করছেন কেন?"

আর একবার হাতের দিকে দেখে নেয় তনিশ। এই হাতটাই সেদিন জলের তলায় দেখেছিল তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

—"যদি বাঁচিয়েই থাকি, তার বদলে আজ টাকা দিতে এসেছেন?"

—"টাকাটা দিয়েছি আজ এই সময়টুকুর জন্যে। আপনার সঙ্গে আমার দরকারটা একটু অন্য ব্যাপারে।"

—"আবে যা তো বাল..." এবার বিরক্ত হয়ে ওঠে আরিন, মুখের সামনে থেকে সিগারেটের ধোঁয়া হাত দিয়ে সরাতে সরাতে বলে, "যা বলতে চাস বলে ফোট তো, কাজ আছে আমার।"

—"একটা জিনিস দেখানোর আছে আগে।" পিঠের ল্যাপটপ ব্যাগটা খুলে সামনে এনে চেন টানতে টানতে বলে তনিশ।

—"মুখ দেখে তো মনে হয় না দেখানোর মতো কিছু মাল আছে বলে।" বাঁকা হাসি হেসে আবার একটা ধোঁয়ার রিং ছাড়ে আরিন। এমন নরম দুধে আলতা রঙ আগে দেখেনি তনিশ। ছোটবেলায় স্নো ওয়াইটের একটা

BanglaBook.org

সিনেমা দেখেছিল তনিশ বাবার সঙ্গে। সেখানে প্রিন্সেস স্নো ওয়াইটের ঠিক এমন ফর্সা গায়ের রঙ ছিল। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যেত না। অথচ এই মেয়েটার যা মেজাজ বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কী বলবে কে জানে।

ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে সামনে রাখে তনিশ। তারপর সেটা টানটান করে টেবিলের উপরে মেলে ধরে বলে, "দেখুন তো, এই প্রাণীটাকে চেনেন কিনা..."

কাগজের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় আরিন, তার মুখে ভাবলেশের চিহ্ন দেখা যায় না, "এটা তো একটা দামড়া সাপ মনে হচ্ছে। নিজে এঁকেছেন নাকি?" ভালো করে ছবিটা দেখতে দেখতে আরিন বলে, "তা আঁকাটা খারাপ নয়, কিন্তু বাড়িটার জায়গায় যদি একটা ন্যাংটা মেয়ে থাকত... আর তাকে জড়িয়ে সাপটা..."

—"এটা একটা বাচ্চা মেয়ে এঁকেছে। যেদিন এঁকেছে সেদিনই নিজের বাবাকে পুড়িয়ে মেরেছে সে।"

—"তো আমি কী করব তাতে? বাপ হয়তো কিছু চুতিয়াপা করেছিল।"

একটা অস্থিরতা ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে তনিশকে। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও বসে পড়ে সে। টেবিলের উপরে একটা মৃদু চাপড় মেরে বলে, "আপনি বুঝতে পারছেন না। সামথিং রং ইজ গোইং অন। খুব বড়সড় একটা গন্ডগোল ঘটতে যাচ্ছে! পরপর এতগুলো মানুষ এই সাপটাকে দেখার পরই কাছের কাউকে নৃশংসভাবে খুন করে ফেলছে।"

আরিনের পিছন দিকে এতক্ষণ জেমস দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, "তাই যদি হয় তাহলে পুলিশের কাছে যান। আমাদের এসব দেখিয়ে লাভ কী?"

বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে তনিশ বলে, "আমার মনে হচ্ছে এই খুনগুলোর সঙ্গে সুপারন্যাচারাল কিছু একটা জড়িয়ে আছে। ওনার হাতে যে ট্যাটুটা আছে সেটা একটা এক্সটিঙ্কট

BanglaBook.org

এনিম্যালের, আমি শুনেছি আপনাদের গ্যাঙের সবার হাতেই এরকম ট্যাটু থাকে। যারা খুন করছে তারাও একটা এক্সটিঙ্কট এনিম্যাল দেখতে পাচ্ছে বারবার। কেউ কতগুলো অচেনা মানুষকে পরপর খুন করিয়ে যাচ্ছে তার পরিবারের কারো হাতে। আপনার কী মনে হয়, এমন সুপারন্যাচারাল কিলারকে পুলিশ ধরতে পারবে?”

হাতের সিগারেটটা চেয়ারের হাতলে ঘষে নিভিয়ে ঘরের একদিকে ছুঁড়ে ফেলে আরিন বলল, “আমি গাঁজা খাই না তুই গাঁজা খাস? সুপারন্যাচারাল কিলার? মাই ফুট, এসব গল্প অন্য কোথাও গিয়ে ফাঁদ বাবু...”

তনিশের গলার জোর বেড়ে উঠছে একটু একটু করে, সামনের কাগজটাকে দলা পাকিয়ে মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে, বলে, “বেশ, কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না। শুধু একটা কথা বলুন, জলে নামলে আপনার শরীর জ্বলে ওঠে কেন?”

“জ্বলে ওঠে? কে বলেছে?” আরিনের রিনরিনে গলা একপর্দা কেঁপে যায়।

—“সেদিন জলে পড়ে গিয়ে আমার হুঁশ ছিল না, তাছাড়া মদের নেশায় ছিলাম, তাও যেটুকু দেখেছি সেটা মিথ্যে নয়। আমি যখন জলে পড়ে যাই তখন চারপাশে কোনও আলো ছিল না। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে আপনার শরীরটা জ্বলছিল! কেন? কোনও সাধারণ মানুষের শরীর ওইভাবে আলো দিতে পারে না।”

আরিন মাথা নামিয়ে নেয়। তার পুরু কাজলে ঢাকা চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে। দু'বার গলায় হাত বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। কয়েক পা হেঁটে ঘরের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক সেকেন্ড। তার রিনরিনে গলা কানে আসে তনিশের, “আমি ভেবেছিলাম আপনি খেয়াল করবেন না। যদি জানতাম তাহলে বাঁচাতাম না আপনাকে।”

আরিন পিছন ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে তনিশ এই প্রথম খেয়াল করে তার

BanglaBook.org

খোঁপা বাঁধা কালো চুলের মধ্যে কয়েকটা সোনালী চুলের রেখা আছে। অন্তত ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা তার শরীরটা। কিংবা উপর থেকে নিচ অবধি একই রঙের জামাকাপড় পরে আছে বলে একটু বেশি লম্বা লাগছে। তনিশের গোটা মুখ জুড়ে অনেকক্ষণ পর একটা বড়সড় হাসি খেলে যায়, বলে, "ইউ মেড ইয়োর মিস্টেক, তবে সেদিন আর একটা ভুল করেছিলেন আপনি।"

—"কী ভুল?" জানলার দিকেই তাকিয়ে থাকে আরিন।

—"আপনার মধ্যে যে একটা মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচানোর ইচ্ছাও কাজ করে মাঝে মাঝে, সেটা একজনকে জানিয়ে ফেলেছিলেন।"

এক ঝটকায় জানলার দিকে থেকে সরে আসে আরিন। এতক্ষণ সে নিজে যে প্লাস্টিকের চেয়ারটার উপরে বসেছিল সেটা এক লাথিতে ছিটকে ফেলে দেয়। ঝুঁকে পড়ে একহাতে চেপে ধরে তনিশের গলাটা, হিংস্র বাঘের মতো চাপা গড়গড়ে গলায় বলে, "লুক হিয়ার ইউ বাস্টার্ড, আমার এই শহরের কোনও শালা বানচোতকে বাঁচানোর ইচ্ছা নেই, মরুক শালারা, দুনিয়া থেকে ক'টা পাপ কম হবে... ফাক দেম অল।"

ব্যাপারটা যে এমন আচমকা ঘটে যাবে সেটা জেমস বা তনিশ কেউই বুঝতে পারেনি। গলার কাছে শ্বাসনালীটা যেন ছিঁড়ে নিতে চাইছে আঙুলগুলো, তনিশ দুটো হাত নেড়ে নিজেকে ছাড়ানোর বৃথা চেষ্টা করতে থাকে। জেমস এগিয়ে এসে আরিনের শরীরটা ধরে মৃদু টান দেয়, "আরিন, ছেড়ে দে ওকে, প্লিজ... করিস না, আরিন।"

জেমসের হাতের চাপে একটু একটু করে আরিনের হাত শিথিল হয়ে আসে, তনিশের গলার চাপটা কমে আসতেই এতক্ষণের আটকে পড়া বাতাস তার গলা থেকে এক ধাক্কায় বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। কাশির দমকে শরীরটা কুঁকড়ে যায়। দু'হাতে নিজের গলার কাছটা ঘষতে ঘষতে কাশতে থাকে। সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার।

গলা ছেড়ে দিয়ে আর সেখানে দাঁড়ায় না আরিন। দ্রুত পায়ে ভিতরের

BanglaBook.org

ঘরের দিকে হেঁটে চলে যায়। মাটিতে উলটে পড়ে থাকা চেয়ারটা সোজা করে রেখে জেমস তার উপরে বসে হতাশ মাথা নাড়তে নাড়তে বলে "কিছু মনে করবেন না, আসলে ইদানীং একটু বেশি ড্রাগ এডিক্ট হয়ে পড়েছে। সেজন্যেই হয়তো টেম্পারটা একদম সামলাতে পারে না, বাট বিলিভ মি, ওর মধ্যে অন্য একটা মানুষ লুকিয়ে আছে।"

—"মানুষ বা অন্য কিছু..." কাশতে কাশতেই বলে তনিশ। ভিতরের ঘর থেকে আবার হার্ড মেটাল বাজতে শোনা যায়। বিড়ালটা কয়েকবার চাপা ম্যাও ম্যাও স্বরে ডেকে ওঠে। ঘরের জলন্ত আলোগুলো অকারণেই কয়েকবার দপ্‌দপ্‌ করে বেশি মাত্রায় জ্বলে ওঠে।

সেসব কমে আসতে কপালে একটা হাত ঘষতে ঘষতে জেমস বলে, "ছোট থেকে প্রায় একসাথেই মানুষ হয়েছি তাও ও যে কখন কী করবে আমি নিজেও বলতে পারি না। রাগের মাথায় আমাকেই ফিজিক্যালি হার্ট করেছে কতবার।"

— "উনি কি আপনার..."

—"হ্যাঁ, বোন। নিজের মায়ের পেটের নয়। আপনি সব জেনেই গেছেন যখন তখন রাখ ঢাক করে কী হবে আর..." মাথাটা চেয়ারের পিছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করে জেমস, "আমার বাবা ছিলেন জেলে, গঙ্গায় বোট থেকে জাল ফেলে মাছ ধরে সংসার চলত আমাদের। আটবছর আগে একদিন রাতে জলের উপরে ওকে ভেসে যেতে দেখে বাবা তুলে নিয়ে আসেন। আমিও সঙ্গেই ছিলাম। ওর সেই প্রথম ঘুমন্ত মুখটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও।"

—"বাবা মায়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি?"

মাথা নাড়ে জেমস, "নাঃ, ওর মধ্যে যে এক্সট্রা অরডিনারি কিছু আছে সেটা আমরা জানতে দিয়নি কাউকে। জানলে একটা ক্যাওস তৈরি হবে, বুঝতেই পারছেন। ঘরের বাইরে থাকলে জলের কাছাকাছি যেতে দেওয়া হত না ওকে। বাবা কোনোদিন বৃষ্টিতে ভিজতে দেননি, ছেলেবেলায় মাঝে

BanglaBook.org

মাঝে ও খুব বায়না করত, আমাদের সঙ্গে বোটে করে নদীতে যাবে। অগত্যা একদম মাঝরাতে কাউকে না জানিয়ে আমি আর বাবা ওকে নৌকো করে মাঝগঙ্গায় নিয়ে যেতাম। একটু একটু করে সাঁতার শিখিয়েছিলাম ওকে, ও যখন বোট থেকে জলে নেমে অবলীলায় সাঁতার কাটত আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম ওর দিকে, সে যে কি বর্ণময়, কি অদ্ভুত দৃশ্য...”

দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করে তনিশ। সেদিন জলে ডুবতে ডুবতে ক্লান্ত চোখে যে রঙের ছটা এসে লেগেছিল সেটা আজও ভুলতে পারেনি তনিশ।

— “এছাড়া আর কিছু হয় না? মানে... জলের তলায় জ্বলতে থাকা ছাড়া?”

একটা ব্যঙ্গের হাসি খেলে যায় জেমসের মুখে, “একটু আগে তো দেখলেন, বলুন তো, ও নিজে আপনাকে ছেড়ে না দিলে নিজেকে ছাড়াতে পারতেন ওর হাত থেকে? তাছাড়া ও কী যে পারে আর কী পারে না সেটা আমি নিজেও জানি না।”

তনিশ কোথাও একবার শুনেছিল জেনেটিক মিউটেশানের ফলে মানুষের দেহে এমন আশ্চর্য ক্ষমতা জন্মাতে পারে। এমনও হতে পারে মেয়েটার মধ্যে অতিলৌকিক কোনো ক্ষমতা আছে দেখে বাবা-মা ভয় পেয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল ওকে। কিন্তু মাঝগঙ্গায় একটা মানুষের পক্ষে ভাসতে ভাসতে বেঁচে থাকাটাও অসম্ভব।

—“ওর আগের বাবা-মার কথা মনে পড়ে না কিছু?”

—“মাঝে মাঝে পড়ে বলে মনে হয়। কখনও মাঝরাতে ঘুমের থেকে জেগে উঠে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ইদানীং আমি মাঝে-মাঝে ঘুম ভেঙে দেখি ও বিছানায় নেই, গোটা ফ্ল্যাটে নেই। সকালের দিকে ফিরে আসে। জিজ্ঞেস করলে কথা বলতে চায় না। দিনতিনেক ওইভাবে থাকে তারপর ঠিক হয়ে যায় একটু একটু করে। আমি আর ঘাঁটাই না, দেখতেই তো পাচ্ছেন। কী বলতে কী করে বসে।”

—“সেদিন রাতেও তার মানে ওই কারণেই বেরিয়ে গেছিল বাড়ি

BanglaBook.org

থেকে। আমাকে ডুবে যেতে দেখে...” একটু চুপ করে থেকে প্রশ্নটা করে তনিশ, “আর হাতের ওই পাখির ট্যাটুটা?”

—“ওটা আগে থেকেই আছে। লাইক আ বার্থমার্ক।”

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে পড়ে তনিশ। ঘরের চারদিকটা একবার দেখে নেয়। আর হয়তো আসা হবে না এই ঘরটায়। কোণায় পড়ে থাকা ম্যান্ডোলিনটার দিকে দেখিয়ে বলে, “আপনি কি একেবারেই ইউজ করেন না ওটা?”

—“নাঃ” জেমস উঠে পড়ে বলে।

—“বেশ, তাহলে দিয়ে দিন আমাকে, কত লাগবে বলুন।”

স্মিত হেসে তনিশের পিঠে একটা হাত রাখে জেমস, তারপর বলে, —“সময়টার জন্যে অনেকটা টাকা দিয়ে ফেলেছেন, ওটার জন্যে আর টাকা লাগবে না। একসময় শখে বাজাতাম, টাকা নিয়ে বেচলে শখটাকে খুন করা হবে, থাক গে, নিয়ে যান।”

ম্যান্ডোলিনটা হাতে নিতে গিয়েও রেখে দেয় তনিশ, বলে, “আপনার একটা শো দেখার খুব ইচ্ছা আছে আমার, কোথাও থাকলে জানাবেন।”

—“ক্লাউনকে আবার দেখবেন কি...”

ভিতরের ঘর থেকে হেভি মেটালের শব্দ এতক্ষণে খানিকটা কমে এসেছে। ঘরের আলোগুলো আর দপ্‌দপ্ করছে না আগের মতো। দু'জনে দরজার দিকে এগিয়ে আসে। জেমস দরজাটা খুলে ধরে, আলগা চাপা গলায় বলে, “ওর ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না প্লিজ, ও নিজের ওই দিকটা একটু এড়িয়ে চলতে ভালোবাসে। লোকজন জানাজানি হয়ে গেলে...”

—“কেউ কিচ্ছু জানবে না।” আশ্বস্ত করে তনিশ।

— “শুনুন।” দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল তনিশ, একটু দূর থেকে আওয়াজটা পেয়ে থেমে গেল সে। এতক্ষণ আরিনের মুখে তুই আর ব্যঙ্গ করে তুমি শুনেছে কয়েকবার, এই প্রথম আপনি সম্বোধনটা অস্বস্তিকর লাগল তার।

BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল বেসিনের ধারের সেই ঘরটার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে আরিন, মুখ নামিয়ে বলল, "একটু এ ঘরে আসবেন।"

জেমসের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে শব্দ ব্যয় না করে সেদিকে এগিয়ে গেল তনিশ। মেয়েটার গলার স্বর এতক্ষণে একটু নরম হয়েছে মনে হয়। একটু আগে গলাটা যেভাবে চেপে ধরেছিল তাতে আর একটু হলেই একটা মানুষের প্রাণ চলে যাচ্ছিল সেটা ভেবে হয়তো খানিকটা খারাপ লেগেছে।

ঘরের ভিতর ঢুকে আগের থেকে তেমন কোনও পার্থক্য চোখে পড়ল না তনিশের। শুধু জামাকাপড়ের উপর থেকে নেমে বিছানার উপরে এসে বসেছে বিড়ালটা, জিভ দিয়ে চেটে গা পরিষ্কার করছে। তনিশকে ঘরে ঢুকতে দেখে একবার মুখ তুলে বিরক্তি প্রকাশ করে আবার ত্বক পরিচর্যায় মন দিল। ঘরের মালকিনের চুলগুলো এখন খুলে ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের পাশ দিয়ে। কালো আর সোনালী চুলের ঝাঁক ছড়িয়ে রয়েছে পিঠময়। ঘন লাল ঠোঁট দুটোর মধ্যে এখনও জ্বলছে একটা সিগারেট। চোখে এখনও সেই আগের মতো ছড়ানো কাজল। মুখের ফর্সা রঙের মধ্যে সবার আগে চোখে পড়ছে সেটা। এতকিছুর মধ্যেও তনিশের মনে পড়ে গেল ছোটবেলার রূপকথার বইতে আঁকা সেই স্নো ওয়াইটের ছবিটা। শুধু তার মাঝে মুখের সিগারেটটা আর চোখের চারিদিকে চওড়া কাজলটা বড্ড বেমানান।

বিছানার উপরে সোজা হয়ে বসেছিল সে। তনিশ কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আগের মতোই নরম গলায় প্রশ্ন করল, "কিছু বলবেন?"

—"ওই মেয়েটা... যে ছবিটা এঁকেছে, নাম কী বললেন?" তনিশের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল আরিন।

—"নিনা..."

—"শি ইজ ইন ডেঞ্জার।" বিড়বিড় করে আরিন, "সাবধানে রাখবেন ওকে।"

BanglaBook.org

—"আমার কাছে নেই ও, পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।"

—"তাহলে তাদেরকেই গিয়ে বলুন কথাটা।" আগের কর্কশ ভাবটা আবার ফিরে আসে আরিনের গলায়।

—"বেশ, বলে দেব, তবে একটা শর্তে।"

আবার জ্বলে উঠতে যাচ্ছিল আরিন, তার আগেই তনিশ বলে, "সারারাত কলকাতায় রাস্তায় নিশ্চয়ই অকারণে ঘুরে বেড়ান না আপনি, আমি শুধু জানতে চাই কীসের জন্যে মাঝরাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান?"

জেমসের মুখের দিকে তাকিয়ে আরিন চোখের ইশারায় কিছু একটা জিজ্ঞেস করে। ইশারাতেই উত্তরটা পেয়ে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নেয়। হাঁটুর সামনে দুটো হাত রেখে ঝুঁকে বসেছিল, বিছানার চাদরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই বলে, "খুঁজতে যাই।"

—"কী খুঁজতে যান?"

—"আমার স্কেপটার।"

—"স্কেপটার! সে তো বড় লাঠি টাইপের, সেটা দিয়ে কী হয়?"

কব্জির উলটো দিক দিয়ে নাকটা ঘষে নেয় আরিন, বলে, "বানচোত লোকেদের পিছনে ঢোকাই... লস্ট ইট আ লং টাইম এগো..."

—"কেমন দেখতে বলুন তো?" নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করে তনিশ।

—"অন্য কারো হাতে থাকলে একটা রডের মতো দেখতে। ফুট দেড়েকের, কালো রঙের, গায়ে আমার নাম খোদাই করা আছে... এন্ড আই হ্যাভ নো ফাকিং আইডিয়া ওয়ের ইট ইস..."

পকেট থেকে একটু আগে মোবাইলে তোলা নিনার একটা ছবি বের করে সেটা জুম করে কিছু একটা দেখে নেয় তনিশ, ধীরে ধীরে তার ক্লান্ত মুখে আলতো একটা হাসি ফুটে ওঠে, "ওয়েল... আই হ্যাভ..."

BanglaBook.org

সপ্তম অধ্যায় — প্রাচীনতম দেবতা

"খোয়া তয়েত..." প্রোফেসর প্রণব বসুরায় হাতে ধরা চার ইঞ্চির রিমোট কন্ট্রোলে চাপ দিতে প্রজেক্টারের স্ক্রিনজুড়ে একটা ইনফ্রারেড ছবি ফুটে উঠল। সামনে বসা জনা চল্লিশেক ছাত্রছাত্রীর উৎসুক চোখ প্রোফেসরের মুখ থেকে গিয়ে পড়ল স্ক্রিনের উপরে। এক্স-রে এর মতো ঘন কালোর উপর সাদা রঙের গ্লো-তে ফুটে উঠছে একটা লম্বাটে ছবি।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো হাতের ছাপ। অন্তত গোটা কুড়ির কম নয়, যেন একটা সিমেন্টের দেওয়ালে অনেকগুলো মানুষ হাতে আলতা মেখে ছাপ রেখেছে। সেই ছড়ান-ছিটান হাতের মাঝে একটা সরু রেখা এঁকেবেঁকে নিচ থেকে উপরে উঠেছে। ওঠার পথে হাতগুলোর ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে ডালপালা, একটা গাছ। কাঁচা হাতে গাছের ছবি আঁকতে চেয়েছে কেউ।

—"এটাকে কী মনে হচ্ছে তোমাদের?" ইনফ্রারেড ছবিটার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন প্রোফেসর।

— "অ্যাবস্ট্রাক্ট ড্রয়িং স্যার।" লম্বা বেঞ্চগুলোর প্রথম সারি থেকে কোনও এক ছাত্র বলে উঠল।

—"বেশ, ধরে নিলাম, অ্যাবস্ট্রাক্ট ড্রয়িং-ই ধরে নিলাম, তো কী বলতে চাওয়া হচ্ছে ড্রয়িংয়ে?" হাসিমুখে প্রশ্ন ফিরিয়ে দিলেন প্রণব বসুরায়।

—"স্যার, মনে হচ্ছে গাছটা ধরে রয়েছে হাতগুলোকে, ওগুলোই গাছের ফুল-ফল।" এবার পিছন দিক থেকে মেয়েলী কণ্ঠ শোনা গেল।

বসুরায় উত্তরটা শুনে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, মাঝখান থেকে আবার একটা কণ্ঠ শোনা যায়, "এটা মডার্ন আর্ট স্যার, ছাতার মাথা কিছু বোঝা যায় না।"

প্রোফেসরের মুখের হাসিটা আগের থেকে দীর্ঘ হয়, রিমোট কন্ট্রোলটা প্রজেক্টারের দিকে ধরে তিনি বলেন, "আর্ট নিশ্চয়, কিন্তু মডার্ন নয়,

BanglaBook.org

এন্সিয়েন্ট বলতে পারো।”

স্ক্রিনে ততক্ষণে ইনফ্রারেড ছবিটা নিজের আসল চেহারায় ফুটে ওঠে। ক্লাস ভর্তি ছেলে-মেয়ের দলের মুখ থেকে একটা বিস্ময় মাখা শব্দ বেরিয়ে আসে, —“এটা তো কেভ পেন্টিং...”

—“পেন্টিং নয় ঠিক, স্টেনসিল ড্রয়িং। মানে দেওয়ালে রঙ দিয়ে তারপর সেই সারফেসের উপর থেকে একটু একটু করে রঙ তুলে নিয়ে ছবি আঁকা। হাতগুলো ওভাবেই আঁকা হয়েছিল। এর বয়স আনুমানিক আজ থেকে প্রায় দশহাজার বছর আগে...” একটা মুচকি হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে, “মজার কথা হল এখন আর এ ছবিটাকে তোমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট মনে হবে না, এর ভিতরে কোনো মানে খোঁজার চেষ্টা করবে না আর, তাই না? আদিম মানুষ ল্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়াত, জন্তু-জানোয়ার শিকার করে খেত, সে আবার অত ভেবে চিনতে ছবি আঁকবে কেন?”

হালকা হাসির একটা ঢেউ উঠল। সেটা কমে আসার অপেক্ষায় প্রোফেসর কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন। রিমোটের চাপে ততক্ষণে আবার একটা কেভ পেন্টিং ফুটে উঠল স্ক্রিনে, এটায় নিচে নাম লেখা আছে, “কুয়েভা দে লাস মানোস।” এখানে হাতের সংখ্যা আগের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

—“এই স্টেনসিলটা আছে আর্জেন্টিনায়। এর বয়সও প্রায় দশহাজার বছর। এর আশেপাশের ছবি দেখে আমরা ধারণা করতে পারি দেওয়ালে এইভাবে হাতের ছাপ রাখা ছিল সে যুগের কোনও একটা রিচুয়াল। ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা কিংবা ব্রাজিলের বহু গুহায় এমন সম্মিলিত হাতের ছবি দেখা যায়, কিন্তু ‘গ্বোয়া তয়েতে’র গুহা একটা বিশেষ কারণে আলাদা, কেউ বলতে পারবে কেন?”

মুখ তুলে সামনের মুখগুলির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন প্রোফেসর। নাঃ কারো মুখে নতুন কোনো উচ্ছ্বাসের রং লাগেনি। বরঞ্চ কয়েক ঝলক আগ্রহ উঁকি মারছে কারো কারো মুখে। খুশি হলেন

প্রোফেসর, স্লাইডে আগের ছবিটা আবার ফিরিয়ে এনে বললেন, "হাতগুলো বাদ দিলে ছবিতে যে জিনিসটা থেকে যায়, সেটার জন্যে। একটা গাছ-যেটা হাতগুলোকে ধরে আছে।"

কথাটা বলতেই দেওয়াল জুড়ে অন্ধকার নেমে এল। এই স্লাইডটা জুড়ে কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। রিমোটটা টেবিলের উপরে রেখে, ছাত্রছাত্রীদের মাঝের আইল ধরে এগিয়ে গেলেন প্রোফেসর। তার দুটো হাত বুকের কাছে জড়ো করা। সামান্য ঝুঁকে পড়েছেন যেন। সেইভাবে হেঁটে শেষ বেঞ্চের দিকে এগোতে এগোতে বললেন "ওকে, এবার তোমার নিজেদের ইতিহাস বইতে, সিনেমায়, ইন্টারনেটে কিংবা নিতান্ত শখে যেসব গুহাচিত্রগুলো দেখেছ তাদের মনে করার চেষ্টা কর। কী দেখেছ? আলতামিরার বাইসন দেখেছ, লাস্কক্সের ঘোড়া কিংবা হরিণ দেখেছ এমন কি যেটা রীতিমতো কল্পনা সেই ইউনিকর্ন অবধি দেখেছ, অথচ এমন একটা জিনিস দেখনি যেটা সেযুগে এবং এযুগে দেখা সব থেকে সহজ ছিল, গাছ।"

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। দু-একজন আপত্তি জানানোর চেষ্টা করেছিল, প্রোফেসর হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিলেন। দাঁড়িয়ে পড়ে কথাটা বলেছিলেন তিনি। একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে গটগট করে আবার ফিরতি পথে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "ভারী অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? আলতামিরার গুহাতে সেকালের হেন কিছু নেই যা ছিল না, সেই গুহাতে অবধি একটিও গাছের ছবি নেই। যেন ডেলিবারেটলি গাছের ছবি আঁকেনি কেউ। এর কারণ তোমাদের কী মনে হয়?"

এইবারে উত্তর আসতে একটু সময় লাগে। সামনের সারি থেকে কেউ আবার বলে ওঠে, "মেবি গাছ আঁকা নিয়ে কিছু ট্যাবু ছিল সেসময়?"

—"কিন্তু কেন? মিশরিয়রা শিয়ালকে মৃত্যুর দেবতা বলে বিশ্বাস করত শিয়ালকে মৃতদেহের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে। ইয়োরোপিয়ানরা বিড়ালকে ডাইনির সহচর বলে বিশ্বাস করত কারণ তার নিঃশব্দ

যাওয়া-আসা, রহস্যময় গতিবিধি, অকারণে শূন্যে চেয়ে থাকা এইসব তাদেরকে রিলেট করত। কিন্তু গাছের তো তেমন কোনো দোষ নেই। সে একা হাতে এই গ্রহের সমস্ত প্রাণকে সাস্টেন করে। আদিম মানুষ তার ফল খেত নিশ্চয়, তাহলে ট্যাবুটা এল কীসের থেকে?”

আর কোনো উত্তর নেই। প্রোফেসর আবার টেবিল থেকে রিমোট তুলে নিলেন, পরিবেশের ঘনত্বটা কমাতে বললেন, “এতক্ষণ আর্জেন্টিনার কথা বলছি বলে কেউ কেউ রেগে গেছে হয়তো আমার উপরে। তাই এবার একটু ব্রাজিলে আসি আমরা। গুহার নাম ‘সিয়েরা দে কাপিভাতা’-এর দেওয়ালে আমরা চোখ রাখব।”

স্ক্রিনে ফুটে উঠছে আর একটা প্রাচীন দেওয়াল, ছবিটার বেশিরভাগ জায়গা জুড়েই লাল রঙের একটা মৃত হরিণের সিলুহাউটে, তার আশেপাশে সরু সরু রেখায় একদল মানুষকে দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত শিকারের দৃশ্য এটা। মৃত হরিণকে ঘিরে উৎসব পালন করছে আদিম মানুষ। আগের ছবিগুলোর দেখার পর এ ছবির আর্টিস্টের দক্ষতা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন তোলা যায়।

—“নাও, লুক রাইট ইন দ্যা মিডিল... ভারী আশ্চর্য একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমরা ওখানে... একটা গাছ, পাতা ছাড়া, কেবল শাখাপ্রশাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছ, ঠিক যেন এডগার অ্যালান পোর ভূতের গল্পের একটা সেটিং থেকে তুলে এনে ছবিতে বসিয়ে দিয়েছে কেউ। দুটো মানুষ সেই গাছটাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেন? মরেছে হরিণ, লোকে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে নাচানাচি করছে, বুঝলাম কিন্তু তার মাঝে আমাদের বঞ্চিত নায়ক গাছ কেন?”

থেমে টেবিলের উপর রাখা জলের বোতল থেকে খানিকটা জল গলায় ঢাললেন প্রোফেসর। বড় করে কয়েকটা নিঃশ্বাস নিলেন। তার বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। একটানা বেশিক্ষণ কথা বলতে গেলে হাঁপিয়ে ওঠেন।

জলটা গলায় যেতে আরাম লাগল তার। গলার স্বরও কিছুটা তরল হয়ে

এল, রিমোটটা হাতে তুলে নিয়ে তিনি বললেন, "এর উত্তর আমরা পাব পরের স্লাইডে..." অক্ষম নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, "লেডিস এন্ড জেন্টালম্যান, আপনাদের চেয়ারগুলো মজবুত করে ধরে বসুন, পরের ছবিতে আমরা আমাদের পঁচিশহাজার বছর আগের পূর্বপুরুষদের সব থেকে গোপন সিক্রেটটি ধরে ফেলতে চলেছি। আশা করি স্বর্গ থেকে তারা আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।"

রিমোটে চাপ দিতেই ঘরের ভিতরের চাপা উত্তেজনাটা অনুভব করতে পারলেন প্রোফেসর। ক্লাসের প্রায় আশিখানা চোখই এখন গিয়ে জমা হয়েছে স্ক্রিনের উপরে, সেখানে আগের ছবিটা সরে গিয়ে ফুটে উঠছে একটা নতুন ছবি, প্রোফেসর গমগমে গলায় বললেন, "এ ছবিটাও ওই একই গুহাতে..."

ছবির ঠিক মাঝখানে একটা বড় অংশ কালো রঙ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন প্রোফেসর। সেই অংশটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অন্তত জনা তিরিশেক মানুষ। তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা বিচিত্র। টানটান শরীর, সবারই দুটো হাত উপরের দিকে সটান প্রসারিত, মাথা তুলে উপরের দিকেই তাকিয়ে আছে সবাই, একসঙ্গে, একালের কোনো নামী ব্যান্ড স্টেজে থাকলে তাদের গান শুনে দর্শকদেরকে এই ভঙ্গিমায় লাফাতে দেখা যায়।

BanglaBook.org

কালো জায়গাটা দেখিয়ে প্রোফেসর বললেন, "লেটস প্লে আ পিকচার পাজেল, ওই ডারকেন্ড জায়গাটায় আসলে কী আছে বলে তোমাদের মনে হয়, লোকগুলোকে দেখে গেস করার চেষ্টা করো।"

কয়েক সেকেন্ড পরপর উত্তর আসতে লাগল,

—"স্যার, লিন্‌কিন পার্ক..."

—"সূর্য..."

—"একটা বিরাট চেহারার মানুষ..."

—"স্যার হরিণ..."

উত্তরগুলো শুনতে শুনতেই কালো ঢাকা দেওয়া জায়গাটা খুলে দিলেন

প্রণব বসুরায় আর সঙ্গে-সঙ্গে সম্মিলিত জনতার মুখ থেকে একটা চেনা অপভাষা বিস্ময়রসে জারিত হয়ে বেরিয়ে এল—“ও শিট, ইটস আ ট্রি...”

—“ইয়েস মাই ডিয়ার, দে ওয়্যার ট্রি ওয়্যারশিপার।” হাসিমুখে ছবিটার ব্রাইটনেস বাড়িয়ে দিলেন প্রোফেসর প্রণব বসুরায়। ছবির মুক্ত হওয়া জায়গাটায় একটা বিরাট চেহারার পাতাঝরা গাছ। আগের গাছটার তুলনায় এটা ঢের বড় করে আঁকা হয়েছে। তাকে ঘিরেই উত্থিতবাহু জনতার সমারোহ। গালে একটা হাত রেখে বসুরায় বললেন, “আজ থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার বছর আগের আদিম মানুষ, আজকের প্রতিষ্ঠিত যে ধর্মগুলো আমরা চারপাশে দেখি তাদের বিন্দুমাত্র অস্তিত্বই যখন ছিল না, সেই সময়, ফুড চেন না জেনে, ফোটো সিন্থেসিসের কথা না জেনে, সয়েল ইরোসানের কথা না জেনে, এমন কি গাছের যে প্রাণ আছে সেটা অবধি না জেনে এতকিছু ছেড়ে বৃক্ষদেবতার উপাসনা করত। কেন? কীসের জন্যে তা আর জানা সম্ভব নয়...”

প্রণব বসুরায় পোডিয়ামের উপরে রাখা চেয়ারে বসে পড়লেন। রুমাল বের করে মুছে নিলেন মুখটা। কয়েকজন ছাত্র টেবিলের উপরে খাতা ফেলে কিছু লিখে নিতে লাগল। ক্লাসরুমের বাইরে এতক্ষণে লোকজনের যাতায়াত বেড়ে উঠেছে। প্রোফেসর পি. বসুরায়ের ক্লাসের আর বেশিক্ষণ বাকি নেই। আরকিওলজি ডিপার্টমেন্টের এই ক্লাসরুমটায় ইদানীং ফিজিওলজির ক্লাসও হয়। কারণ এ ঘরের স্লাইড প্রজেক্টরটা বেশ নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তোলে।

বাইরে থেকে একজন আর্দালিজাতীয় লোক ক্লাসের ভিতরে উঁকি দিচ্ছিল, তাকে চোখে পড়তে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন প্রোফেসর, গলা তুলে বললেন, “কিছু বলবে নাকি নরেন?”

আর্দালি নরেন টেবিলের উপরে হাত রেখে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, “আপনাকে একজন ডাকতে এসেছেন স্যার।”

ঘড়ি দেখলেন প্রোফেসর, “আমার ক্লাস তো আর দশ মিনিট বাকি,

BanglaBook.org

করে নিয়ে যাই, নাকি?”

—“যা বলেন।” ঘাড় নেড়ে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল নরেন। প্রোফেসর চেয়ার থেকে উঠে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করলেন, “তো যে কথা আমি বলছিলাম। মানবসভ্যতার প্রথম দেবতা ছিলেন বৃক্ষ। কিন্তু সেখানেও একটু রহস্য আছে। বৃক্ষ নিয়ে নয় কিন্তু, মানব সভ্যতা নিয়ে। যেমন ধরো এই যে ছবিটা তোমরা দেখলে, কার্বন ডেটিং করে দেখা গেছে এটা আঁকা হয়েছিল আজ থেকে পঁচিশহাজার বছর আগে, প্যালিওলথিক কালে, অধুনা ব্রাজিলে, অর্থাৎ নর্থ আমেরিকায়।”

নর্থ আমেরিকার ম্যাপ ফুটে উঠছে এবার দেওয়ালে। ম্যাপের উপর থেকে ব্রাজিল, পেরু, কিউবা নামগুলো উঠে গিয়ে ম্যাপটা একটু একটু করে ফিরে যাচ্ছে আজ থেকে দশহাজার বছর আগের মানচিত্রে। সময়ের পথ ধরে পিছনে হাঁটছে নর্থ আমেরিকা, একটা লালচে লাইন এগিয়ে যাচ্ছে সেই নর্থ আমেরিকার দিকে, প্রোফেসরের গলা আবার ভারী হয়ে উঠল, “কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলছে মানবসভ্যতা প্রথম নর্থ আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে আজ থেকে ষোল কি সতেরো হাজার বছর আগে। আলাস্কা আর সাইবেরিয়া হয়ে নর্থ আমেরিকায় পৌঁছেছিল তারা। তাহলে তাদের সেখানে পৌঁছানোর প্রায় দশহাজার বছর আগে, সেখানে গুহার দেওয়ালে কে ছবি আঁকল? দশহাজার বছর মানুষের ইতিহাসে অল্প সময় নয় কিন্তু। আমাদের জন্ম থেকে যিশু খ্রিষ্টের জন্মের মাঝের যা সময় তার পাঁচগুণ। তাহলে আমাদের পরিচিত মানুষ নর্থ আমেরিকায় পৌঁছানোর আগে কারা বাস করত সেখানে?”

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে উত্তর আসা বেশ কিছুক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ক্লাসের আর বেশিক্ষণ বাকি নেই দেখে প্রোফেসরও আর উত্তরের অপেক্ষা করছেন না, তিনি আর একটু সামনে এগিয়ে এসে বললেন, “এর উত্তর দেওয়ার জন্য রকেট সাইন্স না জানলেও চলে। তুমি একটা ফ্ল্যাট কিনে দেখলে সেই ফ্ল্যাটের দেওয়ালে একটা বাচ্চাছেলের হাতে আঁকা কিছু

BanglaBook.org

আঁকিবুঁকি। সেটা দেখেই তুমি বলে দেবে এখানে আগে যে পরিবার বাস করত তাদের একটা বাচ্চা ছেলে ছিল। নর্থ আমেরিকার গুহাচিত্র প্রমাণ করে আমাদের পরিচিত মানব সভ্যতার বাইরেও সমান্তরাল একটা সভ্যতা ছিল, যাদের ব্যাপারে আমরা এখনও কিছু জানি না। তাদের পরিণতি কি হল আমাদের জানা নেই।"

একটা হাত উঠেছে ক্লাসের মাঝখান থেকে, প্রোফেসরের ইশারায় উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল ছেলেটা, "তারা কি এলিয়েন ছিল স্যার?"

এ প্রশ্নটা নতুন নয়। প্রোফেসর হাসলেন, ছেলেটিকে বসতে বলে ক্লাসের বাকিদের দিকে চেয়ে বললেন, "এই কারণেই বাচ্চা ছেলের উদাহরণটা দিই, বুঝলে, দেওয়ালে আঁকিবুঁকি দেখে আমরা আগে বসবাস করা বাচ্চা ছেলের কথাই তো ভাবি। এলিয়েনের কথা ভাবি কি চট করে? সব থেকে বেশি যেটার সম্ভবনা তা হল মানবসভ্যতার একটা শাখা সম্পর্কে আমরা এখনও প্রায় কিছুই জেনে উঠতে পারিনি। হয়তো জানা যাবে কিছুদিন পরে, ততদিন আমাদের ভিনগ্রহী, ভূত বা রূপকথার গল্প নিয়ে 'হতেও পারে-না হতেও পারে' খেলাটাই সার হবে। তবে..."

BanglaBook.org

প্রজেক্টরটা বন্ধ করতে গিয়েও থেমে গেলেন প্রোফেসর। ট্রি ওয়ারশিপের ছবিটা আবার ফিরিয়ে এনে বললেন, "তোমরা যদি সত্যি এই নিয়ে মাথা ঘামাতে চাও তবে একটা জিনিসের হিন্ট দিতে পারি, তবে এ নিয়ে আজ আর কিছু বলব না... জাস্ট ফুড ফর থট..." দেওয়ালে ফুটে ওঠা ছবিটার বাঁদিকে সরে এলেন প্রোফেসর, একেবারের ধারের দিকের একটা জায়গা হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "লুক হিয়ার, কী দেখতে পাচ্ছো?"

প্রোফেসরের আঙুল যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা আবছা ফিগার আঁকা আছে। এই ফিগারটা লাইনে আঁকা অন্য মানুষগুলোর মতো নয়। এই উপাসনায় যেন যোগ দেয়নি সে। মাথা নিচু করে বসে আছে একটা পাথরের উপরে। সব থেকে আশ্চর্যের হল তার পা দুটো অন্য মানুষের পায়ের মতো সরু সরু রেখা নয়। বরঞ্চ দুটো পা যেন একসাথে জোড়া।

যদিও রেখাগুলো সময়ের ছাপে অস্পষ্ট হয়ে গেছে তাও বোঝা যায় মন দিয়ে কিছু একটা ভাবছে সে।

—"দি ফার্স্ট এথেইস্ট।" কৌতুকের হাসি হেসে বললেন প্রোফেসর "সেসময়ে এমন কেউও তাহলে ছিল যে এই বৃক্ষদেবতার উপাসনায় অংশ নেয়নি। তবে কি সে অন্য কিছুর পুজারি? নাকি নাস্তিক? নিজেরা ভেবে দেখো... আমার ক্লাস আজ শেষ।"

প্রোফেসর টেবিল থেকে নিজের ছোট ব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে হেঁটে যেতেই উঠে দাঁড়ালো গোটা ক্লাস। আর্দালি বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখে একটু বিস্মিত হলেন বসুরায়, "বাবা! এত আর্জেন্ট ব্যাপার নাকি?"

নরেন থমথমে মুখে বলল, "খুব জরুরি তলব স্যার। পুলিশ কমিশনারেট থেকে লোক এসেছে।"

—"পুলিশ কমিশনারেট! আমার সঙ্গে কী দরকার?"

—"তা জানি না।"

দু'জনে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল অফিসরুমের দিকে। আপাতত জায়গাটায় বেশি ভিড়ভাট্টা নেই। দু-চারজন স্টাফ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। বড় কনফারেন্স টেবিলের চারপাশে রাখা চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে গল্প করছে বাকি ফ্যাকালটিদের মধ্যে কয়েকজন। তারা আর্দালির সঙ্গে বসুরায়কে দেখে সম্ভাষণ জানিয়ে হাসল। বসুরায় বুঝলেন তার নার্ভগুলো একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। চেষ্টা করেও মুখে হাসি ফোটাতে পারলেন না তিনি।

— "লাইব্রেরি রুমে অপেক্ষা করছেন উনি।" রুমের দরজা অবধি নিয়ে গিয়ে কথাটা বলে আর্দালি নরেন একটু সরে দাঁড়ালো। বুকে সাহস এনে প্রোফেসর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে এলেন।

ঘরটা প্রায় খালি। শুধু সামনের টেবিলে এক টাকমাথা ভদ্রলোক প্রণব

BanglaBook.org

বসুরায়কে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলেন। তার দৃঢ় কঠিন মুখে কোনো বদল এল না। প্রোফেসর কিছু বলে ওঠার আগে তিনি সটান তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "প্রোফেসর বসুরায়, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!"

—"অ্যাঁ! আমি, আ... আমি, মানে..." আমতা আমতা করতে লাগলেন প্রোফেসর। উলটোদিকের লোকটা আচমকাই খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠে বললেন, "আরে ধুর মশাই, মজা করছিলাম, আপনি দেবতুল্য মানুষ, অ্যারেস্ট করতে যাব কেন?"

উপহাসটা খুব একটা উপভোগ করতে পারলেন না বৃদ্ধ মানুষটা। স্মিত হেসে বললেন, "তাহলে হঠাৎ এমন জরুরি তলব... একেবারে কলেজে..."

—"আসলে আমাদের একটা কারণে আপনার সাহায্য দরকার, কয়েকটা কেস একেবারেই সল্‌ভ করা যাচ্ছে না।"

—"পুলিশের কেস সল্‌ভ করতে আমাকে!" একটু অবাক হলেন প্রণববাবু, এমন অদ্ভুত আবদার আগে শোনেননি তিনি। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, —"কীরকম দরকার বলুন তো?"

—"একটা কাল্ট মার্ডার বলতে পারেন, ইন্টারকানেকশান নেই এমন কিছু মানুষকে পরপর খুন করছে কেউ। সম্ভবত একটা গ্যাং..."

—"কোয়াইট আ কেস। এমন তো আকছার হয় নিশ্চয়ই।" ভুরু তুলে বললেন প্রোফেসর, "কিন্তু আমি এর মধ্যে আসছি কী করে?"

—"দে হ্যাভ সাম্থিং টু ডু উইথ এক্সটিঙ্কট এ্যানিমালস।"

একটা ছোট ধাক্কা খেলেন প্রোফেসর বসুরায়, "অবলুপ্ত প্রাণী! তাদের সঙ্গে খুনের কী সম্পর্ক?"

লোকটা আর একটু এগিয়ে এল প্রোফেসরের কাছে, কানের কাছে মুখ এনে চাপা স্বরে বলল, "দেওয়ালেরও কান আছে স্যার, এখানে সব কিছু বলে ফেললে কেলো হয়ে যাবে। আমার আপনাকে কিছু দেখানোর আছে। স্রেফ যদি খুনের কেস হত, তার জন্যে আমরা আপনাকে জ্বালাতন করতাম না।"

BanglaBook.org

— "শুধু খুন নয়? তাহলে কী?"

চারপাশটা একবার দেখে নিলেন টাকমাথা ভদ্রলোক। সন্তর্পণে পকেট থেকে বড়সড় চেহারার মোবাইল ফোন বের করে বললেন, "হ্যাভ আ লুক... তিনদিন আগে আমাদের হাতে এসেছে মাঝগঙ্গার এই ছবিটা।"

মোবাইল স্ক্রিন জুড়ে ফুটে ওঠা ছবিটার দিকে তাকালেন প্রোফেসর, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পিছিয়ে এলেন তিনি। অপার ঘোলাটে জলরাশির মাঝে প্রায় মিটার পঞ্চাশেক উঁচু একটা তেকোণা স্তম্ভ, ভালো করে তাকালে বোঝা যায় জিনিসটা একটা অকল্পনীয় দানবীক গাছের মূলের কেবল অগ্রভাগটুকু, জলের উপরে জেগে উঠেছে সেটা। আর সেই মূলের একেবারে শেষভাগে পেঁচিয়ে আছে একটা সরীসৃপ। গোটা মূলের বেশিরভাগটাই ঢাকা পড়ে গেছে তার শরীরে, একটা সাপ। গায়ে একটা বিশেষ ধরনের ডোরাকাটা দাগ। অতিকায় সাপটার মাথার দিকটা নিমজ্জিত হয়ে আছে জলের ভিতরে।

—"সামথি ইজ টেরিবলি রং প্রোফেসর, এন্ড উই নিড হেল্প, গড'স হেল্প।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অষ্টম অধ্যায় — মানুষের দুটো দিক

জানলার কাছ থেকে আসা একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল তনিশের। সারাদিনের যা ধকল গেছে তাতে বেশ গভীর ঘুম নেমেছিল চোখে। সেটা মাঝরাতে ভেঙে যাওয়ায় মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার। মাথার বাঁদিকের জানলাটা খোলা, খালি চোখে সেদিকে তাকিয়ে প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। বালিশের পাশ থেকে চৌকো চশমাটা নিয়ে চোখে দিয়ে সেদিকে তাকাতেই চমকে উঠল। জানলার ফ্রেমের উপরেই বসে আছে একটা ছায়ামূর্তি। বাইরে থেকে স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোয় তার ছায়া পড়েছে ঘরের মেঝেতে। ভয় পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসল তনিশ। মুখ দিয়ে অজান্তেই ভয়ার্ত প্রশ্ন বেরিয়ে এল, "কে আপনি?"

—"তোর মায়ের ভাতার... এত ঘুম কীসের রে?" গলাটা শুনে তনিশের ভয়টা কেটে গিয়ে একটা অস্বস্তি শুরু হল। আরিন! এত রাতে! জানলায় উঠল কেমন করে? উঠলই বা কেন?

—"আ... আপনি! এখানে?"

—"কেন? বাইরে লক্ষ্মণরেখা দিয়েছিস নাকি?"

কথাটা বলে জানলা দিয়ে লাফ মেরে ঘরের ভিতরে ঢুকে এল আরিন। তনিশ বিছানা থেকে উঠে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে বলল, "কিন্তু এভাবে মাঝরাতে আমার ঘরে..."

হাতে চিনচিনে একটা যন্ত্রণা হতে ডানহাতের আঙুলের ডগার দিকে তাকিয়ে তনিশ দেখে ছোট একটা অংশ কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। ওষুধের শিশি খোলার জন্য একটা ছুরি এনে রেখেছিল বিছানার পাশে রাখা টুলের উপরে। চমকে উঠে সেটাতেই ভুল করে হাত পড়ে গেছে। যদিও কাটাটা খুব ছোট, কাল টিটেনাস নিয়ে নিতে হবে।

আরিন মেঝের উপরেই পা ছড়িয়ে বসতে বসতে বলে, "তা রাত-বিরেতে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে বোর লাগে খুব, তখন লোকের

BanglaBook.org

জানলায় উঠে লুকিয়ে চুরিয়ে তাদের সেক্স করা দেখি।”

—“ধুর, যত বাজে কথা।”

—“আরে মাল বিশ্বাস করতে চায় না...” আরিন অনুযোগের গলায় বলে, —“তোর এক্সের নাম বল, বলে দেব কোন্ পজিশান ভালোবাসে।”

চারপাশে তাকিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা একটা ক্রিকেট বল চোখে পড়ে আরিনের। সেটা তুলে নিয়ে সে দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে দেয়।

—“তো আমার এখানে এসে কী লাভ? আমি তো সেক্স করছিলাম না।”

আরিন অবজ্ঞাভরে বলে, “তোকে দেখে এমন কিছু মজাও পাব না। অন্য দরকারে এসেছি।”

বারবার বলটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারছে আরিন। দুমদুম করে আওয়াজ হচ্ছে। এবার ছুঁড়তে এগিয়ে গিয়ে সেটা ধরে ফেলে তনিশ, বলল, “আঃ! আওয়াজ করিস না, কী হয়েছে বল তো?”

— “বাঃ গুরু, আপনি থেকে সোজা তুই... তোর বাড়িতে কে কে আছে রে?”

ঘুম জড়ান গলায় তনিশ একবার মাথা চুলকে বলে, “মা আছে, বাবা মারা গেছে ছোটবেলায়। আর কেউ নেই।”

—“বাবা মারা গেলেন কী করে?”

—“ক্যান্সার।”

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে দু'জনেই। তনিশ বলটা টেবিলের উপরে রেখে দেয়। আরিন মনে মনে কি যেন ভেবে মাটিতে নিচের পাশের জায়গাটার উপরে চাপড় মেরে বলে, “আয়, এখানে এসে বস।”

—“কেন?”

—“আরে বস না, নউটাংকি করছিস কেন?”

কথা না বাড়িয়ে আরিনের পাশে গিয়ে বসে পড়ে তনিশ। খোলা জানলা দিয়ে একটানা ঝিঁঝির ডাক আর রাতের মিহি হাওয়া ভেসে আসছে। দেওয়ালের কোনো এক কোণা থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল.

BanglaBook.org

কয়েকবার। তনিশের মনে হল আজ রাতটা অন্য রাতগুলোর তুলনায় কিছুটা বেশি ঠান্ডা।

তনিশ পাশে এসে বসতে আরিন নিজের দুটো হাত কোলের উপরে জড়ো করে বলল, "আমার বাবাও ছোটবেলায় ক্যান্সারে মারা গেছিল।"

—"গুল মারার জায়গা পাও না, তোর বাবার কথা মনেই নেই।"

সামনে তাকিয়েই কাঁধ ঝাঁকায় আরিন, "তাতে কি যায় আসে, ক্যান্সার, নাহলে টিবি, নাহলে ট্রাকের তলায় চাপা পড়েছে, কিছু না জানার থেকে কিছু একটা ধরে নেওয়া ভালো। তুই ধরে নে আমার বাবা ক্যান্সারে মারা গেছে।"

একটু অবাক হয় তনিশ, "তাতে আমার কী লাভ?"

আরিনের গম্ভীর মুখ দেখে হেসে ফেলে সে, হাসতে হাসতেই বলে, —"ওইভাবে মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। আর আমার বাবার কথা তেমন মনেও পড়ে না আর এখন... শুধু..."

উদাস হয়ে কিছু একটা ভাবে তনিশ, বিছানা থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নেয়। বিড়বিড় করে বলে, "মারা যাবার আগে বাবার চিৎকারগুলো খুব মনে পড়ে, ঘন একমাথা চুল ছিল, কেমো নিতে নিতে সব পড়ে যায়। যেদিন ডাক্তারের কেমো ইঞ্জেকশান দেওয়ার কথা থাকত সেদিন সকাল থেকে লোকটা আমাকে কাছছাড়া করত না। সারাদিন গল্প শোনাত, ছাদে নিয়ে গিয়ে প্লেন দেখাত... কখনও গান শোনাত, যেন কাল থেকে আর দেখতে পাবে না আমাকে... তারপর ডাক্তার এসে দরজায় বেল বাজালে আমাকে ছেড়ে দিত। ঘরে গিয়ে শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ত চুপচাপ। ডাক্তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেন... দরজার ওপার থেকে কেবল চিৎকার ভেসে আসত... যে গলায় সকাল অবধি গান শুনেছি সেই গলার চিৎকার..."

কথাগুলো বলতে বলতে আচমকাই ঘরের আলোটা নিভে গেল। তনিশ একটু থেমে গিয়ে হতাশ হয়ে বলল, "যাঃ... টিউবটা গন্ডগোল করছে... আচ্ছা তুই কী যেন কাজে এসেছিলি বললি।"

BanglaBook.org

পাশে ফিরে অন্ধকারের মধ্যে প্রশ্নগুলো করল তনিশ। কুপকুপে আলোয় ভরে আছে ঘরটা। পাশে আদৌ কেউ বসে আছে কিনা বোঝার উপায় নেই। সন্দেহ হতে হাত বাড়িয়ে আরিনের স্পর্শ পেল তনিশ। কী আশ্চর্য রকম তুলতুলে নরম চামড়া মেয়েটার। ঠিক যেন ভোরের ভেজা ঘাসের উপরে হাত রেখেছে সে। একটু ঠেলা দিল তনিশ, "এই... কথা বলছিস না কেন?"

আচমকা অন্ধকারের মধ্যে একটা লালচে গোলাপি রঙ দেখতে পেল সে। আরিনের চোখদুটো যেখানে থাকার কথা, এই ঘন অন্ধকারে সেখানে একটা রঙিন উজ্জ্বল তরল সরু ধারায় নিচে নেমে আসছে।

কয়েক সেকেন্ড অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে জলটা মুছে দেয় তনিশ। তনিশের হাতে আসতেই রঙ হারিয়ে ফেলে জলটা। সে মিহি কৌতুক মেশানো গলায় বলে, "ওঃ মাই গড! আমাদের রাফ এন্ড টাফ কিংপিন এটুকু দুঃখেই কেঁদে ফেলে দেখছি। আচ্ছা আমার একটা সিক্রেট শুনবি?" মুখটা নামিয়ে এনে ভুরু নাচায় তনিশ, "সেক্সের থেকেও বেশি চটপটা..."

BanglaBook.org

—"বলে ফেল।"

—"আমার কাছের কেউ আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমি কী করি বলতো?"

—"কী?"

—"আমি ভেবে নিই আমার পাশবালিশের ভিতরে একটা জগত আছে, তারা সেখানে চলে গেছে।"

—"রাবিশ!" মুখ বাঁকায় আরিন, "এসব বালখিল্য।"

—"আরে!" তনিশ গম্ভীর গলায় বলে, "ক'দিন তুই পাশবালিশ জড়িয়ে শো, তারপর আর পাশবালিশ ছাড়া ঘুম আসবে না, এর কারণ নেই কিছু?"

—"কী কারণ?" আরিন বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—"কারণ ওরা আমাদের ভিতর থেকে টানে, আমাদের কোলের কাছে থাকতে চায়।"

—"জামাকাপড় পরে নে, আমাদের বেরোতে হবে।" আচমকাই উঠে দাঁড়িয়ে বলে আরিন। এইসব অর্থহীন কথা ভালো লাগছে না তার।

—"বেরবো! কোথায়?"

—"আই ওয়ান্ট মাই হেলরিল ব্যাক।"

—"হেলরিল কী আবার?"

—"আমার স্কেপটার, যেটা মেয়েটার কাছে আছে।"

প্রস্তাবটা বুঝতে একটু সময় নেয় তনিশ। তারপর প্রবল মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, "সে তোর জিনিস তুই নিয়ে নে যেভাবে পারিস, আমি গিয়ে কী করব?"

—"আমি মেয়েটাকে চিনি না, জায়গাটাও চিনি না। তাছাড়া মেয়েটা আমাকে দেখলেই চিৎকার করবে, তোকে তো আগেও দেখেছে।"

চোখ ছোট করে হাসে তনিশ, "হুঃ, চিৎকার! ওঃ মেয়ে চিৎকার-টিৎকার করে না। হাত-পা বেশি চলে। কিন্তু..."

—"আবার কিন্তু কীসের?"

চোখ কচলাতে কচলাতে তনিশ বলে, "ঘরে তো অন্ধকার, আমি এর মাঝে জামাকাপড় পরব কী করে, দাঁড়া, মোমবাতিটা..."

কথা শেষ হওয়ার আগেই জ্বলে ওঠে ঘরের আলো। তনিশ অবাক চোখে আরিনের দিকে চেয়ে বলে, "মানে তুই..."

—"জামাটামা পরে নে, সময় নেই।" কথাটা বলে একটা ছোট লাফ দিয়ে আবার জানলার উপরে গিয়ে বসে আরিন। পরমুহূর্তেই নিচের দিকে মিলিয়ে যায় শরীরটা। তনিশ জানলার দিকে সরে এসে দেখে প্রায় বাঁদরের দক্ষতায় ফ্ল্যাটের গায়ে লাগানো জলের পাইপটা ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে আরিন। এসব কসরতও জানে তার মানে। সত্যি কি লোকের জানলায় উঠে লুকিয়ে সেক্স করতে দেখে লোকজনকে? কে জানে, এ মেয়েটার

BanglaBook.org

পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।

জানলা থেকে সরে এসে হ্যাঙ্গার থেকে একটা ট্রাউজার বের করতে গিয়ে খটকা লাগে তনিশের। অদ্ভুত! আঙুলের কাটাটা একটু আগে অবধি চিনচিন করছিল। কিন্তু এখন আর কিছুই মালুম হচ্ছে না। আঙুলগুলো মুখের সামনে এনে অবাক হয়ে তনিশ দেখে আঙুলের ডগা থেকে উধাও হয়ে গেছে পেপারকাটাটা, এত নিখুঁত ভাবে, যেন ছিলই না কোনোদিন। এখন সেই জায়গায় শুধু আরিনের চোখের কয়েকফোঁটা জল লেগে আছে।

—“টিয়ারস অফ দি মারমেড।” অজান্তেই তার ঠোঁটের কোণে একটা সরু হাসি ফুটে ওঠে।

ফ্ল্যাট থেকে নিচে নেমে তনিশ দেখে দরজার ঠিক কাছে একটা সাইকেলের উপরে বসে আছে আরিন। এমনিতেই বাইরে আলো কম তার উপরে আবার মেয়েটা সারাক্ষণ কালো রঙের জামাকাপড় পরে থাকে। সাইকেলটাই স্পষ্ট করে চোখে পড়ছে শুধু। সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসতে বসতে তনিশ বলল, —“একটা বাইক-টাইক নেই তোর?”

— “ছিল বেচে দিয়েছি।” গম্ভীর গলায় কথাটা বলে প্যাডেল করতে লাগল আরিন। সাইকেলটার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, একটু জোরে প্যাডেল করলেই ঘটঘটাং করে শব্দ হচ্ছে সেটা থেকে। রাস্তায় কোথাও বাম্পার পড়লে এমন ভয়ানকভাবে লাফিয়ে উঠছে যে তনিশের চশমাটা চোখ থেকে প্রায় খসে যাচ্ছিল কয়েকবার।

ফাঁকা রাস্তার উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সাইকেলটা। কয়েকটা ঘুমন্ত কুকুর আর তাদের লোমস বুকে হলদে স্ট্রীট লাইটের আলো ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। সল্টলেকের এই দিকটায় বাড়িঘর একটু বেশি, তবে বেশিরভাগ বাড়িই দোতলা তিনতলার বেশি না। চারপাশে তাকিয়ে অচেনা কলকাতাকে চোখে পড়ছিল তনিশের। এই জায়গাগুলোয় দিনের বেলা এত যানজট থাকে যে রাতে শুনশান ফাঁকা অবস্থায় দেখে মনে হল অন্য কোনো জায়গায় এসে পড়েছি। সল্টলেক থেকে বেরিয়ে উল্টোডাঙ্গা হয়ে সাইকেল ছুটে চলল মানিকতলার দিকে।

BanglaBook.org

মাথার উপর দিয়ে মাঝরাতের একটা এয়ারপ্লেন উড়ে যাচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে একটু ভাবুক গলায় তনিশ বলল, "বাবার ছোটবেলায় খুব শখ ছিল আমি পাইলট হব।"

—"আর তোর?"

—"আমারও। আমার অনেকগুলো খেলনা এয়ারপ্লেন আছে।"

—"তো হলি না কেন?"

—"তোর মতো লম্বা নই তো, তাছাড়া চোখে পাওয়ার বেশি আমার। চোখে পাওয়ার থাকলে পাইলট হওয়া যায় না।"

প্লেনটা ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, আরিন মন দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতেই বলল, "ভেবেছিলি পাইলট হবি, আকাশ আলো করে প্লেন চালাবি, তার বদলে একটা মেয়ের সাইকেলের পিছনে বসে দুলতে দুলতে চলেছিস, ছ্যাঃ..."

—"একটা মেয়ে!" তনিশ পালটা প্রত্যুত্তর দেয়, "একটা মেয়ে কি বলছিস, পাইলট তো অনেকে হয়েছে। প্রিন্সেসের সাইকেলের ক্যারিয়ারে সওয়ার ক'জন হয়েছে..." খুশি মনে গলা তুলে বলে তনিশ, "আমার না মহাভারতে কৃষ্ণ যখন রথ চালাচ্ছিল তখন ব্যাকসিটে বসা অর্জুনের মতো একটা ফিলিং হচ্ছে। যদা যদা হি ধরমস্য, গ্লানি ভবতী... এই..." আচমকাই থেমে গিয়ে বেশ সিরিয়াস হয়ে তনিশ বলে, "তুই বিষ্ণুর কোনও অবতার-টবতার নোস তো?"

—"অবতার কী?"

—"ওই যে, সম্ভবামী যুগে যুগে... মার্কেটের হারামজাদা লোকজনদের শায়েস্তা করতে ঈশ্বর যুগে যুগে মর্ত্যে আবির্ভূত হন, তুই হয়তো ভগবানের ড্রাগ ডিলার অবতার।"

আর একটা বাম্পারে বেশ কিছুটা লাফিয়ে ওঠে সাইকেলটা। সেটা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে দেয় আরিন। নামতে নামতে বলে, —"আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।"

BanglaBook.org

—"ভগবানে বিশ্বাস করিস না?"

তনিশ নেমে আসতে সাইকেলটা একটু দূরে দাঁড় করিয়ে আরিন বলে, —"দুর্বল মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আমি বিশ্বাস করার জন্যে যথেষ্ট দুর্বল নই, চলে আয় এদিকে।"

রাতের অন্ধকারে সেদিনের হোমটাকে চিনে নিতে একটু অসুবিধাই হয়। গোটা কলকাতা শহরই ঘুমিয়ে আছে এখন। রাস্তার উলটেদিকে একটা বড়সড় খেলার মাঠ। তার একপ্রান্তে কতগুলো নারকেল আর খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তনিশের হাতের রেডিয়াম ডায়াল ওয়াচে সময় দেখাচ্ছে রাত ঠিক আড়াইটে।

দূরে কোথাও থেকে পাহারাদারের হুইসেল শোনা যাচ্ছে। এখান থেকে কিছুটা হেঁটে গেলেই মানিকতলা থানা। ওরা যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে থানার সাদা বিল্ডিংটার ছাদ কিছুটা দেখা যায়।

হোমের বাইরের দিকটা দেখতে দেখতে নিচু স্বরে তনিশ জিজ্ঞেস করল, —"এখানেও কি পাইপ দিয়েই উঠবি?"

ঘাড় নাড়ে আরিন, "পাইপগুলো শক্তপোক্ত না, খুলে পড়ে যাবে।"

—"তাহলে? এ তো রীতিমতো সিংহ দরজা দেখছি।"

এতক্ষণ কিছু একটা ভাবছিল আরিন, একটা আইডিয়া মাথায় আসে তার, বলে, "এটা কোন মাস যেন?"

—"জুলাই।"

—"এইসময় স্কুলে পরীক্ষা থাকে কাদের?"

—"প্রায় কারো না, ফেব্রুয়ারির দিকে অ্যানুয়াল শেষ হয়।"

আরিনকে একটু হতাশ দেখায়, বিড়বিড় করে, "মানে ভিতরে কে জেগে আছে বোঝার উপায় নেই। আচ্ছা, দরজার ভিতরে দারোয়ান ছিল?"

তনিশ মনে করার চেষ্টা করে, ভেবেচিন্তে বলে, "হ্যাঁ, বিহারি দারোয়ান।"

সিংহ দরজার সামনে গিয়ে দরজায় কান রাখে আরিন, তারপর নিজের

BanglaBook.org

মনেই বলে, "নাক ডাকার আওয়াজ আসছে, মানে দরজার ওপারেই আছে, একটা কাজ কর।"

— "কী কাজ?"

—"ডাকু ডাকু বলে চিল্লা, খুব জোরে না, যেন শুধু দারোয়ানটার ঘুম ভাঙে, আর কারো না।"

প্ল্যানটা বুঝে নিয়ে মাথা নাড়ে তনিশ, "আর তাতেই ও বেরিয়ে আসবে? ধুর, অত বোকা নাকি?"

—"বিহারি বললি যে..."

তনিশ আর কিছু বলে না। আরিন অন্ধকারের মধ্যে মিশে দাঁড়ায়। স্কুল জীবনে কিছু নাটকে অভিনয় করেছিল তনিশ, সেইসব তালিম সে একে একে মনের ভিতরে ঝালিয়ে নেয়। তারপর বুক ভরে একটু দম নিয়ে মাঝারি আওয়াজে চিৎকার করে, "চোর... ডাকু... মাইকে মে ডাকু..."

বেশিক্ষণ চিৎকার করতে হয় না। দরজার ওপাশ থেকে "হারে রামগঙ্গা, কাইশান ডাকু?" ডাক ছেড়ে বীরবিক্রমে বেরিয়ে আসে সেই বিহারি দারোয়ান। তনিশকে বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে দেখে হাতের লাঠি উচিয়ে উদগ্রিব হয়ে জিজ্ঞেস করে, "কাঁহা? ডাকু কাঁহা?"

তনিশ চিৎকার থামিয়ে ঢোক গেলে, "ইয়ে... মানে ডাকাত পড়েছে তা তো বলিনি, পড়তে চলেছে সেটাই বলছিলাম।"

দারোয়ান কথাটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজার দিক থেকে একটা অন্ধকার ছায়া তীরের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপরে। তনিশ চকিতে ডান হাত দিয়ে চেপে ধরল লোকটার মুখ। পিছনের ছায়ামূর্তির একটা হাত লোকটার কপালে। কিছু একটা উচ্চারণ করছে আরিন, শব্দগুলো তনিশ চিনতে পারল না। ধীরে ধীরে দারোয়ানের শরীরটা নেতিয়ে পড়ল। মাটিতে পড়ে যাবার আগে তাকে মাটির উপরেই আলতো করে শুইয়ে দিল আরিন। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "চল, আসল কাজ উপরে।"

—"অজ্ঞান করলি কী করে?" তনিশ দারোয়ানের মুখের দিকে চেয়ে অবাক গলায় প্রশ্ন করল।

BanglaBook.org

—"অজ্ঞান করিনি, ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।"

—"কিন্তু এত তাড়াতাড়ি..."

—"আঃ! ভুলভাল কথা না বলে উপরে আয়, সময় নেই।"

তনিশ আর কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। একতলায় কয়েকটা ছোটোখাটো কোয়ার্টার, সেখানে স্টাফরা থাকে, রান্নাবান্না হয়, একটা বড় কম্পাউন্ড আছে, সেখানে অবসর সময়ে আবাসিকরা ঘুরে বেড়ায়, এখন সেটা যথারীতি ফাঁকা।

এই কম্পাউন্ডটাকে ঘিরে চারকোণা করিডোর, করিডোরের বাঁদিক ঘেঁষে পরপর ঘরের সারি। এগুলো সবই হলঘর। এর ভিতরেই ঘুমিয়ে আছে হোমের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা।

করিডোরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে মাথার উপরে অনেকটা খোলা আকাশ। সেই আকাশের দিকে তাকালে আধাখানা চাঁদের ফালি চোখে পড়ে, আশেপাশে গুটি কয়েক ব্যস্ত জ্বলজ্বলে তারা।

রাতের আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে ভারী ভালো লাগে তনিশের। বিশেষ করে এমন খোলা অন্ধকার কম্পাউন্ডে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকলে কতরকম কথা মাথায় আসতে থাকে পরপর। ছোটবেলায় কোনো কোনো দিন রাতে বাবার সঙ্গে ছাদে শতরঞ্চি পেয়ে শুয়ে থাকত তনিশ। হাজারটা প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলত বাবাকে।

চাঁদটা কীভাবে ঝুলে আছে আকাশের গায়ে? কারা থাকে চাঁদের দেশে? আকাশের ওপারে যে মানুষগুলো আছে তাদের দেখতে কেমন? তারা কখনও পৃথিবীতে আসে না কেন? যদি নেমে আসে তখন কী হবে?

বাবা বানিয়ে বানিয়ে কিছু একটা উত্তর দিতেন। কখনও চাঁদের বুড়ির গল্প, কখনও তারাদের দেশের রাজকন্যার গল্প, গল্প বলতে বলতে বাবার গলার স্বর নিভে আসত, একটু একটু করে ঘুমিয়ে পড়তেন তিনি।

—"বাবা, ও বাবা, ঘুমিয়ে পড়ছ কেন, বলো না আকাশের ওপারে কারা থাকে? আরে বলবে তো..."

BanglaBook.org

উত্তরগুলো আর জানা হয়নি তনিশের। বাবা তার দিকে ফিরে তার পেটের উপর হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। এমনকি শেষবারের মতো ঘুমিয়ে পড়ার আগেও দিয়ে যাননি উত্তরগুলো। তনিশ বাবাকে ভুলতে ভুলতে উত্তরের খোঁজও করেনি বহুদিন। আজ সেই আগের মতো অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নগুলো ঝট করে মনে পড়ে গেল তার। সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিল আরিন, তনিশ তার পিছু নিয়ে বলল, "আচ্ছা আগের কথা কিছু মনে পড়ে না তোর?"

কাঁধ ঝাঁকায় আরিন, "তেমন কিছু না। রাতে ঘুমালে মনে হয় কিছু নকশা দেখছি, তারপর শালা আবার ভুলে যাই। এখন চুপ কর..."

বিড়ালের মতো সতর্ক পায়ে উপরে উঠে আসে দু'জনে। উপর তলায় উঠে ঝিঁঝির ডাক কমে আসে। মনে হয় বহুদূরে কোনো একটা গোপন ঘরে পাম্প চলছে।

রিসেপশনের সামনে এসে দু'জনেই থমকে দাঁড়ায়। তনিশ ডানদিকের করিডোরটা আরিনকে দেখিয়ে বলে, "এইদিকের সোজা ঘরটায় আছে মেয়েটা, কিন্তু বাইরে আর্মড গার্ড রয়েছে।"

—"ওটাকে আমি সালটে নেব, তুই দেখ মেয়েটা যেন জেগে গিয়ে চেঁচামিচি না করে।"

এতক্ষণে একটু টেনশান শুরু হয়েছে তনিশের। সে সন্তর্পণে ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। আর্মড গার্ড প্রথমেই গুলি চালাবে বলে তো মনে হয় না। এখানে হাজার হোক, বাচ্চা-কাচ্চারা আছে। আরিনের পায়ের আওয়াজ আসছে না। যেন পায়ের তলায় তুলোর জুতো পরে আছে।

দরজার ঠিক বাইরেটা কিন্তু ফাঁকা। অথচ সেদিন বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল গার্ডটা। দরজার আই হোলে চোখ রেখে তনিশ ঘরের ভিতরটা দেখতে পেল। পিছন ঘুরে আরিনের উদ্দেশে ফিসফিসে গলায় বলল, "গার্ড ভিতরে, দরজা ভিতর থেকে লক করা। মালটা জেগে আছে মনে হচ্ছে। একটা ছোট টুনি ল্যাম্প জ্বালিয়ে কীসব লিখছে।"

—"গাঁড় মেরেছে।"

BanglaBook.org

করিডোরটা উলটোদিকে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা জানলা খোলা আছে। সেটা লক্ষ করে আরিন বলল, "ঘরের ভিতরে বাইরের দিকের জানলা আছে?"

— "আছে। কাচের জানলা..."

— "তুই এখানে ওয়েট কর, আমি বাইরে থেকে ঢোকার চেষ্টা করছি।"

কথাটা বলে আর সেখানে দাঁড়াল না আরিন। করিডোরের জানলায় উঠে লম্বা হাতদুটো বাড়িয়ে উপরের কার্নিশটা ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর একটু একটু করে হাত সরিয়ে গায়েব হয়ে গেল বাঁদিকে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তনিশ, তারপর আবার আইহোলে চোখ রেখে দেখল ঘরের ভিতর কাচের জানলায় একটা লাল আগুনের মতো টকটকে রঙের হাত ফুটে উঠছে। আরিন বাইরে জল পেল কোথায়?

জানলার ঘষা কাচে টোকা দিল হাতটা। মুহূর্তে ভিতরের গার্ডটা সজাগ হয়ে চাইল পিছনে। জানলার জলন্ত হাতটা সেও লক্ষ করেছে। হয়তো ভয়ও পেয়েছে খানিকটা। টেবিল ছেড়ে উঠে কয়েক পা এগিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এখনও টোকা পড়ছে বাইরে থেকে। সাতপাঁচ ভেবে কাচের জানলাটা খুলে বাইরেটা দেখতে গেল সে।

জানলাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্গারের মতো জলন্ত হাতটা একটা সজোরে ঘুষিতে ছিটকে ফেলে দিল তাকে। মিহি একটা চিৎকার করে ঘরের ভিতরে আছড়ে পড়ল দশাসই শরীরটা।

মুহূর্তে আরিনের দীর্ঘ দেহের আউটলাইন দেখা গেল জানলায়। সেখান থেকে একলাফে মেঝেতে নেমে এসে মাটিতে পড়ে থাকা গার্ডের গলা একটা পা দিয়ে চেপে রাখল। গলায় চাপ পড়ায় লোকটা চেষ্টা করেও আওয়াজ বের করতে পারছে না গলা দিয়ে।

সেইভাবে চেপে রেখেই ঘরের ভিতর থেকে চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দিল আরিন। তনিশ দ্রুতপায়ে ঢুকে এল ঘরের ভিতরে।

BanglaBook.org

ঘরের ভিতরে আওয়াজে এতক্ষণে উঠে বসেছে মেয়েটা। গার্ডকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে কিছুটা অবাক হয়েছিল সে, আরিনের জলন্ত লাল হাতটা দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, তনিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরল তার মুখ। চাপা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল নিনার মুখ দিয়ে।

—"ধরে রাখ ওটাকে, এই মালটার ব্যবস্থা করি আগে।" গলায় পায়ের চাপ বাড়াল আরিন। লোকটার বাকি দেহ যন্ত্রণায় কাতরে উঠল কয়েকবার।

—"রাইফেলটা দে শুয়োরের বাচ্চা।" একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে লোকটার উদ্দেশে বলল আরিন। গার্ডটা আর বাক্যব্যয় না করে হাতের রাইফেলটা তুলে ধরে আরিনের দিকে।

রাইফেলের নলের দিকটা ধরে লোকটার গলা থেকে পা তুলে নিতেই এতক্ষণ পরে ছাড়া পেয়ে একটা ভয়াবহ চিৎকার করে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে গলফ বলে শট মারার মতো লোকটার মুখে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল আরিন।

কিছুটা রক্ত ছিটকে লাগল দেওয়ালে। কাটা ছাগলের মতো আওয়াজ করে রক্তাক্ত মুখে নেতিয়ে পড়ল লোকটা।

মুখ দিয়ে চুকচুক করে একটা আওয়াজ করে তনিশ বলল, "একেও তো ঘুম পাড়ানো যেত, খামোখা মারধোর..."

কথার উত্তর দিল না আরিন। দরজার কাছে গিয়ে একবার বাইরে উঁকি দিয়ে কিছু একটা দেখে বলল, "আওয়াজে কারো কারো ঘুম ভেঙেছে মনে হচ্ছে, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।" তারপর তনিশের দুই হাতের মধ্যে ছটফট করতে থাকা নিনার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "হেল্লো ফাদারকিলিং ফ্রিক! আমার হেলরিল কোথায়?"

মেয়েটা উত্তর দিতে পারে না। তনিশ হাতের চাপ আরও বাড়িয়ে বলে, "ওর ব্যাগের মধ্যে ছিল। ব্যাগটা..."

ঘরের ভিতর টেবিল ল্যাম্পটা নিজে থেকেই জ্বলে ওঠে। আরিন চারিদিকে তাকিয়ে বলে, "কই, কোনো ব্যাগ নেই ঘরে।"

BanglaBook.org

—"তাহলে কেউ সরিয়ে নিয়েছে।" তনিশ থমথমে গলায় বলে। মাথা নামিয়ে সে লক্ষ করে মেয়েটা এখন আর আগের মতো ছটফট করছে না, তার বদলে একদৃষ্টে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আরিনের দিকে। যেন বহুকাল ধরে এমন কাউকে দেখার অপেক্ষাতেই বসেছিল সে। তার অবাক চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে একটু একটু করে হাতের চাপ শিথিল হয়ে আসে, ব্যাপারটা খেয়াল করে তনিশকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল আরিন কিন্তু তার কথা আটকে যায়... মেয়েটার একটা হাত উঠে এসেছে আরিনের মুখে। ডানহাতের আঙুলগুলো দিয়ে আরিনের ঠোঁট স্পর্শ করছে সে। ছুঁয়ে দেখছে গালটা... হাতের আঙুলগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছে লম্বা চোখের পাতা...

নিনার থরথর করে কাঁপতে থাকা ঠোঁটের ফাঁক থেকে বারবার একটা ছেঁড়া ছেঁড়া শব্দ বেরিয়ে আসতে থাকে... "আরিন... আরিন..."

চোখের পাতা ভিজে আসে তার।

—"তোকে চেনে মনে হচ্ছে..." তনিশ বলে।

মুখ থেকে নিনার হাতটা নিজের জলন্ত হাতে নিয়ে আরিন বলে, "শোন খুকি আমার রডটা ছিল তোর কাছে, কোথায় আছে এখন, জানিস?"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো এখনও আরিনের মুখে হাত বুলিয়ে তাকে অনুভব করছে নিনা, আরিন ব্যস্ত হয়ে তার হাতে ঝাঁকা দেয়, "কি রে, জানিস?"

এবার সম্বিত ফেরে নিনার, একটু নড়েচড়ে বসে সে বলে, "উনি নিয়ে গেছেন।"

—"কে?"

—"মনিশ সিং।" এবার তনিশ দেয় উত্তরটা।

বিছানা থেকে সরে আসে আরিন, তারপর দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলে, "ঘরটা খুঁজে বের করতে হবে, এর মধ্যে কেউ এ ঘরে এসে তোদের দেখতে পেলে মুশকিল হয়ে যাবে।" একটু ভেবে নিয়ে সে বলে, "এক কাজ কর, তোরা দু'জনে বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে

BanglaBook.org

থাক। আমি ডেকে নেব।”

নিনাকে প্রায় কোলে করেই বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায় তনিশ। মৃদু বাধা দেয় নিনা, বাথরুমের ভিতরে যেতে চায় না সে।

—“কী হল আবার তোর?” তনিশ জিজ্ঞেস করে।

—“আমার ওখানে ভালো লাগে না, ভয় করে।”

—“কেন? বাথরুমে ভয়ের কী আছে?”

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকে নিনা। তারপর সেইভাবেই বলে, “উনি আমাকে ওখানে নিয়ে দরজা বন্ধ করে জোর করে চান করিয়ে দেন।”

—“কে?” এতক্ষণে দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে আরিন। সে করে প্রশ্নটা। তনিশ চাপা গড়গড়ে গলায় বলে, “মনিশ সিং একটা তেরো বছরের মেয়েকে... ওর মা-বাবা নেই, অভিযোগ জানানোর কেউ নেই... সুযোগ বুঝে...”

মাটির উপর পড়ে থাকা রক্তমাখা রাইফেলটা কষ্ট করে তুলে আরিনের দিকে এগিয়ে দেয় নিনা, শান্ত ধীর কণ্ঠে বলে, “তুমি ওকে বাঁচিয়ে রেখো না, দিদি।”

পিছন থেকে নিনার কাঁধে একটা হাত রাখে তনিশ, বলে, “ওরকম বলতে নেই নিনা, আমার মা বলেন সবসময় মনে রাখবে সব মানুষের একটা ভালো আর একটা খারাপ দিক থাকে, যখন কারো খারাপ দিকটা তুমি দেখতে পাবে তখন তার ভালো দিকটার কথা ভেবে নিজেকে শান্ত রাখবে।”

আরিনের মুখেও নরম একটা হাসি খেলে যায়, সে একহাতে নিনার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলে, “তনিশ ঠিক বলেছে, সব মানুষের দুটো দিক থাকে, তোরা এই ঘরে থাক, আমি আসছি।” কথাটা বলেই বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যায় আরিন।

দরজার কাছ থেকে মৃদু আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় মনিশ সিং-এর। এত

BanglaBook.org

রাতে কে আবার দরজা খুলে আসবে? একটা ছায়ামূর্তিকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি হাঁক দেন, "কে ওখানে..."

—"জাস্ট আ প্রিটি গার্ল..." মেয়েলি গলার আওয়াজ ভেসে আসতেই নিজে থেকে ঘরের আলোটা জ্বলে ওঠে। সেই আলোয় মেয়েটিকে দেখতে পান মনিশ সিং। চোখ নড়তে চায় না তার। মেয়েটিকে আগে দেখেননি তিনি, এত রাতে তার দরজায় এসে দাঁড়ানোর কথা নয়, কিন্তু সেসব মুহূর্তে ভুলে গেলেন।

এমন টুকটুকে ফুলের মতো শরীর তিনি আগে দেখেননি। ঝালরের মতো চুল নেমেছে পিঠের দিকে, গলা থেকে কয়েক ইঞ্চি নিচে সদ্যযৌবন প্রাপ্ত বুকের আভাস, ছিপছিপে সরু কোমর, দুটো ধপধপ দুধ সাদা হাত যেন মাখনের তৈরি। মনিশ সিং স্থান-কাল-পাত্রের বিচার করলেন না। মোহগ্রস্তের মতো স্বরে বললেন, "কী চাই তোমার?"

একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি খেলে গেল মেয়েটার মুখে। সেই মাখনের মতো হাত দুটো দিয়ে জামার কোমরের কাছটা ধরে খুলে ফেলল সে। দরজার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল কালো সুতির জামাটা, এতক্ষণ যার আভাস পেয়েছিলেন মনিশ তার আরও কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। এমন অপরূপ একটি মেয়ে আজ নিজে থেকে ধরা দিতে এসেছে তার কাছে, মৃত্যুর পর কি স্বপ্ন দেখছেন তিনি? বয়স কত হবে মেয়েটার? তেইশ? হয়তো অক্ষতযোনি, অক্ষতযোনি খুব ভালোবাসেন কনস্টেবল মনিশ সিং... অল্পবয়সী মেয়ে...

— "কী চাই?" আবার প্রশ্ন করলেন তিনি, এবার উত্তরটা জানেন, তাও।

—"একটা শক্ত রড, শুনলাম আছে আপনার কাছে।"

মনিশের মনে হল তিনি টলে পড়ে যাবেন, এতক্ষণে কোমর থেকে অধঃবাস খুলে ফেলেছে সে... আরও এগিয়ে এসেছে মনিশের দিকে...

তাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, জাপটে ধরার চেষ্টা

BanglaBook.org

করলেন তিনি, স্বর্গের অপ্সরা যখন নিজে সব উজাড় করে দিতে এসেছে তখন তাকে শেষ বিন্দু অবধি চুষে ভোগ করে ছিঁড়ে ফেলতে আর দেরি কীসের?

মেয়েটি কিন্তু এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল তাকে, সেই ইঙ্গিতপূর্ণ হাসিটা আরও বেশি করে ফুটে উঠছে তার মুখে। মনিশ বুঝলেন এ মেয়ের উপর কর্তৃত্ব করা যাবে না। অপ্সরারা হয়তো বিপরীতবিহার চায়।

—"বেশ, তাই হবে, তাই হবে..."

মনিশের সিং-এর থাই-এর কাছে এখন মেয়েটার হাতটা, লাল লাল দুটো ঠোঁট নড়ে উঠছে, বিড়বিড় করছে সে, "রডটা আমার দরকার, ভীষণ দরকার।"

থাই-এর কাছ থেকে সরে এবারে মেয়েটার হাতদুটো খামচে ধরেছে তার গোড়ালি দুটো। হালকা চাপ দিয়ে মনিশের পা দুটো দু'পাশে ফাঁক করছে মেয়েটা। দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়েছে দু'টো পা। মেয়েটার হাতের চাপ গোড়ালির উপরে বেড়ে উঠছে ক্রমশ...

BanglaBook.org

দরজার বাইরে থেকে মিনিট কুড়ি পরে আরিনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা দু'জনে। গায়ের জামাটা গলিয়ে নিতে নিতে বলল সে, "কাজ শেষ, লেটস গো ব্যাক, আর মেয়েটাকে এখানে রাখা ঠিক হবে না।"

"মনিশ সিং-এর কী হল? আর তুই জামাকাপড় খুলেছিলি?" উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করে তনিশ। নিনা ডানহাতে আরিনের একটা হাত চেপে ধরে।

—"দেখে আয়, ঘরের ভিতরেই আছে, করিডোরের একদম লাস্ট ঘরটা। নিনাকে নিয়ে যা।"

আরিনের মুখ অন্ধকারে ঢাকা, কিছু বোঝার উপায় নেই। তনিশ নিনাকে নিয়ে ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল সেই ঘরের সামনে। ঘরের আলোটা আপাতত নেভানো। তনিশের পায়ের তলায় প্যাচপ্যাচে কীসের ছোঁয়া

লাগল। একটা গন্ধ আসছে...

আন্দাজে সুইচবোর্ড খুঁজে নিয়ে আলো জ্বালতেই সামনের দৃশ্য দেখে তনিশের গলার ভিতর থেকে বমির দমক উঠে এল। ভয়ার্ত একটা চিৎকার করে নিজের চোখ ঢেকে ফেলল সে।

—"খাসি জবাই করার আগে কসাই যে কারণে জামাকাপড় ছেড়ে নেয়, আমিও সেই কারণেই খুলেছিলাম, রক্তের দাগ লেগে থাকলে পরিষ্কার করতে হবে আবার।"

ঘরের বিছানার উপর পড়ে আছে মনিশ সিং-এর মৃতদেহ। গোটা বিছানা ভরে গেছে রক্তে। সেই রক্ত এসে নেমেছে মেঝেতে। মনিশ সিং-এর দেহটা দুই পায়ের ফাঁক থেকে লম্বা করে চিরে দুইভাগ হয়ে আছে। যেন দুটো বন্য নেকড়ে দু'দিক থেকে টেনে শরীরটা ভাগ করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। বিছানার চাদর দেখা যাচ্ছে তার ছেঁড়া ক্ষুদ্রান্ত্রের মাঝখান দিয়ে। মুখের দুটো দিক পড়ে আছে বিছানার দুই দিকে। বিছানার দু'দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে দুটো কুতকুতে লোভী চোখ।

অবিশ্বাস্য ভয়ার্ত চোখে কাঁপতে কাঁপতে আরিনের দিকে তাকায় তনিশ, —"কী করেছিস তুই এটা?"

পকেট থেকে কিছু একটা বের করতে করতে আরিন বলে, "সব মানুষেরই ভালো আর খারাপ দুটো দিক থাকে তো, আমি শুধু সেই ব্যবস্থা করেছি যাতে একটা দিক আর একটার সঙ্গে মিশে না যায়... তাছাড়া... আই হ্যাড টু চেক..."

পকেট থেকে একটা দেড়ফুটের রড বের করে আরিন, সেটা একবার ঝাঁকাতেই তার একপ্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসে একটা প্রায় একমিটার লম্বা উজ্জ্বল ধারালো ফলা। চাঁদের আলোতেও চক্চক্ করে ওঠে সেটা। সাদাটে আলোর একটা রেখা বেরিয়ে আসছে সেই তরোয়ালের গা বেয়ে, "আমার হেলরিল এখনও আগের মতোই ধারালো..."

BanglaBook.org

নবম অধ্যায় — সারভাইভাল অফ দি

—"ইগড্রাসিল (Yggdrasil)..." ছোট ফেরিবোটের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন প্রোফেসর বসুরায়, "অ্যাকরডিং টু নরস মিথোলজি ইগড্রাসিল হল ট্রি অফ লাইফ..."

—"দেখুন প্রোফেসর..." উলটোদিক থেকে ব্লেজার পরিহিত পক্বকেশ এক বৃদ্ধ বাধা দিলেন, "মিথোলজি নিয়ে আমরা তেমন আগ্রহী নই। এই খুনগুলোর এমওটার সঙ্গে আরকিওলজির কী যোগাযোগ আছে সেটা জানার জন্যেই আপনাকে এখানে ডাকা হয়েছে।"

—"কোনও যোগাযোগ নেই।" বসুরায় নিজের মাথার পিছনে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "খুন করার পর খুনিরা যে ধরনের সাপকে দেখতে পাচ্ছে তেমন সাপ একসময় সত্যি ছিল পৃথিবীতে, টাইটানবোয়া প্রায় বারো থেকে তেরো মিটার লম্বা হত। মানুষ খুনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে গঙ্গার উপর ছবিটায় আমরা যে সাপটার কেবলমাত্র লেজের দিকটুকু দেখেছি সে অন্তত একশো মিটার লম্বা, এতবড় সরীসৃপের খোঁজ আপনি ইতিহাস বইতে নয়, রূপকথার বইতে পাবেন।"

—"দ্যাট ফোটো ইজ প্রোব্যাবলি হোক্স, আপনি কি বিশ্বাস করেছেন ওটা?" বৃদ্ধের পাশে দাঁড়ানো বিদ্যুৎ ঘোষ জিজ্ঞেস করলেন।

দু'পাশে মাথা নাড়লেন প্রোফেসর, "বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু হোক্সই যদি হয়, সেটা যে বানিয়েছে তার তো একটা উদ্দেশ্য আছে।"

গঙ্গার উপরে দিয়ে ছুটে চলেছে ফেরিবোটটা, সাধারণ ফেরিবোটের প্রায় অর্ধেক সাইজ এটার, একদিকে ডুবুরি নামানোর জন্যে কিছু প্রপালশান ভেইকল সার দিয়ে রাখা আছে। তার ধারেই ডাইভিং স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। শুধু হেলমেটটুকু খুলে রেখেছে তারা। ফেরিবোটের মাঝ বরাবর একটা ছোট কেবিন। তার ভিতরে আপাতত কেউ নেই। মেরিন রিসার্চ টিমের প্রায় সব সদস্যই এসে জড়ো হয়েছেন ডেকে।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন কেউ কেউ। চারদিকের ঘেরা রেলিংটা ধরে ধূমপান করছেন কয়েকজন। জায়গাটা গঙ্গার বেশ গভীরে, সাধারণত এদিকটায় ছোটখাটো নৌকা চলতে দেওয়া হয় না। দু-একটা লঞ্চ পার হয় মাঝে মাঝে।

কাল সকালে নৌ-দপ্তরের রেডারে গঙ্গার এই জায়গাটায় কিছু কেমিক্যাল এনোম্যালি ধরা পড়েছে। সকালে একটা যাত্রীবাহী লঞ্চ জায়গাটা পার হবার সময় লক্ষ করে জলের উপরে কিছু মৃত জলজ প্রাণীর শরীর ভেসে উঠেছে। আরও এগোতে বেড়ে উঠতে থাকে সংখ্যাটা। যে লোকটা লঞ্চ চালাচ্ছিল সে বুঝতে পারে কিছু একটা কারণে রাতারাতি সমস্ত প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। সে লঞ্চ ফিরিয়ে নিয়ে জেটিতে খবর দেয়। তারপর থেকে কয়েকপ্রস্থ তদারকি হয়ে গেছে। তাতেও কোনো সমাধানসূত্র পাওয়া যায়নি। ফলে সরকার নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এক্সিকিউটিভ টিম পাঠিয়েছে রহস্যের সমাধানে। এখনও ফেরিবোট থেকে বাইরে জলের উপরে তাকালে অসংখ্য মৃত মাছের ভেসে ওঠা শরীর চোখে পড়ে। মাঝে-মাঝে সংখ্যাটা এত বেড়ে উঠছে যে জল কেটে এগোনোটাই দুষ্কর হয়ে উঠছে।

এইমাত্র কোর এরিয়ার ভিতরে ঢুকে পড়েছে ফেরিবোটটা। একটু পরেই ডুবুরি নামানো হবে নিচে। স্যাম্পেল কালেক্ট করে তুলে আনবে তারা। তাছাড়া জলের নিচে কোনো ডেব্রি জড় হয়েছে কিনা সেটাও দেখার চেষ্টা চালাবে।

— "ছবিটা তো এই জায়গাটাতেই তোলা?" ফেরিবোটের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে মৃত মাছের ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন বিদ্যুৎ ঘোষ। ডক্টর ঘোষ এই বছরই বোম্বে মেরিন রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছেন। হালকা হিন্দি টান রয়েছে তার বাংলায়।

—"তেমনই তো মনে হচ্ছে। ফোটোটা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, আপাতত লোকে হোক্স বলেই মেনে নিয়েছে। তবে লোকে না জানলেও আমরা জানি ছবিটার সোর্স আছে। যে ছেলেটি ছবিটা তুলেছে

BanglaBook.org

তাকে আমি পারসোনালি চিনি।” প্রোফেসর বসুরায়ের ডানদিকে বসেছিলেন আই.ও সমীরণ তালুকদার। তিনি বলে উঠলেন। প্রোফেসর লক্ষ করেছেন ভদ্রলোকের হাতের পাঁচ আঙুলে পাঁচটা গ্রহরত্নের আংটি আছে। বোঝা যায় জ্যোতিষে ভয়াবহ আস্থা রাখেন ভদ্রলোক। তবে মুদ্রাদোষ হল মাঝে মাঝেই অনামিকার আংটিটা আঙুলের করে ধরে ঘোরাতে থাকেন।

—“কী বলছে সে?” বিদ্যুৎ ঘোষ প্রশ্ন করেন।

—“বলেছে ছবিটা নিজের সিঙ্গেল-লেন্স ক্যামেরায় তুলেছে। ছোকরা শখের ফোটোগ্রাফার, ভোরের গঙ্গা নিয়ে একটা প্রোজেক্ট করছিল। সাড়ে চারটে কি পাঁচটা নাগাদ সে ঘাটে পৌঁছায়, তারপর এক মাঝিকে ভাড়া করে গঙ্গার গভীরে খানিকদূর গিয়ে নৌকা দাঁড় করিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করে। আচমকাই তার মনে হয় জলের ভিতর থেকে তেকোণা কিছু একটা যেন উপরের দিকে উঠছে। প্রথমে সে ভেবেছিল কোনো বড় যন্ত্রপাতি জাতীয় কিছু। সে ক্যামেরা তাগ করে থাকে। শেষে ওই শহীদমিনার সাইজের ল্যাজের ডগাটা দেখে সে ছবি তুলতে ভুলে যায়। ছবিটা যেটা তোলে সেটাতেও তার হাত কেঁপে যায়। ফোকাস ঘেঁটে যায়, যার ফলে খানিকটা ব্লার এসেছে। সে নিজে তুলে থাক বা কম্পিউটারে বানিয়ে থাক আমরা তাকে অন্য কোথাও মুখ খুলতে আপাতত বারণ করেছি...”

কথাগুলো বলে থামলেন সমীরণ তালুকদার, তারপর একটু সময় নিয়ে বললেন, “লেটস কন্সিডার ফর আ মোমেন্ট যে ছবিটা তার ক্যামেরায় ওয়ান শাটারে তোলা অরিজিনাল ইমেজ, তাহলে কি এক্সপ্ল্যানেশান আছে আমাদের হাতে?”

দলটার মধ্যে একটা নৈশব্দ খেলে গেল। দু-একজন পাশে রাখা বোতল থেকে গলা ভেজালেন। একজন বোটের অন্যদিকে কিছু একটা কাজ তদারকি করতে সরে পড়লেন। এক মহিলা এসে চা দিয়ে গেছেন এর মধ্যে। তাতে চুমুক দিলেন তালুকদার।

—“সো উই উইল হিয়ার আউট ওয়াট দ্যা প্রোফেসর হ্যাস টু সে, আপনি বলে যান স্যার। কেউ থামাবে না আর।”

BanglaBook.org

ভরসা পেয়ে প্রণব বসুরায় আবার সোজা হয়ে বসলেন। আজকাল খুব তাড়াতাড়ি খেই হারিয়ে যায় তার। বয়সের কারণেই হয়। প্রথমে যা দিয়ে শুরু করেছিলেন সেখান থেকেই সুতো ধরলেন, "নরস মিথোলজি অনুসারে 'ইগড্রাসিল' হল 'ট্রি অফ লাইফ', আমাদের এই গোটা মহাজগতের একেবারে মধ্যিখানে রয়েছে সে। ইগড্রাসিলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে মহাজগৎ। এর মোট তিনটে মূলের প্রথমটা পৌঁছায় স্বর্গে, সেখানে উরোরব্রুনার (Urðarbrunnr) নামের কুয়ো থেকে জল সংগ্রহ করে আর দ্বিতীয়টা মিমিসব্রুনার (Mímisbrunnr) নামের কুয়ো থেকে, শেষেরটা গিয়ে মিশেছে ভেরজেল্মির (Hvergelmir) নামের একটা হ্রদে।"

এক সেকেন্ড থেমে একটু হাসলেন প্রোফেসর, বললেন, "নামগুলো মনে রাখার দরকার নেই আপনাদের, আসলে আমার পড়িয়ে অভ্যাস তো, নাম না বললে কেমন হাওয়ায় কথা বলছি মনে হয়, যাক গে, তো ইগড্রাসিলের শরীরে আবার নানারকম পশুপাখি বসবার করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'নিডহগার' (Níðhöggr) নামের একটা প্রকাণ্ড ড্রাগন, এবং একটি নাম না জানা ঈগল। তবে প্রাচীন নরস ভাষায় 'ঈগল' আর 'অতিকায় পক্ষী' দুটোর জন্যে একটাই শব্দ ব্যবহার হত। ফলে পাখিটা ঈগলের বদলে যে কোনো বড় পাখি হতে পারে।

যাই হোক, এবার ইগড্রাসিলের আসল জায়গায় চলে আসছি আমরা, আগেই বলেছি ইগড্রাসিল হল ট্রি অফ লাইফ, গোটা মহাজগতকে ধরে রেখেছে সে। তার মোট ন'টা শাখাপ্রশাখা আছে, আর সেই ন'টা শাখা প্রবেশ করেছে মহাজগতের মোট ন'টা ভাগে..."

বিদ্যুৎ ঘোষ একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, "মহাজগতের ন'টা ভাগ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। নরস মিথোলজি বলে মহাবিশ্বের মোট ন'টা ভাগ আছে। এক একটা ভাগে এক এক ধরনের প্রাণ গড়ে ওঠে। একটা যাতে অন্যটার সঙ্গে মিশে না যায় সেটা নিশ্চিত করে ইগড্রাসিল। সে নিজের একটা শাখার সঙ্গে অন্যটাকে কোনো মতে মিশতে দেয় না। ন'টা ভাগের

BanglaBook.org

নাম আমি বলতে পারি কিন্তু তাতে আপনাদেরই মাথার উপর অনর্থক চাপ সৃষ্টি করা হবে। আমি শুধু আপনাদের বোঝানোর জন্যে কয়েকটার নাম বলব। যেমন প্রথম ভাগ, 'এসগারড'(Asgard)..."

প্রোফেসরের হাত এতক্ষণে নিশপিশ করতে শুরু করেছে। হাতে একটা চক নেই, সামনে ওয়াইটবোর্ড নেই, ছবি না এঁকে বোঝাতে বেশ অসুবিধা হয় তার। কোনোরকমে শুধু শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করলেন তিনি, —"এসগারডে থাকেন দেবতারা, অর্থাৎ নরস দেবতারা— ওডিন, ফ্রিগ, থর, বাল্ডের, এদের কারো কারো নাম শুনেছেন আপনারা। যাই হোক, এরকমই একটা ভাগ হল 'হেলহেইম' (Helheim), মুশকিল হল অন্য ভাগগুলোর ব্যাপারে ডিটেলে জানা গেলেও হেলহেইম সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা নেই আমাদের। এটুকু বলা আছে যে সমস্ত অবলুপ্ত প্রাণীদের বাস সেখানে। পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর সেখানেই গিয়ে আশ্রয় পায় তারা। আপানারা শঙ্কুর একশৃঙ্গ অভিযান পড়েছেন। সেটাকে অনেকটা হেলহেইমের বাংলা রুপান্তর বলতে পারেন।"

—"কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এর সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক..." সেই পক্ককেশ আবার প্রতিবাদ জানালেন— "অবলুপ্ত প্রাণীদের কথা বলা হয়েছে বলেই তো আমাদের কেসের সঙ্গে তার লিঙ্ক আপ করা যায় না... দিস ইজ টু এম্বিগিউয়াস..."

তাকে হাত তুলে বাধা দিলেন প্রোফেসর, বললেন, "আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। আমার মনে হয় সত্যি যদি কিছু সূত্র আপনারা পেতে চান তবে অন্য একটা ভাগের দিকে তাকাতে হবে আপনাদের- 'মিডগারড'(Midgard), অর্থাৎ মানুষের জগত। আমরা চারপাশে যা দেখি তার সবই মিডগারডের অংশ। মাউন্ট এভারেস্ট, এটলান্টিক, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন থেকে শুরু করে আমাদের কলকাতা শহরের গঙ্গার উপরে এই ফেরিবোটটা অবধি সবই ধরে নেওয়া যায় মিডগারড। মিডগারডের সমস্ত বিবরণই আমাদের পরিচিত জগতের সঙ্গে মিলে যায়। শুধু একটি জীবের অস্তিত্ব ছাড়া..."

BanglaBook.org

—"তার মানে?" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন সমীরণ তালুকদার।

—"মানে মিডগারডে এমন একটি জীবের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে যা সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আজ অবধি চোখে পড়েনি। এবার আন্দাজ করার চেষ্টা করুন জীবটি কী?"

—"সাপ?"

হাতদুটো টেবিলের উপরে ভাঁজ করে সামনে এগিয়ে এলেন প্রণব বসুরায়— "আ জায়ান্ট ডেমনিক স্নেক... ইয়োরমুনগ্যান্ডার (Jörmungandr)।"

আজ অবধি অন্য কোনও পুরাণে এমন ভয়াবহ সাপের কথা বলা হয়নি। পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয় তখন সে এত বড় ছিল যে শরীর দিয়ে গোটা পৃথিবীটাকেই পেঁচিয়ে ফেলতে পারত। ক্রমশ সে নিজের শরীরকে প্রয়োজন মতো ছোট করে নেয়। আমার মনে হয় ছবিতে যে সাপটার লেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা ইয়োরমুনগ্যান্ডার, এবং যে গাছের মূলটাকে সে জড়িয়ে আছে সেটা ইগড্রাসিল। ইগড্রাসিলের একটা শাখা এসে প্রবেশ করেছে মিডগারডে, সেই শাখাটারই একটা ছোট অংশ দেখতে পেয়েছি আমরা।"

—"কিন্তু এমন একটা ছবি বানিয়ে লাভ কী?"

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন প্রোফেসর, ডেকের খালি জায়গাটায় পায়চারি করতে করতে বললেন, "বাইবেলে যাকে বলা হয় এপক্যালিপ্স, কোরানে যাকে বলা হয় কায়ামাত, নরস মিথলজিতে তার পোশাকি নাম হল র‍্যাগনারক (Ragnarok)। কথিত আছে র‍্যাগনারকের সময়ে ভয়াবহ সাপ ইয়োরমুনগ্যান্ডার জল থেকে উত্থিত হয়ে তার অন্তিম আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হবে। আমার মনে হয় ছবিটা যে তৈরি করেছে সে আমাদেরকে এই র‍্যাগনারকের ইঙ্গিতই দিতে চায়।"

—"আর খুনগুলোও তাই? কাল্ট মার্ডার?"

—"তাই তো মনে হচ্ছে। র‍্যাগনারককে সিম্বলিক্যালি ব্যবহার করে

BanglaBook.org

কেউ কিছু একটা বার্তা দিতে চাইছে আমাদের। হতে পারে কোনও টেরোরিস্ট অরগাজাইজেশান।”

—“তার মানে বড়সড় কিছু একটা ঘটতে চলেছে, এগুলো তার পূর্বাভাষ। কিন্তু দাবিটা কী এদের?”

কথাটায় আপত্তি জানালেন না প্রোফেসর, দু’বার মাথা দুলিয়ে বললেন, —“দ্যাট মাইট বি ট্রু, নরস মিথোলজি অবসোলেট হয়ে গেছে এখন। ফলে তাদের দেবদেবী পুরাণও আর তেমন মনে রাখে না কেউ। পূর্বাভাষ দেওয়াই যদি কারো উদ্দেশ্য হয় তাহলে এমন কিছু তারা ব্যবহার করবে কেন যেটা অর্ধেক লোক বুঝতেই পারবে না। তাছাড়া এইসব ঘটনার পিছনে যারা রয়েছে তাদের রীতিমতো আর্ট আর মিথলজি নিয়ে জ্ঞানগম্যি আছে। রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিস্টরা সস্তার খুনি, তাদের থেকে এত সাবলাইম কিছু আশা করা যায় না। এরা সম্ভবত অন্য কিছু।”

—“তাহলে আপনার কী মনে হয়, কী দাবি?” আবার আংটি ঘোরাতে শুরু করেছেন সমীরণ তালুকদার।

সময় নিয়ে একটু ভাবলেন প্রোফেসর, ধীরে ধীরে বললেন, “দেখুন সব দেশের সব মিথোলজির মধ্যে একটা রিয়ালিস্টিক মেসেজ থাকে। ঈশপের গল্পের মতো, গল্পের আকারে এমন কিছু বলা হয় যেটা আসলে একটা নির্দেশ। নরস মিথোলজির কেন্দ্রে আছে আদিম মহীরুহ ইগড্রাসিল, বলা আছে সে বিশ্বের ন’টা ভাগকে ধরে রেখেছে। সে যদি ভেঙে পড়ে বা কোনও ভাবে শক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলেই কেয়োস তৈরি হবে। স্বর্গ, নরক একসঙ্গে মিশে যাবে। নরকের মন্সটাররা এসে জুটবে মর্ত্যে, ইন শর্ট—র‍্যাগনারক। এবার মিথকে বাস্তবের সঙ্গে তুলনা করুন, ইগড্রাসিল—দ্যা ট্রি অফ লাইফ ইজ দ্যা সিম্বল অফ মাদার নেচার, নেচার আমাদের সাস্টেইন করে। তাকে ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। অথচ তাকেই ধ্বংস করে চলেছি আমরা। যারা মার্ডারগুলো করছে তাদের উদ্দেশ্য হয়তো আমাদের এটা বোঝানো যে এইভাবে পরিবেশকে ধ্বংস করতে থাকলে র‍্যাগনারক বেশি দেরি নেই...”

BanglaBook.org

সমীরণ তালুকদার আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বোটের অপর প্রান্ত থেকে কিছু একটা নির্দেশ পেয়ে থমকে গেলেন তিনি। কয়েক মিনিট আগে প্রপালশান ভেইকালগুলো নামানো হচ্ছিল জলের নিচে। এখন তুলে নেওয়া হয়েছে তাদের। তুলে আনা খানিকটা ওয়াটার স্যাম্পেলে পি.এইচ সেন্সর যন্ত্রের সরু দিকটা ডুবিয়েছিলেন বিদ্যুৎ ঘোষ। তালুকদারের কাছে যন্ত্রটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "পি.এচই লেভেল এক্সেপশানালি লো! গঙ্গার জলের এত কম লেভেল আগে কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না।"

—"মানে জল অ্যাসিডিক হয়েই মারা গেছে মাছগুলো।"

—"তাই তো মনে হচ্ছে স্যার।"

—"কিন্তু কেন?"

একটু ভেবে বিদ্যুৎ ঘোষ বললেন, "নানা কারণে হতে পারে, হয়তো এর মধ্যে অ্যাসিড রেইন হয়েছে এখানে, আমরা খেয়াল করিনি।"

BanglaBook.org

—"আপাতত সলিউশান কী?"

—"চুন মেশাতে হবে। তবে কারণ জানা না গেলে লং রানে লাভ হবে না।"

প্রোফেসরের দিকে ঘুরে তাকালেন ঘোষ, "আপনার কি মনে হচ্ছে এটাও ওই একই টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশানের কাজ? নদীর জলের পি.এইচ বাড়িয়ে দেওয়া? তাও ঠিক সেখানেই যেখানে দৃশ্যটা দেখা গেছে।"

—"ভাবলে সেটাই আসছে, কিন্তু এত গভীর একটা নদীর পি.এইচ লেভেল বাড়িয়ে দিতে যতটা অ্যাসিড দরকার হবে সেটা বাইরে থেকে এনে নদীর একটা পারটিকুলার জায়গায় মিশিয়ে দেওয়া অলমোস্ট ইম্পসিবল।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সমীরণ তালুকদার বললেন, "এরকম কমপ্লিকেটেড টেরোরিস্ট অ্যাটাক আমি বাপের কালে দেখিনি। কখন যে কোথা দিয়ে কী করে ফেলছে বোঝার উপায় নেই।"

—"আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি?" মুচকি হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন বিদ্যুৎ ঘোষ, তালুকদারের হাতের দিকে দেখিয়ে বললেন, "পাঁচটা গ্রহ মিলে আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না?"

হাতটা সামনে তুলে তালুকদার বললেন, "ভয়! আর আমি? এই আংটিগুলো যতক্ষণ আমার শরীরে আছে শয়তানের বাপেরও ক্ষমতা নেই আমার কিছু করে।"

ভেবেচিন্তে একটা মোক্ষম উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন বিদ্যুৎ ঘোষ, কিন্তু কথাটা মুখেই রয়ে গেল, একটা দুলুনিতে ছিটকে বোটের অপর প্রান্তে পড়লেন তিনি। সমস্ত ফেরিবোটটা জলের উপরে ভাসতে থাকা পদ্মপাতার মতো দুলে উঠছে ঢেউ-এর সঙ্গে। কোনোরকমে শক্ত করে একটা রড ধরে টাল সামলালেন প্রোফেসর।

বাইরে তাকিয়ে প্রমাদ গুনলেন। ফেরিবোটের ঠিক বাইরের অংশটায় ভয়াবহ দুলে উঠছে নদীর জল। মনে হচ্ছে যেন নদীর জলকে নিচ থেকে তাপ দিয়ে ফুটিয়ে দিয়েছে কেউ। আর একটু বেশি ঢেউ উঠলেই বোটের মাথায় জল আছড়ে পড়বে। এতক্ষণ যারা ডেকের উপরে নিজেদের কাজ করছিল তাদের মধ্যে মুহূর্তে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল একটা। হইচই, হট্টগোল শুরু হল চতুর্দিক জুড়ে।

—"কী ব্যাপার বলুন তো? ভরা জোয়ারেও এমন জলোচ্ছ্বাস দেখা যায় না!" ফুঁসে ওঠা দুলন্ত জলের দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বললেন তালুকদার। হইচই-এর শব্দের মধ্যে ডুবুরিদের ভিতর থেকে একটা মৃদু চিৎকার ভেসে এল, "সাপ... একটা সাপ।"

সচকিত হয়ে উঠলেন তিনজনেই। মাঝগঙ্গায় নদীতে সাপ দেখতে পাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে ওই একটি শব্দ কাঁপন ধরিয়ে দেয় তিন বৃদ্ধের বুকে। তিনজনে টলতে টলতে ছুটে যান আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিক লক্ষ করে। আপাতত ফুঁসে ওঠা জলের ছাঁট এসে পড়ছে ডেকের উপর, রেলিঙের গোড়া অবধি আগ্রাসী ঢেউ-এর স্রোত এসে ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে। ডুবুরি ছেলে দু'জন রেলিঙের উপরে

BanglaBook.org

ঝুঁকে পড়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে জলের দিকে। তাদের মধ্যে একজনের হাত জলের একটা জায়গা নির্দেশ করছে।

—"একটা বিশাল সাপ..."

ছুটে গিয়ে রেলিঙে তাদের ঠিক পাশের জায়গাটা থেকে ঝুঁকে পড়লেন ঘোষ, "সাপ! কোথায়?"

ভালো করে জলের দিকে তাকিয়ে থেকেও উন্মত্ত ঢেউ ছাড়া আর কিচ্ছু দেখতে পেলেন না তিনি।

—"সাপ কোথায় দেখছ তোমরা?" অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন ঘোষ।

—"আমিও পাচ্ছি না স্যার।" আরেকজন ডুবুরি অবাক গলায় বলল, "কিন্তু ও পাচ্ছে।"

ছেলেটি এখনও হাত দিয়ে নির্দেশ করে চলেছে আগের জায়গাটা। স্রোতের টানে সেখানে মরা মাছের শরীর আর একটা খড়ের স্তূপ ভেসে চলেছে। আর কিচ্ছু নেই... আর কিচ্ছু...

চোখ ঘুরে গেল ঘোষের, ডুবুরির দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কত বড় সাপ?"

—"সাপ স্যার..."

—"কত বড়... ও মাই গড! ওঃ..."

—"সাপ... বিরাট বড় সাপ..."

পিছিয়ে এলেন ঘোষ, তালুকদার কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছেলেটা বোটের মেঝের উপর এসে পড়া নোঙ্গরের আংটাটা তুলে নিয়েছে, সেটা সমূলে বসিয়ে দিয়েছে পাশের ডুবুরির মাথার সামনের দিকে।

—"সাপ... বিরাট একটা সাপ..." তখনও বলে চলেছে ছেলেটা, বারবার।

আচমকা ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় চমকে গেছিলেন প্রোফেসর। ডুবুরির রক্তাক্ত দেহটা জলের উপরে খসে পড়তেই ছিটকে আসা জলের ছাঁটে

BanglaBook.org

সম্বিৎ ফেরে তিনজনের। জলের বেগ এখন আগের থেকে আরও বেড়ে উঠেছে। গোড়ালি সমান জল উঠে এসে গ্রাস করে ফেলেছে বোটের প্ল্যাঙ্ক ফ্লোরটা।

—"বাট... দিস ইজ নট ন্যাচারাল... ওরা একে অপরকে চিনত না..." থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কথাগুলো উচ্চারণ করেন তালুকদার।

—"দে আর চেঞ্জিং এম..." বিড়বিড় করে কথাগুলো বলে আরও খানিকটা পিছিয়ে এলেন তিনি। আচমকাই তার মনে হল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে যেন কোলাহল থেমে গেছে। এক অদৃশ্য জাদুমন্ত্রের উচ্চারণে এতগুলো মানুষ যেন স্থবির পাথরে পরিণত হয়েছে।

—"হ্যাঁ... আমিও দেখতে পাচ্ছি" সামনে থেকে ভেসে আসে কথাটা। জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শান্ত গলায় বলেছেন বিদ্যুৎ ঘোষ।

—"কী দেখছেন?" বসুরায় প্রশ্ন করেন।

—"একটা সাপ... বিরাট একটা সাপ... ওই তো..."

কথাটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পা কেঁপে যায় প্রোফেসরের। পাশে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তালুকদারের জামার পিছন দিকটা ধরে একটা টান দিয়ে বলে, "চলুন তাড়াতাড়ি এখান থেকে..."

তালুকদার কিন্তু নড়লেন না। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি।

—"এ বাবা! সাপটা দেখবেন না?" তালুকদার হাসিমুখে প্রোফেসরের দিকে তাকিয়ে বলেন। প্রায় ছিটকে সরে আসেন প্রোফেসর। ফেরিবোটের চারিদিকে একটা নতুন শব্দ শুরু হয়েছে। এবার আর আতঙ্কের আর্তনাদ নয়, ধীর পায়ে একে অপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। ধারালো, ভোঁতা কিংবা কিছু না পেলে বড় দড়ি দিয়ে ফাঁস জড়িয়ে দিচ্ছে একে অপরের গলায়। একটু একটু করে টান বাড়ছে তাতে।

কেউ পালাচ্ছে না, কারো আতঙ্কিত চিৎকার শোনা যাচ্ছে না, যেন এইটাই স্বাভাবিক, যেন এভাবেই ঘটে চলেছে চিরকাল।

প্রোফেসর দেখলেন বোটের অন্তত জনাদশেক লোক এক উন্মত্ত মৃত্যু

BanglaBook.org

খেলায় মেতে উঠেছে। রিসার্চ টিমের একটা বাচ্চা ছেলে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এক মাঝবয়সী মহিলাকে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন মহিলা। গলা দিতে শব্দ বের হচ্ছিল না তার।

— "ছেড়ে দাও ওকে... কী করছ?"

প্রায় দৌড়ে কেবিনের ভিতরে রাখা একটা ছুরি নিয়ে দড়িটা কাটতে ছুটে আসছিলেন একটা লোক। মহিলার গলার একদম কাছে পৌঁছে কি মনে করে কিছুক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর দড়ির বদলে ছুরিটা চালিয়ে দিলেন মহিলার গলা লক্ষ করে।

সামনে তাকিয়ে প্রোফেসর দেখলেন রক্তমাখা অ্যাঙ্কারটা দিয়ে অবলীলায় ঘোষের পিঠে কোপ দিচ্ছেন তালুকদার। ভিতর থেকে পাঁজরার হাড় দেখা যাচ্ছে তার, তাও নিভে আসা স্বরে তিনি বলে চলেছেন, "সাপ... বিরাট একটা..."

উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়াতে লাগলেন বসুরায়। এই ফেরিবোটের সমস্ত মানুষ কোনো এক মারণ জাদুবলে পরিণত হয়েছে নরখাদকে। একে অপরকে ছিঁড়ে খেতে চাইছে তারা। বোট থেমে গেছে অনেকক্ষণ আগে। উদ্ধারকারি দল আসার কোনো সম্ভবনা নেই। ঘোষের দলাপাকানো মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে তাকে ছেড়ে প্রোফেসরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন তালুকদার। হাতে ধরা অ্যাঙ্কার থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে এখনও।

দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলেন প্রোফেসর। কিন্তু কোথায় পালাবেন? চারপাশে যে অবাধ অপরিসীম জলরাশি। তাতে ঝাঁপ দিলে মৃত্যু অবধারিত। তবে আর যদি কোনও উপায় না থাকে তবে অন্তহীন সেই জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া এই নরপিশাচদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার থেকে ঢের বেশি সুখের।

ছুটে পালাতে গিয়ে প্রোফেসরের চোখে পড়ল বোটের ঠিক মাঝখানে ছোট কেবিনের দরজাটা খোলা। আপাতত তার ভিতরে কেউ নেই। ভিতর থেকে যদি কোনোভাবে দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে বাইরে

BanglaBook.org

থেকে কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। দৌড়ে গিয়ে কেবিনের ভিতরে ঢুকে দরজাটা টেনে দিয়ে আংটাটা লাগিয়ে দিলেন প্রোফেসর। বাইরের দেওয়ালে ততক্ষণে অ্যাঙ্কারের ঘা মারতে শুরু করেছেন তালুকদার।

দেওয়ালের ওপার থেকে তার উত্তেজিত গলার আওয়াজ ভেসে আসছে, —"সাপ দেখবেন না স্যার? সাপ? অত বড় সাপ..."

কানে হাত চাপা দিয়ে রইলেন প্রোফেসর। তাও বাইরে থেকে ডাক ভেসে আসতে লাগল, "আসুন না একবার বাইরে... পায়ে ধরছি আপনার, আসুন একবার..."

কেবিনের ভিতরে বন্ধ হয়ে আছে একটা অচেনা বাতাস। কী অসহ্য উত্তপ্ত সেই বাতাস! মনে হয় ঘরের ভিতরে কয়লার স্তূপ করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। প্রোফেসরের মনে হল এই উত্তাপেই তিনি ঝলসে যাবেন। লাল হয়ে উঠল তার সমস্ত শরীর।

—"ওঃ গড! ওয়াট দ্যা হেল ইজ হ্যাপেনিং?" থরথর করে কাঁপতে লাগলেন প্রোফেসর।

মাংসের ভিতরে অস্ত্র ঢোকার একটা শব্দ বাইরে থেকে ভেসে আসার পর তালুকদারের কণ্ঠস্বর নিভে এল। মাথায় হাত রেখে কেবিনের মেঝেতেই বসে পড়লেন প্রোফেসর। বুকের ভিতরে উত্তেজনাটা কমে আসতে বমি করলেন কয়েকবার। মোচড় দিয়ে উঠল বুকের ভিতরটা। হৃৎপিণ্ডটা হাপরের মতো দপ্‌দপ্ করতে শুরু করেছে। মাটির উপরেই শুয়ে পড়লেন তিনি। একটা আচ্ছন্ন ভাব ঘিরে ধরল তাকে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, মেঝের উপরে উঠে বসলেন প্রোফেসর। বাইরের সমস্ত কোলাহল এখন থেমে গেছে। বোটটাও আর দুলছে না আগের মতো। শান্ত, ঢেউয়ের ছপ্‌ছপ্ আওয়াজ ভেসে আসছে দরজার ওপার থেকে।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে এগিয়ে এলেন প্রোফেসর। দরজায় কান রেখে শুনলেন বাইরে থেকে কোনো আওয়াজ ভেসে আসছে কিনা। মনে হল এখন আর থেমে নেই বোটটা। মোটরের শব্দ ভেসে আসছে বাইরে

BanglaBook.org

থেকে। অর্থাৎ কেউ চালাচ্ছে সেটা। পায়ের কাছে পড়ে থাকা ছোট একটা ছুরি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। যে বেঁচে আছে সে স্বাভাবিক অবস্থায় যদি না থাকে তাহলে দরকার পড়বে ছুরিটা।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন প্রোফেসর। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন ইঞ্জিনরুমের দিকে। গোটা ডেক জুড়ে মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কারো হাত নেই। কারো মাথাটা কেটে পড়ে আছে পাশে। কাটাছেঁড়া নাড়ি-ভুড়ি পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কোনটা কার শরীরের অংশ আর বোঝার উপায় নেই। পাঁচটা আংটিসুদ্ধু একটা হাত পড়ে থাকতে দেখলেন তিনি, তালুকদারের বাকি শরীরের হদিস নেই।

ইঞ্জিন রুমের কাছে পৌঁছে ড্রাইভারকে দেখতে পেলেন তিনি। লোকটার সারা গায়ে রক্ত লেগে আছে। কব্জির কাছ থেকে একটা হাত কাটা পড়েছে। অন্য হাতটা দিয়ে একটা হ্যান্ডেল কন্ট্রোল করছে সে। দরজার কাছে পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল লোকটা, প্রোফেসরকে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সচকিত হল একটু।

—"আপনি... আপনি বেঁচে গেলেন কী করে?" সন্দেহের চোখে তাকাল সে।

—"আমি কেবিনের ভিতরে ছিলাম, দরজা আটকে।"

—"ওঃ...," নিশ্চিন্ত হল লোকটা। আগের মতো হ্যান্ডেলের দিকে মনোযোগ দিয়ে বলল, "আমি ভেবেছিলাম বাঁচব না, কিন্তু বেঁচে গেলাম। আমাকে কেউ মারল না শেষে, ভারী আশ্চর্য। শুধু হাতটা..." কাটা হাতটা তুলে প্রোফেসরকে দেখাল সে। একটু করুণ হাসি হাসল, "পোটো ছিলাম স্যার, মূর্তি তৈরি করতাম, সব চলে গেল।"

তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রোফেসর। সে কাটা ডানহাতে সামনের একটা নব দেখিয়ে বলল, "আপনি প্রপেলারগুলো দেখুন, আমি চালাচ্ছি, যখন বলব নবটা চেপে দেবেন শুধু। দুটো হাত থাকলে একাই চালিয়ে নিতাম।"

—"এই দুটো কন্ট্রোল জানলেই হবে?" জিজ্ঞেস করলেন প্রোফেসর।

BanglaBook.org

লোকটা একটু হেসে আশ্বাসের গলায় বলল, "ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব, চিন্তা করবেন না।"

প্রোফেসর মাথা নামিয়ে নিলেন। অন্তহীন জলরাশির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি জানি আপনাকে কেউ মারেনি কেন।"

— "কেন স্যার?" লোকটা সামনের দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করল।

— "কারণ একজনকে বাঁচিয়ে না রাখলে পরের হত্যাকাণ্ডটা ঘটানো যাবে না। একজনকে দরকার যে এরপর তার বোড়ে হবে..."

লোকটা কথাটা বুঝতে একটু সময় নিল, তারপর বলল, "কিন্তু আমরা তো একজন নয়, দু'জন বেঁচে আছি।"

একটা বড় দীর্ঘশ্বাস নিয়ে প্রোফেসর বললেন, "এই হত্যালীলা যে করছে সে মানুষের মনের সব অন্ধকারের খবর রাখে। সে জানে যদি দু'জনকে বাঁচিয়ে রাখে তাহলে দু'জনের একজন আর একজনকে স্রেফ অবিশ্বাসে নিজের প্রাণের ভয়ে খুন করবে।"

—"কিন্তু আমি তো আপনাকে অবিশ্বাস করছি না... আমি তো..."

হাতে ধরা ছুরিটা লোকটার বুকে আমূলে বিঁধিয়ে দেন প্রোফেসর। লোকটা কাটা ডানহাতে কিছু একটা ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে। গোঙানির শব্দ করে লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে।

তার জায়গায় উঠে এসে বসে হ্যান্ডেল আর নবের উপরে দুটো হাত রাখেন প্রোফেসর। তারপর ডুকরে ওঠা কান্নায় ভেঙে পড়েন...

BanglaBook.org

দশম অধ্যায় — একদা এক রাজ্যে

একদিন একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল একটা মেয়ে। কত বয়স হবে? এই ধরো আট কি নয়, কিংবা দশ। সেই জঙ্গলের গাছগুলো ছিল আকাশ ছোঁয়া আর ঘন সবুজ। সে গাছেদের বয়স কখনও বাড়ত না। পাতা ঝরত না। তাদের গায়ে পাতলা সাদা আঁচলের মতো ঝুড়ি লেগে থাকে সবসময়। একেবারে মাথার দিক থেকে পা পর্যন্ত নেমে আসত সেই আঁচল। আর সেই গাছের গায়ে হাওয়া দিলে গাছগুলো বেজায় খুশি হত, যেমনি খুশি হত অমনি তাদের ডালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসত বাঁশির আওয়াজ। সমস্ত জঙ্গল মেতে উঠত সেই বাঁশির আওয়াজে। আর অমনি সেই সুরে নাচতে নাচতে গাছের ফোকরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত রঙ-বেরঙের প্রজাপতির দল। তাদের কেউ কেউ ডানা মেলে উড়ে যেত আকাশের দিকে, আবার কেউ যেত ঝরনায় জল খেতে। সেখানের ঝরনাগুলো ছিল সব উল্টোমুখো, জল সেখানে উপর থেকে নিচে নয়, নিচ থেকে বইতো উপরে। ঝরনার গায়ে গিয়ে দাঁড়ালেই বইয়ে নিয়ে একেবারে পাহাড়ের মাথা অবধি নিয়ে গিয়ে ফেলত।

এমন একটা আজব জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল সেই মেয়েটা। তার গা ঘিরে ছিল একটা গোলাপি রঙের স্বচ্ছ পোশাক। তার মাথার তিয়ারাটা ছিল নীল রঙের। গলায় ছিল সোনালী জোনাকি আলোর হার। জঙ্গলের যেখানে যেখানে পা ফেলে সে এগোচ্ছিল সেখানে তার পা ফেলার আগে বেশ খানিকটা ধুলো সরে যাচ্ছিল। আর জঙ্গলের সব লুকিয়ে থাকা পশুরা মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাকে দেখেই সরে যাচ্ছিল।

একজন সরেনি। সে অনেকক্ষণ ধরে ধাওয়া করে আসছিল মেয়েটাকে। সেই প্রজাপতিটার ছিল গাড় সবুজ আর আকাশী নীল রঙের ডানা। সে বারবার রঙিন ডানা ঝাপটে চলে আসছিল মেয়েটার কাছে। মেয়েটার ঘাড়ের উপর বসেওছে কয়েকবার। কালো চুলের মাঝে কয়েকটা সোনালী

BanglaBook.org

চুলও আছে বাচ্চা মেয়েটার। সেগুলোই দেখতে চাইছে প্রজাপতিটা। মেয়েটা কিন্তু একবারও বুঝতে পারেনি। একমনে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে আর দেখে চলেছে চারপাশ। এই জঙ্গল সে আগে দেখেনি।

সে শুনেছে এই জঙ্গল পেরোলেই নাকি আছে এক আকাশছোঁয়া টিলা। সেই টিলার ওপারে থাকে একটা প্রকাণ্ড ড্রাগন। যদিও তাকে আজ অবধি কেউ দেখেনি, কিন্তু দেখার চেষ্টাও তো করেনি কেউ। মেয়েটা জানে ড্রাগনরা চাইলে মুখ দিয়ে আগুন বের করতে পারে। তাদের ডানা ঝাপটানোর ঝড় বয়ে যায় তাদের প্রাসাদে। যখন কোনো মাঠের উপর দিয়ে উড়ে যায় তখন তার ছড়ানো ডানার নিচে গোটা মাঠটাই ঢাকা পড়ে যায়। আর সেই মাঠে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের মনে হয় যেন দিন শেষ হয়ে অন্ধকার নেমেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বলে তারা থাকে না।

মেয়েটা অন্ধকারের কথা শুনেছে খালি, দেখেনি কখনও। তাদের দেশে সারাক্ষণ দিন। আকাশের আলো নিভে গেলে জ্বলে ওঠে নদীর নীল জল। জোনাকির সোনালী আলো, পাহাড় বেয়ে ওঠা ঝরনা থেকে উজ্জ্বল সাদা আলো ভেসে এসে রাঙিয়ে দিয়ে যায় চারদিক। অন্ধকারের কথা কেবল শোনা যায় তাদের দেশে, অন্ধকার আছে কেবল ড্রাগনের ডানার তলায়।

মেয়েটা মাঝে মাঝে অন্ধকার দেখতে চায়, ড্রাগন দেখতে চায়।

তাই আজ বেরিয়ে এসেছে বাড়ি ছেড়ে। তার ছোটছোট পা-গুলো এখন ধুলো সরিয়ে একটা পায়ের রেখা তৈরি করেছে। স্বচ্ছ গোলাপি জামাটা লুটোচ্ছে জঙ্গলের মেঝেতে। একটুও ধুলো লাগছে না। এইবার আর ধৈর্য ধরতে পারল না সে। আর কতদূর সেই পাহাড়টা? এখনও তো সে চুড়োও দেখতে পাচ্ছে না।

এতক্ষণে প্রজাপতিটা এসে পড়েছে মেয়েটার কপালের সামনে। সেটাকে দেখতে পেয়ে এবার সে একটু থমকে দাঁড়ালো। চোখ তুলে ডানার নকশাটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু ভারী ছটফট করছে প্রজাপতিটা। একবার শান্ত না হলে কি দেখা যায় কী আঁকা আছে তার ডানায়?

—"কী হয়েছে? কী বলবে তুমি?" খিলখিলিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

কিন্তু প্রজাপতি কথা বলতে পারে না, সে শুধু জঙ্গলের ভিতরের দিকে উড়ে গেল কিছুদূর। তারপর পিছন ফিরে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল। মেয়েটার মনে হল প্রজাপতিটা তাকে টেনে নিয়ে যেতে চায় কোথাও একটা। ইতিমধ্যে সে শান্ত হয়ে দাঁড়াতে নকশাটা ভালো করে দেখতে পায় মেয়েটা। নকশাটা পছন্দ হয়। হাঁটাপথ ছেড়ে ধাওয়া করে প্রজাপতিকে। জঙ্গলের পথে পা রাখতেই পায়ে আরাম লাগে। এখানে ঘাসগুলো ধুলোর মতো সরে যাচ্ছে না। বরঞ্চ একটা ঘাস আর একটা ঘাসের উপরে শুয়ে পড়ে নরম রাস্তা বানিয়ে দিচ্ছে তার জন্যে। তাদের সূঁচালো মাথায় পায়ে খোঁচাও লাগছে না তাতে।

এমন করে কিছুদূর এগোল ওরা। সামনে ভাসতে ভাসতে উড়ছে প্রজাপতিটা আর তার পিছনে হাওয়ার মতো শনশন করে দৌড়ে চলেছে সেই মেয়েটা। কিছুতেই হাঁপিয়ে যায় না সে। দৌড়াতে দৌড়াতে মাঝে মাঝে খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে। আবার কখনও বসে পড়ছে মাটির উপরে। ঘাসের উপর ছড়িয়ে থাকা টলটলে জলের ফোঁটা তুলে নিয়ে রাখছে হাতের উপরে। ওর কচি হাত পরিষ্কার জলে ভিজে উঠছে।

ময়ূরকণ্ঠী নীল বুটিওয়ালা হরিণগুলো অবাক চোখে দেখছে মেয়েটাকে, কখনও নাম না জানা কিছু পাখি ওর মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ডাকতে ডাকতে।

কিন্তু প্রজাপতিটা ওকে নিয়ে চলেছে কোথায়? এমন করে কি সারাদিন দৌড়াতে থাকবে?

একটু পরেই একটা জিনিস দেখতে পেল মেয়েটা। না না, সেই পাহাড়টা নয়। জলের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদা রঙের ঘোড়া। প্রজাপতিটা ঝটপট উড়ে গিয়ে বসল সেই ঘোড়ার কপালে। মৃদু চিঁহি স্বরে ডেকে উঠল ঘোড়াটা। মুখ ঘুরিয়ে বাচ্চা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। মাথাটা উপর নিচে করে যেন কাছে ডাকল।

BanglaBook.org

কি আশ্চর্য সুন্দর ঘোড়া!

মেয়েটা কিছুক্ষণ অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে ছুটে গিয়ে হাত বোলাতে লাগল ঘোড়াটার মুখে। ঘোড়াটাও চোখ পিটপিট করে কয়েক পলক দেখল তাকে। আর একবার আদুরে গলায় চিঁহি করে বলতে চাইল বেশ আরাম লাগছে। ঘন কালো ডাগর চোখ বুজে এল।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, তার আগেই আবার ছটফটানি শুরু করেছে প্রজাপতিটা। সেটা দেখেই দ্রুত মেয়েটাকে পিঠে তুলে নিল সে। বরং মেয়েটা নিজেই উঠে এল তার পিঠে। এমন একটা সুন্দর ঘোড়ায় না উঠে থাকা যায়? অন্ধকার আর ড্রাগনের কথা ভুলেই গেল সে।

যেমনি ওঠা ঘোড়াটা তীরের মতো ছুটতে লাগল জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে। ছুট, ছুট, ছুট, ঠিক যেন ঝড়ের বেগে দৌড়াচ্ছে সে। ঝম-ঝম-ঝম খুরের আওয়াজ খালি। একবারও পা পড়ছে না মাটিতে। এইবার কিছুটা ভয় পেল মেয়েটা। ঘোড়াটা আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে? যদি বড় গাছের কোনো একটায় ধাক্কা লেগে ঘোড়াটা মাটিতে পড়ে যায়? কিংবা গাছের ঝুড়িগুলোর মধ্যে জড়িয়ে যায় কোথাও?

কিন্তু ওমা। তেমন কিছুই তো হল না। উলটে একটু পরেই জঙ্গল শেষ হয়ে সেই পাহাড়টাকে দেখতে পেল মেয়েটা। এই পাহাড়টার নাম গরিনিচ। এর ওপরেই থাকে ড্রাগনটা। এখন কিন্তু পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট গাছের সার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না মেয়েটার। সেই গাছেদের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট ঝরনা উঠে গেছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে জল এগিয়ে গিয়ে উঠেছে সেই পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়টাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে জঙ্গলটা।

পাহাড়টা দেখা যেতে ঘোড়াটা দৌড় থামিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল সেদিকে। এতক্ষণ দৌড়ানোতে বাচ্চা মেয়েটার তিয়ারাটা নড়ে গেছিল একটু। সেটা হাত দিয়ে ঠিক করার কথা মনেও ছিল না তার। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সেই পাহাড়ের গায়ে ঝরঝরিয়ে উঠতে থাকা ঝরনাটার দিকে। ঘোড়াটা আর এগোতে চাইল না। একই জায়গায়

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে পা ঠুকতে লাগল ঘাসের উপরে।

মেয়েটা তার পিঠ থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সেই ঝরনাটার দিকে। চতুর্দিকে কেউ কোথাও নেই। শুধু ঘন জঙ্গলের গাছ পাহাড়টার একদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মেয়েটার দিকে। সূর্যের মিঠে রোদ তার মুখের উপর এসে পড়ল। সাদা ঝালরের মতো জামার উপরে পড়ে সাতরঙে ভাগ হয়ে গেল।

একটু পরে ঝরনাটার কাছে পৌঁছে গেল মেয়েটা। এখন কুলকুল জলের শব্দ কানে আসছে তার। ছিটকে আসা জলের ছাঁটে তার মুখ ভিজে গেল। মজা লাগল মেয়েটার। সে এগিয়ে গিয়ে একটা হাত রাখল সেই ঝরনার জলে আর অমনি জল থেকে কে যেন হাত বাড়িয়ে টেনে নিল তাকে সেই স্রোতের মধ্যে। প্রবল বেগে মেয়েটাকে নিয়ে বয়ে চলল উপরের দিকে। মেয়েটা একটু ভয় পেয়ে প্রথমে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো লাভ হল না তাতে। ঝরনাটা যেন তাকে উপরে নিয়ে যাওয়ার লোভেই বয়ে চলেছে আজ। প্রথমে সেই প্রজাপতি তারপর ঘোড়া আর এখন এই ঝরনাটা, সবাই মিলে যুক্তি করে কিছু একটা ফন্দি এঁটেছে আজ। সেটা মনে করে মেয়েটা আর বাধা দিল না। ভিজে একদম চুপচুপে হয়ে গেল সে।

উপরের দিকে এসে কিন্তু একটা গোল বাঁধল, জলটা যেভাবে উপরে উঠছে তাতে আর কিছুদূর উঠেই পাহাড়ের একেবারে চুড়োয় পৌঁছে যাবে। এত জোরে ছুটন্ত জলটা তখন একেবারে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেবে ওকে। চুড়োর উপরে না পড়ে যদি আবার সটান নিচে পড়তে থাকে তাহলে পাহাড়ের একদম নিচে এসে পড়বে সে, তখন কী হবে?

এই কথাটা ভেবে ভয় লাগল তার। ভয় ভয় চোখে মুখের উপর দিয়ে বয়ে চলা ঝরঝর জলের স্রোত সরিয়ে সে একবার উপরে আর একবার নিচে দেখতে লাগল। যা ভেবেছিল হল ঠিক তাই। একেবারে উপরে পৌঁচে জলটা আর ধরে রাখল না ওকে, পাহাড়ের থেকেও উঁচুতে উঠে গেল ওর শরীর। শূন্যে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। তারপর নেমে আসতে লাগল

BanglaBook.org

নিচের দিকে। হাত-পা ছুঁড়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করল মেয়েটা। তারপর চোখ বন্ধ করে নিল ভয়ে। ওর শরীর নেমে আসতে লাগল নিচের দিকে।

আচমকাই হাতটা আটকে গেল ওর। যেন পাহাড়ের উপর থেকে কেউ ধরে নিয়েছে ওর পড়ন্ত হাতটা। তারপর এক ঝটকায় টেনে নিয়েছে চুড়োর দিকে। শক্ত মাটিতে কেউ নামিয়ে রাখল ওকে।

অবাক হয়ে চোখ খুলে একটা লোককে দেখতে পেল ও। লোকটা বেশ বেঁটে-খাটো, ওর থেকে হয়তো ইঞ্চিখানেকের লম্বা হবে। ওকে মাটির উপরে রেখে লোকটা একটু দূরে বসে একটা মাটির ভিতর থেকে খুঁড়ে কিছু একটা যেন বের করছে।

মেয়েটা একটু থতমত খেয়ে গেছিল। হাঁটুতে ব্যথাও লেগেছে মাটিতে পড়ে। হাঁটুর উপর একটা হাত ঘষতে ঘষতে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখার চেষ্টা করল, লোকটা মাটি খুঁড়ে কী বের করছে। তারপর একটু সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

লোকটা তেমন একটা উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে দেখাল না। নিজের মতো মাটি খুঁড়ে কিছু একটা বের করার চেষ্টা করতে লাগল।

—"কিছু খুঁজছ?"

লোকটার হাব-ভাব এমন যেন দেখতেই পাচ্ছে না মেয়েটাকে। কিন্তু এবার মুখের সামনে হাত চালায় লোকটা। মেয়েটা লক্ষ করে সেই হলদে নীল প্রজাপতিটা এখন লোকটার আশেপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। বারবার চোখের সামনে এসে পড়ে বিরক্ত করছে তাকে। লোকটা বোকার মতো কয়েকবার ধমক দেয় প্রজাপতিটাকে। তারপর প্রজাপতিটা যেন কিছু উত্তর দিচ্ছে এমন ভাব করে বলে, "অ্যাঁ! কী বললি! সেকি!"

এমন করে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালানোর পর উড়ে যায় প্রজাপতিটা। মেয়েটা লোকটার কাছে সরে এসে বলে, "ও কী বলছিল?"

এই প্রথম লোকটা যেন দেখতে পায় মেয়েটাকে। মুখ ঘুরিয়ে বলে, —"বাচ্চারা যে এত আহাম্মক হয় আমার জানা ছিল না। প্রজাপতি

BanglaBook.org

কখনও কথা বলতে পারে?"

মেয়েটা আর আপত্তি করল না। তার পাশে বসে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ পাহাড়ের নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "শুনেছি এই পাহাড়ে নাকি একটা ড্রাগন থাকে?"

—"ছাই থাকে।" একটা বিশ্রীরকম খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠল, "আগে এককালে হয়তো থাকত, সে অনেকদিন আগে মরে গেছে।"

—"মরে গেছে! কী করে?" ড্রাগনটার জন্যে দুঃখ হয় মেয়েটার।

—"সে আমি কি জানি। সবকিছুই তো একদিন নয় একদিন মরেই যায়। তুমিও যাবে, আমিও যাব। আমরা শুধু খুঁজে চলেছি।"

লোকটার মাটিলাগা হাতের দিকে তাকায় মেয়েটা, "কী খুঁজছ?"

—"যা সবাই খুঁজছে।"

—"সবাই কী খুঁজছে?"

—"যা আমি খুঁজছি।"

—"যাঃ," মেয়েটা বিরক্ত হয়, "এমন গোলগোল উত্তর দিলে কিছু বোঝা যায় নাকি?"

লোকটা এবার খোঁজা থামিয়ে হেসে বলে, "আমাদের চারিদিকে সব জিনিসই প্রায় গোল... এই যেমন তোমার তিয়ারাটা।" মাথার সামনে দিকে হেলে পড়া তিয়ারাটা ঠিক করে দেয় লোকটা। মেয়েটার ফর্সা কপালে একটু মাটি লেগে যায়। মাটি লাগা কপালের দিকে তাকিয়ে ভাবুক হয়ে যায় লোকটা।

মেয়েটা সামনে হাত বাড়িয়ে দেয়, "আমার নাম আরিন।"

লোকটা আচমকাই খপ করে ধরে ফেলে হাতটা, চোখ বুজে ফেলে, কিছু যেন দেখতে পাচ্ছে সে চোখ বুজে, ভুরুটা কুঁচকে ওঠে তার। মুখটা থমথমে হয়ে যায়, বিড়বিড় করে বলতে থাকে, "একদিন অনেক দূরে একটা জায়গায় যাবে তুমি, অনেক... অনেক দূরে... যেখানে আমাদের জগতের কেউ যায়নি..."

মেয়েটা অবাক হয়ে যায়, বলে, "কোথায়?"

BanglaBook.org

—"লড়াই হবে, খুব লড়াই হবে... আর তুমি..."

—"আমি কী?" উদ্‌গ্রিব গলায় বলে মেয়েটা।

চোখ খুলে হাসে লোকটা, "ওই ড্রাগনটার যা হয়েছে তোমারও তাই হবে।"

হাতটা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসে মেয়েটা। মাথা নামিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বলে, "আমিও মরে যাব?"

—"সব কিছুই মরে যায় একদিন। নিজের ভিতরের আগুনেই পুড়ে মরে যায় ড্রাগনরা। শুধু একটা জিনিস পোড়ে না। সেটা কারো জন্যে রেখে যায় তারা।" লোকটা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে এতক্ষণে, গর্তের ভিতর থেকে সেটা বের করে মেয়েটার দিকে এগিয়ে দেয় সে, বলে, —"পাহাড়ের মাথায় যে ড্রাগনটা থাকত সে মরার আগে এইটা রেখে গেছে তোমার জন্য।"

মুখ তুলে মেয়েটা দেখে লোকটার হাতে ধরা আছে একটা ছোট কালচে লাঠি। এমন অদ্ভুত লাঠি আগে দেখেনি সে কোনোদিন। যদিও নানা জায়গায় মাটি লেগে আছে তাও রোদের রঙ লেগে একটা সোনালী আভা বেরিয়ে আসছে সেটার গা থেকে। মাটি থেকে একটা ধারালো পাথর তুলে নিয়ে লাঠিটার উপরে আরিনের নাম লিখে দেয় লোকটা, লিখতে লিখতে বলতে থাকে, "ড্রাগনের সব থেকে শক্ত পাজরের হাড়। লোকে বলে এতে নাকি ম্যাজিক থাকে। শুধু যার জন্যে ড্রাগন এটা রেখে যায় তার হাতেই কাজ করে এর ম্যাজিক। নাও..."

হাত বাড়িয়ে লাঠিটা স্পর্শ করে মেয়েটা। আর অমনি তার গা জুড়ে যেন হাজারটা তারা ঝলমল করে ওঠে। একটা উজ্জ্বল নীল আলো বেরিয়ে আসে মেয়েটার আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

—"হেলরিল... এই লাঠিটার নাম হেলরিল..." লোকটা বলে ওঠে, —"কখনও হাতছাড়া করো না এটা..." তারপর বলে "আমি আজ আসি।"

লাঠিটা কোমরে রেখে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে মেয়েটা বলল,

BanglaBook.org

ঝাঁপ দিল মেয়েটা সেই পাখিটার পিঠ লক্ষ করে...

—"এখান থেকে কোথায় যাবে?"

লোকটা পাহাড়ের খাঁড়া প্রান্তের দিকে এগোতে এগোতে বলল, "ওঃ, আর একটা কথা তো বলার ছিল, কিন্তু একদম ভুলে গেছি।"

—"কী কথা?"

—"কোনো কিছুই আসলে মরে না। শুধু অন্য কিছুতে বদলে যায়..."

—"কিন্তু কেমন করে? কে মারবে আমাকে?"

লোকটা খাদের ধারে দাঁড়িয়ে একগাল হাসে। উত্তর দেয় না।

—"বলো, বলে যাও আমাকে..." মেয়েটা দৌড়াতে থাকে তার দিকে।

—"বললাম যে ড্রাগনটার মতো, নিজের আগুনেই নিজে পুড়ে যাবে তুমি..."

উত্তরটার অর্থ বুঝতে পারে না মেয়েটা। তার শরীর থেকে তো আগুন বের হয় না। সে পুড়বে কী করে?

মেয়েটা কাছে পৌঁছানোর আগেই লোকটা খাঁড়া প্রান্ত থেকে ঝাঁপ দেয় সোজা নিচে। মেয়েটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে যায়। নিচে সোজা গিয়ে পড়বে নাকি? সে ছুটে গিয়ে খাঁড়াই-এর একেবারে ধার বরাবর দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিয়ে আর দেখতে পায় না লোকটাকে।

বরঞ্চ তার বুকের শব্দ প্রায় থামিয়ে দিয়ে সেই খাদ বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে একটা অতিকায় পাখি। তার মস্ত কালো ডানার উপরে রোদ ছলকে আবার ফিরে যাচ্ছে, গড়গড়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে। অনেকটা ঈগলের মতো...

আর সাতপাঁচ না ভেবে উপর থেকে ঝাঁপ দিল মেয়েটা সেই পাখিটার পিঠ লক্ষ করে... অবাধে পড়তে লাগল নিচের দিকে...

ধড়ফড় করে বিছানার উপরে উঠে বসল আরিন। যন্ত্রণাময় একটা শব্দ বেরিয়ে এসেছে তার মুখ থেকে। স্বপ্নটা ভেঙে যেতেই দু'হাতে মুখ ঢেকে নিল সে। তার অস্থির শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল কয়েকবার। কাঁপুনিটা কমে আসতে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল সে। মুখ থেকে হাত

BanglaBook.org

সরিয়ে মাথার এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে নিল। বিছানা থেকে উঠে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ভোর চারটে বেজেছে। একটু একটু করে আলো ফুটছে বাইরে।

ঘরের একপ্রান্তে টেবিলের উপরে পড়ে আছে হেলরিল। তার উপরে মাথা রেখেই ঘুমোচ্ছে নিকো— আরিনের বিড়াল। ঘরের নতুন অতিথি নিনাও ঘুমোচ্ছে তার পাশে শুয়ে।

টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে নিকোর মাথাটা সরিয়ে রডটা হাতে তুলে নিল আরিন। কয়েকবার হাত বোলালো তার উপরে। নিজের জগতের কথা আর নিজেরই মনে পড়ে না তার। একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন এই অস্ত্রটা। সেও আজ বহুদিন হল ঘর ছেড়ে এসেছে বহুদূরে। পৃথিবীর কাছে ওরা দু'জনেই অচেনা ভিনদেশী।

এখনও হালকা নীল রঙে জ্বলে উঠল হেলরিল। সেটা আবার টেবিলের উপরে রেখে দিল আরিন। হালকা একটা শব্দ হতে বিড়ালটা একবার আধোঘুমে টেবিলে মুখ ঘষল। ঘুম ভাঙল না তার।

পিছন ঘুরে তাকিয়ে আরিন দেখল ঘুম ভেঙে তার দিকে তাকিয়ে আছে নিনা। ভোরের নতুন আলো আর রাতের পুরোনো অন্ধকার একসাথে আলোছায়া তৈরি করেছে তার মুখে। মেয়েটা সারাক্ষণই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে আরিনের দিকে। মাঝে একটা দিন কেটে গেছে, তাও বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতে চাইছে না মেয়েটার।

—"স্বপ্ন দেখছিলে?" আরিনের থমেথমে মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে নিনা, "খারাপ স্বপ্ন তাই না?"

তার ঠিক পাশটায় বসে পড়ে আরিন বলে, "কী জানি, বুঝতে পারি না, খারাপ না ভালো।"

—"আমি শুধু খারাপ স্বপ্ন দেখতাম। আমার মাকে পুড়তে দেখতাম।"

—"এখন আর দেখিস না?" জিজ্ঞেস করে আরিন। দু'পাশে মাথা নাড়ায় নিনা।

—"কেন?"

BanglaBook.org

—"পুড়িয়ে ফেললাম সব, বাবাকে, মাকে, যা দেখতাম সব পুড়িয়ে ফেললাম।"

—"সব কোথায়?" একটু দূরে মেঝের উপরে অগোছালো হয়ে পড়ে থাকা নিনার ছোট ব্যাগটার দিকে দেখিয়ে আরিন বলে, "ওটাকে তো পোড়াসনি। কী আছে ওতে?"

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিনা, তারপর বলে, —"তুমি।"

—"আমি! কী করে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করে আরিন।

নিনা চুপ করে থাকে। আরিনের মনে পড়ে যায় কতকাল আগে পাহাড়ের মাথায় সেই বেঁটে লোকটার বলা কথাগুলো। আগুনে সব কিছু পোড়ে না, আগুন সব কিছু পোড়াতে পারে না।

নিনার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে আরিন। রেফ্রিজারেটার থেকে একটা এলএসডি কন্টেনার বের করে সিরিঞ্জে নেয় সেটা। তারপর জামার হাতাটা গুটিয়ে কনুইয়ের উলটোদিকে ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে নিডলটা পুশ করে হাতে। একটু একটু করে তার মাথাটা ঠান্ডা হয়ে আসতে থাকে।

ব্যাপারটা চোখ বড়বড় করে লক্ষ করছিল নিনা, বিছানার উপরে উঠে বসে চোখ কচলাতে কচলাতে বলে, "আমি অনেকদিন গান গাইনি।"

আরিন সিরিঞ্জটা ফেলে দিয়ে আবার নিনার দিকে এগিয়ে আসে, জড়ানো গলায় বলে, "বেশ তো, গা এখন, কী গান গাস তুই?"

—"এমনি গান।" অবলীলায় উত্তর দেয় নিনা।

—"ভোরবেলায় গানবাজনা খারাপ লাগে না..." বিছানার উপরে কনুইতে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ে আরিন, বলে, "শুরু কর... যদি ভালো লাগে যা চাইবি দেব।"

গায়ের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে সোজা হয়ে বসে সরু গলায় ভজনের সুর ধরে নিনা,

BanglaBook.org

"দৃঢ় বিশ্বাস করে রে মন, ধর গো নিতাই চাঁদের চরণ
যদি পার হবি পার হবি তুফান, ওপারে কেউ থাকবে না
নিতাই কাউরে ছেড়ে যাবে না..."

গানটা শুনে খুশি হয় আরিন, এ ধরনের গান সে আগে খুব একটা শোনেনি। গান থেমে যেতে উঠে বসে নিনার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, "বাঃ, ফাটিয়ে গান গাস তো, এবার বল কী চাই তোর?"

উত্তরটা তৈরি ছিল নিনার মুখে, সে টেবিলের উপরে রাখা লাঠিটা দেখিয়ে বলে, "ওটা কী করলে চমকায় শিখিয়ে দাও।"

আরিন হেসে ফেলে, "ওটা শুধু আমার হাতেই চমকাবে, অন্য কারো হাতে হবে না।"

—"যাঃ, আমার হাতে জ্বলেছিল যে।"

—"তোর হাতে জ্বলেছিল! কবে?" অবিশ্বাসের গলায় বলে আরিন।

—"যখন আমার কাছে ছিল, একবারই, তারপর আর জ্বলেনি।"

—"ইমপসিবল।" বিড়বিড় করে বলে আরিন, "হতে পারে না, আমি ছাড়া..."

আরিনের বাকি কথাটা শেষ হয় না। ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ হয়। জেমসকে ঘরের ভিতরে ঢুকতে দেখা যায়। হাতে একটা খবরের কাগজ। সেটা আরিনের সামনে ফেলে সে বলল, "লুক হিয়ার।"

কাগজটা তুলে নিয়ে আরিন একটা খবরে চোখ রাখল। সেখানে কালকের গঙ্গার উপরে একটি লঞ্চের সমস্ত যাত্রীর নৃশংস হত্যার খবরটা বেরিয়েছে। বেঁচে আছেন কেবল একজন। প্রোফেসর প্রণব বসুরায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে কোনো মানসিক সমস্যার বশবর্তী হয়ে তিনিই এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন। তাছাড়া একজনকে খুনের দায় তিনি স্বীকারও করে নিয়েছেন। তবে মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না তাকে। কাল রাতের দিকেই কলকাতা থেকে দিল্লী উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাকে।

খবরটা পড়ে মুখ তুলে আরিন বলল, "পাগলাচোদা সাইকোপ্যাথ মনে

BanglaBoi.org

হচ্ছে মালটাকে।"

—"উঁহু... লোকটার সঙ্গে আগে একবার কথা বলেছিলাম আমি, মাথার ছিট আছে বলে মনে হয়নি।"

—"তাহলে হঠাৎ সবাইকে ঝেড়ে দিল কেন?"

একটু সময় নিয়ে জেমস বলল, "আমার মনে হচ্ছে এটাও ওই সিরিয়াল কিলিং-এর কেস। কিন্তু ভেবে দেখ, একটা লোক হঠাৎ বেঁচে গেল কেন?"

—"কেন?"

—"কারণ পরের মার্ডারগুলো করার জন্যে একজনের বেঁচে থাকা দরকার। ওকে আবার আজ প্লেনে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তোর মনে হয় না একটা আইসোলেটেড এনভিরনমেন্টে এই লোকটাকে নিয়ে যাওয়াটা ডেঞ্জারাস?"

—"তাতে আমি কী করতে পারি?" কাঁধ ঝাকিয়ে জিজ্ঞেস করে আরিন।

—"উই ক্যান্ট লেট দিস ম্যান গেট অন দ্যা প্লেন।"

—"বেশ, আমি দেখছি কী করা যায়।"

কথাটা বলে উঠে পড়ে আরিন। জেমস তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, —"তুই যতই খোলসে লুকাস না কেন আরিন, আমি জানি তোর মধ্যে একটা আগুন আছে।"

—"আর একদিন সেটা আমাকেই পুড়িয়ে দেবে।" একবার দাঁড়িয়ে কথাটা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আরিন।

BanglaBook.org

একাদশ অধ্যায় — স্পিরিট অ্যানিম্যাল

একটা মিহি শব্দ করে সেলের দরজাটা খুলে গেল। ঘরের ভিতরে যে মানুষটা ঢুকে এলেন তাকে আগেও দেখেছেন প্রোফেসর বসুরায়। এই টাকমাথা লোকটিই সেদিন কলেজে দেখা করেছিল তার সঙ্গে। লোকটার নাম তিনি এখনও জানেন না। অন্য কারো সঙ্গে কথা অবধি বলতে দেখেননি তাকে। অথচ পুলিশের সমস্ত মহলে অবাধ গতিবিধি এর।

ঘরের একেবারে উপরের দিকে একটা ছোট হলদে বাল্ব জ্বলছে। তার আলোতে ভরে আছে ঘরটা। চতুর্দিক বন্ধ থাকায় বাইরের কোনো শব্দই ভিতরে আসছে না। শুধু প্রোফেসরের ঘনঘন নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। থেকে থেকে কপালে হাত ঘষছেন তিনি। নিজের মনেই কিছু বিড়বিড় করছেন।

লোকটা ঘরের ভিতরে আসতে বসুরায় একটু নড়েচড়ে বসলেন। শূন্য দৃষ্টিতে তার প্রায় কেশহীন চকচকে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, কথা বললেন না। লোকটা নিশ্চয়ই কিছু বলতে এসেছে। নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলার দরকার নেই।

—"চলুন প্রোফেসর, ইটস টাইম।" লোকটা একটা হাত বাড়িয়ে দিল প্রোফেসরের দিকে। প্রোফেসর কোনো আপত্তি করলেন না। মেঝে থেকে উঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দু'জনে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ড এসে দরজাটা লক করে দিল। সেলের করিডোর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন ওরা।

শহরের একপ্রান্তে এই স্পেশাল ফেসিলিটি ইউনিটটা তৈরি হয়েছে মূলত অ্যাডভান্সড টেরোরিস্ট অ্যাট্যাক সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে। এর নানারকম সুবিধার মধ্যে একটা হল এখান থেকে এয়ারপোর্ট বেশ কাছে। আজ রাতের ফ্লাইটে প্রোফেসরকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লী। গত দু'দিন হল এখানেই রাখা হয়েছিল তাকে।

—"ধন্য ভাগ্য কিন্তু আপনার প্রোফেসর, এতগুলো লোকের মাঝে একা

BanglaBook.org

বেঁচে গেলেন।” করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে সহাস্যমুখে টাকমাথা বললেন।

—“আপনারা ভাবছেন আমি এতগুলো মানুষকে...”

—“না, আমরা তা ভাবছি না।” প্রোফেসরকে থামিয়ে দেন লোকটা, “প্রায় দশজন মাঝবয়সী নারীপুরুষকে একসঙ্গে খুন করার মতো মানসিক বা শারীরিক শক্তি কোনোটাই আপনার নেই। সাইকোমেট্রিক ইভ্যালুয়েশান করিয়েছি তাতে আপনার মধ্যে কোনো সাইকোপ্যাথ টেন্ডেন্সি ধরা পড়েনি। কিন্তু তাহলে এতগুলো মার্ডার করল কে?”

উত্তরটা প্রথমে দেবেন না ভেবেছিলেন প্রোফেসর। শেষে একটু সময় নিয়ে বললেন, “এমন কেউ যে আমাদের জগতের নয়।”

প্রোফেসর ভেবেছিলেন কথাটা শুনে হেসে ফেলবে লোকটা, কিন্তু তার মুখটা আগের তুলনায় গম্ভীর হয়ে গেল, চোয়ালে একটা আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, “মানে বলছেন এক্সট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল?”

—“এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল মানে ভিনগ্রহী, আমি অন্য জগতের কথা বলছি, নরস মিথোলজির ন'টা জগতের কোনো একটা থেকে এসেছে সে।”

—“কিন্তু মিথোলজি তো অনেক আছে, হঠাৎ নরস কেন?”

এতক্ষণে কপাল ঘষা থামিয়েছেন প্রোফেসর, মুখ নামিয়ে তিনি বললেন, —“এই ব্যাপারটা আপনাকে বোঝানো একটু জটিল, আচ্ছা আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?”

—“করি।”

—“আমি করি না, এবারে ধরুন কাল যদি সত্যি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় তাহলে আপনি ঠিক আর আমি ভুল প্রমাণিত হব, কিন্তু তারপরেও আর একটা গোল বাঁধবে।”

—“কীরকম?”

—“আমরা একরকম ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, কেউ বলে তিনি নিরাকার, কেউ বলে সাকার, কেউ বলে তিনি চরম ত্যাগী হতে বলেন কেউ বলে

এসব নিয়ে তাঁর অত মাথা ব্যথাই নেই, কেউ বলে তিনি যীশুর পিতা কেউ বলে ঈশ্বর কারো পিতা হতে পারেন না, মোট কথা ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি প্রমাণও হয় তাহলেও তিনি সব ঈশ্বর বিশ্বাসীর কল্পনার ঈশ্বর একই সঙ্গে হতে পারবেন না। একটা বা দুটো ধর্ম সত্যি আর বাকিগুলো সব মিথ্যে প্রমাণিত হবে।"

—"এসব বলে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?"

—"বোঝাতে চাইছি যে মিথোলজি যদি সত্যিও হয় তাহলেও পৃথিবীর সমস্ত মিথোলজি একই সঙ্গে সত্যি হতে পারে না। আমরা জানি এর বেশিরভাগই মিথ্যে, কিন্তু যদি কোনোদিন কোনোক্রমে কিছু একটা সত্যি বলে প্রমাণিত হয় তাহলে নরস মিথোলজিই পসবিলিটির দৌড়ে সবার থেকে এগিয়ে..."

—"কেমন করে?"

প্রোফেসরের ঝুঁকে পড়া কাঁধ সোজা হয়ে যায়, তার হাঁটার বেগ বেশ খানিকটা কমে আসে, বলেন, "যে মিথোলজিকাল সাপটার কথা আমি বলছি তার নাম ইয়োরমুনগ্যান্ডার, নরস মিথোলজি অনুযায়ী এক আদিম, মৃত্যুহীন সাপ। আশ্চর্য কথা হল স্থলচর এবং জলচর মিলিয়ে সাপ তুলনায় বেশ ছোট প্রাণী। আজ পর্যন্ত সব থেকে বড় যে অ্যানাকোন্ডাটা পাওয়া গেছে সে ছ' মিটারের বেশি নয়। অথচ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মিথোলজিতে অতিকায় সাপের কথা বলা হয়েছে। যেগুলো অতিকায় হওয়া স্বাভাবিক, যেমন ধরুন হাতি, তিমি এমন কি গাছও নয়। ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা আপাত নিরীহ ছোট চেহারার সাপ বারবার ফিরে এসেছে দানবিক রূপে, হিন্দু মিথোলজি খুঁজলে শেশনাগকে পাবেন, অনন্ত শেশনাগ, আমাদের জগতের জন্মলগ্ন থেকেই নাকি আছে সে। দাহোমিয়ান মিথোলজিতে আবার দাঃর নামে একটা সাপের কথা বলা আছে সেও নাকি লেজের ডগায় পৃথিবীটাকে পেঁচিয়ে ফেলত... মিশরীয় সভ্যতায় এপোফিস ... মায়া সভ্যতায় ওচ-কাহান, মেসোপটেমিয়ায় মুহসু, এরা সব একই সরীসৃপের

BanglaBook.org

নামান্তর, যেন একটাই প্রাণীর কথা ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে বলতে চাওয়া হয়েছে। ইয়োরমুনগ্যান্ডার কেবল নরস মিথোলজির অংশ নয়, বিভিন্ন নামে, খানিক এদিক-ওদিক বর্ণনায় সব মিথলজিতেই জড়িয়ে আছে সে। তবে নরসরাই তাকে সব থেকে বেশি ইলাবোরেট করেছে।”

—“জাস্ট কাম টু দ্য পয়েন্ট প্রোফেসর, আপনি বলছেন এই সমস্ত কিছু সেই মিথোলজিকাল সাপের কারসাজি?”

—“না, একেবারেই নয়, ইয়োরমুনগ্যান্ডার যদি জেগেও উঠে থাকে সাধারণ মানুষকে খুন করা তার কাজ নয়। সে সৃষ্টির আদি-অন্ত থেকে বেঁচে আছে, সামান্য মানুষের বাঁচা-মরায় তার তেমন কিছু এসে যায় না।”

—“তার মানে আপনি বলছেন খুন করার আগে পসেসড হয়ে খুনিরা যে সাপের কথা বলছে সেটা আপনার বলা এই সাপটা নয়।?”

—“সারটেনলি নট, সাপ মানুষকে বশ করে ফেলতে পারে এমন একটা ধারণা চালু আছে বহুদিন। কিন্তু তার কোনো মিথোলজিকাল কারণ নেই। সাপের চোখে যেহেতু পাতা নেই, একটানা স্থির চোখে চেয়ে থাকে, তাই ওরকম একটা ধারণা করে নিয়েছি আমরা। মাছের শরীরে যদি একটু বিষ থাকত আর এঁকেবেঁকে তেড়ে এসে মানুষকে কামড়াতে পারত তাহলে মাছকে নিয়েও ওসব গল্প চালু হয়ে যেত।”

—“কিন্তু তাহলে এসব করছে কে?”

একটু ভাবুক দেখায় বৃদ্ধকে। এই ক'দিনে বড্ড বেশি ঝড়ঝাপটা গেছে তাঁর উপরে দিয়ে। এখানে আসার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা কথা পর্যন্ত বলতে পারেননি তিনি। কিছু একটা ভাবতে ভাবতে বললেন, “অন্য কেউ... কিছু একটা কারণে আমাদের এই ন'টা জগতের মাঝের ব্যালেন্স ডিস্রাপ্টেড হয়েছে। যাদের যেখানে থাকার কথা তার বাইরেও চলে আসছে। তেমনই কেউ অন্য জগত থেকে চলে এসেছে হয়তো! এও হতে পারে!”

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেন টাকমাথা লোকটা। তার কোমরে রাখা ফোনে কিছু একটা মেসেজ এসেছে। সেটা দেখতে দেখতে তিনি বলেন,

BanglaBook.org

"প্রোফেসর, আমরা আপনাকে এখান থেকে অন্য এক জায়গায় ট্রান্সফার করতে চাই, ফর ইয়োর সেফটি।"

—"আমার সেফটি!"

—"আপনি এখন সাস্পেক্টেড ক্রিমিনাল, অন্তত আমরা তো জনতাকে বলতে পারি না যে নরস মিথ থেকে একটি সাপ উঠে এসে গঙ্গায় ঘোরাফেরা করছে আর লোক মেরে ফেলছে, দায়টা আপনাকেই নিতে হবে।"

—"বেশ, কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবেন?"

—"দিল্লীতে, ওখানে একটা আরকিওলজিকাল টিমের সঙ্গে কাজ করবেন আপনি। লোকাল ফ্লাইটে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আপনাকে। ম্যাক্সিমাম সিকিওরিটি থাকবে, চিন্তার কিছু নেই।"

—"নাঃ আমার আর চিন্তার কী আছে, কিন্তু..."

সম্ভাবনাটার কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেন তিনি। বাইরে বেরিয়ে একটা ছোট ক্যাম্প চোখে পড়ে প্রোফেসরের। আশেপাশে কিছু বন্দুকধারী লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। টাকমাথাকে একবার চোখ তুলে দেখে তারা মুখ নামিয়ে নেয়। একজন বন্দুকধারী ওদের পিছু নেয়।

ক্যাম্পের একপ্রান্তে একটা মাঝারি মাপের এস.ইউ.ভি দাঁড় করানো আছে। সেটার দিকে তিনজনে এগিয়ে আসে। এগোতে এগোতে টাকমাথা বলেন, —"দেখুন আমাদের মনে হচ্ছে মিথোলজিকাল অর নট, আমাদের ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে এক বা একাধিক আননোন ক্রিয়েচার এসে বাসা বেঁধেছে, মুশকিলের কথা হল শুধু বাসা বেধেই সে শান্ত থাকতে চাইছে না, ইট ওয়ান্টস সামথিং। এতগুলো প্রাণ পরপর চলে গেছে। প্রায় প্রতিদিন কোথাও কিছু না কিছু ঘটছে। কাল মধ্য কলকাতার একটা ফ্ল্যাটের প্রায় সমস্ত বাসিন্দাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা গেছে। আমরা এটা হতে দিতে পারি না। দিল্লীতে আপনার সোল পারপাস হবে কীভাবে এর মোকাবিলা করা যায় সেটা খুঁজে বের করা! বাকি ওরা বুঝিয়ে দেবে!"

BanglaBook.org

প্রোফেসরকে এস.ইউ.ভিতে তুলে দিয়ে ড্রাইভারকে কয়েকটা কথা বলে দেন ভদ্রলোক। গাড়ির ইঞ্জিন গর্জে ওঠে। একপ্রান্তের বড় দরজার দিকে গতি নিয়ে এগিয়ে যায় সেটা।

টাকমাথা ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার ভিতরের দিকে ঢুকে আসেন। একজন বন্দুকধারী তার কাছে এগিয়ে এসে স্যালুট করে, তারপর কঠিন রোবটের মতো গলায় বলে, "স্যার, একটি ছেলে বিকেল থেকে দেখা করতে চাইছে আপনার সঙ্গে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ওয়েট করছে।"

—"আমার সঙ্গে দেখা করবে! আমাকে চিনল কী করে?" কপালে ভাঁজ পড়ে তার।

—"আপনার নাম বলেনি, শুধু এখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।"

—"বটে! কী ব্যাপারে?"

—"সেটা আমাদের বলেনি।"

মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ করেন তিনি। তারপর বলেন, "নিয়ে এসো, আমি আমার রুমে আছি।"

পুলিশের খুব কম কর্মকর্তাই সুনীল খান ওরফে 'এসকে'কে চেনেন। গোয়েন্দা বিভাগের কেউ কেউ শুনেছে তার নাম। একসময় কাজ করতেন ভারত সরকারের সন্ত্রাসদমন শাখায়। তখন সদ্য বিয়ে করেছেন, একটা মাসখানেকের মেয়েও হয়েছিল। কোনো সেমিটেরোরিস্ট অরগানাইজেশানের চোখ ছিল তার উপরে। মাঝরাতে তার মুম্বাইয়ের ফ্ল্যাটে হানা দেয় তারা। খান নিজে ঘরে ছিলেন না। মেয়ে-বৌকে গুলিতে ঝাঁজরা করে দিয়ে যায়।

তারপর বছর দশেকের জন্যে কোনো খোঁজ ছিল না তাঁর। মারা গেছেন বলে খবরও রটেছিল। ফিরে আসার পর আর কোনো একটা ডিপাটমেন্টে আটকে থাকেননি। আপাতত এই কাল্ট-কিলিঙ সমাধানের ভার ওঁর কাঁধে।

BanglaBook.org

মিনিট কুড়ির মধ্যে এসকের ঘরে ছেলেটিকে নিয়ে আসে গার্ড। তাকে একটা চেয়ারে বসতে নির্দেশ করেন এসকে। তারপর ফাঁকা মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, "আসলে সকাল থেকে এতরকম কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে একেবারে সময় দিতে পারিনি, কী ব্যাপার বলুন তো?"

ছেলেটা বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বলল, "প্রোফেসরকে প্লেনে উঠতে দিলে ভুল করবেন আপনারা।"

—"কোন্ প্রোফেসর! কার কথা বলছেন?" মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন এসকে।

—"প্রোফেসর বসুরায়, তাকে যে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে খবরটা আজ সকালে চোখে পড়েছে আমার।"

ছেলেটিকে আপাদমস্তক জরিপ করেন খান, তারপর ভুরু তুলে বলেন, —"কী করেন বলুন তো আপনি?"

—"আমি আইটি সেক্টারে কাজ করি।" তনিশ মাথা নামিয়ে জবাব দেয়।

—"আইডি বা ওই জাতীয় কিছু আছে?"

পকেট থেকে আইডিটা বের করে এগিয়ে দেয় তনিশ, তারপর বলে, —"দেখুন, যে অ্যাট্যাক প্রোফেসরের উপরে হয়েছে সেটা আমার উপরেও হয়েছে। ভেবে দেখুন মাঝগঙ্গায় অতগুলো লোককে কেউ খুন করল আর একজনকে এমনিই ছেড়ে দিল, এর পিছনে কোনো কারণ নেই?"

—"কী কারণ আছে বলে মনে করছেন?" আইডিটা ভালো করে দেখে নিয়ে খান বলেন।

দুটো হাত একসাথে উপরে তুলে এনে বোঝানোর চেষ্টা করে তনিশ, "এই মার্ডারগুলো একটা সার্কিট বোর্ডের মতো, একটা থেকে আর একটায় ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক যেন একটা ভাইরাস। সব ভাইরাসেরই ছড়িয়ে পড়ার জন্যে একটা হোস্ট দরকার হয়। ইন দিস কেস, হি ইজ দ্য হোস্ট!"

একটু থেমে টেবিলের উপরে চোখ বোলাতে থাকেন এসকে, তারপর ব্যাপারটা বোঝার ভান করে বলেন, "আপনি এসব জানলেন কেমন করে

BanglaBook.org

বলুন তো, আমরা তো এসব ইনফরমেশন এখনও পাবলিক করিনি।”

একটু ইতস্তত করে তনিশ, বলে, “দেখুন, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, আমি যেটা বলছি সেটা ইম্পরট্যান্ট। আমি জানি ফ্লাইট এখনও টেক-অফ করেনি, এখনও সময় আছে।”

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গলা একটু নরম করেন এসকে, বলেন, “দেখো ভাই, জানি না এত কিছু তুমি জানলে কেমন করে। তবে কিছুদিন পরে এমনিতেই দেশের লোক জানতে পেরে যাবে এসব কথা। তাই এ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই, তবে প্রোফেসরকে এখান থেকে শিফট করার সিদ্ধান্তটা আমার নয়, আমি চাইলেও সেটাকে বদলাতে পারি না।”

টেবিল এর উপরে হালকা একটা চাপড় মারে তনিশ, “আপনি বুঝতে পারছেন না, এতগুলো মানুষের লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে।”

মৃদু হেসে মাথা নাড়ান এসকে, “আপনি এখন আসুন, আমাদের কাজ আমাদেরকেই করতে দিন।”

তনিশ বোঝে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কয়েক সেকেন্ড টেবিলের উপরে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থেকে সে বেরিয়ে আসে। বেরোতেই জেমসের নম্বর থেকে একটা মেসেজ আসে তার মোবাইলে, ‘প্রোফেসর অ্যাট এয়ারপোর্ট।’

হতাশ লাগে তনিশের। আজ সকালে খবরটা দেখার পর থেকেই মনটা স্থির থাকছিল না। অফিস করে বেরিয়েই দ্রুত চলে আসে পুলিশ স্টেশানে। সেখান থেকে খোঁজখবর নিয়ে এয়ারপোর্টের কাছে এই ফেসিলিটিটা খুঁজে বের করতেই রাত হয়ে যায়। আসবার আগে ফোন করে এসেছিল। তবে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়। তাও কাজের কাজ হল না কিছু।

বিল্ডিঙের সামনে কয়েকটা বড়সড় ছাউনি করা আছে। এখন তার ভিতরে আর আলো জ্বলছে না। সেগুলো পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল তনিশ। চারপাশটা ধু-ধু করছে। ছড়ানো বিস্তৃত একটা মাঠ। চারপাশে বাড়িঘর খুব একটা নেই, সন্ধে নেমেছে বলে লোকজনও তেমন চোখে

BanglaBook.org

পড়ছে না।

মাঠের বিছানো ঘাসের উপরে বড় সাইজের কিছু পাথর ছড়ানো আছে। তার একটার গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ে তনিশ। ডানহাতে টেনে কয়েক মুঠো ঘাস ছেড়ে। মিনমিন করে সন্ধের হাওয়া বইছে। দূর দিগন্তে আকাশের বুকে একফালি মেঘ জমেছে। আজ রাতের দিকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ফোনটা তুলে নিয়ে জেমসের নাম্বারে একবার ফোন করে তনিশ, ফোনটা কয়েকবার বাজার পর রিসিভ করে সে, তনিশ ছেঁড়া ঘাস বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, "তুই এয়ারপোর্টে কী করছিস?"

—"বড়োলোকের ছেলের জন্য আদিখ্যেতা আর কি, বিদেশ থেকে ফিরছে, আমি সং সেজে দাঁড়িয়ে আছি।"

শুধু সার্কাসের কাজ করে পেট চলে না। তাই মাঝে মাঝে এইসব ভাড়ার কাজ নেয় জেমস। আজ ক্লাউন সেজে দাঁড়িয়ে আছে এয়ারপোর্টের বাইরে। তনিশ ফোন করতে খানিকটা ফাঁকায় সরে এসেছে। প্লেন ল্যান্ড করতে আরও কিছুটা দেরি আছে।

—"কী হবে এবার?" হতাশ গলায় জিজ্ঞেস করে তনিশ।

—"জানি না, সকালে আরিনকে বলেছিলাম। বলেছিল দেখছি।"

—"সে কোথায় এখন?"

—"জানি না, নিনাকে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছে।"

—"ওদেরকে এরকম দুমদাম বেরোতে বারণ কর, বিশেষ করে নিনাকে নিয়ে..."

ওপাশে জেমসের কিছু কাজ এসে পড়ায় ফোনটা কেটে দেয় তনিশ। কিছুক্ষণ সেই ভাবেই ঘাসের উপরে বসে থেকে উঠে পড়ে হাঁটতে থাকে সামনের দিকে। প্রায় দুটো দিন হয়ে গেল আরিন আর যোগাযোগ করেনি। তার রকম-সকম বোঝা মুশকিল। কখনও না চাইতেই জানলায় হানা দেয় আবার কখনও সাধ্য-সাধনা করেও দেখা পাওয়া যায় না।

একটা অজানা আশঙ্কায় ধীরে ধীরে ভরে উঠছিল তনিশের মনটা।

BanglaBook.org

কাউকে বুঝিয়ে কিছু করা যাবে না। আর কিছু করা যাবে না যখন তখন বাড়ি ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। পকেট থেকে ফোন বের করে একটা উবার কল করতে যাবে এমন সময় পাশ থেকে পায়ের আওয়াজ শুনে থমকে গেল তনিশ। রাস্তার ঠিক অপর দিক থেকে দুটো ছায়ামূর্তি হেঁটে আসছে। একজন দীর্ঘদেহী অপরজন তার কোমর ছাড়িয়ে একটু উপরে। তনিশকে আগেই দেখতে পেয়েছে তারা।

—"তোরা এখানে?" অবসন্ন গলায় প্রশ্ন করে তনিশ।

—"জানতাম তুই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ম্যানেজ করতে আসবি বেওড়া মালটাকে। বোঝেনি তো?"

আরিনের কথায় মেশানো ব্যঙ্গটা গায়ে মাখে না তনিশ, বলে, "চেষ্টা করে দেখলাম, আমি মনে করি কিছু কিছু মানুষ রিজনেবলও হতে পারে।"

খ্যাঁকখ্যাঁক করে একবার হেসে আরিন বলে, "আমি মনে করি মানুষ জেনারেলি বাঞ্চোত, কেউ কেউ শুধু একটু কম।"

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নিনার দিকে দেখিয়ে তনিশ বলে, "ওর সামনে ভাষাটাকে একটু জামাকাপড় পরালে ভালো হয়।"

কিছু একটা মনে পড়তে তনিশের কাঁধে একটা হাত রাখে আরিন, তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে, "মেয়েটার কিছু একটা গন্ডগোল আছে, জানিস?"

—"কীরকম?"

—"ওর সঙ্গে থাকলে সবকিছু কেমন অন্যরকম লাগে। রাতে বেয়াড়া সব স্বপ্ন দেখি, যেমন কাল রাতে দেখলাম..."

—"কী দেখলি?"

উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যায় আরিন, মুখ ঘুরিয়ে নিনাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলে, "কিরে, বাড়ি যাবি না আর একটু ঘোরাঘুরি করবি?"

—"বাড়ি যাব" দ্রুত উত্তর দেয় নিনা, "জেমসদা আমাকে পুরো গল্পটা

BanglaBook.org

বলেনি এখনও।"

—"কীসের গল্প?" তনিশ জিজ্ঞেস করে।

—"দিদিকে খুঁজে পাওয়ার গল্প।" আরিনের দিকে দেখিয়ে বলে নিনা।

—"সে তো বলে দিয়েছে।" আরিন বলে।

—"কই বলেছে? কীসের থেকে আওয়াজ আসছিল? জলের তলা থেকে কে ধাক্কা দিল? কে আকাশের দিকে উড়ে গেল? কিছুই তো বলেনি।"

—"ওসব ও জানে না তাই বলেনি..." আরিন কাঁধ ঝাকিয়ে উত্তর দিয়ে সামনে এগোতে থাকে।

—"তাহলে তুমি বলো।" নিনা কৌতূহলী গলায় বলে।

—"আমিও জানি না।"

তনিশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সে মুখ খোলে, মাথা নাড়িয়ে বলে, —"না আরিন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এখন আর তুই অতটা অকূল-পাথারে নেই। কিছু একটা তুই জানিস আর সেটা লুকাচ্ছিস। আমি গল্পটা যতদূর শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে উপর থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় কোনোভাবে জলের উপরে পড়েছিলি তুই। কিন্তু তাহলে নৌকাটাকে জলের নিচ থেকে ধাক্কাটা কে দিয়েছিল?"

—"উবার" গতি থামিয়ে কথাটা বলে আরিন।

—"অ্যাঁ! উবার ধাক্কা দিয়েছিল!"

—"উঁহু, উবার কল কর একটা, এখানে কাছেপিঠে গঙ্গা কতদূর?"

—"তাও গাড়িতে গেলে মিনিট চল্লিশেক, কিন্তু কেন?" ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করে তনিশ।

—"আমরা গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যাব। ব্যস, যা বলেছি করে ফেল।"

ব্যাপারটা বুঝতে পারে না নিনা। সে ভাবে বাড়ি যেতে চেয়ে কিছু একটা গোলমাল করে ফেলেছে সে। তার মুখটা কাঁদোকাঁদো হয়ে যায়। তনিশ

BanglaBook.org

মোবাইলটা বের করেই রেখেছিল। উবার কল করার মিনিট দশেকের মধ্যে একটা সাদা রঙের ডিজায়ার এসে উপস্থিত হয়। আরিন সামনে বসে, তনিশ আর নিনা পিছনে। আরিনের মেজাজ আচমকাই খানিক গরম হয়ে গেছে। কাছাকাছি জেমসও নেই। এ সময় তাকে সামলাতে না পারলে রাস্তা ঘাটে একটা খুনোখুনি লেগে যেতে দেরি হবে না। পিছনে দু'জন তটস্থ হয়ে বসে থাকে।

গাড়ি ছুটে চলেছে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে। চারপাশে ক্রমশ জড়িয়ে ধরতে থাকা রাতের হাতছানিতে সাড়া দিতে শুরু করেছে কলকাতা শহর। রাস্তায় অন্য গাড়ির দেখা মিলছে কদাচিৎ। দেখা গেলেও হাইওয়ের মিটমিটে আলোতে ড্রাইভারের মুখ বা চেহারা কোনোটাই বোঝা যাচ্ছে না। যেন এক ভূতুড়ে মৃত শহরের মাঝখান দিয়ে কোনো রকমে ছুটে পালাচ্ছে গাড়িটা।

জানলা দিয়ে বাইরের ছুটে চলা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে ছিল নিনা, এমন রাস্তার ধারে কতবার শুয়ে রাত কাটিয়েছে সে। কতবার দেখতে ইচ্ছা করেছে এমন আলোজ্বলা অন্ধকার কাচে ঢাকা গাড়িগুলোর ভিতরে কারা বসে থাকে? ওদের দিকে তাকিয়ে কী ভাবে তারা?

গাড়ির ভিতরে ভীষণ ঠান্ডা লাগে তার। এসিটা বড্ড বেশি করা আছে। নিনা দেখেছে বড়লোকেরা গরম একদম পছন্দ করে না। গায়ে ঘাম হলে খুব লজ্জা পায়। এখন ভিতরের তীব্র ঠান্ডায় গাড়ির জানলায় ঘামের মতোই বিন্দুবিন্দু জল লেগে আছে। সেটা হাত দিয়ে মুছে দেয় নিনা।

তনিশ এতক্ষণে মোবাইলে কিছু একটা দেখছিল। নিনা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চাপা গলায় বলে, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

—"শুনলি না? আমাদের এখন খুব গঙ্গার হাওয়া খেতে ইচ্ছে করছে।" ইচ্ছা করেই একটু জোর গলায় বলল কথাটা। যার উদ্দেশে বলা তার মধ্যে কোনো হেলদোল নেই। একমনে উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

BanglaBook.org

রাত ঠিক এগারোটার কাছাকাছি বালি ব্রিজের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। আরিনই দাঁড় করিয়েছে। ওরা তিনজনে নেমে দাঁড়াতে ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল। জনমানবশূন্য রাস্তা ছেড়ে ওরা গঙ্গার দিকে এগিয়ে এল বেশ খানিকটা।

খানিক খোঁজাখুঁজির পর ছোট একটা ঘাট পাওয়া গেল। এ ঘাটটা আগে দেখেনি তনিশ। আকারে ছোটোখাটো, আশপাশের বাড়ি থেকে হয়তো এলাকার লোকজন পুজো করতে আসে এখানে। সামনের বেশ কয়েকটা ধাপ ডুবে আছে জলের তলায়। ছপ্‌ছপ্‌ করে জলের আওয়াজ আসছে, সেই সঙ্গে জলের আশেপাশে লুকিয়ে থাকা কিছু পোকামাকড়ের ডাক।

ঘাটের একদিকের সিমেন্টের বেঞ্চে বসে পড়ল তনিশ, তার পাশে নিনা। আরিন কিন্তু বসল না, একটানা পায়চারি করতে লাগল ঘাটজুড়ে। খোলা হাওয়ায় তার আধবাঁধা চুল উড়ে বেড়াচ্ছে মুখের দু'পাশ জুড়ে, থেকে থেকে হাত দু'টোকে থাই-এর উপরে ঠুকছে সে, যেন কিছুর একটা অপেক্ষা করছে।

—"তুই ঠিক চাইছিসটা কী বলতো?" তনিশ উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে।

—"প্রোফেসরকে যেতে দেওয়া উচিৎ হয়নি।" কঠিন গলায় বলে আরিন, —"আজ প্লেনের ভিতরে কিছু একটা হবে, আমার মন বলছে..."

—"সে কথা তো আমি আগেই বলেছিলাম।" রাগত গলায় বলে তনিশ।

পায়চারি করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ে আরিন, তারপর তনিশের সামনে গিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ে হাত মুঠো করে বলে, "উই হ্যাভ টু স্টপ হিম।"

—"সেটা আর সম্ভব নয়।" তনিশ মুখ নামিয়ে নেয়, "এতক্ষণে প্লেন টেক অফ করে গেছে। তিনি এখন আকাশে, উপরে তাকিয়ে থাক হয়তো প্লেনটা দেখতে পাবি।"

BanglaBook.org

কথাটা কানে যেতেই আরিনের চোখে খুশির ঝিলিক খেলে যায়। সে তনিশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিনার কাঁধে দুটো চাপড় মেরে বিড়বিড় করে বলে, "প্রোফেসরকে আমরা আটকাবই।"

—"মাঝ আকাশে উড়ে উড়ে? তুই উড়তে পারিস না আরিন।" ব্যঙ্গের স্বরে বলে তনিশ।

আরিন তার ডানহাতটা উলটে উপরের দিকে তুলে ধরে চোখ টিপে বলে, "ওয়াই ডু ইউ থিংক আই হ্যাভ দিস ট্যাটু, বেবি?"

হাতের কব্জির কাছে অতিকায় পাখির ট্যাটুটা চোখে পড়ে তনিশের, সে স্বাভাবিক গলায় বলে, "কারণ ওটা তোর স্পিরিট অ্যানিমাল।"

চোখ কুঁচকে একটু হাসে আরিন, "নট মাই 'স্পিরিট' অ্যানিমাল।"

কথাটা বলে একলাফে জলের একদম ধারে গিয়ে জলের ভিতরে দুটো পা ডুবিয়ে বসে পড়ে সে। তারপর ডানহাতের কব্জি অবধি জলের নিচে নিয়ে গিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে নাড়তে থাকে আঙুলগুলো। যেন জলের তলা থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে কাউকে। হাতের আঙুলগুলো সাদাটে জলন্ত আলোর মতো ঢেউ তোলে নদীর জলে।

তনিশ আর নিনা অবাক হয়ে লক্ষ করে আরিনের আঙুলের ডগা ঠেলে কয়েকটা সরু আলোর রেখে বেরিয়ে এসে ছুটে যায় জলের একেবারে গভীরের দিকে। আরিনের চুল তার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে, একমনে প্রায় নাচের মুদ্রার ভঙ্গীতে আঙুল নেড়ে চলেছে সে...

একটু পরেই নিনা বুঝতে পারে কিছু একটা কারণে জলের উপরিতল কাঁপতে শুরু করেছে। কান পেতে শুনলে এখন বোঝা যায় একটা ক্ষীণ... ভীষণ ক্ষীণ অথচ গভীর চিৎকার ভেসে আসছে জলের গভীরতম অংশ থেকে, অনেকটা ঈগলের ডাকের মতো... ধীরে ধীরে জোর বাড়ছে তার... জলের তলা থেকে ক্রমশ উপরে উঠে আসছে কোনো আদিম অতিকায় প্রাণী...

দ্বাদশ অধ্যায় — ম্যাজিক আর মিরাকল

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তনিশের দৃষ্টি সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো ছিটকে আসা জলের ঝাপটায় রুদ্ধ হয়ে গেছিল, সে ছিটকে পড়েছিল প্রায় পাঁচ হাত দূরে, কানে এসেছিল আকাশ ফাটানো সেই তীব্র ঈগলের ডাক, সে আওয়াজে ঘাটের সিমেন্টের মেঝে পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল বারবার। আর সেই সঙ্গে দুটো অতিকায় ডানার হাওয়া কাটানোর শব্দ...

তনিশের হৃদপিণ্ড এতক্ষণে প্রায় থেমে এসেছিল, চোখের সামনে থেকে একটু একটু করে জল সরে যেতে সে কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। তার সামনে দিগন্তছোঁয়া জলরাশির ঠিক উপরে এখন একটা জীবন্ত মিশকালো পাহাড় উড়ে বেড়াচ্ছে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। তার ছড়ানো দু'ভাগ হওয়া ডানার আগার দিকটা সূঁচালো কাঁটার মতো খাঁজকাটা। সরু, লম্বা মুখের একেবারে শেষ প্রান্তে বাঁকানো ঠোঁট, তার ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসছে চিৎকারটা। বুকের কাছে গুটিয়ে রাখা শক্ত দুটো পা দিয়ে মাঝে-মাঝেই শূন্যে কিছু একটা আঁচড়ানোর চেষ্টা করে চলেছে। মুহূর্তে উড়ে যাচ্ছে উপরের দিকে, তার ভেজা গায়ে তখন চাঁদের আলো চিকচিক করে উঠছে, পরমুহূর্তে তীরের মতো নেমে আসছে জলের গা ঘেঁসে... জলের উপরে তার নখের ছোঁয়া লেগে একটা মৃদু তরঙ্গ উঠছে। একটা জীবিত অন্ধকার দানব যেন ক্রমাগত উড়ে চলেছে রাতের গঙ্গার উপর দিয়ে...

—"আরজেন্টাভিস..." তনিশের প্রায় পাথর হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটোর ফাঁক থেকে শব্দটা বেরিয়ে আসে।

নিনা হাঁ করে তাকিয়ে ছিল সেটার দিকে। তার চোখে মুখে এতটুকু ভয় নেই, উড়ন্ত সেই অন্ধকারের দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে সে। গলার কাছটা আবার গরম হয়ে উঠেছে। এবার আর ভয় না, উত্তেজনায়। ছড়ানো ডানার উপরে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি। তারও সমস্ত শরীর

BanglaBook.org

ভিজে গেছে। মুখের দু'দিকে ভেজা চুল লেপটে আছে। সরানোর কথা ভুলেই গেছে সে।

— "এটাই তাহলে ধাক্কা দিয়েছিল নৌকাটাকে?" ছটফটিয়ে উড়তে থাকা পাখিটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে তনিশ।

জলের ঝাপটায় আরিনের জামাকাপড় ভিজে গেছে। সমস্ত শরীর থেকে রঙ ফুটে বেরোচ্ছে এখন। সেটা এইবার চোখে পড়তে নিনা বুঝতে পারে না সে পাখিটাকে দেখবে না আরিনকে। উপরে নিচে মাথা নাড়ে আরিন, —"তখন খুব ছোট ছিল, একটা নৌকা ভেসে আসতে দেখে ধাক্কা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল সামনে কিছু একটা আছে, নাহলে আমাকে বাবা দেখতেই পেত না।"

—"কিন্তু এত বড় একটা পাখি... লোকে এতদিন জানতে পারেনি?"

— "পাওয়ার কথা নয়..." আরিন জলের দিকে আরও খানিকটা এগোতে এগোতে বলে, "ওকে কেউ দেখতে পাবে না। ও নিজে দেখা দিতে না চাইলে ও অদৃশ্য।"

—"কিন্তু জলের নিচে থাকে কী করে?" তনিশ হতবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

উত্তর দেওয়ার বদলে জলের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে বিশেষ একটা আওয়াজ করে আরিন, তারপর ডানহাতটা তুলে ধরে উপরের দিকে, তার হাতের ট্যাটুটা এখন সবুজ উজ্জ্বল রঙে জ্বলছে। সেটা থেকে বেরিয়ে আসা আলোটা চোখে পড়ে পাখিটার। তার ছটফটানি ক্রমশ ধীর হয়ে আসে। দু'বার ডানা ঝাপটে হাওয়ায় শরীর ছেড়ে দিয়ে ঘাটের কাছে উড়ে আসে সে। ওরা তিনজনে সরে দাঁড়ায়। পাখিটা ডানা গুটিয়ে নিয়ে দুটো পা দিয়ে স্পর্শ করে ঘাটের সিমেন্টের মেঝে। হেঁটে দু'পা এগিয়ে আসে। তারপর আরিনের সঙ্গের দু'জন আগন্তুকের দিকে একবার দেখে নিয়ে কাঁধটা নিচু করে নেকড়ের মতো একবার ডাক ছাড়ে। ঠোঁট দিয়ে নিজের ডানাটা পরিষ্কার করে নেয়...

গোটা ঘাটটাই প্রায় ঢেকে গেছে পাখিটার শরীরে। আরিন বাকি দু'জনের

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে বলে, "আর দেরি করে লাভ কী? প্রোফেসর বেরিয়ে যাবে!"

—"আমরা ওর পিঠে উঠব!" অবিশ্বাসের গলায় বলে নিনা।

এগিয়ে এসে দু'হাতে নিনাকে কোলে তুলে নেয় আরিন, তারপর শরীরটাকে পাখিটার প্রায় ডানার কাছাকাছি তুলে ধরে বলে, "হাতের কাছে শক্ত পালক দেখতে পাবি... পেয়েছিস?"

নিনা দু'হাতে পাখির গা হাতড়াতে-হাতড়াতে বলে, "হ্যাঁ, পেয়েছি।"

—"এবার ওটাকে ধরে উপরে উঠতে পারবি?"

আরিনকে আর কিছু বোঝাতে হয় না, নিনা দুটো পা পাখির মেরুদণ্ড বরাবর তুলে নেয়। পাখিটা একবার দুলে ওঠে, মুখে মৃদু আওয়াজ করে।

—"এবার আপনার পালা, স্যার।"

—"আমি!" তনিশ আমতা আমতা করে, "আমি গিয়ে কী করব? তুই একা গেলেই তো কাফি!"

হাত উলটে কাঁধ ঝাঁকায় আরিন, "হয়তো, কিন্তু একা করায় সেই মজাটা নেই, যেটা তুই সঙ্গে থাকলে হয়।"

—"বাবা! আই এম ফ্ল্যাটারড।" তনিশও এগিয়ে আসে। আরিন হেসে বলে, "তোকেও তুলে ধরতে হবে নাকি?"

—"ধরলে ভালো হয়, শুধু কোমরের কাছে ধরিস না।"

—"কেন?"

—"আমার পেটে কাতুকুতু আছে।"

তনিশের জুবুথুবু মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে আরিন, তারপর একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দেয় পাখির পিঠ লক্ষ করে। আরিন পিঠের উপরে গিয়ে বসতেই দুটো ডানা দু'দিকে মেলে দেয় পাখিটা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে সজোরে ডানা ঝাপটিয়ে মাটি থেকে পা তুলে নিয়ে উড়ে যায় বেশ খানিকটা উপরে।

—"আমার কী হবে?" নিচ থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে তনিশ।

BanglaBook.org

—"তোকে নেব না, তোর কাতুকুতু আছে।" কথাটা বলেই পাখিটার গলার উপরে একবার টান দেয় আরিন, সঙ্গে সঙ্গে সে নেমে আসে নিচে, কলকল করে বয়ে চলা জলের দিকে, তীরের ফলার মতো পিঠে দু'জন সওয়ারী নিয়ে জলের ভিতরে ডুব দেয় পাখিটা, শুধু সওয়ারী দু'জনকে দেখা যায় জলের উপরে।

—"ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে তাদের কাছে পৌঁছে যায় তনিশ। পাখিটাও তিনজনকে পিঠে নিয়ে জল ছেড়ে দ্রুত গতিতে উঠতে থাকে উপরে।

নিনা এতক্ষণে খিল্‌খিল্‌ করে হাসতে শুরু করেছে। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় তার মাথার সমস্ত চুল উড়ছে, হাতদুটো দু'দিকে প্রসারিত। তার জলপাই রঙের ফ্রকের সামনের দিক লেপটে আছে বুকে, পিছনের দিক উড়ছে হাওয়ায়। ওদের পায়ের নিচে বিস্তৃত জলরাশি খেলা করে যাচ্ছে, মাথার অনেক উপরে হালকা মেঘের দ্রিমিদ্রিমি আওয়াজ, সেই মেঘ এগিয়ে এলে মাঝেমাঝে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে চাঁদটা। নিকশ অন্ধকার আকাশ লক্ষ করে শন্‌শন্‌ করে উপরের দিকে ছুটে চলেছে পাখিটা। তার ডানায় লেগে থাকা জল মাঝে মাঝে ছিটকে এসে লাগছে ওদের গায়ে।

BanglaBook.org

—"আমাদের কি এখন দেখতে পাবে না কেউ?" হাওয়ার ঝাপটা কাটিয়ে জোর গলায় জিজ্ঞেস করে তনিশ।

—"না, যতক্ষণ ওর পিঠে আছি আমরাও অদৃশ্য।"

যত উপরের দিকে উঠছে তত বেগ বেড়ে চলেছে পাখিটার, যেন আজ আকাশ ছোঁয়ার পণ করেই জল থেকে উঠে এসেছে সে। মধ্যে মধ্যে তার মুখ থেকে সেই চেরা গমগমে আওয়াজটা বেরিয়ে এসে কাঁপিয়ে দিচ্ছে শন্‌শন্‌ করে বয়ে চলা হাওয়াটাকে, নিচে জলস্তর আর আকাশের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে সেই ডাক।

পিছন ফিরে তনিশের দিকে চেয়ে চাপা হাসে আরিন, "কি পাইলট? একবার চেষ্টা করবে নাকি?"

— "মাথা খারাপ? আমার কথা ও শুনবে?" তনিশ আঁতকে ওঠে।

— "ভিতু কোথাকার, কাম অন ট্রাই ইট।" একরকম জোর করেই তনিশকে নিজের সামনে এনে বসায় আরিন। একটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে তাকে। মুহূর্তে ভয়টা কেটে যায় তনিশের। আরিনের হাতটা স্পর্শ করে থাকলে জল হোক কিংবা পাখির পিঠ, কোথাও ভয় করে না। আরিনের বুকে হেলান দিয়ে বসে পাখির মাথার ঠিক উপরে দুটো হাত রাখে তনিশ। অনুভব করে পাখিটার পালকগুলো মোটেই নরম নয়, বরঞ্চ অনেকটা বর্মের মতো শক্ত। ডানা মেলে উড়লে পিঠের উপরে অনেকটা জায়গা তৈরি হয় তার। এতক্ষণ উড়ছে বলে হাওয়ায় তিনজনের শরীরই শুকিয়ে গেছে। এখন নিচে তাকালে ছোট-ছোট লিলিপুট ঘরবাড়ি আর সুতোর মতো রাস্তা বুকে নিয়ে ঘুমন্ত কলকাতাকে একটা খেলনার শহর মনে হচ্ছে।

— "থ্যাঙ্ক ইউ আরিন।" অস্পষ্ট স্বরে বলে তনিশ।

— "বাবা! কীসের জন্যে?" আরিন চোখ বড়বড় করে।

— "আজকের এই দিনটার স্বপ্ন আমি ছোটবেলায় দেখতাম, বড় হতে কবে যেন হারিয়ে গেছিল সব, তুই না থাকলে..."

আরিনের উড়ন্ত চুলগুলো তনিশের মুখের সামনে এসে মুখ ঢেকে দিচ্ছিল বারবার, আরিন নিজেই হাত দিয়ে সেগুলো সরিয়ে মাথার পিছনে ফেলে বলে, "কী হত আমি না থাকলে?"

একটু ভেবে আরিনের ভঙ্গী নকল করে তনিশ, "গাঁড় মেরে যেত।"

সশব্দে হেসে ওঠে দু'জনেই। ওদের হাসির শব্দ যেন দূরে ছড়িয়ে থাকা শহরের গায়ে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

এভাবে কলকাতাকে আগে দেখেনি কেউ। ডানাটা বারবার তনিশের দৃষ্টি ঢেকে দিচ্ছে, সেটা সরে গেলে আবার শহর দেখা যাচ্ছে। হলদে স্ট্রীট লাইটের আলোয় মোড়া শহর, ব্যস্ত ঠেলাগাড়িওলার ধুলোমাখা ঘুমন্ত চোখের শহর, রাতের সার বাঁধা শাটার নামানো মুদিখানার দোকানের শহর, আগে কোনোদিন দেখেনি, তাও এত উপর থেকে শহরটাকে যেন আরও

BanglaBook.org

চেনা মনে হল তনিশের। সবাই কি ঘুমিয়ে আছে? কেউ কি চোখ মেলে তাকিয়ে নেই আকাশের দিকে? এক আদিম অতিকায় পাখি সত্যি আকাশ চিরে উড়ে চলেছে কিনা দেখার চেষ্টা সত্যি কেউ করছে না?

পাখির ডাক ছাপিয়ে একটা যান্ত্রিক শব্দ কানে এল তনিশের। সেদিকে তাকিয়ে দেখল দিগন্তরেখার একপাশে একটা আলোকিত বিন্দু ফুটে উঠছে। গনগনে শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। একটু একটু করে বড় হচ্ছে আলোটা।

—"প্রোফেসর ইনকামিং..." বিড়বিড় করে বলল আরিন, তারপর পাখির মুখটা ঘুরিয়ে দিল সেদিকে। তনিশ বলল, "প্লেনটা এখনও মাটি ছেড়ে বেশি উপরে ওঠেনি, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে নইলে বেশি উপরে উঠলে কম এয়ারপ্রেশারে আমরাই অজ্ঞান হয়ে যাব।"

—"যে করে হোক থামাতে হবে প্লেনটা..."

বলেই নিনার দিকে ফিরল আরিন, "তোর পিঠের ব্যাগে জল আছে না?"

—"হ্যাঁ, আছে। দেব?" পিঠের ব্যাগ খুলে একটা জলের বোতল এগিয়ে দেয় নিনা। আরিন কিন্তু নেয় না সেটা, মাথাটা নিচু করে বলে, আমার মাথায় ঢালবি পুরোটা, যাতে সারা গায়ে পড়ে।"

—"কিন্তু কেন?"

— "আঃ, যা বলছি কর, সময় নেই।"

সত্যি আরও খানিকটা স্পষ্ট হয়েছে এখন প্লেনটা। চতুর্দিকটা উজ্জ্বল আলোয় ছেয়ে গেছে। আওয়াজে কান পাতা দায় হবে আর একটু পরে। নিনা আর কথা না বাড়িয়ে বোতলের ছিপি খুলে আরিনের মাথায় ঢালতে থাকে জলটা। আরিন দু'হাতে সেটা নিজের সমস্ত শরীরে মাখতে থাকে। জলন্ত আগুনের মতো রঙে জ্বলে ওঠে তার শরীর।

—"এভাবে পাইলটকে ডিস্ট্র্যাক্ট করবি তুই?" তনিশ এতক্ষণে বুঝতে পেরে বলে কথাটা।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সামনে জলন্ত কিছু দেখলে পাইলট আর এগোবে না কিছুক্ষণ, আমাদেরও সেই সুযোগে যা করার করতে হবে। উই ক্যান্ট চেঞ্জ আফটার আ রানিং প্লেন..."

পাখিটা এতক্ষণে প্লেনের গতির প্রায় সোজাসুজি এসে পড়েছে। আরিন সেদিকে তাকিয়ে একটু একটু করে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত গায়ে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।

—"কিন্তু আমরা এর পিঠে আছি, আমাদের তো দেখতেই পাবে না কেউ।"

কথাটার আর উত্তর দিল না আরিন। মাথার মধ্যে কিছু একটা ভাবনা চলছে তার। পাখিটার স্থির, মেলে দেওয়া ডানাটার প্রায় একটা ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড কি যেন ভাবল, তারপর আচমকাই একটা লাফ মারল নিচে, তনিশ আর নিনা চমকে ওঠার আগেই তার জলন্ত শরীরটা এক সেকেন্ড হাওয়ায় স্থির হয়ে মাটির টানে নামতে লাগল নিচের দিকে।

—"এ কী করছিস!" তনিশের আর্ত চিৎকার উড়ন্ত তেজি হাওয়াতেই মিলিয়ে গেল, সে উঠে দাঁড়িয়ে একপ্রান্তে এসে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল আরিনের সোনালী রঙের শরীরটা হাত-পা ছড়িয়ে গিয়ে নামছে জলের দিকে। এত উপর থেকে নিচে পড়লে জল আর কংক্রিটে পার্থক্য থাকে না, তনিশের বুকের কাছটা গরম হয়ে উঠল। ব্যাপারটা হয়তো প্লেনের পাইলটের চোখে পড়েছে, যান্ত্রিক শব্দ কিছুটা কমে থেমে গেছে প্লেনটা।

প্লেনটা থেমে যেতেই এতক্ষণ প্রায় মৃতের ভান করে থাকা পাখিটা হঠাৎই সজীব হয়ে উঠল। তীব্র ক্ষিপ্রতায় দুলে উঠল তার ডানাগুলো, প্রায় আলোর গতিবেগে হাওয়া কাটিয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল সে, নিনা আর তনিশ শক্ত করে চেপে ধরল পাখির শক্ত পালকগুলো, এত গতিতে নিচে নামছে পাখিটা যে ওদের চোখের সামনে সমস্ত কিছু প্রায় অন্ধকার হয়ে এল কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

আরিনের জলন্ত শরীরটা জলে গিয়ে পড়ার আগেই সূচালো ঠোঁটের ডগায় তাকে ধরে ফেলল পাখিটা। তারপর মুখের এক ঝটকায় তাকে ছুঁড়ে দিল উপরের দিকে। উড়ে এসে পাখির পিঠের উপরে পড়ল আরিন। তাকে পিঠে নিয়ে আবার উপরের দিকে উঠতে শুরু করল পাখিটা।

তনিশ আর নিনার এতক্ষণে দম বন্ধ হয়ে এসেছে। পুরো ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছে তারা দু'জনেই এখনও বুঝতে পারেনি। নিনা হতবাক চোখে চেয়ে আছে আরিনের চিৎ হয়ে পড়ে থাকা শরীরটার দিকে। বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে তার। কোমরে হয়তো খানিকটা চোট লেগেছে। হাত দিয়ে ঘষে সেটা সারানোর চেষ্টা করছে।

—"কোয়াইট আ শো!" কথাটা বলে ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। চোখের কোল থেকে খানিকটা কাজল ঘেঁটে গেছে। তনিশ থমথমে মুখে সেদিকে এগিয়ে বসল, "শো তো হল। কিন্তু প্রোফেসরকে আটকানো যাবে কী করে?"

কোমরের পাশে গোঁজা রডটা বের করে হাতে নিল আরিন। তারপর পাখির মাথার দিকে সরে এসে বসল। তনিশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর পাইলট হওয়ার ইচ্ছা ছিল না? প্লেনের জানলায় ক'টা পেন থাকে?"

—"তিনটে, বাইরেরটা সব থেকে শক্ত।"

—"তিনটের মধ্যেই যদি একটা ছোট ফুটো থাকে তাহলে কি হবে?"

তনিশ দু'পাশে মাথা নাড়ায়, "এই হাইটে তেমন কিছু হবে না, এখনও এয়ারপ্রেশার তেমন কিছু কমে যাওয়ার কথা নয়..."

আরিনের মুখটা উজ্জ্বল হল, নিনার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "কিরে তোর ভয় করছে নাকি?"

নিনা উচ্ছ্বাসে ধরা গলায় উত্তর দেয়, "একদম না।"

—"এই জলের তলায় কিন্তু একটা বিরাট সাপ থাকে। সেটা যেকোনো সময় বেরিয়ে আসতে পারে..."

BanglaBook.org

—"তুমি তাকে হারাতে পারবে না?"

—"তোর মনে হয় আমি পারব?"

—"তুমি সব পারবে।"

একহাতে নিনার গাল টিপে দেয় আরিন, তনিশ উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, "তুই কি জানলা ফুটো করে ঢুকবি ভাবছিস?"

—"আমার ঢোকার দরকার নেই।"

—"তাহলে কী করে হবে?"

— "লেটস সি।"

পাখিটা এতক্ষণে উড়ে এসে প্লেনের একেবারে উপরে ভাসছে। আরিন আবার ডানার কাছে গিয়ে একটা ছোট লাফ দিয়ে নেমে এল প্লেনের ছাদে। আর একটু হলে গড়িয়ে নিচে পড়ছিল, কিন্তু তার আগেই শরীরের ভার সামলে নিয়েছে। ছাদ থেকে আর একটা লাফে ডানার লাগোয়া জেট ইঞ্জিনের উপরে নেমে এল। জল থেকে এখন অন্তত কয়েকশো মিটার উপরে ভাসছে প্লেনটা। সামনে আগুন জাতীয় কিছু একটা দেখে পাইলট থামিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্লেনটাকে। তাছাড়া আকাশে মেঘ, সামনে কি আছে সেটা ভালো দেখা যাচ্ছে না এখনও।

গোল পাখাওয়ালা জেট-ইঞ্জিনগুলোর উপরে দাঁড়ালে প্লেনের লাগোয়া জানলাগুলো দেখা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে জানলাগুলো দিয়ে দেখার চেষ্টা করল আরিন। প্রোফেসরকে দেখা যাচ্ছে না। লোকটার ছবি কাগজে দেখেছে সে। একবার দেখলেই চিনতে পারবে।

আচমকা একটা উইন্ডোর উপরে চোখ আটকে গেল আরিনের। হ্যাঁ জানলার ঠিক পাশেই বসে আছেন প্রোফেসর। একটা বইতে মুখ দিয়ে কি যেন পড়ে চলেছেন।

আকাশের দিকে একবার তাকায় আরিন, এতক্ষণে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদটা। প্লেনের নিচে আর সামনে মোট চারটে আলো জ্বলছে, বাদবাকি জায়গাটায় কোনো আলো নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানলায় কিছুটা

BanglaBook.org

বাইরে কেউ এসে দাঁড়ালেও ভিতর থেকে তাকে চোখে পড়বে না।

প্লেনের ডানা বেয়ে জানলাটার কাছে এসে দাঁড়ালো আরিন, না! এখনও কারো চোখে পড়েনি তাকে। তার হাতে হেলরিল একটু একটু করে সজাগ হয়ে ওঠে। মিশমিশে সরু একটা ফলা বেরিয়ে আসে সেটা থেকে—তীক্ষ্ণ, সূচালো। হালকা সাদাটে আলোয় ভরে যায় চারিদিকে।

প্লেনের ভিতর থেকে বনবন করে একটা আওয়াজ আসছে। এবার হয়তো আবার চালু হতে শুরু করেছে ইঞ্জিনটা। পাখাগুলো এক্ষুনি আবার ঘুরতে শুরু করবে।

আরিন আর সময় নষ্ট না করে সরু অস্ত্রটা সজোরে বসিয়ে দেয় জানলার উপরে। হালকা মচমচ শব্দে ভিতরে ঢুকে যায় সেটা। প্রায় আধইঞ্চি সরু একটা ফুটো তৈরি হয় জানলায়। খুব ক্ষীণ আওয়াজ প্রোফেসরের কানেও পৌঁছায়। তিনি জানলার দিকে ঘুরে তাকান, কিন্তু আরিনকে দেখতে পান না। বিক্ষিপ্ত কিছু শব্দ বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে।

প্রোফেসর কিছু একটা বলে চলেছেন। তাঁর গোটা মুখ জুড়ে পরিতৃপ্তির হাসি। অনেকদিন খোঁজাখুঁজির পর সত্যি কিছুর খোঁজ পেয়েছেন।

আরিন নিচু হয়ে বসে পড়েছিল। এবার সে আবার উঠে দাঁড়ায়। ভিতরে একটা ঘন খয়েরি রঙের আলো জ্বলছে। ঝলমল করছে চারিদিক। প্রোফেসরের পাশেই বসেছে একটা বিদেশী পরিবার। তারা সবাই প্রায় গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে। আইল পেরিয়ে অন্যদিকের সীটে যতদূর চোখ যায় প্রায় সবাই ভারতীয়। তাদের কেউ ঘুমে আচ্ছন্ন, আবার কেউ ম্যাগাজিনে মুখ ডুবিয়েছে।

আরিন বুঝতে পারে এরা কেউই জানলার বাইরে তাকাবে না আপাতত, সে জানলায় তৈরি হওয়া ফুটোটায় কান রেখে ভিতরের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করে। কী বলে চলেছেন প্রোফেসর?

মৃদু আওয়াজ কানে আসে, কিছু একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন। তার মধ্যে সাপ কথাটা কয়েকবার কানে এল তার।

BanglaBook.org

শুনেই আরিনের নার্ভগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠল। কানটা জানলা থেকে তুলে নিল সে, প্রোফেসর এতক্ষণ দেখতে পেয়েছেন তাকে। কিন্তু তার চোখমুখ এতটুকু পরিবর্তিত হয়নি তাতে, যেন আরও বেশি বিস্ময়কর কিছু একটা জানলার বাইরে চোখে পড়েছে তার। আঙুল তুলে আরিনের মাথার পাশ দিয়ে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করছেন তিনি। কথাগুলো শুনতে পায় না আরিন, কিন্তু প্রোফেসরের ঠোঁটের নড়া দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না তার।

—"সাপ তোর প্যান্টের ভিতরে দেখ বাঞ্চোদ..." বলে একহাত দিয়ে সূচালো দিকটা প্লেনের গায়ে গেঁথে আরও কিছুটা জানলার দিকে সরে এসে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে একটু আগে করা গর্তটার কাছে মুখ এনে কিছু একটা উচ্চারণ করতে থাকে আরিন। খুব দ্রুত... তার চোখ দুটো থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মণি সরে যায়। চুলের সোনালী রেখাগুলো অন্ধকারের মধ্যেও ঝলসে ওঠে...

আরিনের বলা শব্দগুলো মৃদুস্বরে কানে যেতেই প্রোফেসরের মুখের রেখাগুলো দ্রুত বদলে যেতে থাকে। এতক্ষণের উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনাটা মিলিয়ে যায়। আরিনের মুখের দিকে অবোধ শিশুর মতো অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন। ঘুম পায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাথাটা পিছনের গদিতে ঢলে পড়ে। গভীর ঘুমের অতলে তলিয়ে যান প্রোফেসর।

প্রোফেসরের চোখে ঘুম নামতে আরিন মুখ নামিয়ে নেয়। সরু অস্ত্রটা তুলে নিতে তার শরীরটা আবার ডানার উপরে খসে পড়ে। হাঁটুতে একটু ব্যথা পায় সে।

এতক্ষণে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে জেটইঞ্জিন, আবার গতি নিচ্ছে প্লেনটা। প্রবল দানবিক শব্দে দু'হাতে কান চেপে ধরল আরিন। প্লেনটা গতি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর শরীরের ভার রাখতে পারছে না। হেলরিলটা কোনোরকমে কোমরের খাপে গুঁজে ডানার উপর উঠে দাঁড়াতেই তীব্র ঝটকায় অনেক দূরে ছিটকে পড়ল সে।

BanglaBook.org

বাতাস বেয়ে নেমে আসতে লাগল আরিনের শরীর। আকাশ এতক্ষণে ভারী মেঘে সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে, চারপাশে থমকে থাকা হাওয়া বিরাট আকাশযানটার সঙ্গেই যেন গতি পেয়েছে। সেই অদম্য হাওয়ার ঢেউ তাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে সেটা বুঝতে পারল না আরিন। নিচে তাকালে অনন্ত বিস্তৃত জলরাশি আর উপরে প্লেনটা সরে গিয়ে আকাশের আউটলাইন চোখে পড়ছে, চিৎ হয়ে নিচের দিকে পড়তে লাগল আরিন, কানে আসছে সেই পরিচিত ডাকটা। ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে...

হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে শরীরটাকে পালটে নিল আরিন। আজ রাতে দ্বিতীয়বারের মতো তার দেহটা আছড়ে পড়ল চেনা মেরুদণ্ডের উপরে। দুটো নরম কচি হাত এসে পড়ল তার কাঁধে, "দিদি..."

কনুই-এর উপরে ভর দিয়ে উঠে বসল আরিন। একটা হাত তুলে অভয় দিয়ে বলল, "আমি ঠিক আছি।"

—"আর প্রোফেসর?" তনিশ জিজ্ঞেস করল।

—"মালটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি, সকালের আগে ভাঙবে না।"

দু'জনের মুখই আশ্বস্ত দেখাল। প্লেনটা যেদিকে উড়ে গেছে পাখিটা উড়ে চলল তার বিপরীত দিকে। এখন বেশ দুলকি চালে চলেছে সে। জলের বেশ কাছাকাছি এসে হাওয়ার স্রোতে গা ভাসিয়ে উড়ে চলেছে।

ব্যাপারটা ভেবে বেশ অবাক লাগল তনিশের। কিছুদিন আগেও এমন গভীর রাতে অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াত সে। চেনা শহরের মাঝে অচেনা করে নিতে চাইত নিজেকে, আর আজ এই আদিম অবলুপ্ত প্রাণীর পিঠে চেপে দুটো স্বল্প পরিচিত মানুষ, যাদের দু'জনের হাতেই রক্তের দাগ লেগে রয়েছে, তাদের মাঝে আশ্চর্য নিরাপদ মনে হচ্ছে নিজেকে। আরিনকে কিছু একটা প্রশ্ন করছিল নিনা, তনিশ বলল, "আচ্ছা, এই পাখিটা যেমন ধর অন্য একটা জগত থেকে এসে আমাদের মধ্যেই ছিল, অথচ আমরা জানতাম না, তেমন এই খুনগুলো যে করছে সেও ধর বহুদিন হল আমাদের মধ্যে আছে, আমরা জানতে পারিনি।"

BanglaBook.org

আরিন সামনের জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মাথা নাড়ায়, —"তাও হতে পারে, বাবা আমাদের গল্প বলত জলের মধ্যে কী একটা বড়সড় প্রাণীকে নাকি দেখেছিল একবার।"

—"কীরকম প্রাণী?"

—"তা জানি না, তবে সেটা ডাঙায় উঠে এসে একটা খোঁড়া কুকুরকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছিল। মারেনি কিন্তু, জীবিত অবস্থাতেই খেয়েছিল। প্রথমে সেই অঙ্গগুলোই খেয়েছিল যেগুলো খেলে মরবে না, শুধু যন্ত্রণা পাবে..."

—"কীরকম প্রাণী?"

—"সেটা বাবা লক্ষ করেনি, তবে তারপরে আর দেখতে পায়নি কোনোদিন।"

—"মেরে ফেলার আগে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারটা মিলছে, বাকিটা এখনই বোঝা সম্ভব নয়।"

নিনা এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো, সে বলল, "আচ্ছা এমনও তো হতে পারে ওই প্রাণীটাকে শায়েস্তা করার জন্যই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছিল কেউ।"

আপাতত একদিকের ডানার পাশ বরাবর পা ঝুলিয়ে বসেছে তিনজনে, মাঝখানে আরিন, একপাশে তনিশ অন্যপাশে নিনা। ঢিমে গতিতে জলে পা ছুঁইয়ে উড়ে চলেছে পাখিটা। জলের কুলকুল শব্দের সঙ্গে বিরাট ডানার পালকে হাওয়ার ঝাপটার শব্দ এসে মিশছে। এখন আর ডাকছে না পাখিটা, দু'পায়ে জল মেখে একইভাবে উড়ে চলেছে সে।

—"আমারও তাই মনে হয়।" তনিশ বলে ওঠে, "যে পাঠিয়েছিল সে বুঝতে পারেনি তোর স্মৃতি লোপ পাবে, এমন আরও কিছু আছে হয়তো যেটা তুই এখন জানিস না, অথচ আগে জানতিস..."

—"ধুর ওসব কিছু না, আই অ্যাম জাস্ট ওয়ান হোপলেস হিউম্যান বিয়িং..."

BanglaBook.org

কাঁধ ঝাঁকায় তনিশ, তারপর আরিনকে পেরিয়ে নিনাকে দেখিয়ে বলে, —"এই মেয়েটার মুখটা দেখ, ও ছোটবেলায় নিজের মাকে পুড়ে মরতে দেখেছে, বাবাকে নিজের হাতে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে, তোর কোমরের ছোট্ট লাঠিটা যদি না থাকত ওর রক্তাক্ত রেপড লাশটা এতদিনে কোনো লাশকাটা ঘরে মাংসের ডেলা হয়ে পড়ে থাকত।"

কাল যে প্লেনটা দিল্লীতে ল্যান্ড করবে সেই প্লেনের সবক'টা মানুষ আজ রাতেই বন্ধ প্লেনের ভিতরে খুন হয়ে পড়ে থাকত যদি তুই না থাকতিস..." হাতটা ভাঁজ করে আরিনের কাঁধে রাখে তনিশ, তারপর সেই হাতের কনুইয়ের খাঁজে মাথা রেখে একটা আঙুল দিয়ে দূরে স্ট্রীট ল্যাম্পের হলদে আলো আর জমাট অন্ধকারে ভেসে যাওয়া কলকাতার দিকে দেখিয়ে বলে, "ওই শহরটা দেখতে পাচ্ছিস আরিন? দেখতে পাচ্ছিস ওর অলিতে গলিতে দারিদ্রের ছাপ, ওখানে এখনও মাঝরাতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় মেয়েদের, এখনও মানুষ রাস্তার ধারে শুয়ে রাত কাটায়, মাথায় ছাদ নেই, পেটে ভাত নেই, ওখানে এখনও রাজনৈতিক নেতারা ধর্ম কিংবা জাতপাত মাড়িয়ে ভোট চায়, তাও এই হোপলেস শহরের হোপলেস মানুষগুলো রাতে একটা মিরাকেলের স্বপ্ন নিয়ে ঘুমোতে যায়, ভাবে কাল সকালে একটা নতুন ম্যাজিক হবে, রাতারাতি পালটে যাবে সব, কিন্তু যায় না... তুই সেই ম্যাজিক আরিন, সেই মিরাকল, তুই সেই মেয়েটা যার স্বপ্ন এখন এই গোটা ঘুমন্ত শহরটা চোখে বুজে দেখছে... যে তোকে এখানে পাঠিয়েছিল সে ভেবেছিল এতগুলো মানুষের ভিতরে সেই মিরাকেলটা ছড়িয়ে দিবি তুই... সেটা হল না, উলটে এই শহরটা তোকেই হোপলেস করে দিয়েছে..."

কিছুক্ষণ কোনো কথা হয় না। আরিন বাঁদিকে তাকিয়ে দেখে তার কাঁধে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে নিনা। জোলো হাওয়ায় ঘুম আসতে বেশি দেরি হয় না। দু'হাতে তার কাঁধ আর কোমরের কাছে ধরে পাখিটার মাথার কাছে তাকে শুইয়ে দেয় আরিন। তারপর আবার তনিশের কাছে এসে

BanglaBook.org

বসে পড়ে, কিছুক্ষণ একটানা জলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, "সবারগুলো বললি, নিজেরটা বললি না তো।"

—"নিজের কোনটা?"

—"তোর জন্যে কিছু করিনি আমি?"

উপরে নিচে মাথা নাড়ে তনিশ, "জল থেকে বাঁচিয়েছিলি আমাকে।" কথাটা বলে একটু থামে তনিশ, কী যেন ভেবে বলে, "আচ্ছা কেন বাঁচিয়েছিলি বলতো?"

আরিন নিনার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিল, মুখ ঘুরিয়ে বলে, "কারণ সেদিন রাতে তোর মধ্যে আমি কিছুটা নিজেকে দেখেছিলাম... হোপলেস, কী করতে হবে কিছুই জানা নেই, শুধু করে চলেছি, কেন এসেছি, কোথা থেকে এসেছি, কী আমার কাজ কিছুই জানি না... তোরও বোধহয় গতে বাঁধা জীবনটা আর ভালো লাগছিল না সেদিন..."

—"সেতো কোনোদিনও লাগে না, সেদিন একটা অন্য ব্যাপার হয়েছিল।"

—"কী ব্যাপার?" একটু উৎসাহী গলায় জিজ্ঞেস করে আরিন।

তনিশ উদাস গলায় বলে, "আমাদের সবার জীবনে একটা সময় আসে যখন আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে খুব ভারী হয়ে যাই। দায়িত্ব বাড়তে বাড়তে একসময় আমরা হাল ছেড়ে দি, জীবনটা একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকে। সে রাতে জলে পড়ার পর একসময় আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। মৃত্যুটাকে বেশ শান্তিতে মেনে নিচ্ছিলাম। এমন সময় একটা হাত আমাকে আটকে দিল, আর অমনি, ওই ক'টা মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হল নিজের দায়িত্ব নিজে না নিলেও চলবে, আর হাত পা ছোঁড়ার কোনো দরকার নেই। ঠিক কোনোভাবে জলের উপরে উঠে আসব আমি..."

আরিনের আর একটু কাছ ঘেঁষে বসে তনিশ, আগের থেকে নিচু, চাপা গলায় বলে, "জানিস আরিন, আমাদের মাঝে মাঝে খুব সেফ ফিল করা দরকার। মাঝে মাঝে এটা অনুভব করা দরকার যে আমরা একটা

BanglaBook.org

মহাজগতে নয়, একটা বেশ শক্তপোক্ত দশফুট-বাই-দশফুট ঘরের ভিতর থাকি...”

আরিন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছু বলার আগেই তার মুখের উপরে কয়েকটা উজ্জ্বল বিন্দু ফুটে ওঠে। এতক্ষণ আকাশের কোণে কালো মেঘ জমেছিল, এখন সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি নেমেছে।

দু'হাতে মুখটা মুছে নেয় আরিন, “গাঁড় মেরেছে... কী হবে এবার?”

—“কী আবার হবে?” তনিশ একটা হাত প্রসারিত করে বৃষ্টির ফোঁটা হাতে ধরতে ধরতে জিজ্ঞেস করে।

—“আমি বৃষ্টিতে ভিজিনি কোনোদিন, বাবা ভিজতে দেননি।”

—“আমিও ফিয়ারিটেল প্রিন্সেসের সঙ্গে পাখিতে চড়ে গঙ্গার উপর দিয়ে উড়ে বেরাইনি কোনোদিন।”

দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে তনিশ। আস্তে আস্তে বৃষ্টির তেজ বেড়ে উঠছে। জলের কলকল শব্দ এতক্ষণে ভারী ফোঁটার ঝমঝম আওয়াজে ঢাকা পড়তে শুরু করেছে। দু'পাশের অনন্ত জলরাশির উপরে ঝরঝর করে ঠান্ডা জলের ফোঁটা এসে পড়ছে।

হঠাৎ করেই তনিশের পকেটের ফোনটা বেজে ওঠে, সেটা পকেট থেকে বের না করেও সে বুঝতে পারে এত রাতেও বাড়ি ফেরেনি বলে মা ফোন করছে, বৃষ্টিতে সেটা বের করলেই ভিজে যাবে, বের করে না তনিশ, রবীন্দ্রসংগীতের সুর বেজে যায় একটানা— ‘এসো শ্যামল সুন্দর, আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা। বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে...’

আরিনের সমস্ত গা জুড়ে এখন রঙের খেলা শুরু হয়েছে। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারা যেন একটার পর একটা নতুন রঙে রাঙিয়ে তুলছে তাকে। চারপাশের জমাট অন্ধকার বারবার ফিকে হয়ে যাচ্ছে সেই রঙে। তার শরীরে এই আশ্চর্য রঙিন খেলায় কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছে আরিনের। সে দু'হাতে নিজেকে যতটা সম্ভব আড়াল করে বসে আছে মাথা নামিয়ে। কিন্তু আড়াল হচ্ছে না কিছুই। মাঝগঙ্গার এই জনশূন্য বিপুল জলরাশির উপর

BanglaBook.org

আরিনের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় তনিশের
শরীরটাও ঝলমল করছে এখন।

সেই অতিমানবীর উজ্জ্বল বর্ণময় শরীর পৃথিবীর অন্য যে কোনো সৌন্দর্যকে মুহূর্তে ম্লান করে দেয়।

একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেয় তনিশ। মুখ না তুলেই নিজের একটা হাত সেই হাতের উপরে রাখে আরিন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। মুখোমুখি হয় দুটো মানুষ, তাদের একজনের আলো আর একজনের গায়ের উপরে এসে পড়েছে। একজনের নিঃশ্বাস অপর জনের মুখে। গান থামেনি এখনও— 'সে যে ব্যথিত হৃদয় রয়েছে বিছায়ে, তমালকুঞ্জপথে সজল ছায়াতে, নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী...'

কোথা থেকে এসে একঝাঁক জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে আরিনের শরীরের চারপাশে। তাদের উজ্জ্বল নিয়ন আলো মিশেছে আরিনের শরীরছোঁয়া গোলাপি, নীল আর বেগুনি রঙে, ধোঁয়ার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তারা। সেই ধোঁয়া এসে চাদরের মতো ঢেকে ফেলল দুটো মানুষকে।

তনিশ মুখ তুলে দেখে আরিনের নত হয়ে থাকা মুখে কপাল থেকে গড়িয়ে জল নামছে ঠোঁটে, দুটো ঠোঁট কাঁপছে তিরতির করে। দীর্ঘ চোখের পলকগুলো তুলে একবার তনিশের দিকে তাকিয়েই আবার চোখে নামিয়ে নেয় সে। আরিনের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় তনিশের শরীরটাও ঝলমল করছে এখন। ভিজে চুলের ভিতর থেকে এক অপার্থিব গন্ধ এসে গ্রাস করে তনিশকে, সে চুল সরিয়ে একটা হাত রাখে আরিনের গলার পাশে... তারপর মৃদু টানে তাকে আর একটু কাছে নিয়ে এসে স্পর্শ করে কাঁপতে থাকা ঠোঁট দুটোকে। নিভৃত মুহূর্তগুলো কাটতে থাকে শুধু জলের শব্দে...

* * * * * * * *

কতক্ষণ পরে চোখ খুলল নিনার তা সে নিজেও জানে না। উপরে তাকিয়ে খোলা আকাশ আর গতিশীল তারা দেখতে পেয়ে বুঝল এখনও পাখির পিঠে চেপেই উড়ে চলেছে তারা। কোমরে ভর দিয়ে উঠে বসে

একটু দূরে আরিন আর তনিশকেও ঘুমিয়ে থাকতে দেখল। নিজের সমস্ত শরীরে কাঁপুনি লাগছে তার। একে এরকম জোলো হাওয়া, তার উপরে বৃষ্টি পড়ে তার জলপাই রঙের ফ্রক ভিজে গেছে।

নিনা খেয়াল করল সে পাখিটার মাথার কাছে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে মাথা তুলে মৃদু শব্দ করছে পাখিটা। সামনের দিকে তাকিয়ে জলের উপরে দৃষ্টি রেখেই অবাক হয়ে গেল। জলের উপরে যেন এতক্ষণ আগুন জ্বলছিল, এইমাত্র নিভে যেতে কেবল জলের গা বেয়ে শেষ আগুনের রেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এমন অদ্ভুত দৃশ্য আগে দেখেনি সে। সত্যি যেন এইমাত্র জলের উপরে যুদ্ধ হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার তো...

নিনা আরও ভালো করে দেখার চেষ্টা করল, এর উপর দিয়ে কোথায় উড়ে চলেছে পাখিটা? আরও সামনে তাকাতেই আর একটা জিনিস চোখে পড়ে তার— অনেকটা দূরে একটা গোল রিঙের মতো কিছু জলের উপরে ভাসছে। উজ্জ্বল আগুন দিয়েই যেন তৈরি রিংটা। ছিটে ছিটে আগুনের রেখা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই জলের উপরে দাঁড়িয়ে আছে রিংটা।

একটু ভয় লাগে নিনার, সে পিছিয়ে এসে প্রথমে আরিনকে ঠেলা দেয়, —"দিদি, সামনে কিছু আছে... দিদি..."

আরিন কিন্তু ওঠে না, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। তনিশকেও দু'বার ঠেলা দেয় সে, কোনো লাভ হয় না। সামনে তাকিয়ে নিনা বুঝতে পারে পাখিটা সেই রিঙের দিকেই উড়ে চলেছে... রিঙের ভিতরে এতক্ষণে আবার আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। ভয়াবহ সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে ভয়ে বুক কেঁপে যায় তার...

—"না, যেও না ওদিকে... যেও না..." পাখিটার মাথার কাছে এসে নরম হাতে জোরে জোরে বাড়ি মেরে বলতে থাকে নিনা, কিন্তু পাখিটা একইভাবে উড়ে চলে সেই রিং লক্ষ করে... আর কয়েক হাতের মধ্যেই আগুন... নিনা চোখ বন্ধ করে নেয়... উন্মাদ বেগে পাখিটা ডানা মেলে দেয় রিঙের ভিতরের সেই আগুনের দিকে...

BanglaBook.org

ত্রয়োদশ অধ্যায় — কোতোয়াল

—"টক্-টক্-টক্-টক্-" গাছের গায়ে যেন ঠোকর মেরে চলেছে কেউ, সরু ঠোঁট দিয়ে। অনেক উঁচু থেকে খুব মিহি ধুলোর পরত এসে পড়ছে পায়ের উপরে। নিনার চোখ এখনও খোলেনি, তাও মনে হল একটু দূরে সকালের রোদ উঠেছে। অথচ তার মুখে রোদ পড়ছে না এখনও! কি ব্যাপার?

চট করে চোখ খুলেই নিনা দেখল হলদে রঙের গোল কিছুর একটা উপর সে শুয়ে আছে। তার গোটা শরীরের উপরে একটা বিরাট বড় পাতা ঝুঁকে পড়ে দোল খাচ্ছে। পাতাটার জন্যেই ঢেকে আছে রোদটা। পায়ের দিকে তাকাতেই এতক্ষণ ধরে এসে পড়া ধুলোটা দেখতে পেল নিনা। উজ্জ্বল সবুজ অভ্রের মতো ধুলো উপর থেকে ঝুরঝুর করে ঝরে ক্রমাগত জমা হচ্ছে পায়ের উপরে। কোমরে ভর দিয়ে উঠে বসল নিনা।

এ কোথায় এসে পড়েছে? রিঙের ভিতরের সেই আগুনটার কথা মনে পড়ে গেল, যেভাবে দাউদাউ করে জ্বলছিল আগুন তাতে এতক্ষণে তো পুড়ে ঝামা হয়ে যাওয়ার কথা। আগুনটার ভিতরে ঢোকার পর থেকেই আর জ্ঞান ছিল না নিনার। সামনে পিছনে দু'দিকে তাকিয়েই আরিন বা তনিশ কাউকে দেখতে পেল না। গা'টা ছমছম করে উঠল! একেবারে একা। এ জায়গাটায় কী আছে কে জানে।

হলদে জিনিসটার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার উপর থেকে পাতাটা টেনে সরাল নিনা। আর অমনি একঝাঁক ঝকঝকে রোদ এসে পড়ল তার মুখে। সামনে তাকাতেই নিনার মুখ হাঁ হয়ে গেল! এমন আশ্চর্য দৃশ্য সে আগে কোনোদিন ছবিতেও দেখেনি। এতক্ষণ একটা গাছের ফলের উপরে শুয়ে ছিল সে। পাতা দিয়ে ঢাকা ছিল তার শরীর, এই গাছটা দাঁড়িয়ে আছে একটা জঙ্গলে ঢোকার মূল পথের একদম মাঝখানে। সামনে জঙ্গলের বাইরের দিকে ধু-ধু করছে একটা দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠের ঘাস

প্রথমদিকে একেবারে বিছানো চাদরের মতো মসৃণ। তবে খানিকদূর গিয়ে সেই মসৃণ ঘাস থেমে গেছে। তার ওপারেই শুরু হয়েছে রুক্ষ মরুভূমির মতো জমি। সেই জমির উপরে পড়ে আছে বিরাট আকারের কিছু হাড়গোড়! যেন অনেক বড় একপাল জানোয়ার মরুভূমির মাঝে এসে পথ হারিয়ে সেখানেই মরে গেছে। তাদেরই হাড়গোড় ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে। মরুভূমি ধরে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলে হাড়গোড়ের স্তূপের মাঝে একটা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে। মনে হয় একসময় একটা প্রাসাদ দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে, অনেকদিন আগে সেটা ভেঙে গেছে।

উপরে তাকিয়ে নিনা দেখতে পেল সেখানে নীলচে আকাশের বুকে কয়েকটা সাদা মেঘ খেলা করছে। সেই মেঘের মাঝে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট চারটে সূর্য উঠেছে। তার সব ক'টার পুরো গোল দেখা যাচ্ছে না, যেন আধাখানা সূর্য কোনোভাবে ঝাপসা হয়ে গেছে।

—"টক্-টক্-টক্-টক্-" আবার সেই আওয়াজটা শুনে উপরের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে সে দেখল একটা ছোট পাখি গাছের গায়ে ঠোকর মেরে গর্ত করার চেষ্টা করছে। নিনা উঠে বসতে বসতে ঘাড় ঘুরিয়ে কয়েকবার তাকে দেখল সে, তারপর আবার ঠোকর মারায় মন দিল, "টক্-টক্-টক্-"

পাখিটাকে দেখে খানিকটা ভরসা পেল নিনা। কিন্তু এবারে নিচে নামবে কী করে? সেই রিঙের ভিতরে যখন সে ঢুকেছে তখন আরিন আর তনিশও ঢুকেছে, তারাও নিশ্চয়ই কাছে পিঠেই কোথাও পড়ে থাকবে। সবার আগে তাদের খুঁজে বের করা দরকার, কথাটা ভেবে নিনা ফল ডিঙ্গিয়ে গাছের বাইরের দিকে এগিয়ে এল কিছুটা। দু'পাশে মুখ বাড়িয়ে দেখেও কিছু চোখে পড়ল না। হয় তার নিজের শরীরটা ভীষণ ছোট হয়ে গেছে না হয় এই জগতটাই তার শরীরের তুলনায় প্রকাণ্ড। সে লক্ষ করল গায়ের ঠিক পাশ বেয়ে একটা ওড়নার মতো ঝুরি গাছ থেকে নিচে নেমেছে। সেটা ধরে বেয়ে বেয়ে নিচে নামা যেতে পারে কিন্তু একবার ফসকে গেলে একেবারে নিচে গিয়ে পড়বে। খানিকটা ভয়ে ভয়েই সেটা ধরে ফেলল নিনা, আর ধরার সঙ্গে সঙ্গে যেন দুলে উঠল ঝুরিটা, সেই

BanglaBook.org

দুলুনিতে পা পিছলে গিয়ে পাতার উপর থেকে সরে গেল তার শরীরটা, পায়ের নিচ থেকে আধার হারিয়ে নিচে পড়তে লাগল নিনা।

কিন্তু মাটিতে সে পড়ল না! নিনা অবাক হয়ে লক্ষ করল নিচে পড়তে পড়তেই তার শরীরটা আবার আগের আকারে ফিরে এসেছে। মাটির উপরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। উপরে তাকিয়ে গাছের পাতাগুলোকে ছোট ছোটই মনে হল। একটা পাতা তার সামনে ছিল, সেটার উপরে হাত রাখতে গোটা পাতাটা ঢাকা পড়ে গেল। অথচ একটু আগে এই পাতাটাতেই তার গোটা শরীর ঢেকে ছিল।

বেশ মজা লাগল নিনার, এরকম জায়গার কথা কতবার স্বপ্নে ভেবেছে সে। উপর থেকে এখনও সেই অভ্রের মতো উজ্জ্বল সবুজ ধুলো গড়িয়ে নিচে পড়ছে। কিছুটা তার কাঁধেও পড়েছে। সেটা আর ঝেড়ে ফেলল না নিনা। ইতিমধ্যে বিরাট হাড়গুলো দেখে বুকের ভিতরটা ছমছম করতে শুরু করেছে তার। কোন্ প্রাণীর হাড় এগুলো? তারা যখন বেঁচে ছিল তখন কত বড় ছিল তাদের শরীর? নিনার ইচ্ছা হল ওই প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপটা ভালো করে দেখার। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে সে ধ্বংসস্তূপের দিকে এগিয়ে চলল।

BanglaBook.org

আগে যতটা ভেবেছিল জায়গাটা কিন্তু তার থেকে ঢের বেশি দূরে। পায়ের তলার মাটি পাথরের মতো শক্ত, তার উপরে নানা জায়গায় আবার ফেটেফুটে গেছে সেটা, অসাবধানে পা ফেললেই পা মচকে যাবে। মাঠটা পেরতে পেরতে ক্লান্ত হয়ে গেল নিনা। তবে এখানে হাওয়ার এমনই গুণ যে সহজে ঘাম দেয় না, রোদের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা ঠান্ডাঠান্ডা ভাব। হাড়গোড়ের ফাঁক গলে দৌড়েদৌড়েই প্রাসাদের কাছে পৌঁছে গেল।

ধ্বংসস্তূপটা দেখে বেশ বোঝা যায় একসময় আকাশছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকত প্রাসাদটা। মাটির উপরে লম্বা-লম্বা কিছু থাম পড়ে আছে। তার নিচের দিকগুলো উপড়ে এসেছে মাটি থেকে। কোথাও ভাঙা দেওয়ালের অংশ বিছিয়ে আছে। তার উপরে নিনার পা পড়তেই জমাট ধুলো বেরিয়ে আসছে ভিতর থেকে।

এতবড় প্রাসাদ ছিল যখন তার মানে নিশ্চয়ই লোকজনও থাকত এখানে, রাজা-রানি থাকত, চাকর-বাকরেরা থাকত, তারা সব গেল কোথায়? আর প্রাসাদটাই বা ভেঙে পড়ল কেন? অবাক হয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে নিনা লক্ষ করল মাটির উপরে অনেকগুলো পাথর পড়ে আছে। গোল গোল বিরাট সব পাথর। তাদের গায়ের উপরে কীসের যেন নকশা করা। নকশাগুলো চেনা লাগল। হ্যাঁ! হেলরিলের গায়েও এমনই কিছু নকশা করা ছিল। দ্রুত এগিয়ে এসে সেই পাথরগুলোর মধ্যে একটার উপরে হাত রাখল নিনা। গরম হয়ে আছে পাথরটা। কি মনে হতে সেই পাথরের উপরে কান রেখে শোনার চেষ্টা করল। আর অমনি চমকে উঠল, হ্যাঁ! কিছু একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, ঠিক যেন মানুষের গলার আওয়াজ।

কৌতূহলে নিনার বুকের ভিতরটা ধুকপুক করে উঠল। তার মানে এখানে মাটির তলায় লোক থাকে, কিন্তু কে থাকে মাটির তলায়? পাথরটা সরিয়ে ফেললে সেটা জানতে পারার একটা সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু নিনা তো এখানকার মানুষ নয়, তাকে দেখে যদি ভিতরের লোকেরা রেগে যায়?

বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক দেখল নিনা। এখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গাও তো নেই। অবশ্য পাথরগুলো তার নিজের পক্ষে সরিয়ে ফেলাও চাট্টিখানি কথা নয়। আবার খানিকটা এগিয়ে এসে একটা পাথরের গায়ে হাত রেখে নরম হাতেই অল্প একটু ঠেলা দিল নিনা। আর অমনি ডাউস ভারী পাথরটা গড়িয়ে গিয়ে বেশ খানিকটা সরে গেল মাটির উপর থেকে।

নিনা অবাক হয়ে দেখল পাথরটা যেখান থেকে সরেছে তার ঠিক নিচেই মাটির উপরে একটা সরু সুড়ঙ্গ নেমে গেছে। সুড়ঙ্গের ভিতরটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভিতরে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। তিনটে ধাপের পর অন্ধকারে মিশে আর দেখা যাচ্ছে না সিঁড়িটা। ধীরে ধীরে পা বাড়িয়ে প্রথম সিঁড়িটার উপরে নেমে এল নিনা। নিচে তাকিয়ে নিকষ অন্ধকার

BanglaBook.org

ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাও সাহসে ভর করে নিচের দিকে নামতে লাগল। যত এগোচ্ছে, অন্ধকার ততই গাঢ় হচ্ছে। কেবল পায়ের তলায় একটা একটা করে সিঁড়ি নামছে বলে খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছে, সিঁড়ি নেমেছে যখন তার মানে নিশ্চয়ই কোথাও একটা গিয়ে থেমেছে।

এভাবে মিনিট কুড়ি চলার পর কিন্তু আর পায়ের নিচে সিঁড়ি পেল না নিনা। এতক্ষণে একটা সমতল জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারের ভিতর কোথা থেকে মানুষের গলার আওয়াজ আসছে। আগের থেকে এখন বেশ জোরে, একটা মেয়েলী গলার আওয়াজ। নিনা কান খাঁড়া করে বোঝার চেষ্টা করল কোথা থেকে আসছে আওয়াজগুলো। শব্দ খেয়াল করে খানিক হাতড়াতেই অন্ধকারের মধ্যে একটা চারকোণা আলো দেখতে পেল। ভালো করে চেয়ে বুঝতে পারল সেটা একটা দরজা। আঁটোসাঁটো করে বন্ধ করা নেই বলে ওপাশ থেকে আলো আসছে।

একটা ঘর! এরা তার মানে মাটির তলায় ঘর বানিয়ে থাকে। কিন্তু কারা এরা? উপরে থাকে না কেন?

নিনা আলতো হাতে দরজার উপরে চাপ দিতে একটু একটু করে খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে একটা টিমে আলো জ্বলছে। সেই আলোতেই নিনার অন্ধকার সয়ে যাওয়া চোখে ঘরের চারিদিকটা ফুটে উঠল। ঘরটা ছোটোখাটো, নিনারা উল্টোডাঙ্গা ব্রিজের নিচে যে বস্তিতে থাকত তার তুলনায় একটু বড় হবে হয়তো। ঘরের ভিতরে একটা বিছানা, একটা কাঠের আলমারি, আর একটা আলনা ছাড়া আর কিছুই নেই। নিনা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে তার উলটোদিকে একটা দরজা আছে, সেটা এখন আধভেজানো, দেখে মনে হয় এক্ষুনি এ-ঘর থেকে বাইরে গেছে কেউ। নিনা বুঝতে পারে না সে কী করবে? এভাবে সং-এর মতো বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে ভিতরে যেই ঢুকবে সেই দেখে ফেলবে নিনাকে।

সাহসে ভর করে এগোতে যাবে, এমন সময় ঘরের বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে একটু সরে দাঁড়াল সে। ঘরে ঢুকে এল এক বছর চল্লিশেকের মহিলা। তার সমস্ত গায়ে একটা ঢোলা আলখাল্লার মতো

BanglaBook.org

জামা। চুলগুলো উসকো-খুসকো, সমস্ত মুখে চিন্তার ভাঁজ, যেন কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে রাতদিন ভেবে চলেছেন তিনি। ঘরে ঢুকে কিন্তু নিনার দিকে তাকিয়েও দেখলেন না, আলনা থেকে একটা কাপড় বের করে সেটা নিয়ে বিছানার উপরে বসে পড়লেন।

ভারী তাজ্জব ব্যাপার তো, আলনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিনা, এতটুকু লুকিয়ে নেই। কাপড় নিতে গেলে তাকে চোখে পড়বে না, এ হতে পারে না! অথচ মহিলার চোখমুখ একটুও পালটায়নি। তাহলে কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন না তিনি? একটু গলা খাঁকারি দিল নিনা। নাঃ, এতটুকু মুখ পালটাল না মহিলার। সত্যি নিনা অদৃশ্য! কিন্তু তাহলে গাছের সেই কাঠঠোকরা পাখিটা বারবার তাকে দেখছিল কী করে?

নিজে অদৃশ্য জেনে নিনার মনের ভিতরে এতক্ষণের ভয়টা কিছুটা কেটে গেল। উলটে মজা লাগতে শুরু করেছে। ঘরের খোলা দরজা দিয়ে নিজের ছোট্ট শরীরটাকে বাইরে বের করে আনল।

বাইরে আসতেই কিন্তু অবাক হয়ে গেল। মাটির তলায় ঠিক যেন একটা মানুষের তৈরি মৌচাক। মাটি কেটে অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা খাদ করা আছে। আর সেই খাদ সিধে নেমে গেছে মাটির একেবারে তলদেশ অবধি। খাদের প্রতিটা ধাপে গোল করে দরজার সারি। অর্থাৎ ঘর! মানুষের থাকার ঘর, তার কোনো কোনোটার বাইরে একটা করে ছোট পিপের মতো বাক্স রাখা হয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে আলো। কয়েকটা ঘরের বাইরে ঘোরাফেরা করছে কিছু মানুষ। তাদের সবার গায়েই আলখাল্লার মতো পোশাক। হন্তদন্ত হয়ে গভীর খাদের একধাপ থেকে আর একধাপ অবধি সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করছে তারা। কেউ কেউ আবার ছোট ছেনি-হাতুড়িজাতীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে কাঠের উপরে কীসব কাজ করছে।

নিনা যে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসেছে সেটার বাইরেও পিপের মতো বাক্স রাখা আছে। এখানে তার মানে এভাবেই আলো জ্বালায় মানুষ।

সমস্ত ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারে নিনা। একসময় হয়তো

BanglaBook.org

এই মানুষগুলো মাটির উপরে ওই প্রাসাদেই থাকত, কিন্তু কিছু একটা ঘটনা ঘটায় বাধ্য হয়ে মাটির নিচে এসে কলোনি বানিয়েছে এরা, কিন্তু কি এমন ঘটল যাতে উপরে আর থাকতে পারল না?

প্রশ্নগুলো নিনার মনের ভিতরেই আটকে থেকে যায়। সে অবাক হয়ে লক্ষ করে মৌচাকের মধ্যে একটা ঘরের সামনে বেশ কয়েকজন লোক একটা বড় কাটারি জাতীয় অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের থেকে খানিক দূরে আলখাল্লা পরা কিছু মেয়েবুড়ো জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছে তারা। হাবভাব দেখে মনে হল তারা সবাই ঘরের ভিতরে ঢুকতে চায় কিন্তু অস্ত্রধারী প্রহরীরা কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছে না তাদেরকে।

কী আছে ঘরের ভিতরে? কৌতূহল হতে নিনা সিঁড়ি দিয়ে নিচের ধাপে নেমে আসে। তার পাশ কাটিয়ে জনাদশেক লোকজন ওঠানামা করে এর মাঝে, একজনের সঙ্গে তো প্রায় ধাক্কা লেগেই গেছিল, কোনোরকমে বাঁচিয়ে নেয় নিনা। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না মানে তো এই নয় যে গায়ে লাগলেও বুঝতে পারবে না।

এখানকার মাটি বেশ নরম, নিনার পায়ে এখন জুতো নেই, পায়ের দিকে তাকাতেই একটু ভয় লাগল তার। একটু আগে গাছের উপরে শুয়ে ছিল যখন, তখন সবুজ রঙের গুঁড়োতে পা'টা ঢেকে গেছিল, এখন যেখান দিয়ে সে হেঁটে আসছে সেখানেই অল্পঅল্প করে ছড়িয়ে পড়ছে সেই ধুলো। ধুলো অনুসরণ করে কেউ যদি ধরে ফেলে তাকে? নিচু হয়ে ধুলোটা ঝেড়ে নেয় নিনা, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে একতলার ধাপে নেমে এসে সেই ঘরটার দিকে এগিয়ে যায়। জটলার আওয়াজে কান পাতা দায় হয়েছে। প্রহরীরা এখন তাদের হাতের কাটারি তুলে ধরেছে সামনে। জনাচারেক লোক মিলে প্রায় পঞ্চাশজন মানুষকে আটকে রেখেছে। এত গুরুত্ব দিয়ে কী রক্ষা করছে প্রহরীরা?

নিনা তাদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা ধরে। এখান থেকে ঘরের ভিতরের কিছুটা দেখা যায়। একটা বেশ উঁচু বিছানা চোখে পড়ছে।

BanglaBook.org

তার উপরে চকচকে কিছু একটা রাখা আছে। ওটা দেখার জন্যেই কি এমন মৌমাছির মতো ভিড় করেছে এরা?

নিচু হয়ে ফাঁক গলে এগোতে যাচ্ছিল, এমন সময় কিসে যেন আটকে গেল। পিছন থেকে দুটো শক্ত হাত দু'হাতে টেনে ছিটকে ফেলল তাকে। পরমুহূর্তে নিনা খেয়াল করল সেই হাতটা এবার চেপে ধরেছে তার মুখ, পিছন থেকে চেপে ধরে কেউ জটলাটা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। নিনা চিৎকার করার চেষ্টা করল কিন্তু লাভ হল না।

নাঃ তার প্ল্যান কাজ করেনি, এখানে বেশিরভাগ মানুষই তাকে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু কেউ কেউ পাচ্ছে। মনে মনে প্রমাদ গুনল নিনা, এবার কী হবে?

জটলা থেকে একটু দূরেই মাটির দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট ফোকরের ভিতর নিনাকে ছুঁড়ে ফেলল হাতদুটো। মাটিতে পড়ে কোমরে ব্যথা পেয়ে কঁকিয়ে উঠল নিনা, কোনোরকমে চোখ মেলে সামনের আগন্তুককে দেখার চেষ্টা করল সে— একটা ছোটোখাটো, বেঁটে চেহারার মানুষ, পরনে সেইরকম ময়লা ছেঁড়াখোঁড়া আলখাল্লা, মানুষটা ছেলে না মেয়ে বোঝা বেশ শক্ত, মাথার দু'পাশ দিয়ে ঝাঁকড়া চুল নেমেছে তার। তার মাঝে দুটো সরুসরু চোখ আর বিশ্রীরকম টিকালো নাক ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। ভয়ানক রোগা লোকটা।

নিনা কিছু বলে ওঠার আগেই লোকটা প্রায় লাফিয়ে এসে তার গলার উপরে একটা ছোট ছুরি চেপে ধরে বলল, "কে তুই? কোথা থেকে এসেছিস?"

নিনা দুটো প্রশ্নের কোনটার উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে বলল, "আমি... আ... আমি জানি না।"

—"জানি না মানে কী? ছুরিটা ঘ্যাঁচ করে চালিয়ে দিলে জানতে পারবি?"

ছুরিটা আর একটু চেপে ধরার চেষ্টা করে সে। নিনার কিন্তু খুব একটা ব্যথা লাগে না, সে মিনমিন করে বলে, "ছুরিতে তো ধার নেই।

BanglaBook.org

চাপ লাগে শুধু...”

—“অ্যা!” গলা থেকে ছুরিটা তুলে এনে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আমতা আমতা করে সেই বেঁটে লোকটা, “কালই ধার দিলাম আর আজই এমন ভোঁতা হয় গেল! যাঃ।”

কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসে নিনা, কব্জির উলটোদিকটা দিয়ে নাক ঘষতে ঘষতে বলে, “কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, তুমি পাচ্ছ কী করে?”

—“সে আমি কী জানি?” কাঁধ ঝাঁকায় লোকটা, মুশকো ভুরুটা উপরে তুলে বলে “কিন্তু তুই ওদিকে যাচ্ছিলি কী মতলবে? অ্যাঁ?”

—“ওর ভিতরে কী আছে দেখতে।”

—“ভিতরে কী আছে জানিস না তুই?” বেঁটে লোকটা সন্দেহ প্রকাশ করে।

নিনা দু'দিকে মাথা নাড়ায়, “আমি এখানে নতুন।”

—“নতুন মানে? নাম কী তোর?”

—“নিনা।”

—“আমার নাম দ্রাঁ...” বলে লোকটা একটা হাত বাড়িয়ে নিনার মাথার চুল ঘেঁটে দেয়।

—“দ্রাঁ! এ আবার কেমন নাম?”

—“একেবারে সহবত শেখোনি মেয়ে...” দ্রাঁ কুপিত হয়, “আমাদের এখানে কারো চুল ঘেঁটে দিলে তার চুলও ঘেঁটে দিতে হয়, নাহলে বেজায় অপমান।”

একটু থতমত খেল নিনা, লোকটা বেঁটে হলেও বয়সে তার তুলনায় অনেকটাই বড়, মাথায় হাত দিয়ে চুল ঘেঁটে দেওয়াটা খারাপ দেখায়, সে একটা মিহি হাসি হেসে বলল, “সে হবে না হয়, তার আগে বলতো আমাকে এখানে তুলে আনলে কেন?”

দ্রাঁ এবার হাঁটু মুড়ে বসে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, “তোকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।”

BanglaBook.org

—"কী কাজ?"

—"চুরি, একটা জিনিস চুরি করে আমাকে এনে দিতে হবে।"

নিনা আঁতকে উঠল, "চুরি! তার মানে তুমি চোর?"

দ্রাঁ এবার প্রায় লাফিয়ে এসে আবার নিনার মুখ চেপে ধরল, "চোপ, একদম জোরে কথা নয়। কেউ জেনে গেলে বেজায় অপমান! আমি অনেক দিন ধরে ছক করছি জামাটা চুরি করার, কিন্তু প্রহরীগুলো একবার হাতেনাতে ধরতে পারলে আর জ্যান্ত ছাড়বে না।" দ্রাঁয়ের গোল মুখে ভয় ফুটে ওঠে।

—"কিন্তু কার জামা চুরি করতে হবে?" নিনা জিজ্ঞেস করে।

—"অত খবরে তোর কী হবে? ভিতরে ঢুকে দেখবি একটা বাচ্চা ঘুমোচ্ছে, সুড়সুড় করে তার জামাটা খুলবি আর আমাকে এনে দিয়ে দিবি, কেউ দেখতে পাবে না তোকে।"

—"কার জামা, কীসের জামা না জানলে আমি এসব করব না।" দৃঢ় গলায় কথাটা বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নিনা। দ্রাঁয়ের মুখটা হতাশ দেখায়। পকেট থেকে একটা শিঙে জাতীয় নল বের করে ঠোঁটের কোণে গোঁজে সে। হালকা হলদে রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে আসে সেটা থেকে। সেই হলুদ ধোঁয়া টানতে টানতে আমেজে কিছুক্ষণ মজে থাকে, সেইরকমই ভাবুক গলায় বলে, "সে একটা সময় ছিল বটে, আমার বয়স তখন বেজায় কম... এতই ছোট যে থেকে থেকে বিছানায়..." কথাটা শেষ না করেই জিভ কাটে দ্রাঁ, "বেজায় অপমান..."

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে, নিনা অধৈর্য হয়ে যায়, উঠতে উঠতে বলে, "তুমি নিজে নিজের জামার ব্যবস্থা করে নিও। আমি চললাম..."

দ্রাঁ হাঁ-হাঁ করে ওঠে, বলে, "আরে, অত রেগে গেলে চলে নাকি, বসো বসো, বলছি সব..."

নিনা কপট রাগ দেখিয়ে বসে পড়ে, দ্রাঁ এইবার মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে বলতে থাকে গল্পটা, "সে সময়ে আমরা এমন মাটির নিচে ইঁদুরের মতো

BanglaBook.org

লুকিয়ে থাকতাম না, মাটির উপরে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে ছিল আমাদের রাজ্য, এত্ত বড় প্রাসাদ, লোকলস্কর, সে এক হুলস্থুল ব্যাপার। রাজা ছিলেন, সুন্দরী রানি ছিলেন, প্রজাদের বেজায় ভালোবাসতেন তারা, স্বর্গের মতো সুন্দর শহর ছিল আমাদের... প্রাসাদের মাথা থেকে ঝরনা বয়ে আসত নিচে, সেই ঝরনা গিয়ে ঢুকত জঙ্গলের ভিতরে... আর প্রাসাদের লাগোয়া ছিল এক বিরাট বাগান, সেখানে ছোট-বড় যত প্রাণী এ জগতে ছিল তারা সবাই এসে চরে বেড়াত...”

লোকটার মুখ দেখে মনে হল এর বেশি বর্ণনা তার নিজেরও মনে নেই। বর্ণনা ছেড়ে সে বাকি গল্পটা বলতে লাগল, “রাজামশাই ছিলেন ভারী ভালো মানুষ, রাজ্যের চারিদিকে বেজায় নজরদারি ছিল তার। তিনি যতদিন নিজের মতো শাসন করেছিলেন ততদিন এ রাজ্যে সুখ শান্তির অভাব ছিল না, অভাব ছিল খালি একটি জিনিসের— এই এত্ত বড় রাজ্যে কোনো কোতোয়াল ছিল না...”

—“কোতোয়াল কী?” নিনা দ্রাঁকে থামিয়ে প্রশ্ন করে।

—“কোতোয়াল মানে...” এই উত্তরটা দিতে একটু সময় লাগে মানুষটার, “মানে কেউ দোষ করলে যারা শাস্তি দেয়।”

—“শাস্তি তো রাজা দেয়।”

—“তা দেয় বটে, কিন্তু রাজা তো আর নিজে হাতে শাস্তি দেয় না, রাজার নির্দেশে যারা তরোয়ালের কোপে অপরাধীর মুণ্ডু কেটে ফেলে তাদের কোতোয়াল বলে।”

—“রাজা তাহলে কোতোয়াল হয় না কেন?”

—“আঃ! এত প্রশ্ন করলে আমি কিছু বলতে পারব না।” নলে আবার টান দেয় দ্রাঁ।

—“বেশ, আর জিজ্ঞেস করব না কিছু।”

—“তো আমাদের রাজ্যে কোতোয়াল ছিল না, ফলে রাজা পড়লেন ভারী চিন্তায়, দোষীদের শাস্তি দিনের পর দিন ঝুলে থাকে, রাজপ্রাসাদের বাইরে রোজ লোক ভিড় করে, কিন্তু যে কাউকে তো আর কোতোয়াল

BanglaBoi.org

করে দিলেই হল না... গায়ে তেমন জোর থাকা চাই, মনে কসাই কসাই ভাব থাকা চাই... তেমন রাগি নৃশংস নাহলে একটা আস্ত মানুষের মাথা...”

নিনা কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, থেমে যায়।

— “শেষে একদিন একটা লোক এল...” নলটায় আবার বড় করে টান দিল দ্রাঁ, “সেই লোকটার মাথা থেকে পা অবধি সাদা কাপড়ে ঢাকা... নাক, চোখ, মুখ, কিছুই দেখা যায় না, ইয়া বড় লম্বা শরীর তার, কুঁজো হয়ে চলে, হাতে এই এত্তবড় একটা তরোয়াল... সে কোথা থেকে এসেছিল কেউ জানত না... এই ঠিক তোমার মতো... সে রাজপ্রাসাদে এসে বলল যে সে কোতোয়াল হতে চায়... মানুষের গলা কাটতে নাকি তার এতটুকু হাত কাঁপে না, ওটাই নাকি তার নেশা... শর্ত শুধু একটাই, কোনো বদ্ধ ঘরে মানুষের গলা কাটবে না সে, কাটবে রাজবাড়ির সামনের প্রাসাদে, লোকচক্ষুর সামনে...

এমন নৃশংস অনুরোধে রানি খানিক গাঁইগুঁই করলেও রাজামশাই আপত্তি করেননি, হাজার হোক যাদের গলা কাটা হবে তারা দুঁদে আসামি, তারা বাঁচল কি মরল তাতে কার কি যায় আসে।

কোতোয়াল কিন্তু মিথ্যে বলেনি, পরের দিন প্রাসাদের বাগানে রক্তের নদী তৈরি হল, চতুর্দিকে শুধু মানুষের কাটা মাথা, কাটা হাত—কাটা পা, নাড়ীভুঁড়ি, চোখ, পাকস্থলী। দু'জন লোক তাদের হাত পা ধরে থাকত আর সেই সাদা কাপড়ে ঢাকা কোতোয়াল তরোয়াল চালাত তাদের গলায়, তরোয়ালের কোপ নেমে আসার আগে তারস্বরে চিৎকার করত সেই আসামিরা। প্রথমে কারো নাম ধরে চিৎকার করত, অভিসম্পাত করত, গলার নলী ছিঁড়ে যাওয়ার পর সেই চিৎকারের আর অর্থ বোঝা যেত না, অস্পষ্ট বগবগিয়ে রক্ত বেরনোর শব্দ মেশানো গোঙ্গানি... গোটা রাজপ্রাসাদ জুড়ে শোনা যেত সেই চিৎকার...”

লোকটার মুখ থমথমে হয়ে গেছে। নিনা কিছুক্ষণ সামনে তাকিয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নিল, কিছুক্ষণ সেইভাবে থেকে হাতের নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রাঁ বলল, “তারপর... তারপর থেকেই সব কেমন বদলে যেতে

BanglaBook.org

লাগল, ওই রক্ত দেখাটা কেমন যেন নেশার মতো হয়ে যেতে লাগল সবার, ওই ছেঁড়া কণ্ঠনালীর চিৎকারটা সুরের মতো হয়ে গেল আমাদের কানে। সারা সকাল রাজ্যের লোক বাগানে জড়ো হয়ে গোল করে ঘিরে উপভোগ করে সেই জবাই। সে এক আশ্চর্য বিনোদন তাদের।

রাজামশাইও পালটে যেতে লাগলেন একটু একটু করে, তিনি সেই কোতোয়ালের কথা ছাড়া এক বিন্দু নড়েন না। তার মুখ এক রাজামশাই ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না, সারাক্ষণ নিজেকে সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখে সে, সকালে ওই জবাইয়ের পরে সেই সাদা কাপড় রোজ লাল হয়ে যায়। রাজামশাই নিজে হাতে নাকি তার কাপড় পরিষ্কার করে দিতেন। একটু একটু করে গোটা রাজ্যটাকেই বশ করে ফেলল সেই কোতোয়াল... বশ করতে পারেনি শুধু রানিকে। তিনি বুঝতে পারলেন রাজার ভিতর থেকে তার আত্মা হারিয়ে গেছে... সাদা কাপড়ে ঢাকা কোতোয়াল কোনো সাধারণ মানুষ নয়, মহাজগতের মোট ন'টা জগৎকে নিজের বশীভূত করতেই এসেছে সে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি বিশ্বস্ত কয়েকজনকে দলে টেনে গোপনে রাজা আর কোতোয়াল দু'জনকে একসঙ্গে খুন করার ষড়যন্ত্র করলেন... কিন্তু সে ষড়যন্ত্র কাজে লাগল না। কোতোয়াল ছিল ধূর্ত, সে আগে থেকেই ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পেরেছিল... সে নিজেই রাজাকে তরোয়ালের কোপে খুন করে রানিকে হত্যার নির্দেশ দেয়। রানি বুঝতে পারেন তার নিজের আর বেশিদিন বেঁচে থাকার আশা নেই। তিনি মরিয়া হয়ে শেষ পন্থা অবলম্বন করেন..."

—"কী পন্থা?" কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে নিনা।

—"বৃক্ষদেবতা ইগড্রাসিলের কাছে আত্মাহুতি দেন তিনি, তার পোড়া ছাই থেকে জন্ম নেয় এক নতুন প্রাণ। একটি শিশু... ইগড্রাসিলের নিজের ঔরসের সন্তান..."

গলির সামনে দিয়ে এর মধ্যে কয়েকজন লোক যাতায়াত করছে। তারা ড্রাঁকে এখানে বসে একা-একা বকবক করতে দেখে খুব একটা অবাক

BanglaBook.org

হয়নি, এমনিতেই লোকটা একটু ছিটিয়াল। মাঝে মাঝে নিজের মনেই কথা বলে যায়।

নিনা অনেকক্ষণ পরে বলল, "মানে ওই বাচ্চাটাই রয়েছে ঐ ঘরে?"

উপরে নিচে মাথা নাড়ায় দ্রাঁ, "ওর জামাটা আমার দরকার, নাহলে এখান থেকে মুক্তি পাব না।"

—"মুক্তি! কীসের মুক্তি?"

দ্রাঁয়ের গলার স্বর এবার করুণ হয়ে আসে, সে নিনার কাঁধের কাছে মুখ এনে বলে, "বাচ্চাটাকে খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে, অন্য কোনো জগতে, যেখানে সেই কোতোয়ালের এখনও নজর পড়েনি, সেখানেই বড় হওয়া অবধি থাকবে ও।"

আমাদের এখানকার মানুষ আর বেশিদিন বাঁচবে না। সব শেষ করে দেবে সেই কোতোয়াল, মাটির উপরে যেমন করেছে। মাটির তলাতেও সবাইকে ইঁদুরের মতো পুড়িয়ে মেরে ফেলবে... তার বশে এসে আমরাই একে অপরকে হয়তো মেরে শেষ করে ফেলব..."

—"কিন্তু ওর জামাটা নিয়ে লাভ কী আমার?"

—"জামাটার অনেক দাম, তাছাড়া ওটা হাতে থাকলে আমিও হয়তো অন্য জগতে যাওয়ার একটা সুযোগ পাব। নাহলে এখানেই কারো ছুরির কোপ খেয়ে মরতে হবে... সবার ছুরি তো আর আমার মতো ভোঁতা নয়... নে ওঠ এবার..."

দ্রাঁ তাড়া দেয় নিনাকে। নিনা আর ভাবনা চিন্তা না করে উঠে পড়ে, দ্রাঁ একবার তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, "যতক্ষণ তোর হাতে থাকবে ততক্ষণ জামাটাকে দেখা যাবে না। জামা নেই দেখে লোকে হয়তো একটু হৈচৈ করবে কিন্তু তাতে তোর কিছু হবে না। তুই তো অদৃশ্য!"

কথাটা শুনে তেমন একটা ভরসা পায় না নিনা। সে আগের মতোই ধীর পায়ে গলি থেকে বেরিয়ে সেই ঘরটার দিকে এগিয়ে যায়। এখনও জটলা হয়ে আছে তার পাশে। সদ্যোজাত শিশুটিকে এক ঝলক দেখার জন্যে বারবার উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে সবাই।

BanglaBook.org

জামাটা যে করেই হোক জোগাড় করতে হবে তাকে। দ্রাঁ লোকটা চোর হলেও খারাপ নয়, সে এই মাটির তোলার খুপরিতে ছুরির কোপ খেয়ে মরুক তা নিনা চায় না। ভাবতে ভাবতে চোখ ভিজে এল তার।

প্রহরীদের মাঝখান দিয়ে মাথা গলিয়ে এগিয়ে এল ভিতরে। কেউ দেখতে পেল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ঘরের ভিতরের দিক লক্ষ করে। সেখানে ঘরের একদম ভিতরে ছোট বিছানার উপরে শোয়ানো আছে শিশুটিকে। সে জেগে আছে, মাঝে-মাঝে দুটো হাত নড়ে উঠছে তার। আশ্চর্য ফর্সা গায়ের রঙ তার। ঘরের ভিতরে সেই পিপের বাক্স থেকে আলো এসে পড়ছে তার মুখে। উজ্জ্বল জোনাকির মতো জ্বলছে মুখটা। এগিয়ে এসে বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল নিনা। এত ফুটফুটে বাচ্চা আগে দেখেনি সে, যেন তুলোর কাপড় দিয়ে নিখুঁত হাতে তাকে বানিয়েছে কেউ। চোখ ভরে এসেছিল নিনার, এক ফোঁটা জল চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বাচ্চাটার হাতে। আর অমনি হাতের সেই জায়গাটা স্বচ্ছ কাঁচের মতো জ্বলে উঠল তার। অবাক হয়ে গেল নিনা, সে নরম হাতে বাচ্চাটার মাথাটা একটু তুলে ধরল, এইটুকু বাচ্চা, তাও একপরত চুল গজিয়েছে তার মাথায়, ঘন কালো চুলের মাঝে কয়েকটা সোনালী রেখা...

—"আরিন..." বিস্ময়ে কথাটা বেরিয়ে এল নিনার মুখ থেকে।

হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটার জামাটা খুলতে যাচ্ছিল নিনা, কিন্তু থেমে গেল। দরজার কাছে একটা পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পিছনে মুখ ফিরিয়ে নিনা দেখল প্রহরীদের মধ্যে একজন এসে ঢুকেছে ঘরের ভিতরে। মুখ দিয়ে অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলে চলেছে সে। নিনা ভয় পেয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

প্রহরী এগিয়ে এল বাচ্চাটার কাছে। পিপের থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় তার হাতের কাটারিটা চকচক করে উঠল। মুখ দিয়ে কিছু একটা বলতে বলতেই কাটারি সটান উপরে তুলে ধরল সে, তারপর সজোরে সেটা নামিয়ে আনতে লাগল বাচ্চাটার উপরে।

কিন্তু বাচ্চাটার উপরে সেটা নেমে আসার আগেই আচমকা প্রহরীকে অবাক করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বাচ্চাটা। প্রহরী হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। নিনা ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে জড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। কাটারির একটা প্রান্ত লেগেছে বাচ্চাটার ডানচোখের নিচে। মিহি রক্তের ধারা নেমে আসছে সেখান থেকে। এতকিছুর মাঝেও এতটুকু কাঁদছে না বাচ্চাটা। নিনার বুকে মাথা রেখে একদৃষ্টে তার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাতাস শুঁকে ঘুরে দাঁড়ালো প্রহরী। কিছু একটা লক্ষ করতে পেরেছে সে। ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে একটা সূক্ষ্ম সবুজ রেখা। বিছানার দিক থেকে একটা কোণের দিকে এগিয়েছে সেটা। একেবারে কোণে গিয়ে থেমে গেছে। প্রহরীর মুখে একটা মিহি হাসি খেলে গেল। কাটারিটা সামনে তুলে ধরে কিছুটা এগিয়ে এল।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল নিনা। বাইরে হট্টোগোলের শব্দ এতক্ষণে থেমে গেছে। তার বদলে ভেসে আসছে মাংসের উপরে ছুরি চালানোর আওয়াজ। একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করেছে তারা। পালানোর কোনও জায়গা নেই। নিনা বাচ্চাটাকে সজোরে বুকে চেপে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। যেন তার অদৃশ্য শরীরটাকে নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে লোকটা। এইবার সে মাথার উপরে তুলে ধরল কাটারি, এইবার সেটা একটু একটু করে নেমে আসছে নিচের দিকে... আর কয়েক সেকেন্ড... এইবারেই নিনা আর আরিনের শরীরটা কেটে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে মেঝেতে...

নিনা চোখ বন্ধ করে নিল...

কয়েক সেকেন্ড পরে সামনে থেকে মৃদু গোঙানির একটা আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলে নিনা দেখল, লোকটা আগের মতোই কাটারি মাথার উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জাদুমন্ত্রে কেউ থামিয়ে দিয়েছে তাকে। একটু খেয়াল করতেই জাদুমন্ত্রটা দেখতে পেল নিনা। লোকটার দুটো চোখের ঠিক মাঝখান দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে আছে একটা ছুরি। এই

BanglaBook.org

ছুরিটা চেনে নিনা। একটু আগে এই ছুরিটাই তার গলার উপর চেপে বসছিল।

পাথরের মূর্তির মতো লোকটা পড়ে গেল মাটির উপরে। দ্রাঁ একটা হাতের টানে ছুরিটা লোকটার কপাল থেকে বের করে নিয়ে বলল, "খুব বোকা বানিয়েছিলে মেয়ে, তাই না? ছুরিতে ধার নেই বললেই হল? অ্যাঁ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ... এইটুকু মেয়ের কাছে বোকা হলাম... বেজায় অপমান..."

মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার মুখে একপায়ে একটা লাথি মেরে নিনা দেখে নিল সত্যি সে মরেছে কিনা... দরজার দিক থেকে এবার মাংস কাটার শব্দটা এগিয়ে আসছে ভিতরে... সেটা কানে যেতেই নিনাকে এক ধাক্কায় দূরে ঠেলে দিল দ্রাঁ... তারপর চাপা গলায় উচ্চারণ করল, "পালা... পালা এখান থেকে, ওকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে ওকে..."

—"আর তুমি?" দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল নিনা।

ছুরিটা হাতে নিয়ে একহাতের কব্জি দিয়ে মুখটা মুছে নিল দ্রাঁ, করুণ একটা হাসি হেসে বলল, "আমি তো বলেছিলাম অন্য একটা জগতে চলে যাব... আবার দেখা হবে নিনা..."

—"আবার দেখা হবে নিনা..."

কথাগুলো ছুরি আর মাংসের শব্দে ফিকে হয়ে এল একটু একটু করে, নিনা আরিনকে বুকে জড়িয়ে দৌড়োতে লাগল সেই মাংসলোভী নরখাদকদের ভিড় ঠেলে...

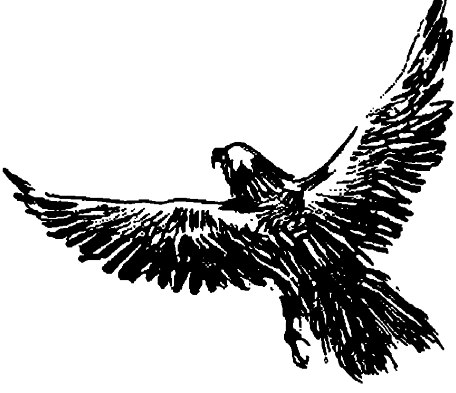

Banglabook.org

চতুর্দশ অধ্যায় — শেষ আশা

কিছু দূর থেকে স্পিকারের আওয়াজে চোখ খুলল প্রোফেসরের। এই ক'টা দিন থেকে থেকেই এমন হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ছেন মিনিট কুড়ির জন্যে। ঘুমটা ভাঙার পর ঘুমানোর আগের ঘটনা আর কিছুতেই মনে পড়ছে না। কী করে, কখন, কোথায় বসে ঘুমিয়ে পড়লেন কিছুই মনে করতে পারছেন না। অথচ তিনি এমন ঘুমকাতুরে নন, পরশু প্লেন জার্নি ছাড়া আর তেমন কিছু ধকলও যাইনি। তাও এমন মধ্যে মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার স্বভাব কেন এই বয়সে এসে চেপে ধরল সেটা বোঝাই দুষ্কর।

একটানা তিনটে দিন দিল্লীতে কাটিয়ে ফিরে এসেছেন প্রোফেসর। তার এক্সিকিউটিভ টিম তেমন কিছু কাজ করতে পারেনি। পুরো ঘটনাটাকে তারা একটা টেরোরিস্ট অ্যাটাক বলেই উড়িয়ে দিতে চাইছে। শেষপর্যন্ত তেমনই রিপোর্ট লেখা হয়েছে। প্রোফেসর অবশ্য খুশি হননি তাতে। কলকাতায় ফিরে এসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার নিজস্ব টিমে কন্সাল্টিং আরকিওলজিস্ট হিসেবে যোগ দিয়েছেন তিনি। সেই নিয়ে কিছুদূর কাজ এগিয়েও ছিল, কিন্তু ঠিক কতদূর এগিয়ে ছিলেন সেটা আর মনে পড়ছে না তার।

চোখ খুলে স্পিকারের আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে সেটা বুঝতে পারলেন তিনি। একটা ছোট গ্যালারির কনফারেন্স রুমের সোফায় আধশোয়া হয়ে বসে আছেন তিনি। একটু দূরে কতগুলো লোক নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছেন। লোকগুলোকে চেনেন প্রোফেসর। এদের মধ্যে একজন তার কলেজ জীবনে বন্ধুও ছিল—আদিত্যনাথ সরকার।

ভালো করে উঠে বসে টেবিলের পাশে আদিত্যনাথকে দেখতে পেলেন তিনি। প্রোফেসরের দিকে চোখ পড়তে তিনি এগিয়ে এলেন সোফার দিকে। সঙ্গের বাকি জনাতিনেক লোককে ইশারা করতে তারা সবাই মিলে এগিয়ে এল প্রোফেসরের দিকে। এদের সবার মুখেই এতক্ষণ চিন্তার ভাব

BanglaBook.org

লেগেছিল। প্রোফেসর খেয়াল করলেন এগিয়ে আসতে আসতে কিছুটা জোর করেই একটা হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলেন তারা।

—"এখন কেমন লাগছে প্রণব?" আদিত্যনাথ একটু দূরের একটা চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলেন।

—"আমার কি শরীর খারাপ হয়েছিল?" ঘুম জড়ানো গলা প্রোফেসরের।

— "শরীর খারাপ ঠিক নয়, বিট অফ আ সিজার। তাতেই অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন..." পাশ থেকে ডিসুজা বললেন। ডিসুজা জন্মের দিক থেকে আধা ভারতীয়। মা খাঁটি ইংরেজ বাবা সাউথ ইন্ডিয়ান। লন্ডনের মাটিতেই তাঁর বেড়ে ওঠা। গায়ের রঙটা বেশ কালচের দিকে, মাথায় জট পাকানো চুল।

—"আমার কিছু মনে পড়ছে না, কোথায় ছিলাম আমি?" দু'হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে মাথা চেপে ধরে বললেন প্রোফেসর।

—"তোমার কোয়ার্টারে..." আদিত্যনাথ বললেন, "আমি আজ সকালে তোমাকে ডাকতে গিয়ে দেখি কাগজপত্রের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে আছো তুমি, কীসব যেন বিড়বিড় করছ!"

—"কাগজপত্র! সেগুলো আছে এখন?"

আদিত্যনাথ হাতে ধরা কাগজগুলো এগিয়ে দিলেন প্রোফেসরের দিকে, —"ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল বলে আমি নিজেই সরিয়ে রেখেছিলাম কাগজগুলো, জানতাম চোখ খুলেই ওগুলোর খোঁজ করবে তুমি।"

কাগজগুলো হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখলেন প্রোফেসর প্রণব বসুরায়। তার ভুরুদুটো অসম্ভব রকম কুঁচকে আছে, কাগজের তাড়া থেকে একটা বিশেষ কাগজ নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন তিনি, তার মুখ থেকে বিড়বিড় করে কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এল, "এটা নিয়ে কী করছিলাম! এটা তো..." প্রোফেসরের হাতে ধরা কাগজের একেবারে উপরে একটা ছোট ছবি আঁকা আছে। সেটা দেখিয়ে আদিত্যনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "এটা বারবার আঁকছিলে তুমি, কী বলতো এটা?"

—"কেভ পেন্টিং..." ছবিটা থেকে চোখ সরিয়ে বিড়বিড় করে বললেন

BanglaBook.org

প্রোফেসর, "আজ থেকে প্রায় পনেরো হাজার বছর আগের গুহাবাসী মানুষ এঁকেছিল এই ছবিটা। আধুনিক মানুষ নাম দিয়েছে— 'দি সরসরার।'

— "সরসরার! মানে ঐন্দ্রজালিক! এরকম নাম কেন?"

মাথা থেকে হাত সরিয়ে একবার মুখের উপরে বুলিয়ে নিলেন বসুরায়, ঘুমের ঘোরটা একটু একটু করে কাটতে শুরু করেছে, ছবিটা এগিয়ে ধরে জড়ানো গলাতেই বললেন, "ভালো করে দেখো ছবিটা, কী মনে হচ্ছে?"

আদিত্যনাথ আর ডিসুজা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ছবিটা, প্রাথমিক কাঠামোটা অনেকটা মানুষের বলেই মনে হচ্ছে। তবে মানুষটা খানিকটা গরিলার মতো সামনে ঝুঁকে পড়েছে। মাথায় বলগা হরিণের মতো বাঁকানো লম্বা শিং, একটা ঘোড়ার মতো ল্যাজ, একবার দেখে মনে হয় দুটো হাত যেন একসাথে জোড়া। জোড়া হাতে বিশেষ ভঙ্গি ফুটে উঠেছে...

—"এ তো অনেকগুলো প্রাণীর একটা মেলানো মেশানো খিচুড়ি.."

সোফা ছেড়ে উঠে পড়েন প্রোফেসর, কপালে হাত ঘষতে ঘষতে বলেন, —"ফ্রান্সের 'ত্রয়ী ফেরেস' গুহায় পাওয়া যায় এই ড্রয়িংটা, পাথরের গা কেটে বানানো গুহা, গুহার ভিতরে একটা ছোট অংশ আলাদা করে রাখা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা গুহার এই জায়গাটায় সেকালের মানুষ কিছু উপাসনা করত। তাই ওই অংশটার নাম—স্যাংচুয়ারি।

ফরাসিতে ত্রয়ী ফেরেস কথাটার মানে 'তিন ভাই'। উনিশশো বারো সাল নাগাদ তিন ভাই মিলে খেলার ছলে আচমকাই গুহাটা আবিষ্কার করে বসে। তাদের কারো বয়সই তখন আঠেরো পেরোয়নি। তাদের নামেই নাম হয় গুহাটার। কিন্তু কার্বন ডেটিং হবার আগে অবধি গুহার ভিতরে আঁকা ছবিগুলো মাত্র কয়েকশো বছরের পুরনো বলে একটা জল্পনা চলছিল, তার একটা কারণও ছিল অবশ্য..."

ঠিক এই মুহূর্তে থেমে যাওয়া প্রোফেসরের দীর্ঘ অধ্যাপক জীবনের মুদ্রাদোষ। সাধারণত এই সময় ছাত্রদের মধ্যে থেকে ফিরতি প্রশ্ন ভেসে আসে, এখন কিন্তু এল না, প্রোফেসর বলে চললেন, "কারণ আর কিছু নয়, গুহার ভিতরে যে কেভ-পেইন্টিংগুলো পাওয়া যায় সে ধরনের পেন্টিং

আগে কোনো গুহায় পাওয়া যায়নি... মানব সভ্যতার ইতিহাসে এইখানেই আর্টিস্ট প্রথম বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। এতদিন সে যা দেখত তাই আঁকত, শিকারের ছবি, মরা হরিণ, পাখি, আগুন... কিন্তু ত্রয়ী ফেরেসের গুহায় প্রথম মিলল আধা মানুষ, আধা বাইসনের ছবি, এমন কিছু পশুর ছবি যা পৃথিবীতে কোনোদিন ছিলই না, এমন কিছু গাছ যার অস্তিত্ব আজও কল্পনা করতে পারি না আমরা, এবং সেই সব ছাড়িয়ে গুহার দেওয়ালের একদম উপরে, যেখানে একসময় সূর্য আঁকত তারা, সেখানে আঁকা হল এই সরসরারকে। তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য জন্তুজানোয়ার। যেন সে এই জীবজগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা...”

ছোট ভিড়টা এতক্ষণে ঘরের মাঝখান থেকে বেশ খানিকটা ধারে প্রোফেসরকে লক্ষ করে সরে এসেছে। আপাতত আট জোড়া চোখ উন্মুখ হয়ে চেয়ে রয়েছে প্রণব বসুরায়ের দিকে।

—“কিন্তু এ থেকে কী প্রমাণ হয়?” ডক্টর ত্রিবেদী প্রথম প্রশ্ন করে উঠলেন।

প্রোফেসর মাথা নাড়েন, “আমি জানি না, আমার ডেস্কে জিনিসটা পাওয়া গেলেও ওটা নিয়ে ঠিক কী করছিলাম বা ভাবছিলাম সেটা আমার মনে নেই...” একটু এগিয়ে এসে কাগজটা আবার হাতে তুলে নিয়ে তিনি বলেন, “আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে এই সরসরার ছিল সেযুগের কোনো সেমি-গড বা ডেইটি জাতীয় কিছু। সেমি-গডকে এখনকার ভাষায় আপনি প্রফেট বলতে পারেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একজন যার কিছু ঈশ্বরপ্রদত্ত অতিলৌকিক ক্ষমতা আছে। যেভাবে একে জীবজন্তুর শরীর দিয়ে আঁকা হয়েছে তাতে পশুপাখির সঙ্গে এর কিছু একটা যোগাযোগ ছিল বলে ধরে নিতে পারেন। হয়তো কোনোভাবে পশুপাখিকে কন্ট্রোল করতে পারত সে।”

—“এই কারণেই একে সরসরার বলা হয়?”

এবারে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে বসুরায়ের মুখে, কাগজটা আবার টেবিলের উপরে ফেলে দিয়ে তিনি বলেন, “শুধু সেই কারণে নয়।

BanglaBook.org

একসময় কিছু কন্সপিরেসি থিয়োরিস্টের ধারণা ছিল এর গায়ের উপরে যে কালো রঙের আস্তরণ'টা আঁকা হয়েছে সেটা সাম কাইন্ড অফ রোব, আই মিন গা-মাথা একসাথে ঢাকা দেওয়া আলখাল্লা, এখনকার দিনের ম্যাজিশিয়ানরা যেমন পরে আর কি...”

—“সেই সময়ে রোব!” বিস্ময় প্রকাশ করেন আদিত্যনাথ।

—“এ গুহায় যেহেতু বহু আঁকাই কল্পনার সাহায্যে আঁকা হয়েছিল তাই ধরে নেওয়া যায় এই সরসরারের চেহারার বর্ণনাও খানিকটা বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ। যেহেতু তার সমস্ত দেহ রোবে ঢাকা ছিল তাই আর্টিস্ট তার আসল চেহারা না দেখতে পেয়ে কল্পনা মিশিয়ে এঁকেছিল। যেহেতু সে পশুপাখি কন্ট্রোল করতে পারত তাই তার চেহারাতেও নানারকম প্রাণীর মিশেল দিয়েছিল। তবে কন্সপিরেসি থিওরিস্টদের লোকে কবেই বা গুরুত্ব দিয়েছে? শুধু নামটা রয়ে গেছে...”

—“এটাকে দেখে আর একটা আরটিফ্যাক্টের কথা মনে পড়ছে...” মন দিয়ে কিছু ভাবতে ভাবতে ত্রিবেদী বলে ওঠেন।

—“কোন্ আরটিফ্যাক্ট?”

—“মহেঞ্জোদারোর পশুপতি সিল, মাঝে যোগীপুরুষ, চারপাশে পশুপাখি।”

—“এবং যোগীপুরুষের মাথায় লম্বা বাঁকানো শিং, খানিকটা সামনে ঝুঁকে পড়েছেন তিনি, ঠিক যেন 'দি সরসরার'কেই আর একবার আঁকা হয়েছে, কিন্তু সময়ের পার্থক্যটা লক্ষ করুন, অলমোস্ট দশ হাজার বছর, ছ'হাজার কিলোমিটার দূরত্বে!”

—“সরি ফর প্লেয়িং দ্যা ডেভিলস অ্যাডভোকেড হিয়ার” আদিত্যনাথ বাধা দিলেন, “কিন্তু সেটা তো কো-ইন্সিডেন্সও হতে পারে, আরকিওলজিতে এমন উদাহরণ ভুরিভুরি আছে।”

—“গুন্দেস্ট্রুপ কল্ড্রন” প্রোফেসর সামনের ল্যাপটপে সার্চ করে একটা ছবি বের করে এগিয়ে দিলেন বাকি দলটার দিকে, “যীশুর জন্মের শ'দুয়েক বছর আগে তৈরি হওয়া একটি সম্পূর্ণ রুপোর তৈরি পাত্র, এই পাত্রের গায়ে একটা বিশেষ এনগ্রেভিং আছে... দেখুন তো কিছু

BanglaBook.org

মিল পাচ্ছেন কিনা...”

ছবিটার দিকে ঝুঁকে পড়েন বাকিরা। তাদের সবার চোয়াল ঝুলে যায়, রুপোর পাত্রের উপরে একটা বিশেষ জায়গা খোদাই করে কেউ যেন দ্বিতীয়বার পশুপতিকে আঁকতে চেয়েছে। একেবারে মাঝখানে কিছুটা কুঁজো হয়ে বসে আছেন এক যোগীপুরুষ, ভালো করে দেখলে বোঝা যায় তার মাথায় দুটো বাঁকানো শিং, একহাতে ধরা আছে একটা সাপ, চারপাশ ঘিরে আছে চেনা অচেনা নানারকম পশুপাখি...

—“এবার মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে এর সময়ের ব্যবধান প্রায় তিন হাজার বছর, আর ডিস্টেন্স মাপলে সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার। কেল্টদের মতে এই ভেসেলে যে যোগীপুরুষ আঁকা আছে তার নাম ‘সেরনুন্নোস’, কেল্টদের সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ এক দেবতা, কিন্তু দুঃখের কথা সেরনুন্নোসের সম্পর্কে আর সেরকম কিছুই জানা যায় না...” একটু দম নিয়ে প্রোফেসর আবার বলতে লাগলেন, “এবার কেল্টদের ছেড়ে সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার সরে আসুন আলজেরিয়ার সাহারা মরুভূমিতে। তাসিলি নাজের নামে কিছু গুহা আছে এখানে। সেই গুহার দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলোর বয়স দশ হাজার বছর। এখানেও ছবির সঙ্গে আর্টিস্টের কল্পনার মিশেল আছে, এই গুহার বিশেষত্ব হল মানব ইতিহাসে এখানেই প্রথম সাইকাডেলিক রিচুয়ালের খোঁজ পাওয়া যায়। এখানে যে ছবি আঁকা আছে তার বেশিরভাগই একটা রিচুয়ালের ছবি।

রিচুয়ালটাও ভারী অদ্ভুত। একদল লোক ডানহাতে মাশরুম জাতীয় কিছু একটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই মাশরুম থেকে লম্বা ফিতে জাতীয় কিছু বেরিয়ে এসে ঢুকেছে তাদের মাথার ভিতরে। লোকগুলো প্রায় একইরকমভাবে একই নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে, তখন সাহারায় কোনো মরুভূমি ছিল না। ছিল সাভানা তৃণভূমি। মাঝারি গাছপালা আর ঝোপঝাড় দিয়ে ঢাকা বিস্তীর্ণ সবুজ অঞ্চল। সেখানে মাশরুম খুঁজে পাওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। আমরা এও জানি বহু যুগ থেকে

BanglaBook.org

মাশরুম জাতীয় উদ্ভিদকে হ্যালুসিনোজেন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আজও সাবজেক্টকে হ্যালুসিনেট করানোর দরকার হলে স্ট্রীট ম্যাজিশিয়ানরা সিলোসাইবিন জাতীয় মাশরুম ব্যবহার করেন। ফলে আমরা ধরে নিতে পারি আজ থেকে দশ হাজার বছর আগের তাসিলি নাজের গুহার মানুষ মাশরুম ব্যবহার করে কোনো এক সাইকাডেলিক ট্রান্স স্টেটে চলে যেত। এন এন্টায়ার প্রি-হিস্টোরিক জেনারেশান অফ ড্রাগ এডিক্টস!"

—"কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের পশুপতি, সরসরার কিংবা সেরনুন্নোসের সম্পর্ক কী?" ডিসুজা প্রশ্ন করেন।

—"বলছি..." টেবিল থেকে তুলে একটু জল খেলেন প্রোফেসর, গলাটা শুকিয়ে এসেছে তার, "যাই হোক, মাশরুম থেকে ফিতে বেরিয়ে এসে মাথায় প্রবেশ করার অর্থ আমরা বুঝতে পারছি স্বাভাবিক মানুষের সেই ট্রান্স স্টেটে চলে যাওয়া। অর্থাৎ ফিতেটা হল সেই ম্যাজিকের পারসোনিফিকেশান। ফিতেটা তাদের অন্য জগতে নিয়ে যায়। সোজা কথায় ফিতেটা হল হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার সেই বাঁশিটা। যেটা বাজালেই পিলপিল করে লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছুটে আসে আওয়াজ লক্ষ করে... এবার..." একটু থেমে পরের কথাটা বললেন প্রোফেসর, "টাইম টু রিভিল দ্যাট বাঁশিওয়ালা..."

প্রোফেসরের সামনে রাখা ল্যাপটপের স্ক্রিনে আর একটা গুহাচিত্র ফুটে উঠল, ছবিটার নাম লেখা আছে, 'দ্য রানিং ওম্যান অফ তাসিলি নাজের।'

ছবিটা আশ্চর্য রকম বড়। প্রায় গুহার একটা গোটা দেওয়াল জুড়ে আঁকা হয়েছে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মানুষকে। অনেকটা দৌড়ের ভঙ্গিমা তার। হাতদুটো প্রসারিত, সেই দুই হাতের থেকে নেমে এসেছে দুটো দীর্ঘ ফিতে। বিরাট দেহের চারপাশে ছোট ছোট করে আঁকা হয়েছে প্রচুর মানুষ ও পশুর অবয়ব। যেন মানুষ-পশুর সেই ভিড়কে চালিয়ে নিয়ে চলেছে একটি দানব। তার মাথার দু'পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটো বাঁকানো দীর্ঘ শিং।

—"যদিও এই আঁকাটা আর তেমন স্পষ্ট নয়, সময়ের ছাপে অনেকটা

BanglaBook.org

নষ্ট হয়ে গেছে, তাও ক্লোজ ইন্সপেকশানে একটা রেপ্লিকা তৈরি করা গেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে এই মনস্টার ফিগারের দু'হাত থেকে দুটো ফিতে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু অন্য ছবিগুলোর মতো সেটা তার নিজের মাথায় ঢোকেনি। বরঞ্চ সেটা এগিয়ে গেছে ছুটতে থাকা সেই ভিড়ের দিকে। ঠিক যেমন মিউজিক কন্সার্টে কন্ডাক্টার দুটো লাঠি নেড়ে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেন, ঠিক তেমনই একদল মানুষকে নিজের ইচ্ছামতো মন্ত্রমুগ্ধ করে একদিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে এই দানব, যার দুটো লম্বা শিং আছে। আমাদের বাকি তিনজনের সঙ্গে মিল পেলেন কিছু?"

—"কিন্তু এখানে তো রানিং ওম্যান বলা হচ্ছে, আমাদের বাকি তিনজন তো পুরুষ ছিলেন।" ত্রিবেদী এবার আপত্তি জানান।

—"এই বাঁশিওয়ালা পুরুষ না নারী বুঝছেন কী করে? ইনি তো পিছন ঘুরে দাঁড়িয়ে আছেন। এতকাল আগের কেভ পেন্টিংএ পিছন থেকে পুরুষ নারী বোঝার উপায় নেই। একে নারী বলা হয় এর স্ফীত উদরের জন্যে। যা প্রেগ্নেন্সিকে ডিনোট করে, তবে ওটা আমাদের আরকিওলজিস্টদের একটা ট্যাবু বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতেই পারে।"

—"তোমার পয়েন্টটা ঠিক কী? মানে কী প্রমাণ করতে চাইছ?" আদিত্যনাথ জিজ্ঞেস করেন।

তার সামনের চেয়ারে এসে বসে পড়েন প্রোফেসর, ল্যাপটপটা সরিয়ে রেখে বলেন, "আমার পয়েন্টটা খুব সিম্পল, হাজার হাজার বছরের সময়ের ব্যবধানে, কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরত্বের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্টি বারবার একটি বিশেষ মূর্তিকে তাদের শিল্পকর্মে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। যে কোনোভাবে পশুপাখি এবং কিছু অংশে মানুষকে বশ করতে পারে, প্রায় সব ছবিতেই তার দুটো বাঁকানো শিং আছে, সাধারণ মানুষের তুলনায় কিছু অতিলৌকিক ক্ষমতা আছে, সাম কাইন্ড অফ ডেইটি... এবং..."

—"এবং কী?" দলের মাঝে কোথা থেকে প্রশ্নটা আসে বোঝা যায় না।

—"আমার মনে হয় সে আমাদের যুগে আবার ফিরে এসেছে।"

BanglaBook.org

একটা মিহি জল্পনার রেশ খেলে যায় দলটার মাঝে। সরাসরি প্রতিবাদ বা ব্যঙ্গ করে না কেউ, ডিসুজা একটু মাথা নেড়ে বলে, "আমার কিন্তু ব্যাপারটা একটু অ্যাবসারড লাগছে। শুধুমাত্র কিছু কেভ পেন্টিং-এর উপরে ভরসা করে এই কনক্লুশানে আসা যায় না..."

—"বেশ, কেভ পেন্টিং-এর কথা বলছি না, জুডাইজম অনুযায়ী ডাইবুক হল এক ধরনের স্পিরিট যা মানুষ ও পশুপাখিকে বশ করতে পারে, ডাইবুকের বিবরণ? তার শরীর আধা মানুষ, আধা পশুর, খানিকটা ঝুঁকে চলে সে, মাথায় দুটো ছোট শিং আছে। মিডল ইস্টের ঠিক পাশে হর্ন অফ আফ্রিকায় প্রচলিত মিথ অনুযায়ী 'জার' একধরনের স্পিরিট যে মানুষ ও পশুকে বশ করতে পারে, এরও মাথায় শিং আর গায়ে আলখাল্লা জাতীয় রোব আছে..."

—"আচ্ছা ঠিক আছে..." হাত তুলে বাধা দিলেন ত্রিবেদী, "ধরে নিলাম এই মিথোলজিকাল ইমমরটাল ক্রিয়েচার আবার কোনোভাবে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে, আমাদের গোল হল তাকে আটকানোর কোনো রাস্তা খুঁজে বের করা। আপনি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন?"

দু'পাশে ক্লান্ত মাথা নাড়লেন প্রোফেসর, "উই আর বিয়ন্ড দ্যাট। আমরা এটুকু জানি মানব সভ্যতার প্রথম দেবতা হলেন বৃক্ষদেবতা, তিনি এই মহাজগতের ভারসাম্য রক্ষা করেন। মানুষ যদি সেই ভারসাম্যের জন্যে ক্ষতিকর হয় তবে মানব সভ্যতাকে মুছে ফেলে ভারসাম্য রক্ষা করবেন তিনি। আমাদের তাতে কিছুই করার নেই।"

—"ওয়েল, উই হ্যাভ সামথিং টু শো ইউ প্রোফেসর..." কথাটা বলে সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন ত্রিবেদী। তারপর হলঘরের দরজার দিকটা দেখিয়ে বললেন, "একটু আসুন আমার সঙ্গে।"

—"কোথায়?"

কথাটার আর উত্তর দিলেন না তিনি। হাতের একটা ইশারা করে প্রোফেসরকে ফলো করতে বললেন। আদিত্যনাথও উঠে এলেন চেয়ার ছেড়ে। তিনজনে হলঘর থেকে বেরিয়ে একটা লম্বা করিডোর দিয়ে হাঁটতে

BanglaBook.org

লাগলেন। করিডোরটা চেনা লাগল প্রোফেসরের। অর্থাৎ এখানে আসার পর অবধি ঘটনার কথা মনে আছে তার। কিংবা সব কিছুরই কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতি হয়ে গেছে। তাকে থম মেরে থাকতে দেখে আদিত্যনাথ তার কাঁধটা একবার ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলতো! এরকম মেমোরি লস কবে থেকে হচ্ছে?"

প্রোফেসর ঠোঁট উলটালেন, "বুঝতে পারছি না জানো, আলগা কিছু কথা মনে পড়ছে, দিল্লী যাওয়ার প্লেনে কিছু একটা হয়েছিল... একটা মেয়ে..."

—"এই বয়সে আবার মেয়েটেয়ে নিয়ে পড়লে নাকি!" চটুল স্বরে কথাটা বললেন আদিত্যনাথ।

—"উঁহু... তা নয়, প্লেনের জানলায় একটা মেয়েকে দেখেছিলাম।"

—"প্লেনের জানলায়!" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন আদিত্যনাথ, "ধুর, কি দেখতে কি দেখেছ!"

—"উঁহু, স্পষ্ট মনে আছে," ভুরু কুঁচকে বলতে লাগলেন প্রোফেসর, —"একেবারে চকচকে পুতুলের মতো মুখ, চোখের চারপাশ ভর্তি করে কাজল পরা ছিল, জানলার কাছে মুখ এনে কী যেন বলছিল..."

—"স্বপ্ন দেখেছ তার মানে..." হাসতে হাসতে বললেন আদিত্যনাথ। প্রোফেসর আর কিছু বললেন না। তিনজনে সামনের দিকে পা বাড়ালেন।

করিডোরটা শেষ হওয়ার ঠিক মুখে এসকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রোফেসরকে দেখে একটা মাপা হাসি উপহার দিলেন তিনি, হাত দিয়ে শেষ প্রান্তের একটা ঘরের দিকে দেখিয়ে বললেন, "শরীর এখন কেমন লাগছে প্রোফেসর?"

—"বেশ ভালো।"

—"আসুন, এই দিকটায় আসুন।"

যে ঘরটার দিকে এসকে এগোলেন সেটা বাইরে থেকে দেখলে প্রিজন সেল বলে ভুল হয়। লোহার দরজা বাইরে থেকে বোল্ট দিয়ে লক করা। বাইরে দু'জন আর্মড গার্ড চোখে পড়ল। তার ঠিক পাশেই একটা ছোট

BanglaBook.org

ঘরে আরও কয়েকজন উর্দিধারিকে ঘুরে বেরাতে দেখা গেল।

একটু খটকা লাগল প্রোফেসরের। এত কঠিন ঘেরাটোপের মধ্যে কী রাখা হয়েছে? দরজার বাইরে থেকে গোল বোল্টটাকে ডানদিকে ঘোরালেন এসকে। বিকট শব্দ করে সেটা খুলে গেল। এসকে একটা হাত দিয়ে ঠেলে লোহার দরজাটা খানিকটা খুলে বাকি তিনজনকে ভিতরের দিকে ইশারা করলেন।

দরজার ওপারের ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাও প্রোফেসরের মন বলল সেটা হলঘর। স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ এসে চেপে ধরল তাকে। একবুক কৌতূহল বুকে নিয়ে চারজনে ভিতরে ঢুকে এলেন।

সবাই ভিতরে আসতে এসকে নিজেও ভিতরে ঢুকে এলেন। লোহার দরজাটা আরও বেশি করে খুলে দিলেন তিনি। একঝাঁক ফিকে আলোর রেখা ঢুকে এল ঘরের মাঝে। সেই আধো আলোয় প্রোফেসর লক্ষ করলেন ঘরের একেবারে কোণে একটা লম্বা কাচের ট্যাঙ্কজাতীয় কিছু রাখা আছে। সাধারণত ম্যাজিশিয়ানরা এই ধরনের ট্যাঙ্কের ভিতরে ডুবে নিঃশ্বাস বন্ধ রাখার খেলা দেখান। ট্যাঙ্কের ঠিক উপরেই কালো রঙের কাপড় দিয়ে লম্বাটে কিছু একটা ঝুলিয়ে রাখা আছে। অবাক চোখে সেই কাপড়ে ঢাকা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রোফেসর।

—"এখানে আলো নেই বলে আমি দুঃখিত, তবে আশা করি তার দরকার হবে না।" কথাটা বলে এসকে একটা গার্ডের দিকে ইশারা করে কিছু বললেন। গার্ড একটা ছোট টর্চ জ্বালিয়ে এগিয়ে এসে দেওয়ালের গায়ে একটা লিভার ধরে টান দিল, সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্কের উপরে ঝোলানো কাপরের নিচে ঢাকা দেওয়া জিনিসটা নেমে এল ট্যাঙ্কের জলের ভিতরে। উপর থেকে ছাপিয়ে খানিকটা জল বাইরে পড়ল। প্রোফেসর অবাক হয়ে দেখলেন ট্যাঙ্কের ভিতরটা একটা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠেছে। গোটা ঘরটা আলোকিত হয়ে গেছে সেই আলোয়।

আলোর উৎস এখন ছটফট করছে ট্যাঙ্কের ভিতরে। একটা লম্বাটে চেহারার মানুষ, একটা মেয়ে। সারা শরীর কালচে জামাকাপড়ে ঢাকা।

হাত, পায়ের পাতা আর মুখের যেটুকু অংশ ঢাকা নেই সেখানে নানারঙের আলো জায়গা করে নিচ্ছে বারবার। প্রোফেসরের মনে হল এমন অদ্ভুত দৃশ্য তিনি রূপকথার বই ছাড়া আর কোথাও দেখেননি। শ্বাস নেওয়ার জন্যে ছটফট করছে মেয়েটা। তার দুটো হাত দুটো লম্বা চেনে বাঁধা। সেই চেন থেকেই শূন্যে ঝুলছে সে।

এসকের ইশারায় একটু একটু করে জল থেকে উপরে উঠে আসে মেয়েটার দেহ। মুখটা জলের উপরে উঠে আসতে বড় করে শ্বাস নিতে থাকে সে। দুটো পা থরথর করে কেঁপে কিছুর উপরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু পায়ের কাছে কিছু খুঁজে পায় না। দীর্ঘ শরীরটা নিঃশ্বাসের অভাবে ঝুঁকে পড়েছে সামনে। তাতে আরও টানটান হয়ে চেপে বসেছে হাতের চেনদুটো। ঝরঝরিয়ে জল ঝরছে মেয়েটার শরীর থেকে। এখনও আগের মতোই আলোকিত রঙ বেরিয়ে আসছে দেহ থেকে।

—"দু'দিন আগে কয়েকটা জেলে খুঁজে পায় একে, দে থট হার টু বি আ মারমেইড।" খ্যাকখ্যাক করে হেসে ওঠেন এসকে।

—"মারমেইড উইথ লেগস।" ত্রিবেদী সঙ্গ দেন তাকে।

—"আপনার কী মনে হয় প্রোফেসর?" প্রণব বসুরায়ের দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন এসকে।

— "শি ইজ ইনেক্সপ্লিকেবল।" অবাক চোখে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলেন প্রোফেসর, তারপর জোর গলায় বলেন, —"এভাবে ঝুলিয়ে রেখেছেন, ওর হাতদুটো তো যেকোনো সময় ছিঁড়ে যাবে।"

বাঁকা হাসি হেসে এসকে বলেন, "অত সহজে ছেঁড়ার নয় প্রোফেসর। দেখে যতটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে তার থেকে ঢের বেশি ডেডলি ও..."

একটু এগিয়ে গিয়ে মুখ তোলেন এসকে। মেয়েটা এতক্ষণে কিছুটা নিঃশ্বাস বুকে ভরে নিয়েছে। জোর গলায় প্রশ্ন করেন, "আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনও পেলাম না, মিলেডি।"

—"লুক হিয়ার ইউ মাদারফাকার," নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টায় অনেকটা

BanglaBook.org

ঝুঁকে পড়েছে সে, দম নিতে নিতে বলে মেয়েটা, "আমি চিড়িয়াখানার জন্তু নই, তোর মায়ের মতো দু'টাকার বেশ্যাও নই, আমাকে এখানে ঝুলিয়ে রেখে ভুল করছিস তুই..."

—"কীরকম ভুল মিলেডি?" এসকের গলার স্বরে এখনও স্পষ্ট ব্যঙ্গের ছাপ।

—"তোর বাড়িতে কেকে আছে?" মুখ নামিয়েই জিজ্ঞেস করে মেয়েটা। বুকটা হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে তার। চুল থেকে ঝরঝরিয়ে জল নেমে আসছে ট্যাঙ্কের জলে। চুলে ঢাকা অবস্থাতেই মুখ তোলে সে।

—"বউ বাচ্চা ছিল, সব মরে গেছে। আপাতত ওই দু'টাকার বেশ্যা মা আছে, তার বয়স সত্তরের কাছাকাছি।"

মেয়েটার ক্লান্ত বিধ্বস্ত মুখেও একটা হাসি ফুটে ওঠে, "যেদিন আমি এখান থেকে বের হব। তোর মাকে তোর বুকের রক্ত খাওয়াবো নিজে হাতে।"

মুখ নামিয়ে নিলেন এসকে। ত্রিবেদী একটু দূরে রাখা ইঞ্জেকশানের ট্রে থেকে একটা সিরিঞ্জ তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ছোট একটা সিঁড়ি করা আছে মেয়েটার ঝুলন্ত দেহের কাছাকাছি পৌঁছনোর জন্যে। সেটা ধরে এগিয়ে গেলেন তিনি।

দরজার দিকে এগোতে এগোতে বাকি দু'জনের উদ্দেশে এসকে বললেন, "শি ইজ আ ডেডলি কিলার। কন্ট্রোলে রাখতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে আমাদের। বেশিরভাগ সময়ই সিডেটিভ দিয়ে রাখতে হচ্ছে।"

—"আর ঘরের আলোগুলো?" প্রোফেসর জিজ্ঞেস করলেন।

এসকে একটু থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "মেয়েটার কিছু ইনহিউম্যান পাওয়ার আছে। আমরা বহুবার চেষ্টা করেও আলো জ্বালাতে পারিনি।"

—"জল লাগলেই গা'টা যেভাবে গ্লো করছে তাতে স্বাভাবিক মানুষ বলে তো মনে হচ্ছে না।" আদিত্যনাথ বললেন।

"শুধু তাই নয়, মেয়েটা ভয়াবহ রকমের প্রতিহিংসাপরায়ণ, কথাবার্তা শুনলেন তো..."

BanglaBook.org

—"ওর সঙ্গে আর কিছু ছিল না?"

তিনজনে এতক্ষণে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন, এসকে চিন্তিত মাথা নেড়ে বললেন, "একটা ছোট রড টাইপের কিছু কোমরে গোঁজা ছিল, আমরা সরিয়ে নিয়েছি। তাছাড়া প্রথম যখন জ্ঞান ফেরে তখন দুটো নাম বলে খোঁজ করছিল বারবার।"

ত্রিবেদী বেরিয়ে আসতে দরজা বাইরে থেকে আবার বন্ধ করে দেন এসকে। সেই তীব্র যান্ত্রিক আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে যায় দরজা।

বাইরে আর্মড গার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবার। আদিত্যনাথ আর প্রণব বসুরায় একদিকে সরে এসে হাঁটতে থাকেন। প্রোফেসরের মুখের দিকে চেয়ে আদিত্যনাথ বললেন, "কী? মুখ দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার।"

প্রোফেসরের মুখে কোনও বদল এল না, তেমনই ভুরু কুঁচকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "হত না, পুরো ব্যাপারটা একটা ম্যাজিক শো মনে হত, যদি মেয়েটা আমার চেনা না হত!"

—"সেকি! মেয়েটাকে চেন তুমি?"

—"সেদিন প্লেনের জানলা দিয়ে যে মেয়েটাকে আমি দেখেছিলাম সে এই মেয়েটাই। তখন চোখের দু'পাশে কাজল ছিল বলে কাটা দাগটা দেখতে পাইনি, বাট আই এম কোয়াইট সারটেন, এই সে... ওকে এইভাবে বেঁধে রাখাটা উচিৎ হয়নি..."

হাওয়ায় একবার অবজ্ঞা ভরে হাত চালালেন আদিত্যনাথ, "মেয়েটা ভায়োলেন্ট। ও নিজের মুখেই বলেছে এর আগেও খুন করেছে ও... প্লাস ড্রাগ এডিকশানও আছে, ওকে ছেড়ে রাখা মানে আরও দু-একটা খুনের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া।"

পাশ ফিরে আদিত্যনাথের দু'কাঁধে দুটো হাত রেখে তাকে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরেন প্রোফেসর, "তুমি বুঝতে পারছ না আদিত্য, আমি যদি একটুও মিথোলজি জেনে থাকি তাহলে... ইন অল দিস কেওস... শি ইজ আওয়ার লাস্ট হোপ!"

BanglaBook.org

পঞ্চদশ অধ্যায় — অজ্ঞাত কোনো গুহা

মাটি থেকে বাইরে এসে একটু থমকে দাঁড়াল নিনা। এখনও বাইরেটা আগের মতোই রোদে রেঙে আছে। কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। যদিও এই রোদে কষ্ট হয় না, তবু নিনার মনে হল একদণ্ড ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালে তার মাথাটা কিছুটা কাজ করা শুরু করত। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে দিগন্তছোঁয়া ফুটোফাটা জমি ছাড়া আর কিছুই তো চোখে পড়ে না। মায়ের কাছে একবার তেপান্তরের মাঠের গল্প শুনেছিল নিনা। এও যেন সেই অন্তহীন তেপান্তরের মাঠ। যতদূর চোখ যায় শুধু ফাটা মাটি আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাণীদের হাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

ফাঁকা মরুভূমির মতো মাঠের উপরেই পা ছড়িয়ে বসে পড়ল নিনা। দুটো পা জড়ো করে তার উপরে আড়াআড়ি রাখল বাচ্চাটাকে। তারপর তার ঢলঢলে মুখের দিকে ভালো করে চাইল। হ্যাঁ, আরিনই বটে। একই মুখের ধরন। মেয়েটা বারবার ডানহাত দিয়ে নিনার ফ্রকের মাঝখানটা খামচে ধরছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। চারদিকে এত কিছু ঘটে গেল কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তার। মেয়েটার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিল নিনা। কোথায় যাবে এখন একে নিয়ে? আরিন যদি এক ধাক্কায় অনেকটা বড় হয়ে যেত তাহলে আর চিন্তা থাকত না। কিন্তু সে তো এখন ভীষণ ছোট।

BanglaBook.org

আচ্ছা, আরিন এমন ছোট হয়ে গেল কী করে? একটু ভাবনাচিন্তা করে নিনা বুঝল সেই আগুনের রিংটা শুধু অন্য একটা জগতে এনে ফেলেনি তাকে, অন্য একটা সময়েও এনে ফেলছে। এমন একটা সময়ে যখন আরিন খুব ছোট। কিন্তু আরিনকে তো সে বড় বয়সে দেখেছে, তার মানে আজও কোনো ক্ষতি হবে না তার। নাকি আজ কিছু ক্ষতি হয়ে গেলে তার পুরো বড়বেলাটাই হারিয়ে যাবে?

—“না না! অত সহজ নয়, ভারী গোলমেলে ব্যাপার!” পিছন থেকে

ভেসে আসা কথাগুলো শুনে একটু ভয় পেয়ে যায় নিনা। মুখ ঘুরিয়ে সে দেখে একটা অদ্ভুতদর্শন লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তার হাঁটু অবধি একটা কালচে ঢোলা প্যান্ট, তার উপরে সাদাকালো মেশানো সেই আলখাল্লা ধরনের পোশাক, মজার ব্যাপার হল লোকটার চুলগুলো একেবারে ঘন লাল রঙের, গলার কাছ অবধি মুখটা একদম দুধের মতো সাদা, তারপর থেকে কালো রঙ শুরু হয়েছে। লোকটার চেহারা আর জামাকাপড়ের সঙ্গে কীসের যেন একটা মিল আছে, কিন্তু ঠিক কীসের সেটা নিনা মনে করতে পারল না। মুখটা কেমন যেন সূচালো। ঠোঁট দুটো বিশ্রীরকমের চোখা, তাই কথা বললে ঠোঁটে ঠোঁটে ঘষা লেগে একটা চকচক করে শব্দ হয়। নিনা তাকে আপাদমস্তক দেখে উঠে দাঁড়াল, এই লোকটাও তাকে দেখতে পায়, কিছুটা ভয় লাগল তার।

—"কী সহজ নয়?" নিনা প্রশ্ন করে।

—"ওই যে মহাশয়া যা ভাবছিলেন..." ভুরু নাচিয়ে বলে লোকটা।

—"আমি কী ভাবছিলাম তুমি জানলে কেমন করে?"

আচমকাই লোকটা একলাফে এসে দাঁড়ায় নিনার সামনে। কিছুমাত্র বুঝে ওঠার আগেই দুটো হাত তার চোখের উপরে রেখে চেপে ধরে বলে, "কী দেখতে পাচ্ছেন মহাশয়া?"

আরিনকে শক্ত করে চেপে ধরে নিনা। তারপর বিড়বিড় করে বলে, "কী দেখব আবার, অন্ধকার?"

—"না, আগুন...", লোকটা ফিসফিসে গলায় বলে।

—"আগুন? গোল রিং-এর মতো আগুন?"

—"উঁহু... একটা ঘরে আগুন লেগেছে... আর একটা লোক..."

দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে দূরে সরিয়ে দেয় নিনা। মাটির উপরে পা চালিয়ে বেশ কিছুটা দূর দৌড়ে চলে আসে। লোকটাও তার পিছু নেয়। কেমন যেন খরগোশের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে লোকটা, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, —"মহাশয়া আমার উপরে রাগ করবেন না। আমার আসলে এই একটু সমস্যা! ওই জন্যেই আমার বন্ধু জোটে না,

BanglaBook.org

মহাশয়া, মহাশয়া শুনছেন?”

নিনার হাঁটার বেগ একটু কমে আসে, পিছন না ফিরেই বলে, “কী সমস্যা?”

—“ওই যে, কাউকে সামনে দেখতে পেয়ে কপালে হাত রাখলেই গড়গড় করে তার মাথার মধ্যে যা চলে সব দেখতে পাই, মহাশয়া আপনি কি রাগ করেছেন?”

—“আরে ধুর!” এইবার নিনা ঘুরে দাঁড়ায়, “কি মহাশয়া মহাশয়া করছ, আমার নাম নিনা।”

লোকটা খুশি হয়ে এগিয়ে আসে, “আমার নাম উপে, আমি গাছে থাকি।”

কি মনে হতে উপের কাছে গিয়ে তার মাথার লাল চুলে একটু ঘেঁটে দেয় নিনা, বলে, “গাছে মানে? কোন গাছে?”

—“ওই যে, যে গাছে আপনি শুয়েছিলেন মহাশয়া।”

—“বাবা! এটাও কি আমার মাথার ভিতরে দেখেছ?”

—“না না...” উপে এবার গলে পড়ে, “এটা স্বচক্ষে দেখেছি। মহাশয়া ঝুরি ধরে ঝুলতেই সোঁ করে নিচে নেমে গেলেন!”

—“নিজের চোখে দেখেছ! তুমিও ওই গাছেই ছিলে?”

উপে একটা রহস্যময় হাসি হাসে। আর অমনি গোটা ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যায় নিনার সামনে। এই লোকটা হল সেই কাঠঠোকরা পাখিটা। কোনোভাবে মানুষের মতো হতে পারে সে। জামাকাপড় দেখে আগেই বোঝা উচিৎ ছিল। ভারী অদ্ভুত জগত এটা। পাখিরাও মানুষের রূপ ধরতে পারে, নাকি সে আসলে মানুষই, মাঝে মাঝে পাখির রূপে থাকে?

তবে যাই হোক না কেন, নিনা এতক্ষণে বুঝেছে লোকটা বা পাখিটার কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে, একে জিজ্ঞেস করে জায়গাটা সম্পর্কে কিছু জানা যেতে পারে। কথা বলতে বলতে উপের চোখ গিয়ে পড়েছে নিনার হাতে ধরা বাচ্চা মেয়েটার উপরে। চোখ দুটো আগের তুলনায় আরও গোলগোল হয়ে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বিস্ময়ের গলায়

BanglaBook.org

বলে, "এইটাই সেই মেয়েটা!"

—"হ্যাঁ, একে চেন তুমি?"

মুখের হেরফের হয় না উপের, "চিনি না, নাম শুনেছি... কোনোদিন চোখে দেখতে পাব ভাবিইনি, কিন্তু এ আপনার কাছে কী করে মহাশয়া..."

আবার লাফিয়ে এসে নিনার চোখ চেপে ধরতে যায় উপে। নিনা হাত দিয়ে আটকে দেয় তাকে, —"পরে বলব, সব কিছু অত জানতে হয় না।"

উপে আর আপত্তি করে না, আরিনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয় সে। তারপর তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলে, "আপনাদের এখানে একলা একলা ঘুরে বেড়ান উচিৎ না মহাশয়া, এ জায়গাটা আর ভালো নেই।"

—"ভালো নেই কেন? সেই কোতোয়ালের জন্যে?"

উপরে নিচে মাথা দোলায় উপে, "আর ক'দিন! সব শেষ করে দেবে সে। আমাদের এত সুন্দর রাজ্যের আর কিচ্ছু থাকবে না।"

—"সে এখন আছে কোথায় তুমি জানো?"

চারপাশটা একবার দেখে নেয় উপে। তারপর বিপদের গন্ধ মাখা চোখ নামিয়ে বলে, "আমি বেশি জানি না মহাশয়া, তবে এটুকু জানি, যে জগতেই থাকুক না কেন, সে গুহার ভিতরে থাকে।"

—"গুহা!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ! গোপন গুহা, যার ভিতরে কেউ সহজে যেতে পারে না।"

—"এখানে তেমন কোনো গুহা নেই?"

উপে লম্বা লম্বা পায়ে খরগোশের মতো হেঁটে কিছুটা এগিয়ে গেছিল। পিছন ঘুরে বলে, "আছে, কিন্তু কোথায় আছে কেউ জানে না। সে কোথা থেকে এসেছিল আর এখন কোথায় আছে তা কেউ জানে না... শুধু..."

— "শুধু কী?" দ্রুত পা চালিয়ে উপের পাশে চলে আসে নিনা। উপে তার হাতের দিকে দেখায়, "যদি তাকে কেউ আটকাতে পারে তবে এই মেয়েটাই পারবে। কিন্তু তার আগে ওকে বড় হতে হবে। আচ্ছা..." কী যেন একটা মনে করে একটু থমকায় উপে, মাথায় একবার হাত বুলিয়ে

BanglaBook.org

নিয়ে বলে, —"একটু আগে মহাশয়া আমার মাথার চুল ঘেঁটে দিলেন কেন?"

—"সেকি!" অবাক হয় নিনা, "আমাকে দ্রাঁ বলল ওটাই এখানকার নিয়ম!"

—"দ্রাঁ মানে ওই আহাম্মক চোরটা? তাহলেই হয়েছে। সে ভারী মিথ্যেবাদী, মহাশয়ার চুল ঘাঁটতে ইচ্ছা করেছিল, ঘেঁটে দিয়েছে, এখন চক্ষুলজ্জার খাতিরে এইসব গল্প ফেঁদেছে।"

দ্রাঁয়ের কথা মনে পড়তে নিনার মনটা আবার খারাপ হয়ে যায়। উপে এগোতে থাকে, "সে ব্যাটা আর কী বলেছে মহাশয়াকে?"

—"বলেছে মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে, অন্য জগতে নিয়ে যেতে হবে ওকে!"

নিনার কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে উপে। মাথার লাল চুলে একবার হাত বোলায়, তারপর হঠাৎই মাটিতে বসে পড়ে চোঙের মতো ঠোঁট দিয়ে শুকনো মাটি ঠোকরাতে থাকে। মাটিতে আরও কয়েকটা ফাটল তৈরি হয় তাতে। নিনা তার পিঠে হাত রেখে একটু শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলে, "এই কী হল! শরীর খারাপ লাগছে নাকি?"

আশ্বাস পেয়ে একটু একটু করে ফাটা মাটির উপরেই বসে পড়ে উপে। হাত দিয়ে আলখাল্লা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, "সব শেষ হয়ে গেল... উপে আর পারে না ওসব!"

—"কী পার না?"

কথাটার আর উত্তর দেয় না উপে। কী যেন ভেবে একটু থম মেরে থাকে, তারপর বলে, "মহাশয়া এখানে এলেন কী করে?"

নিনা ভাবতে ভাবতে বলে, "আমরা একটা পাখির উপরে চড়ে উড়ছিলাম। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় দেখি একটা গোল চাকতি!"

—"চাকতি! কত বড়?"

—"ওই হাড়টার মতো..." আঙুল দিয়ে একটু দূরে মাটির উপরে পড়ে

BanglaBook.org

থাকা একটা মস্ত প্রাণীর পাঁজরার গোল হয়ে থাকা হাড় দেখিয়ে দেয় নিনা, "ভিতরে আগুন জ্বলছিল।"

—"ক্রাক রিং!" একটা আঙুল আর একটা আঙুলের উপরে বুলাতে বুলাতে বলে উপে। তারপর চুপ করে দূর আকাশের প্রান্তে তাকিয়ে থাকে।

—"সেটা কী?"

সেইভাবেই উদাস গলায় উপে বলে, "একটা জগত থেকে আর একটা জগতে যেতে গেলে রিঙের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। মোট তিনরকম রিং হয়, যার ভিতরে আগুন জ্বলে সেটা ক্রাক রিং, যার ভিতরে জল দেখা যায় সেটা জুর রিং, আর আকাশ দেখা গেলে ইরকিন রিং, মহাশয়া যে রিঙের মধ্যে দিয়ে এসেছেন সেটা ক্রাক রিং। ওর মধ্যে দিয়ে একজনের বেশি পার হতে পারে না।"

—"তার মানে ওরা দু'জন এখানে আসেনি।" বিড়বিড় করে বলে নিনা। আরিন আর তনিশের জন্যে মন কেমন করে ওঠে তার।

—"কারা দু'জন?" উপে জিজ্ঞেস করে।

—"সে তোমার জেনে কাজ নেই। এখন মেয়েটার কী ব্যবস্থা করা যায় বলো।"

—"ব্যবস্থা!" কথাটা বলে একবার নিনার মুখের দিকে তাকায় উপে। লালচে চুল এতক্ষণে উড়ে এসে মুখে পড়েছে। অকারণেই একঝাঁক আতঙ্ক এসে চেপে ধরেছে, সে বলে, "একটা সময় হলে ব্যবস্থা করতাম মহাশয়া, কিন্তু এখন আর আমি পারি না।"

—"কী পার না?"

—"রিং তৈরি করতে... আমরা গাছে কোটর বানাই, তার ভিতর দিয়ে গাছের শিকড় বেয়ে অনেক দূর চলে যেতে পারি। সব গাছই গিয়ে মিশেছে ইগড্রাসিলের সঙ্গে। কিন্তু গাছের মূল বেয়ে ইগড্রাসিলের শরীরে পৌঁছানো সহজ নয়। সবাই যেতে পারে না। যারা যেতে পারে তারাই একমাত্র রিং তৈরি করতে পারে... আমি পারতাম... কিন্তু এখন..."

BanglaBook.org

কথাগুলো বলতে বাঁ-হাতটা নিনার চোখের সামনে তুলে ধরে উপে। নিনা লক্ষ করে সেই হাতের নখের জায়গায় কতগুলো সরু লম্বা সুতোর মতো দড়ি ঝুলছে। হাতগুলো সামনে নিয়ে গিয়ে হাতটাকে গোল করে ঘোরাল উপে। সেই ঝুলন্ত সুতোগুলো অমনি খাঁড়া হয়ে উঠল সামনের দিকে। নিনা অবাক হয়ে লক্ষ করল তার ঠিক সামনে একটা আবছা চাকতি ফুটে উঠছে... খুব আবছা, কিন্তু তাও বোঝা যায় সেই আগুনের রিংটার মতো... একটু একটু করে যেন স্পষ্ট হচ্ছে সেটা। উপের ঠোঁটের দু'প্রান্তে একটা লম্বা হাসি খেলে যায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে আগের থেকে আরও ধীরে আরও যত্নে নাড়তে থাকে হাতটা।

ক্রমশ জলের রেখা দেখা যেতে থাকে সেই চাকতির মাঝখানে... উপের মুখ থেকে মিহি স্বরে একটা মন্ত্র বেরিয়ে আসছে...

ঠিক এই সময়ে আচমকাই ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায় রিংটা। আকাশ দিয়ে কয়েকটা চিল উড়ে যেতে যেতে কিছু একটা শব্দ করেছে। আর তাতেই উপের মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। প্রবল হতাশায় উপে মাটির উপরে বসে পড়ে সজোরে ঘুসি মারে মাটির উপরে। ফোঁপানো কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এদিকে মাটিতে ঘুসি পড়তেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যায়, মাটির গোটাটা এমনিতেই ফাটলে ভরে ছিল, তার মধ্যে একটা ফাটল সেই ঘুসির তোড়ে বেশ খানিকটা বড় হয়ে ফেটে যায়। সেটা গিয়ে মেশে আর একটা ফাটলের সঙ্গে। তারপর আর একটা, এমন করে একটাই মাত্র ফাটল বড় হতে থাকে ক্রমাগত। নিনা ভয় পেয়ে কিছুটা পিছিয়ে আসতে যায় কিন্তু তার আগেই তার পায়ের তলার মাটি ঝুরঝুর করে খসে পড়ে। সেই গভীর ফাটল এগিয়ে এসে গ্রাস করে নেয় তাকে। ছোট মেয়েটাকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরে, বুঝতে পারে নিচে নামতে শুরু করেছে তার শরীরটা।

পাশ ফিরে আর উপেকে দেখতে পায় না। দেখতে পায় সেই কাঠঠোকরা পাখিটাকে, প্রবল বেগে ডানা ঝাপটে সেও নেমে আসছে নিচের দিকে। উপর থেকে খসে ধুলো আর মাটির আস্তরণের সঙ্গে নিচে

BanglaBook.org

নামতে থাকে তারা। পায়ের তলায় তাকিয়ে নিনা দেখে যতদূর চোখ যায় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। ক্রমশ দৃষ্টি স্পষ্ট হতে থাকলে উজ্জ্বল কমলা রেখা ফুটে ওঠে সেই অন্ধকারের বুকে। আরও কিছুক্ষণ অবাধে নিচে পড়তে নিনা বুঝতে পারে সেটা আসলে গলিত আগুনের স্রোত, লাভার মতো।

সে বুঝতে পারে একটু একটু করে তার শরীরটা গিয়ে পড়ছে সেই লাভার সমুদ্রের দিকে। কোনোকিছু নেই তাকে বাধা দেওয়ার। নিনা নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট আরিনের মুখটা ভালো করে দেখে। এখনও আগের মতো অবাক হয়ে নিনার পরিশ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটা অবোধ চোখে বোঝার চেষ্টা করেছে। এই আসন্ন মৃত্যুর মুহূর্তেও সেই শিশুর নিষ্পাপ চোখের দিকে চেয়ে নিনার মুখে একটা হাসি খেলে যায়। একটা আঙুল দিয়ে আরিনের গাল ছুঁয়ে দেয় সে।

কানের পাশে আবার কিচকিচ আওয়াজ শুনতে পায় নিনা। কাঠঠোকরা পাখিটা উড়ে উড়ে নামছে নিচে। ওদের সঙ্গে একই বেগে নিচে নেমে চলেছে মাটির কিছু চাঙড়। আরও কিছুটা পড়ার পরে পায়ে গরম তাপ লাগতে শুরু করেছে নিনার। নিচ থেকে সেই লাভার স্রোতের উত্তাপ উঠে আসছে। নিনা চোখ বন্ধ করে নেয়...

ঠিক তখনই পায়ের নিচে কিছু একটা আটকে যায় তার। হাঁটুতে সজোরে একটা ব্যথা লাগে। নিনা অস্পষ্ট চোখে দেখে ফাটলের ভিতরের দেওয়ালের একটা অংশ, দেওয়াল ছেড়ে একটুখানি বাইরে বেরিয়ে ছিল, সেখানেই এসে পড়েছে সে। জায়গাটা ফুট চারেকের বেশি নয়। এবং তার নিচ থেকেও মাটি খসতে শুরু করেছে। আর মিনিট খানেক পরে এই পুরো খাঁজটাই খুলে নিচে গিয়ে পড়বে।

সেটার উপরে এসে নিনা আছাড় খেতেই প্রবল ধাক্কায় তার হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে কিছুটা দূরে ছিটকে গেল আরিন। খাঁজের বাইরে বেরিয়ে শূন্য বেয়ে নামতে লাগল নিচের দিকে। নিনা হাত বাড়িয়েও আর ধরতে পারল না তাকে... সে শেষ হাহাকার করে উঠল, "আরিন..."

BanglaBook.org

হাওয়ার মাঝে দুটো হাত ধরে নিয়েছে আরিনকে। নিনা প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে তাকিয়ে দেখল সেই কাঠঠোকরা পাখিটা আবার মানুষ হয়ে দু'হাতে ধরে আছে আরিনকে। দু'হাত থেকে একহাতে তাকে নিয়ে দেওয়ালের গা বেয়ে খাঁজের উপরে উঠে আসছে উপে। নিনার সারা গায়ে ধুলো মাটি লেগে। শরীরের নানাজায়গায় কেটে-ছিঁড়ে গেছে শক্ত মাটির আঁচড়ে।

উপে কসরত করে উপরে উঠে আসতে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে খাঁজের ভিতরের দিকের দেওয়ালে পিঠ রেখে বসল নিনা। বড় করে কয়েকটা নিঃশ্বাস নিল। এখনও সে মরেনি। তবে মরতে আর বেশি দেরি নেই।

এত কিছুর মাঝেও কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে একটা অপার শান্তিতে ভরে গেল ওর মনটা। যেভাবে নিচের দিকে নেমে আসছিল তাতে এতক্ষণ তো ওর বেঁচে থাকার কথাই নয়, জীবন শেষ কয়েকটা মুহূর্ত উপহার দিচ্ছে ওকে। দেওয়ালে মাথা রেখে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল নিনা।

নিচ থেকে বয়ে যাওয়া তরলের শব্দ আসতে শুরু করেছে এতক্ষণে। চারিদিকটা কমলা আভায় ভরে উঠেছে।

উপে উপরে উঠে এসে আরিনকে নামিয়ে রাখে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "মহাশয়া, আমাকে সত্যি বলেননি।"

হাত দিয়ে থুতনি আর চোখের পাশ থেকে ধুলো মুছে নেয় নিনা, "কী বলিনি?"

—"আপনি ওকে চেনেন।" আরিনের দিকে দেখায় উপে।

—"হ্যাঁ, চিনি, বড় বয়সে চিনি।" নিনা মুখ ঘুরিয়ে উপরে নিচে মাথা নাড়ে।

—"কত বড় বয়সে?" নিনার পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে উপে।

—"তখন ওর বয়স বাইশ কি তেইশ..."

হাঁটু মুড়ে বসে একটা হাত হাঁটুর উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় উপে, —"ক্রাক রিং-এ সময়টা গন্ডগোল হয়ে যায়, আগে পিছে হয়ে যায়... কিন্তু..."

BanglaBook.org

—"কিন্তু কী?"

উপের গলাবন্ধটা কয়েকবার ওঠানামা করে, "মহাশয়াদের জগতে এমন কেউ আছে যে ক্রাক রিং তৈরি করতে পারে। সে জেনে বুঝেই আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে, ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য..."

—"কিন্তু কে সে?"

উপে কাঁধ ঝাঁকায়। উত্তরটা সেও জানে না। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। একটু একটু করে মাটি খসে খাঁজটা পাতলা হয়ে এসেছে এতক্ষণে। আর মিনিট কয়েকের অপেক্ষা। নিনা মাটি থেকে উঠে একবার নিচে তাকিয়ে খাঁজটা ভালো করে লক্ষ করে উপের সামনে এসে দাঁড়ায়, তারপর হাঁটু দুটো মাটিতে রেখে বসে পড়ে বলে, "আমি বাঁচতে পারব না আর। তুমি ওকে নিয়ে চলে যাও...

—"কোথায় যাব?" করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করে উপে।

—"কেন? উপরে, তুমি উড়তে পারো তো।"

উপে ঘাড় নাড়ে, "ওকে নিয়ে উড়তে পারব না। আর উপরের ফাটল মাটি পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে মনে হয়।"

—"তাহলে এখন উপায়?" একটা চাপা অস্বস্তি এসে গ্রাস করতে থাকে এবার নিনাকে। জীবন তাকে যে ক'টা মুহূর্ত উপহার দিয়েছিল সেগুলো তার মধ্যে নতুন করে বেঁচের থাকার লোভের লাভাস্রোত বইয়ে দিয়েছে। উপে আর কিছু বলে না। কোনো উপায় আর জানা নেই তার।

মুখের উপর থেকে চুল সরিয়ে পিছনে বেঁধে নেয় নিনা, উপের প্রায় মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, "তুমি আগে রিং বানাতে পারতে, এখন পার না কেন?"

—"অভিশাপে..."

—"কীসের অভিশাপ?"

চোখ বন্ধ করে নেয় উপে, "ইগড্রাসিলের অভিশাপ। নিজের তৈরি রিং দিয়ে অন্য জগতে যাওয়া নিষেধ। এ জগতে থাকলে মৃত্যু অবধারিত দেখে আমি সেই পাপটাই করতে গেছিলাম মহাশয়া... তারপর থেকেই..."

BanglaBook.org

মাটি কেঁপে উঠছে এবার, পায়ের তলার মাটি স্বচ্ছ হয়ে লাভার স্রোত চোখে পড়ছে। নিনা কাঁপাকাঁপা ঠোঁটে শব্দটা উচ্চারণ করে কয়েকবার, —"ইগড্রাসিলের অভিশাপ... ইগড্রাসিলের..."

আচমকাই আরিনকে মাটি থেকে তুলে নেয়, তারপর উপের হাতে তাকে ধরিয়ে দিয়ে উত্তেজিত গলায় বলে, "আবার চেষ্টা করো... এবার হবে..."

—"আপনি বুঝছেন না মহাশয়া..."

—"চেষ্টা করো..." রীতিমতো ধমকের গলায় বলে নিনা।

তার কপালে একটা হাতের ধাক্কা দিয়ে তার মুখটা সরাতে যায় উপে, কিন্তু কপালে হাত লাগতেই কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তার মুখে একটা বিস্ময়ের রেখা ফুটে ওঠে। গোল চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে তার... মুখ দিয়ে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে আসে, "মহাশয়া... আপনি..."

—"আমি কী?"

—"আপনি... এই চরম মৃত্যু মুহূর্তেও বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না লোকটার।

—"আগুন... আপনার কপালে হাত রেখে দেখলাম... অসহ্য আগুন, আর...

উপের বুকে একটা ধাক্কা দ্যায় নিনা, "আবার! জানি, আমি সব জানি, আগুন লাগিয়ে আমি নিজের বাপকে...

—"সে আগুন নয় মহাশয়া..." কিন্তু উপের বাকি কথাটা আব শেষ করতে দেয় না নিনা। জোর করে তার একটা হাত তুলে ধরে বলে, "চেষ্টা করো, আর সময় নেই...

উপে আর কিছু না বলে ডানহাতটা শক্ত করে তুলে ধরে ঘোরাতে থাকে। ক্রমশ দু'জনের সামনে মাটির উপরে একটা চাকতি তৈরি হয়। একটু একটু করে তার মধ্যে ফুটে উঠতে থাকে জলের রেখা... স্পষ্ট হতে থাকে একটা বৃহৎ জুর রিং...

অবাক হয়ে নিজের হাতে ধরা বাচ্চাটার দিকে তাকায় উপে, হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে আলগা করতে চাইছে সে। নিনার ঠোঁটের কোণে একটা

BanglaBook.org

আগুন রাঙা হাসি খেলে যায়, "ইগড্রাসিলের নিজের মেয়ে... অভিশাপ আর নেই তোমার..."

এতক্ষণে রিংটা গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। পায়ের তলায় মাটি আর কয়েক সেকেন্ড মাত্র, নিনা উপের হাত থেকে আরিনকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যায় সেই জুর রিঙের দিকে। একটা পা বাড়িয়ে ঢুকতে যায় তার ভিতরে... কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছুর একটা ছ্যাঁকা লেগে সে পিছিয়ে আসে, রিংটা ছিটকে ফেলে দেয় তাকে...

—"আপনি ওর সঙ্গে যেতে পারবেন না, মহাশয়া", শান্ত গলায় বলে উপে।

—"কেন?"

—"আমাদের মোট ন'টা জন্ম হয়, ন'টা জগতে নবার জন্মের পর আর জন্ম হয় না আমাদের, ওই মেয়েটা যে জগতে যাবে সেই জগতে ইতিমধ্যে আপনার আত্মা কোনো একটা শরীরে বেঁচে আছে। কয়েক বছর পরে তার মৃত্যু হলে আপনার এই নারী শরীরে জন্মাবেন আপনি। এখন যদি এই রিং দিয়ে সেই জগতে আপনি পৌঁছে যান তাহলে একই জগতে আপনার একই আত্মার দুটো শরীরে অস্তিত্ব থাকে, প্রকৃতি তা হতে দেয় না মহাশয়া..."

ব্যাপারটা ভালো করে মাথায় ঢোকে না নিনার। সে বলে, "মানে আগের জন্মে ওখানে বেঁচে আছি আমি, কিন্তু কী হয়ে? কোন্ শরীরে?"

এর আর উত্তর দেয় না উপে, সে আরিনকে কোলে তুলে নিয়ে একটা ছোট লাফে জুর রিং-এর নিচের দিকের একটা প্রান্ত ধরে ঝুলতে থাকে, নিনার পায়ের তলার মাটি শেষ হয়ে এসেছে, সে আবার খসে পড়তে থাকে গলিত লাভার দিকে, উপর থেকে উপের গলা শোনা যায়, "এবার আপনার কপালে হাত রেখে আগুন দেখেছিলাম আমি, অন্যের নয়, আপনার শরীরে... আর আপনার ডানার নিচে দেখেছিলাম অন্ধকার..."

—"ডানা!" উত্তাপে ঢেকে যেতে যেতে কতগুলো অদ্ভুত কথা মনে পড়ে যায় নিনার, হেলরিল আরিন ছাড়া অন্য কারো হাতে কাজ করার

কথা নয়, তবু তার হাতে জ্বলে উঠেছিল সেটা... কারণ সেটা তারই পূর্বজন্মের শরীরের অংশ... আগের জন্মে নিজের আগুনে পুড়তে পুড়তে সেই অংশটুকু আরিনের জন্যে রেখে গেছিল সে... সেই অতিকায় পাহাড়ি ড্রাগন...

রিঙের নিচের অংশ ধরে ঝুলতে ঝুলতে একটা হাত নিচের দিকে নির্দেশ করে ঘোরাতে থাকে উপে... নিনার শরীর এবার লাভার স্রোত ছোঁবে, একটু একটু করে উত্তাপে পুড়তে শুরু করেছে তার বুক... আর কয়েক ফুটের ব্যবধান মাত্র... আসন্ন রাঙা আগুনের মতো মৃত্যুর দিকে তাকাল নিনা... কয়েক সেকেন্ড...

তারপরেই তার দৃষ্টি জুড়ে ফুটে উঠল ঘন নীল আকাশ... লাভার উপরিভাগ থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে তৈরি হয়েছে একটা ইরকিন রিং... দু'হাত আর দু'পা ছড়িয়ে পাক খেতে খেতে নিনার শরীরটা ডুবে গেল সেই আকাশের গহ্বরে...

* * * * * * * *

জলের কলকল আওয়াজ কানে আসছে। সেই সঙ্গে একটা মিহি বাতাসের শব্দ। যেন বড় একটা ফাটলের ভিতর দিয়ে ঝড়ের হাওয়া ঢুকে আসছে। স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ।

চোখ খুলল তনিশের। দুটো চোখের পাতা উপরে নিচে সরে যেতে খয়েরি রঙের শ্যাওলার ছোপ লাগা পাথরের দেওয়াল দেখতে পেল। তার গা চুঁইয়ে ক্রমাগত জল পড়ে চলেছে পাথরের মেঝেতে। সেই টুপটাপ জলের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বারবার। তনিশ অনুভব করল তার সমস্ত শরীর জুড়ে অসহ্য ব্যথা। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল সারা গা লাল-লাল দাগে ভরে গেছে। চামড়া কুঁচকে আছে। যেন অনেকক্ষণ জলের ভিতর তাকে ডুবিয়ে রেখেছিল কেউ।

কিন্তু জল বয়ে যাওয়ার আওয়াজটা আসছে কোথা থেকে? ভালো করে

BanglaBook.org

খেয়াল করে তনিশের মনে হল জলের আওয়াজটা আসছে মাথার উপর থেকে। পাথরের দেওয়ালের উপরে প্রবল বেগে জলের স্রোত বয়ে চলেছে।

তনিশ যেখানে শুয়ে আছে তার মিটার দশেক দূর থেকেই শুরু হয়েছে একটা অন্ধকার টানেল। সেটাও পাথরের। সেই পাথরের গা বেয়ে জলজ গুল্মলতার সার অদৃশ্য হয়েছে টানেলের অন্ধকারের মাঝে। ঠিক যেন একটা

চারদিকে তাকিয়ে জায়গাটার একটা আন্দাজ পেল তনিশ– একটা গুহা। আদিম পাথরের তৈরি একটা গুহা এবং সেটা সম্ভবত জলের তলায়।

মাটিতে উঠে দাঁড়িয়ে কিছুটা পিছিয়ে এল তনিশ। লোমশ কিছুতে পা লাগল তার। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে দেখল আরিনের সেই অতিকায় পাখিটা পড়ে আছে মাটির উপরে—আরজেন্টাভিস। ডানাদুটো ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। মুখটা বুকের কাছে গোঁজা। সম্ভবত মারা গেছে সে। মারা যাওয়ার আগে তনিশকে এনে ফেলেছে এখানে।

তবে গঙ্গার তলাতেই কোনো গুহার ভিতরে আছে তনিশ? এমন কোনো প্রাচীন গুহা যার খোঁজ মানুষ এখনও পায়নি? কিন্তু পাখিটা এখানে নিয়ে এল কেন তাকে? সে মারাই বা গেল কী করে?

দুর্বল পায়ে ভর দিয়ে টানেলের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল তনিশ। পাথরের উপরে পায়ের খশখশ শব্দ সেই অন্ধকারের ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে লাগল।

কিছুদূর এগিয়েই কিন্তু থেমে গেল তনিশ। ঝড়ের হাওয়ার মতো শব্দটা এখন বেড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে আসছে একটা গুমগুম শব্দ। অন্ধকূপের ভিতর থেকে বিরাট কিছু একটা বেরিয়ে আসছে বাইরের দিকে।

তনিশ বুঝল তার পালানোর উপায় নেই। সে আরও কিছুটা এগিয়ে জিনিসটা দেখার চেষ্টা করল।

একটা রুপোলি চকচকে কিছু ঝলকে উঠল অন্ধকারের মাঝে। জিনিসটা দ্বিখণ্ডিত, লকলকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল সেটা।

BanglaBook.org

এবার ঝড়ের হাওয়াটা তনিশের গায়ে এসে লাগছে। ক্রমশ তার সামনে ফুটে উঠছে একটা নকশা। একটা গতিশীল শরীরের কিছুটা অংশ। তাকে গোল করে ঘিরে এগিয়ে আসছে সেটা... তনিশের ঠিক সামনে যে টানেলটা সেটা এখন আলো আঁধারে ঢেকে আছে, সেই মিশকালো গুল্ম উদ্ভিদের ভিতর থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা সাপের মুখ... গোটা টানেলটা জুড়েই এগিয়ে আসছে সেই মুখটা... দুটো নীলচে চোখ এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে, শরীরটা নড়ে উঠলেও চোখদুটো ঠিক জমাট বাঁধা নীল বরফের মতো চেয়ে আছে তার দিকে... এগিয়ে আসছে সে...

তনিশের মনে হল ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, ঝড়ের হাওয়াটা এসে মাটিতে আছড়ে ফেলল তাকে, এবার ওই স্থির চোখের অতিকায় সরীসৃপ গ্রাস করবে তাকে... মৃত্যুর নিঃশ্বাস শুনতে পেল তনিশ...

কিন্তু সেই শব্দ ছাপিয়ে আর একটা শব্দ কানে এল তার... তনিশের ঠিক পিছনে একটু একটু করে জেগে উঠেছে পাখিটা, তার ডানাগুলো টানটান করে ছড়িয়ে দিয়েছে দু'দিকে... মাথাটা উপরে উঠিয়ে তারস্বরে একটা ডাক ছেড়েছে সে... সেটার প্রতিধ্বনির তীব্রতায় এক পলকের জন্যে থমকে গেল অতিকায় সাপটা... তারপর দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে এল টানেলের একেবারের মুখের দিকে... দ্বিখণ্ডিত রুপোলী জিভটা বাড়িয়ে দিল তনিশের শরীর লক্ষ করে, কিন্তু তার আগেই তনিশকে ঠোঁটে কামড়ে ধরেছে পাখিটা... মাথাটা দুলিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে পিঠের দিকে।

জিভে কিছু না পেয়ে সাপটার মৃত ঠান্ডা চোখ যেন এক সেকেন্ডের জন্যে হলদে হয়ে এল... সে দ্বিতীয়বার আক্রমণের আগেই পাখিটা ডানা মেলে সোজা উড়ে গেল টানেলের উলটোদিক লক্ষ করে... সেদিকে বয়ে যাওয়া জলের শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে... দু'হাতে পাখিটার শক্ত পালক খামচে ধরল তনিশ, তার মুখ দিয়ে এলোমেলো কয়েকটা শব্দ শোনা যেতে লাগল, —"আরিন... আরিন কোথায় আছে এখন?"

BanglaBook.org

ষোড়শ অধ্যায় — লাল রঙের আলপনা

রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রোফেসর বসুরায়। কব্জির কাছ থেকে কোটের হাতা কিছুটা গুটিয়ে রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িতে দেখে নিলেন সময়টা। ফাঁকা করিডোর পড়ে আছে সামনে। তার উপরের ফাঁক দিয়ে সরু চাঁদের আলোমাখা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে রাতের আকাশে কয়েকটা উজ্জ্বল তারা চোখে পড়ল। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

করিডোর বেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলেন। লোহার সেই ঘরটার বাইরে এসে দাঁড়াতে বাইরে পাহারায় থাকা গার্ড উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল। প্রোফেসর একটু হাসলেন। তারপর এগিয়ে এসে বললেন, "আমি একটু ভিতরে যেতে চাই! কিছু কথা আছে!"

গার্ডকে একটু অপ্রতিভ দেখাল। প্রোফেসর মাঝরাতে ভিতরে যেতে চাইছেন কেন সেটা বোধগম্য হল না তার। যদিও ভিতরে মেয়েটা যতক্ষণ চেন দিয়ে বাঁধা আছে ততক্ষণ কেউ ভিতরে গেলেও কোনো ক্ষতি সে করতে পারবে না, তাও অনুমতি ছাড়া কারো ভিতরে যাওয়া কঠোরভাবে মানা করা আছে।

বাইরের ঘরে আরও একদল সিকিউরিটি মোতায়েন আছে, সেই ঘরের ভিতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে প্রোফেসরের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার! আপনি এত রাতে!"

—"মেয়েটার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

এই লোকটা গার্ডের থেকে একটু উঁচু পোস্টে রয়েছে হয়তো। কথাটা শুনে তাকে অতটা চিন্তিত দেখাল না, উলটে একটা প্রশ্ন করল, "কী ব্যাপারে?"

—"আমার মনে হয় আমি ওর মুখ খোলাতে পারব।"

লোকটার মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে, বলে, "আমরা দু'দিন ধরে

চেষ্টা করছি স্যার। টর্চার ছাড়া সব কিছুই চেষ্টা করে দেখেছি। আপনি রাতারাতি করে ফেলবেন?"

—"একটা এইটুকু বয়সের মেয়েকে সারাদিন হাতে চেন বেঁধে ঝুলিয়ে রাখাটা টর্চার নয় বলছেন?"

একটু ক্ষুণ্ণ হয় লোকটা, "আপনি কি রেকমেন্ড করছেন? খুলে দেব?"

প্রোফেসর আশ্বস্ত করে মাথা নাড়েন, "তার দরকার নেই। আমি শুধু ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, তারপর ওকে নিয়ে আপনারা যা খুশি করুন আমার আপত্তি নেই।"

—"বেশ..." লোকটা ভেবেচিন্তে মাথা নেড়ে সায় দেয়, "কিন্তু আপনি একা ভিতরে যাবেন না। হোসেন!"

বাইরের গার্ডকে নির্দেশ দেয় লোকটা। সে উঠে দাঁড়ায়। লোকটা প্রোফেসরের দিকে এগিয়ে এসে বলে, "মেয়েটা দু'দিন ধরে কিছু খাচ্ছে না, দেখুন চেষ্টা করে যদি রাজি করানো যায়..."

হোসেন নামের গার্ডটার চেহারা বেশ বড়সড়, কানের উপরে চুল প্রায় নেই বললেই চলে, মাথার উপরে কিছু ঘন চুল। গোটা মুখটা সারাক্ষণ লাল হয়ে থাকে তার। এমন টকটকে লাল মুখ আগে দেখেননি প্রোফেসর। এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দেয় সে, প্রোফেসর লক্ষ করেন একটা বিশেষ খোপে আংটাগুলো রেখে মাঝের নবটা ঘোরালে খুলে যায় দরজাটা।

সেইভাবে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আসেন দু'জনে। দরজাটা আর বন্ধ করা হয় না। আপাতত ঘরের ভিতরে মিহি একটা আলো জ্বলছে। জলের ট্যাঙ্কটা এখন একটু দূরে সরানো আছে। ট্যাঙ্কের উলটোদিকের কোণের দেওয়ালে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে মেয়েটা। দেখে বোঝা যায় ঘুমোচ্ছে।

প্রোফেসর ঘরের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়াতে হোসেন একটু এগিয়ে গিয়ে কোমরের লাঠিটা দিয়ে আরিনের কাঁধে একবার খোঁচা দেয়। একটু উশখুশ শব্দ করে আরিন, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সে। হাতদুটো এখনও চেন দিয়ে বাঁধা। চেনদুটো দেখে বোঝা যায় মেয়েটা বাঁধা অবস্থায় বেশি

নড়াচড়া করতে পারে না। আর একবার লাঠির খোঁচা খেয়ে সে নড়েচড়ে বসে। একবার উপরে মুখ তুলে তাকিয়ে আবার নামিয়ে নেয়। দুটো হাত কোলের উপরে রেখে বসে।

প্রোফেসর এগিয়ে এসে পিছন থেকে হোসেনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, "আপনি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ান, আমার ওর সঙ্গে কথা আছে একটু।"

আপত্তি না করে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ায় হোসেন।

প্রোফেসর আরিনের ঠিক পাশে বসে পড়লেন। তার হাতের চেনটার উপরে একবার হাত রাখলেন। একটু তুলে ধরে কব্জির জায়গাটা দেখলেন। লাল কয়েকটা কালশিটে পড়ে গেছে সেখানে। বেশ কিছুক্ষণ সেটা লক্ষ করে হাতটা আবার কোলের উপরেই রেখে দিলেন।

—"আটশো ছত্রিশ জন মানুষ... খুন, সেবোটেজড, রেপড... অনেককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না..." কথাটা বলে আরিনের মুখের দিকে তাকালেন প্রোফেসর। সে এখনও ঘুমের ঘোরেই রয়েছে। কথাগুলো কানে যাচ্ছে কিনা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না।

—"আমাদের এই গোটা শহরটায় ক্রাইম রেট একমাসে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। অকারণেই মানুষ নিজের পরিচিত মানুষকে খুন করছে..."

—"ওয়াট দ্যা ফাক আই ক্যান ডু?" এবার মুখে তুলে তাকায় আরিন।

আরিনের সোজা হয়ে থাকা হাঁটুর উপরে হালকা চাপড় মারেন প্রোফেসর, মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলেন, "তুমি আমার মেয়ের বয়সী। তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না..." ভালো করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলেন, "তোমার চোখের তলায় কাটা দাগটা হল কী করে? জন্ম থেকেই?"

—"মনে নেই।"

—"ছোটবেলার কথা মনে পড়ে কিছু?"

—"আবছা, একেবারে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে না কিছু।"

BanglaBook.org

—"বাবা-মায়ের কথা?"

—"বাবা আমাকে নদী থেকে কুড়িয়ে পান, তার আগে কিছু মনে নেই আমার।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রোফেসর। নিজের হাতের আঙুল মটকাতে মটকাতে বললেন, "আমার মনে হয় তোমাকে কেউ এ জগতে পাঠিয়েছে, এবং বিশেষ কোনো কারণে, কারণটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি।"

—"আমার কিছু মনে নেই।" কথাটা বলে আরিন আবার মাথা নামিয়ে নেয়।

—"সেটাই তো সমস্যা..." প্রোফেসরকে চিন্তিত দেখায়, "একটা জগত থেকে আর একটা জগতে আসার ফলে যদি তোমার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কেউ তোমাকে পাঠাবে কেন? তবে এমনও হতে পারে তোমার স্মৃতি নষ্ট হবার কথা ছিল না... কোনো কারণে সেটা নষ্ট হয়ে যায়।"

—"কিছু কিছু মনে পড়ে, সবটা নয়।" আরিন বলে।

—"কী মনে পড়ে?" প্রোফেসর মুহূর্তে টানটান হয়ে বসেন।

পরের কথাগুলো বলতে আরিন একটু সময় নেয়, মনের ভিতরে গুছিয়ে নেয় কথাগুলো, "আমরা যেখানে থাকতাম তার চারিদিকে জঙ্গল ছিল, এখানে যেমন দেখা যায় সেরকম জঙ্গল নয়। আকাশছোঁয়া বিরাট সব গাছ। আর তার মাঝে ছিল আমাদের প্রাসাদ..."

—"প্রাসাদ! কীরকম প্রাসাদ? কত বড়?"

আরিন উত্তর দেওয়ার বদলে মাথা নাড়ে, "সেটা আর মনে নেই, প্রাসাদের সামনে দিয়ে নদী বয়ে যেত বহুদূর। সেই নদীতে নামতাম আমরা।"

—"আমরা বলতে?"

থেমে থেমে জড়ানো গলায় উত্তর দেয় আরিন, "কতগুলো মেয়ে, তারা জলে নামলে ডানা গজাত তাদের... জল থেকে উঠে এলে আবার মিলিয়ে যেত..."

Banglabook.org

"আলফহেম..." আরিনের কথা শেষ হবার আগেই একদমে বললেন প্রোফেসর, "আমাদের লিখিত মিথোলজি বলে এই জগতের নাম আলফহেম, সাধারণত এলফরা থাকে সেখানে। জলে নামলেই পিঠ থেকে ডানা বেরিয়ে আসে তাদের... কিন্তু তুমি তো এলফ নও..."

—"আমি জানি না আমি কী।"

আঙুল মটকানো থামালেন প্রোফেসর, আরিনের নিচু হয়ে থাকা চুলে ঢাকা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তবে আমি জানি কেউ একটা রেলম থেকে অন্য রেলমে পাঠিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে তোমাকে।"

—"মানে?"

—"মানে যে জগতে তুমি জন্মেছিলে সেখানে তুমি বড় হওনি, একটা শিশু কখন অন্যের বাড়ি তে বড় হয় বল তো?"

—"কখন?"

—"যখন তার নিজের বাড়ি থাকে না। কিছু একটা কারণে তোমার নিজের জগত ধ্বংস হয়ে যায়... পুরোপুরি ধ্বংস হবার আগেই তোমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয় কেউ... তারপর সেখান থেকে আবার আমাদের জগতে... একটার পর একটা রেলম কেউ ধ্বংস করে দিচ্ছে, অথচ তুমি বেঁচে যাচ্ছ কোনোভাবে... এর কোনো অর্থ নেই বলছ?"

—"তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সি মাই ব্রাদার।" আরিন বিরক্ত গলায় বলে।

প্রোফেসর মাথা নাড়েন, "কিন্তু তার জন্যে আগে তো এখান থেকে বেরোতে হবে, এরা যা প্রশ্ন করছে তার উত্তর তোমার কাছে নেই আমি জানি..."

একটা ইঙ্গিত ছিল প্রোফেসরের কথায়। আরিন ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে তাকায় প্রোফেসরের দিকে, তিনি গলাটা কয়েক পর্দা নিচে নামিয়ে বলেন, —"আই হ্যাভ আ প্ল্যান..."

কথাটা বলে তিনি পকেট থেকে কিছু একটা বের করে দেখান

BanglaBook.org

আরিনকে। একটা ছোট চাবি, দেখে বোঝা যায় আরিনের হাত যে চেনটা দিয়ে বাঁধা আছে সেটারই চাবি। আরিন মুচকি হেসে মাথা দোলায়, "আমার হাত খুলে লাভ হবে না। ঘর থেকে বেরোতে গেলেই শ্যুট করবে। বরঞ্চ অন্য একটা কাজ করুন..."

—"কী কাজ?"

আরিন উলটোদিকের দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হোসেনের দিকে দেখিয়ে বলে, "ওর কাছে ফোন জাতীয় কিছু আছে?"

—"নাঃ, থাকার কথা নয়।"

—"গ্রেট! আপনি টয়লেটে যান।"

একটু থমকে যান প্রোফেসর, "টয়লেটে! কেন?"

—"মানে ওকে বলুন যে টয়লেটে যাবেন। দরজাটা বাইরে থেকে কি করে লক করে আপনি জানেন?"

—"জানি।"

—"গ্রেট এগেইন, যাবার সময় জাস্ট লক করে দিয়ে যাবেন। তার পর নিচে গিয়ে একটা গাড়ি রেডি করে রাখুন। গাড়ি আছে আপনার?"

—"আছে, নীচে পার্কিং-এ আছে..."

—"ডু ইট, ক্যুইক..."

ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে না প্রোফেসরের। তিনি ভুরু কুঁচকে বলেন, "কিন্তু তাতে লাভ কী হবে? তোমার হাত তো বাঁধা।"

আরিন আর উত্তর না দিয়ে দেওয়ালে মাথা দিয়ে আগের মতোই বসে থাকে। তার ঠোঁটের দুটো কোণ ফাঁক হয়ে গিয়ে একটা সরু শয়তানি হাসি ফুটে উঠছে। প্রোফেসর অবাক হয়ে লক্ষ করেন কত তাড়াতাড়ি একটা মানুষের মুখের অবুঝ ভাব একটা ক্রূর হাসিতে বদলে যেতে পারে।

দেওয়ালের সামনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা হোসেনকে বলে বাইরে বেরিয়ে আসেন প্রোফেসর। তারপর ভেজিয়ে থাকা দরজাটার লক টেনে বন্ধ করে দেন। মনে করে ঠিক ঠিক খোপে ঢুকিয়ে দেন

BanglaBook.org

আংটাগুলোকে। ছোট থেকেই আশ্চর্য রকমের স্মৃতিধর তিনি। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে করিডোর থেকে দূরে চলে আসেন।

দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতে দেখে একটু অবাক হয় হোসেন। দরজার কাছে যেতে গিয়েও সে থমকে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছে। ঘরের ঠিক মাঝ বরাবর হ্যালোজেনের মতো সিলিং লাইটটা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে এখন। থেমে গিয়ে আরিনের দিকে ফিরে তাকাল হোসেন, কিছুটা এগিয়ে এল, "কী ব্যাপার? আলো জ্বালালে কেন?"

আরিনের মুখে একটু আগের হাসিটা এখনও খেলা করছে, "কেন? আপনি আলোকে ভয় পান নাকি?"

হোসেন আর কিছু উত্তর দেয় না। আবার দেওয়ালের দিকে সরে দাঁড়ায় সে। আরিন মাটিতে বসেই বলতে থাকে, "আমার মতো আপনারও দেখছি চামড়ার রঙ বদলে যায়। একটু বেশি আলো পড়লেই চামড়া লাল হয়ে যায় আপনার... কিছু রোগ টোগ আছে নাকি?"

হোসেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আলোটা এখন মুখের উপরে এসে পড়েছে তার। চোখ মুখ একটু একটু করে লাল হয়ে উঠছে। বারবার হাত দিয়ে মুখটা ঘষছে সে। আলোর তেজ বেড়ে চলেছে একইরকমভাবে। দেওয়ালের একটা দিক ক্রমশ আলোয় আলোয় ভরে যাচ্ছে।

—"জাস্ট স্টপ ইট..." হোসেন চিৎকার করে ওঠে। পকেট থেকে বন্দুক বের করতে যায় সে কিন্তু হাত থেকে খসে পড়ে যায় সেটা।

—"মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, আমার দাদারও আছে, জানেন? একসময় রোদে ঘুরে ডেলিভারির কাজ করত, একদম যায় যায় অবস্থা হয়েছিল..."

—"বন্ধ করুন আলোটা, নাহলে আমি..." মাটি হাতড়ে বন্দুকটা খোঁজার চেষ্টা করে হোসেন। একটু দূরে দেওয়ালের গায়ে লাগানো সিকিউরিটি এলারমটায় হাত দিয়ে চাপ দেয়, সেটা কাজ করছে না।

—"বেশি আলো কিংবা গরম একদম সহ্য হয় না দাদার, বেশিক্ষণ গরমের মধ্যে থাকলে চোখে দেখতে পায় না একদম, আমি ছাড়া তো

BanglaBook.org

কেউ নেই ওর, তাই রোগের সিম্পটমগুলো মনে আছে। অল্প আলোতেই মুখ লাল হয়ে যাওয়া... হাঁটতে চলতে অসুবিধা হওয়া...”

আলোর তেজ ভয়াবহ রকম বেড়ে উঠেছে এখন। সেই সমস্ত আলো ছুরির ফলার মতো গিয়ে পড়ছে হোসেনের গায়ে। মুখ দিয়ে ক্রমাগত লালা বেরিয়ে আসছে তার, চোখ দুটো থেকে ঘন লাল রঙের রক্ত ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাটির উপরে বারবার হাত দিয়ে আঘাত করছে সে, “প্লিজ, স্টপ ইট, স্টপ ইট!”

—“আমার হাতে যে চেনটা লাগানো আছে তার চাবি আপনার কাছে, এদিকে ছুঁড়ে দিন, ফাস্ট...” নির্দেশটা কানে যেতে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না হোসেন। থরথর করে কাঁপতে থাকা হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে একটা চাবির গোছা বের করে সেটা ছুঁড়ে দিল আরিনের দিকে। আরিন নিচু হয়ে সেটা তুলে নিয়ে পরপর দুটো চেনের লক খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিভে এল ঘরের আলো। একটা মিহি চিৎকার করে মাটির উপর ওলটপালট খেতে লাগল হোসেনের শরীরটা।

আরিন এগিয়ে এসে দু'হাতে তুলে নিল হোসেনকে। তারপর সেইভাবে নিয়ে জলভর্তি ট্যাঙ্কের ভিতরে ফেলে দিল তাকে। ঠান্ডা জলের স্পর্শ পেয়ে কিছুটা শান্ত হল হোসেনের দগদগে শরীরটা। অবশ হয়ে যাওয়া কব্জিটা ঘষতে ঘষতে আরিন জিজ্ঞেস করল, “আমার রডটা কোথায়?”

—“কোন রড?” হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে উচ্চারণ করল হোসেন।

—“যেটা আমার কোমরে ছিল, কোথায় সেটা?” শেষ প্রশ্নটা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেছে আরিন।

—“এসকে, এসকে স্যারের কাছে।”

—“বাইরে কতজন গার্ড আছে?”

—“প্রায় জনা পনেরো, আপনি পালাতে পারবেন না।”

পুরনো শয়তানি হাসিটা ফিরে আসে আরিনের মুখে। দ্রুত পায়ে সিকিউরিটি এলারমটার কাছে এসে ডান পা দিয়ে একটা লাথি মারে তার

Banglabook.org

উপরে। তারস্বরে বেজে ওঠে এলারমটা। পাশের ঘর থেকে শোনা যায় তার আওয়াজ। কয়েকটা ভারী পায়ের শব্দ ভেসে আসে ঘরের বাইরে থেকে। ঘরের ভিতরে জমাট অন্ধকার কুপকুপ করতে থাকে।

বাইরের দরজার লক খুলে পাশাপাশি দু'জন গার্ড বন্দুক এগিয়ে ধরে ঘরের ভিতরে ঢুকে আসে, তাদের পিছন পিছন আরও তিনজন। একজন একটা টর্চ জ্বালানোর চেষ্টা করে কিন্তু জ্বলে না সেটা। বুটের নিচে জলের স্পর্শ পায় তারা। ঘরের মেঝেতে জল পড়ে আছে। জল এল কোথা থেকে?

একটু দূর থেকে গোঙানির আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠল তারা। আওয়াজটা চেনা, হোসেনের গলার আওয়াজ। দরজার খোলা অংশ দিয়ে যেটুকু আলো আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে মাটির উপরে কাতরে পড়ে গোঙাচ্ছে সে। জল লেগে কুঁকড়ে আছে শরীরটা।

পাঁচটা বন্দুকের নল ঘরের চারদিক প্রদক্ষিণ করতে লাগল। চতুর্দিক ফিকে অন্ধকারে ঢেকে আছে, কোনো মানুষ আত্মগোপন করতে চাইলে সহজে দেখা যাবে না তাকে। মেয়েটা ঘরের ভিতরেই আছে। হয়তো কোনো একটা কোণায় লুকিয়ে আছে সে। আচমকাই সামনের একজন গার্ডের পা কিছুতে ধাক্কা লাগে। থেমে গিয়ে নিচু হয়ে দেখার চেষ্টা করে জিনিসটা।

সেই কাচের ট্যাঙ্কটা। সেটা ভেঙে ঘরের একদিকের দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। ভাঙল কী করে ট্যাঙ্কটা? নাকি কেউ ইচ্ছা করেই...

একটা শীতল কিছুর স্পর্শ গলা ছুঁয়ে গেল মানুষটার। চিৎকার করতে গিয়েও গলা বন্ধ হয়ে গেল তার। শব্দের বদলে বগবগিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। একটা ভাঙা কাচের টুকরো দিয়ে সমূলে গলার নলীটা উপড়ে নিয়েছে কেউ। বুকটা রক্তে ভরে গেল। কয়েকবার কাতরে মাটির উপরে পড়ে গেল সে।

BanglaBook.org

পড়ে যাওয়ার শব্দে হতেই ঘরে আরও জনাতিনেক গার্ড ঢুকে এল। ঘরের ভিতরে এলপাথাড়ি গুলি চালাল কয়েকবার। আলোর ঝলকে ঘরের কয়েকটা অংশ জ্বলে উঠল, কিন্তু দেখা গেল না কাউকে। আবার একটা কোণা থেকে একটা চাপা চিৎকার ভেসে এল। গলায় চেন জড়িয়ে পড়ে আছে একজন গার্ড। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। জিভটা মুখের বাইরে বেরিয়ে লকলক করে ঝুলছে।

—"আপনি এখান থেকে পালাতে পারবেন ন..." যে গার্ড কথাটা বলতে যাচ্ছিল তার কথাটা শেষ হল না, একটা ছিটকে আসা কাঁচের টুকরোয় ছিঁড়ে গেছে তার গলাটা। দেহটা লুটিয়ে পড়ল। অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা হিলহিলে স্বর ভেসে এল, "এমনিতে মানুষ খুন করতে আমার ভালো লাগত না, বাট নাও আয়াম স্টারটিং টু হ্যাভ ফান!"

বিল্ডিঙের লিফটের দরজা খুলতেই বিপদের গন্ধ পেলেন এসকে। আশ্চর্য রকম শান্ত লাগছে বিল্ডিংটাকে। অন্য সময়ে লাগোয়া কোয়াটার থেকে লোকজন আর গার্ডদের কথাবার্তার গুঞ্জনে ভরে থাকে। অথচ আজ এই শেষরাতে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা জড়িয়ে পড়ে আছে বিল্ডিংটা। কী ব্যাপার?

ভিতরে ঢুকে একটু থমকে দাঁড়ালেন তিনি। লোহার হলঘরের দরজাটা খোলা আছে। তার ভিতর থেকে একটা হালকা আলো ভেসে আসছে, ঠিক যেন ভিতরে একটা ছোট মোমবাতি জ্বালিয়েছে কেউ। দরজার কাছে কয়েকটা লাশ দেখতে পেলেন এসকে। পকেট থেকে নাইম.এম.এম রাগারটা বের করে বিড়ালের মতো সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি।

পাশেই গার্ডদের ঘরটা ফাঁকা। দূর থেকে সেদিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে লোহার দরজার ঘরটার কাছে এগিয়ে এলেন। রাগারটা তুলে ধরলেন সামনে।

—"ওয়েলকাম ব্যাক ইন্সপেক্টার..." পিছন থেকে ভেসে এল কথাটা, গলাটা চিনতে পারলেন তিনি। এক ঝটকায় পিছন ঘুরে বন্দুকটা তুলে

BanglaBook.org

ধরলেন সামনে। করিডোরের একপাশে একটা রেলিঙ্গের উপরে বসে আছে মেয়েটা। তার হাতে একটা জলন্ত সিগারেট, সেটা মুখ থেকে নামিয়ে ছাই ফেলল সে। তারপর দুটো হাত আড়াআড়ি বুকের কাছে রেখে মুখ তুলে তাকাল, —"আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম..."

—"কী করেছ তুমি?" অবরুদ্ধ গলায় গড়গড় করে উঠলেন এসকে।

—"ডেকোরেশান, ফিয়ারি টেল প্রিন্সেসরা যা করে, লাল রঙ দিয়ে আলপনা এঁকেছি ঘরে, একটু রঙ কম পড়ছে, আছে আপনার কাছে?"

—"তুমি সাইকোপ্যাথ..." বন্দুকটা সামনে ধরে এগিয়ে এলেন এসকে, "আমরা চাইলে প্রথম দিনই মেরে ফেলতে পারতাম তোমাকে..."

—"ফেলতেন..." আরিন মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলে, "জানেন খানসাহেব, এই দুনিয়ায় সব থেকে বড় হারামি সে, যে অন্য হারামিকে চিনতে পারে না, আমি আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম আপনি অত বড় হারামি নন। আপনি জানতেন আমার পেটে বের হবার মতো কোনো কথা নেই, তাও চেনে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন আমাকে... কেন বলুন তো?"

এসকে উত্তর দেন না, ট্রিগারের উপরে শক্ত করে হাত রাখেন তিনি, আরিন সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে গোল একটা রিং ছাড়ে সামনের দিকে, —"কারণটা আমি বলি? এখন দেখুন, আমি একটা ডবকা মেয়েছেলে। দেখতেই পাচ্ছেন রসালো শরীর। বয়স কম থাকলে একটু ধুনচুনও হয়তো করতেন এতদিনে। আমার কাজ কী হবে? আপনি সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরলে আপনার কোটটা খুলে পরিপাটি করে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা, তারপর ধরুন রাতে কপালটা টিপে দিলাম, সকাল হতেই রান্নাঘরে আনাচ কাটতে বসলাম, আপনি অফিস যাবার আগে জাপটে ধরে চুমু খেলেন, আমিও সারাদিন গদগদ হয়ে কাটিয়ে দিলাম... কিন্তু সেটা হল না, আপনি দেখলেন তিরিশ্ বছর পুলিশে চাকরি করার পরেও একটা বছর বাইশের চ্যাংড়া মেয়ের সঙ্গে শক্তিতে পারছেন না আপনি... ব্যাস, আপনার বয়সের ভারে শুয়ে পরা চুংকুসোনা গর্জে উঠল... আমার হাতে

BanglaBook.org

চেন লাগিয়ে অরগ্যাজম হল আপনার... বারবার জলে চোবালেন, ওঠালেন... এই বয়সেও একটা মেয়েকে ভিজিয়ে দিচ্ছেন, বাড়ি গিয়ে গর্বে ঘুম আসেনি মনে হয় রাতে... তাই না?"

আরিনের কথা শেষ হবার আগেই এসকের বন্দুক গর্জে উঠল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সেটা, লেপার্ডের ক্ষিপ্রতায় আরিন সরে গেছে রেলিং থেকে। একটা শক্ত হাতের ঝটকা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এসকে। তার দু পায়ের ফাঁকে পা দিয়ে একটা লাথি মারল আরিন, কঁকিয়ে উঠলেন তিনি, সেটার দমক কাটতে না কাটতেই আর একবার, আরিন নিচু হয়ে হাতের জলন্ত সিগারেটের মুখটা তার গলার কাছে চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "নাও টেল মি ইউ ফিলথি মাদারফাকার, হেলরিল কোথায়?"

—"হে... হেলরিল কী?" হাত দিয়ে ঠেলে সিগারেটটা সরানোর চেষ্টা করলেন এসকে। আরিন আরও শক্ত করে চেপে ধরল সেটা।

—"আমার রডটা..."

—"ওঃ! আমার ড্রয়ারে আছে..."

—"কোন ড্রয়ার?"

—"আমার রুমে..."

—"ব্রিং মি দ্যাট।" সিগারেটটা সরিয়ে নিয়ে আবার তাতে একটা টান দিল আরিন। ধোঁয়া ছাড়ল বাতাসে।

মাটি থেকে উঠে পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এসকে। বন্দুকটা আর হাতে নেই তার। পেট বেয়ে একটা অসহ্য যন্ত্রণার ঢেউ উঠে আসছে। জলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকায় অনেকটা অংশের মাংস পুড়ে গেছে। কোনোরকমে খুঁড়িয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ড্রয়ারের লক খুলে রডটা বের করে মেয়েটার হাতে দিলেন তিনি। আর কিছু না বলে ঘরের বিছানার উপরে শুয়ে পড়লেন চিৎ হয়ে।

রডটা হাতে নিয়ে একবার ভালো করে দেখে নিল মেয়েটা। সেটা কোমরে গুঁজে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আচমকা থেমে গিয়ে

BanglaBook.org

কিছু একটা সজোরে বসিয়ে দিল এসকের বুকের উপরে। সিডেটিভের একটা ফাঁকা সিরিঞ্জ। বেশ কিছুটা রক্ত তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আরিন।

ভোররাতে ঘুম ভেঙে একটু কেশে উঠলেন বৃদ্ধা। হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা হাতে পেলেন তিনি। সেটা মুখে তুলতে গিয়েও থেমে গেলেন। জানলার কাছে একটা আবছা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ছে। মুখ তুলে ঘসঘসে গলায় বললেন, "কে? কে ওখানে?"

ছায়ামূর্তি একটু এগিয়ে এসে মহিলার মাথায় একটা হাত রাখল। নরম হাতটা বুলিয়ে দিল মাথায়। আর একহাত দিয়ে মুখ অবধি তুলে আনা গ্লাসটাকে মৃদু চাপে ঠেকিয়ে দিল মুখে। জলটা খেতে গিয়ে বিস্বাদ লাগল বৃদ্ধার। কেমন যেন কষাটে স্বাদ। রঙটা কি অন্য রকম লাগছে?

ভাবার অবসর পেলেন না তিনি। মাথায় নরম হাতের চাপে আরাম এসে গ্রাস করছে তাকে। একহাতে লালচে ঠোঁট মুছে ঘুমিয়ে পড়লেন...

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি দেখতে পেল আরিন। আলোটা জ্বলছে নিভছে বারবার। প্রোফেসর একটা হাত তুলে ইশারা করে ডেকে নিলেন তাকে। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে পড়ল আরিন। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে প্রোফেসর বললেন, "এত দেরি হল?"

—"একজনকে একটা কথা দিয়েছিলাম, কথা রাখতে গেছিলাম।"

আর কিছু জিজ্ঞেস না করে উইন্ডস্ক্রিনে মন দিলেন বসুরায়। ভোর হয়ে আসছে। বড় হাইরাইজগুলোর ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো এসে ঢেকে ফেলছে ঝাঁ চকচকে রাস্তার বুক। সেদিকে ক্রমাগত তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্তিতে আরিনের চোখ বুজে আসতে লাগল। ঘুম পেতেই অকারণে তনিশের কথা মনে পড়ে গেল তার। সে এখন কোথায় আছে? নিনার খবরও জানে না। সেদিন পাখিটার পিঠের উপরে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর কিছু মনে নেই।

BanglaBook.org

ঘাড় ফিরিয়ে আরিন দেখল গাড়ির সাইডগ্লাসের উপরে তার নিজের মুখের ছায়া পড়েছে। চোখে এখন কাজল নেই তার। ডানচোখের পাতার ঠিক নিচে কাটা দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছোট থেকে এই দাগটা একেবারে পছন্দ হয় না। সাইডগ্লাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আরিন।

এপার্টমেন্টের থেকে বেশ কিছুটা দূরে কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল ওদের গাড়িটা। একটা ছোট ব্যারিকেড করে রাস্তা আটকে রেখেছে পুলিশ। কাউকে যেতে আসতে দিচ্ছে না। প্রোফেসর গাড়ি থামাতে একজন পুলিশকর্মী এগিয়ে এসে জানলার কাচের ফাঁক দিয়ে বললেন, "গাড়ি ঘুরিয়ে নিন, এখান রাস্তা আপাতত খুলবে না।"

—"কেন কী হয়েছে?" প্রোফেসর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আরিন জিজ্ঞেস করে।

—"মাস মার্ডার, পরপর কয়েকটা ফ্ল্যাটে..."

প্রোফেসর আরও কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল আরিন। দ্রুত পায়ে দৌড়াতে লাগল নিজের এপার্টমেন্টের দিকে। পিছন থেকে দু-চারজন পুলিশকর্মী তাকে আটকানোর চেষ্টা করেও বিফল হল। প্রোফেসর হাত তুলে বললেন, "ও এখানে থাকে, ক'দিন বাড়ি ছিল না।"

দু'জন পুলিশকর্মী আরিনের পিছু নিল। নিজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে আরিন ঝড়ের গতিতে প্রায় লাফিয়ে সিঁড়ি উঠতে লাগল। সিঁড়ির দু'ধারে রক্তের দাগ লেগে আছে। লাশগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এর মধ্যে।

—"জেমস, জেমস কোথায়?" উত্তেজিত স্বরে একজন পুলিশকর্মীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল আরিন।

—"কেউ বেঁচে নেই ম্যাডাম, ফ্ল্যাটে যারা ছিল..."

দুটো হাত দেওয়ালের উপরে রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আরিন। তার শরীরের সমস্ত উদ্দিপ্ত মাংসপেশী যেন মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল।

BanglaBook.org

কয়েক সেকেন্ড সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীর পায়ে উপরে উঠতে লাগল সে। সিঁড়িতে পড়ে থাকা রক্ত লেগে লাল হয়ে গেল তার পায়ের পাতা।

নিজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দরজার দিকে তাকাতেই চাপচাপ রক্ত দেখতে পেল আরিন। দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে এল ও। একজন পুলিশকর্মী ঘরের ভিতরেই কিছু ছবি তুলছিল, সে আরিনের দিকে তাকিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল পিছনের দু'জন কনস্টেবলকে দেখে থেমে গেল।

—"বডি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, আপনাকে একটু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

কথাটা কানে ঢুকল না আরিনের। ঘরের ঠিক মাঝখানে কিছুটা রক্ত জমে আছে। তার চারপাশে একটা মানুষের শরীরের দাগ। তার একটু দূরেই পড়ে আছে জেমসের রক্তাক্ত ক্লাউনের পোশাক। সেটার উপরে একটা হাত বোলালো আরিন। একটা রক্তমাখা ছুরি হাতে লাগল তার।

—"মার্ডার ওয়েপনটা হ্যান্ডওভার করুন প্লিজ... ম্যাডাম..."

আরিনের হাত থেকে স্টিলের ছুরিটা ঝনঝন শব্দে মাটিতে পড়ে গেল। মাটি থেকে উঠে পড়ে প্রাণহীন রোবটের মতো নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল আরিন। সেদিকে রক্তের ধারা কমে এসেছে।

দরজাটা খোলাই ছিল। ঘরের ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল আরিন। বিছানার ঠিক উপরে আরও কিছুটা রক্ত পড়ে আছে। সেই সঙ্গে দলা পাকানো একটা লোমশ দেহ, নিকো।

বিড়ালটার চারটে হাত পা ছিঁড়ে খেয়েছে কেউ। ঘন কালো রক্তে ছেয়ে আছে সেই জায়গাগুলো। নিকোর চোখ দুটো এখনও খোলা, লাল রক্তের ধারা এসে ঢেকে ফেলেছে নিথর মৃত নীল চোখদুটো।

একটা হাতে তার মাথা স্পর্শ করতে গিয়েও করল না আরিন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে দরজার কাছে এসে ভিতর থেকে মৃদু শব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

BanglaBook.org

সপ্তদশ অধ্যায় — মিরর, মিরর অন দ্য ওয়াল

চোখের উপরে জলের ছিটে লাগতে তনিশের চোখ খুলল। একটা ছোট বেড়ার ঘর। তার দরমার ফাঁক দিয়ে বিকেলের আলো এসে ঢুকছে ভিতরে। ঘরের ভিতরে কোনো আসবাব নেই, একটা নরম ডাঁই করে রাখা বালির স্তূপের উপরে সে শুয়ে আছে। অনুভব করল কপালে একটা হাত এসে পড়েছে। মুখ তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে একটা চেনা মুখ দেখতে পেল তনিশ। শরীরে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল। গায়ের সমস্ত জোর শেষ হয়ে এসেছে। বুঝতে পারল জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

"শুয়ে থাকো একটু, উঠো না।" পিছন থেকে ভেসে আসা নির্দেশটাতে কান দিল না তনিশ। দু'হাত একবার মুখের উপরে বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, —"এ জায়গাটা কোথায়? আমরা এখানে এলাম কী করে?"

নিনা তনিশের মাথা থেকে জলপট্টিটা সরিয়ে সেটা আর একবার ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে আবার কপালে বিছিয়ে দিল, গলার কাছে হাত রেখে বলল, —"আগের থেকে একটু কম আছে। খিদে পেয়েছে তোমার?"

তনিশের মনে হল রাতারাতি বেশ কিছুটা বড় হয়ে গেছে মেয়েটা। সে আবার বিছানার একপ্রান্তে হেলান দিয়ে চারিদিকটা দেখতে লাগল। দেখে মনে হচ্ছে একটা বস্তির ঘর। বাইরের দরজাটা বন্ধ কিন্তু তার কাঠের ফুটিফাটা দিয়ে বাইরের ঠেলা গাড়ি আর হৈচৈয়ের শব্দ আসছে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে হুড়োহুড়ি করতে করতে দরজার সামনেটা দিয়ে পার হয়ে গেল। বাইরে থেকে কাপড় কাচা সাবানের একটা গন্ধ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে এঁটো বাসন মাজার ঠংঠং।

কাল রাতের কথা মনে পড়ল। পাখির পিঠে আরিনের সঙ্গে শুয়ে থাকতে থাকতে কোনো একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর গুহার ভিতরে চোখ খোলার আগে-পরে আর কিছু মনে নেই। সেটা মনে পড়তেই বুকের ভিতরে আতঙ্কটা আবার ফিরে এল তার। সেই অতিকায় সাপটার ঘন নীল

চোখ দুটো আর একবার মনের ভিতরে উঁকি দিয়ে গেল যেন।

—"আরিন কোথায়?" নিনার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে তনিশ।

—"আমি জানি না।" সে মাথা নাড়ে, তারপর বালির স্তূপের একদিকে এসে বসে পড়ে বলে, "আমি আজ সকালে দেখি তুমি গঙ্গার ধারে পড়ে আছ, এটা আমাদের পুরনো ঘর। আগে আমি এখানে থাকতাম। এখন আর কেউ থাকে না, তাই আমাকে থাকতে দিয়েছে।"

— "তুই একা আমাকে নিয়ে এলি এখানে?"

— "একটা ঠেলাওলাকে বললাম, গাড়িতে করে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে তনিশের। কাল রাতে পাখিটাই তাকে নিয়ে যায় সেই গুহার ভিতরে, তারপর নিজেই তাকে জলের উপরে এনে শুইয়ে দেয় ঘাটে। নিনা তাকে দেখতে পেয়ে লোকজনকে বলে নিয়ে আসে এখানে। কিন্তু নিনা নিজে সারারাত ছিল কোথায়?

— "সকালের দিকে খুব জ্বর ছিল তোমার। আমার কাছে পয়সা ছিল না বলে ডাক্তার ডাকতে পারিনি।"

— "কিন্তু তুই সারারাত ছিলি কোথায়?"

মুখ তুলে একটু নরম করে হাসে নিনা, "বললে তুমি বিশ্বাস করবে না।"

— "মাটির তলার গুহায় সাপটাকে দেখার পর থেকে আর আমি কিছুই অবিশ্বাস করি না..."

— "মাটির তলায় গুহা? কোন্ গুহা?" নিনা কিছু একটা আন্দাজ করতে পারে।

— "এমন একটা গুহা যার খোঁজ মানুষ এখনও পায়নি, সেখান থেকেই উঠে আসে সে।"

— "কে? সাপটা?"

— "না সাপ নয়, অন্য কেউ, আমি স্পষ্ট-বুঝতে পারছিলাম সাপটাকে

BanglaBook.org

কেউ বশ করে রেখেছে, তাছাড়া ও সাপটার এখনও পৃথিবীতে থাকার কথা নয়। এখন যেখানে সাহারা মরুভূমি সেখানে আজ থেকে চারকোটি বছর আগে সে থাকত।"

নিনা আর কিছু বলল না। চুপ করে বালির উপরে বসে আঁক কাটতে লাগল। তনিশ নিজের ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, "সাপ নিয়ে পরে ভাবা যাবে, আপাতত কিছু খাওয়া দরকার এবং আরিনের খোঁজ করা দরকার... ওকে না পেলে কেমন অসহায় লাগছে। তুই এটিএম থেকে টাকা তুলতে পারিস?"

নিনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে তনিশ। নিনা দু'দিকে মাথা নাড়ায়। তনিশ হতাশ হয়ে বলে, "বেশ, তাহলে আমাকেই যেতে হবে..." কথাটা বলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই আবার বালির উপরে পড়ে যায় সে। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। মনে হয় শরীরের সব ক'টা হাড়কে একসঙ্গে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছে কেউ, বালির উপরে শুতে শুতে সে বলে, "একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, গুহাটা যদি গঙ্গার জলের একদম নিচেই হয় তাহলে আমি সেখান থেকে উঠে আসার আগেই তো দম বন্ধ হয়ে মারা যাব, তাছাড়া অত নিচে জলের চাপও ভয়ঙ্কর, তাও আমি বেঁচে গেলাম কী করে?" কথাটা বলেই আবার নিনার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকায় তনিশ, "আবছা মনে পড়ছে পাখিটার পিঠে আমাকে বারবার ডাকছিলি তুই, আমার চোখ কিছুতেই খুলছিল না... তাই না?"

নিনা উপরে নিচে মাথা নাড়ায়, "আমি অনেকবার ডেকেছিলাম, দু'জনের কেউই ওঠোনি।"

— "কিন্তু ডাকছিলি কেন?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে নিনা, তার কপালের উপর থেকে চুল সরিয়ে বলে, "একটা ক্রাক রিং..."

— "ক্রাক রিং! সেটা কী?" মেয়েটার মুখে শব্দটা বেমানান লাগে তনিশের।

— "এমন চাকতি যার ভিতর দিয়ে আগুন দেখা যায়। ওর ভিতরে

ঢুকলে মানুষ এক জগত থেকে অন্য জগতে চলে যায়...”

— “আগুন দেখা যায়!” তনিশের মুখে বিস্ময়ের রঙ লাগে।

— “হ্যাঁ, জুর রিং হলে জল দেখা যায়, ইরকিন রিং হলে আকাশ।” নিনা স্মৃতি হাতড়ে বলতে থাকে।

ব্যাপারগুলো মাথার মধ্যে বসিয়ে নিতে একটু সময় লাগে তনিশের। তবে এটুকু সে বুঝতে পারে আর যাই হোক বানিয়ে কিছু বলছে না। নিজের কপালে একবার হাত বুলিয়ে নেয় তনিশ, এবার মনে হয় কমতে শুরু করেছে জ্বরটা।

— “আর ওইরকম একটা রিঙের ভিতরেই পাখিটা নিয়ে গেছিল তোকে?”

— “রিঙের ভিতরে শুধু আমি গেছিলাম, পাখিটা যায়নি। একই রিঙের ভিতর দিয়ে দু'জন পার হতে পারে না।”

— “কিন্তু রিংটা এসেছিল কী করে?”

— “আমি জানি না, কেউ তৈরি করেছিল...”

— “তুই তার মধ্যে ঢুকে কী দেখলি?”

নিনা এবার মুচকি হাসে, আর কিছু উত্তর দেয় না। তনিশ বুঝতে পারে এখনই সব কথা খুলে বলতে চায় না সে। মেয়েটা কি আজ সকাল থেকে বিকেল অবধি এই ঘরেই বসেছিল? তনিশের মাথার কাছে? ঘরের চারিদিকটা ভালো করে লক্ষ করাতে ঘরের দেওয়ালে কালচে ছোপ ছোপ রঙটা খেয়াল করে তনিশ, এগুলো সম্ভবত আগুনের দাগ।

বালির উপর থেকে উঠে ঘরের একদিকের জানলাটা খুলে দেয় নিনা, তারপর একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বাইরে, কী যেন ভাবতে ভাবতে বলে, “আমার মাকে এই জানলা দিয়ে দেখেছিলাম। জ্বলছিল।”

— “মায়ের কথা মনে পড়ছে তোর?” নরম গলায় জিজ্ঞেস করে তনিশ।

— “জানো দাদা, মানুষ মোট ন'বার জন্মায়, ন'টা আলাদা আলাদা জগতে। তারপর সে মুক্তি পেয়ে যায়, আর জন্মায় না, আমার মনে হয়

BanglaBook.org

মায়ের ন'টা জন্ম শেষ হয়ে গেছে।”

— “কী করে জানলি?”

— “ছোটবেলায় মা বস্তির অন্য কারো বাড়ি গেলে ইস্কুল থেকে ফিরে ফাঁকা ঘর দেখলেই আমার মনে হত মা কাছে পিঠে কোথাও আছে। ঘুম থেকে উঠে যখন দেখতাম মা নেই মনে হত একটু পরেই তো চলে আসবে, কিন্তু এখন মনে হয় মা আর কোথাও নেই, এ জগত ও জগত কোথাও নেই।”

—“আমি কিন্তু বাবাকে ফিল করতে পারি...” পাশ ফিরে শুয়ে বলে তনিশ, —“বিশেষ করে রাত্রিবেলা চারিদিক ফাঁকা হয়ে গেলে। কিংবা ট্রেনে করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে, লাইনের ধারে অন্ধকারে ঢাকা বিরাট গাছগুলোর দিকে তাকালে বাবার কথা মনে পড়ে খুব... অবশ্য দুটোর যে ঠিক কী সম্পর্ক বুঝি না...” কথাগুলো বলতে বলতে হেসে ফেলে তনিশ, পাশ ফিরে শুতে দেওয়ালের গায়ে রঙ পেনসিলে আঁকা একটা এবড়ো-খেবড়ো ছবি দেখতে পায়। বোঝা যায় একটা বাচ্চা মেয়ে কাঁচা হাতের রেখায় কিছু আঁকতে চেয়েছে। বেশিরভাগটাই কালচে রঙে ঢেকে গেছে... সেটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তনিশ বোঝে ছবিটা একটা ড্রাগনের।

BanglaBook.org

মুখ না ঘুরিয়েই সে বলে, “এই ছবিটা তোর আঁকা, না?”

নিনা মুখ তুলে ছবিটা দেখে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। উত্তর দেয় না। তনিশ আবার বলে, “তোর রূপকথা খুব ভালো লাগে, নারে? একটা বয়সে আমারও ভালো লাগত। তারপর কে যেন একদিন বলে দিল ওইসব গালগল্প... তোকে কেউ বলেনি?”

— “কে বলবে?”

— “কেন? যে গল্প বলতো তোকে, তোর মা।”

অল্প হাসে নিনা, “আমরা খুব গরিব ছিলাম দাদা, মা খিদের জ্বালায় মাঝরাতে উঠে রক্তবমি করত কত। বাবা ড্রেন পরিষ্কারের কাজ করত যখন তখন কীসব পোকামাকড় লেগে অনেক ঘা হয়েছিল গায়ে, তাতে

পোকা লাগত, রস গড়াত, ডাক্তার দেখানোর পয়সা ছিল না। ছেঁড়া জামা দিয়েই ঢেকে রাখত। আমার শরীরে যখন প্রথম রক্ত হয়, আমার তেনা জুটত না কতবার...” একটু থেমে দম নিয়ে পরের কথাটা বলে নিনা, “আমার মায়ের সাহস ছিল না বলার যে রূপকথা বলে কিছু নেই।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তনিশ। কপালে জলপট্টিটা সরিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। প্যান্টের পিছনের পকেট থেকে ভিজে চুপচুপে হয়ে যাওয়া মানিব্যাগটা বের করে খানিক ঘাঁটাঘাঁটি করে বলে, “নোটগুলো আর ইউজ করার মতো নেই। কয়েনগুলো মিলিয়ে ছেচল্লিশ টাকার মতো হচ্ছে, তুই একটা কাজ করতে পারবি?”

— “কী?”

— “এখানে কোনো এসটিডি বুথ আছে?”

— “বস্তি থেকে বেরোলেই আছে একটা।”

কয়েনগুলো নিনার হাতে দিয়ে জেমসের নম্বরটা বলে দেয় তনিশ। তারপর বলে, “এটা আরিনের দাদার নম্বর, ওকে ফোন করে বল একটা জামা প্যান্ট নিয়ে যেন এক্ষুনি চলে আসে এখানে। আমার একবার বাড়ি যাওয়া দরকার।”

নিনা মাথা নেড়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তনিশ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, “আর শোন...”

— “কী?” নিনা ঘুরে তাকায়?

— “তোর কী খেতে ভালো লাগে?” হেসে জিজ্ঞেস করে তনিশ।

— “পাউরুটি।”

— “ব্যাস। কাঁচা পাউরুটি।” অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে তনিশ।

লাজুক মুখ করে উপরে নিচে মাথা নাড়ে নিনা, তনিশ হেসে ফেলে বলে, —“বেশ, তাই নিয়ে আয়।”

নিনা বেরিয়ে যেতে তনিশ মনের জোরে বালি ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। জামাটা সত্যি সমস্ত জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। সেটা পরে আর বাইরে বেরনো যাবে না। আরও বেশি সমস্যা হল চশমাটা জলে পড়ে

BanglaBook.org

হারিয়ে গেছে।

ঘরের মেঝেটা পেরিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। বিকেলের আলো ফুরিয়ে পুরোপুরি সন্ধ্যা নেমে এসেছে এতক্ষণে। খানিক দূর থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে কাঁসর বাজছে একটানা। আকাশের বুকে পাল্লা দিয়ে ফুটে উঠছে একটা একটা করে তারা। তনিশ পরিষ্কার দেখতে পেল না। শুধু বুঝল অন্ধকারের বুকেও কয়েকটা আলোর বিন্দু অদম্য জেদে জ্বলছে।

জেমসের পৌঁছোতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। এতক্ষণে বিশ্রাম আর পেটে খাবার পড়তে তনিশের শরীরটা আরও খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে একটু আগে। এ ঘরের ভিতরে আলো নেই। সন্ধে নামতে বাইরে স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোতে ঘরটা আংশিক আলোকিত হয়ে আছে। একটু আগে একটা মোমবাতি কিনে এনেছে নিনা। সেটা এইমাত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে।

মাটিতে নিনার ঠিক পাশেই বসে জেমস। তার দীর্ঘ ছায়াটা গিয়ে পড়েছে পিছনের চুনসুরকি খসা দেওয়ালে। বালিশের উপরে একটা কনুই রেখে আছে তনিশ, একটু চিন্তান্বিত গলায় সে বলল, "আজ সকাল থেকে আর বাড়ি ফেরেনি আরিন?"

দু'দিকে মাথা নাড়ে জেমস, "এরকম আগেও হয়েছে যে রাতে বেরিয়ে গেছে সকালে ফিরেছে, কিন্তু বিকেল অবধি তো ফিরে যাওয়ার কথা। আমি তো ভাবলাম তোদের সঙ্গে আছে।"

— "ছিল, কাল রাতে আমরা কে কোথায় ছিলাম সেটা নিজেরাই জানি না।"

জেমসের চোখমুখে স্পষ্ট চিন্তার দাগ, বোঝা যায় আজ সকাল থেকে উদ্বিগ্ন ছিল সে। চুল উসকো-খুসকো, তার মুখের দিকে তাকিয়ে তনিশ বলে, —"চিন্তা করিস না, এসে পড়বে..."

— "চিন্তা তো ওকে নিয়ে ছোট থেকেই, কখন কী করে বসে কেউ বলতে পারে না। দশবছর হতে চলল এখনও চিনতে পারি না ওকে।"

BanglaBook.org

সোজা হয়ে উঠে বসে তনিশ, "আচ্ছা, একটা কথা বলতো?" ওকে যখন তোরা খুঁজে পাস তখন আশেপাশে কিছু দেখেছিলি?"

— "দেখেছিলাম বলতে? শুধু জল... আর..."

— "আর কী?" কৌতূহলী গলায় তনিশ জিজ্ঞেস করে।

— "বুঝতেই পারছিস বহুবছর আগের কথা, তার উপরে চারিদিক অন্ধকার ছিল, তবে মনে হয় একটা বিরাট কিছুকে আকাশের দিকে উড়ে যেতে দেখেছিলাম..."

— "বিরাট কিছু বলতে? পাখি জাতীয় কিছু?"

— "না না... পাখি না..." স্মৃতির পাতা দ্রুত উলটাতে থাকে জেমস,

—"সামথিং বিগার।"

—"আকাশের দিকে উড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেছিল?"

— "দেখার ভুল মেবি, জাস্ট কয়েক সেকেন্ড স্টে করেই মিলিয়ে গেছিল। আর আকাশটাও কেমন জানি অন্যরকম লাগছিল। ঠিক স্বাভাবিক আকাশ নয়... উইয়ারড..."

একটু আগে সোজা হয়ে বসেছিল তনিশ। এবার জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ে। দুটো হাত জড়ো করে দুটো আঙুলের মাথা ঠোঁটের নিচে রেখে খুব চাপা স্বরে বলে, "নিনা, থার্ড আর সেকেন্ড রিংটা কী বলেছিলি যেন..."

— "জুর রিং আর ইরকিন রিং..."

— "অর্থাৎ ওয়াটার এন্ড স্কাই..." উত্তেজিত গলায় বলে তনিশ, "আমার মনে হয় আমাদের আকাশের বুকে কোথাও একটা বিরাট বড় ইরকিন রিং আছে। সেটা দিয়েই আরিনকে এখানে রেখে যায় কেউ।"

পুরো ব্যাপারটা জেমসের মাথায় ঢোকে না, সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "কিন্তু কেন? ওকে এখানে রেখে গিয়ে কার কী লাভ?"

—"লাভ কী, আমি জানি না।" নিনা বলে ওঠে, "একটা লড়াই হবে, বিরাট বড় লড়াই, সেই লড়াইয়ের জন্যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ওকে, ওর নিজের জগত শেষ হয়ে গেছে। তাই ওকে বাঁচাতে এখানে

BanglaBook.org

রেখে গেছে কেউ।”

—“লড়াই! কার সঙ্গে?”

এবার তনিশ বলে, “যাকে তোর বাবা দেখেছিলেন, জলের মধ্যে থেকে উঠে একটা খোঁড়া কুকুরকে ছিঁড়ে খেয়েছিল যে। মানুষকে যন্ত্রণা পেয়ে মরতে দেখে শক্তি বেড়ে উঠছে তার, বেড়ে উঠছে রক্তের লোভ...”

— “কিন্তু সেই বা এল কী করে?”

জেমসের সামনে এসে দাঁড়ায় তনিশ, মোমবাতির হলদে শিখা তার মুখের উপরে পড়ে ভৌতিক দেখাচ্ছে, হলুদ চোখদুটো ঝলসে উঠছে বারবার, —“আকাশের মতো গঙ্গার জলেও কোথাও আর একটা জায়ান্ট রিং আছে, জুর রিং। তার ভিতরে শুধু জল দেখা যায় বলে আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু তার ভিতর দিয়েই আমাদের জগতে আসতে পারে সে। কাল রাতে আমাকে সেখানেই নিয়ে গেছিল পাখিটা।”

মুখ নামিয়ে নেয় জেমস, “ব্যাপারটা ঘোলাটে লাগছে আমার কাছে। পরে বোঝার চেষ্টা করব বাট ফাস্ট আই নিড টু ফাইন্ড মাই সিস্টার।”

নিনার কাছে গিয়ে তার দু’কাধে হাত রাখে তনিশ, “তুই আমার বাড়িতে থাকতে পারবি তো? আমার মা ছাড়া আর কেউ থাকে না।”

একপাশে মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায় নিনা। তনিশ জেমসের দিকে ফিরে বলে, —“গঙ্গার আশেপাশে একবার খুঁজে দেখা দরকার। পাখিটা ঠিক কোন জায়গায় ছিল আমার মনে পড়ছে না। আপাতত চল বাড়ি ফেরা যাক, তারপর খোঁজখবর নেওয়া যাবে।”

তিনজনে বেরিয়ে আসে ঘরটা থেকে। অন্ধকারের ভিতরে হাঁটতে থাকে পাশাপাশি। নিনার হাতটা ধরা আছে তনিশের হাতে। তনিশের ধীর পায়ের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্যে বাকি দু’জনও বেশ থেমে থেমে হাঁটছে। বস্তির ছোটছোট ঘরের ভিতর থেকে সাদাটে টিউবলাইটের আলো বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে বাইরে। তাতে আবছা সংকীর্ণ রাস্তাগুলো ফুটে উঠছে। জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর। পেচ্ছাপের গন্ধ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। সেই জায়গাগুলো দ্রুত পার হয়ে যায় ওরা।

BanglaBook.org

তিনজনে এতক্ষণে কোনো কথা বলেনি, মেন রোডের আলো দেখা যেতে জেমস বলে, "আমার কিছু ছেলেপুলে জানা আছে, তাদের বলছি গঙ্গার ধারে কিছু খবর আছে কিনা দেখতে..."

তনিশ কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করে তাকে, "কিছু হবে না তোর বোনের, ভালো কথা, পরশু রাখি না? কিছু গিফট কিনে রেখেছিস?"

জেমসের ক্লান্ত মুখে এই প্রথম একটা নরম হাসি দেখা যায়, "ওর ওইসব ন্যাকামো মনে হয়।"

—"ন্যাকামো ইজ আ টুল টু কন্ট্রোল পিপলস ইমোশান। একবার ট্রাই করেই দেখ..."

—"ছোটবেলায় ওর একটা ঘড়ি ছিল, সেটা ভেঙে গেছিল একবার, তখন থেকে ওর ভারী ঘড়ির শখ।" জেমস হাত ঘষতে ঘষতে বলে।

— "ঘড়ি! কীরকম ঘড়ি? ডিজিটাল না ক্রনোগ্রাফ?"

—"না না ওসব নয়", প্রায় শিশুর মতোই হেসে ওঠে জেমস, "বাচ্চাদের রংচঙে ঘড়ি, তার ভিতরে কাঁটা থাকত কিন্তু চলত না, ব্যাটারিই থাকত না, তবে উপরে ডোনাল্ড ডাক, মিকি মাউজ এইসব আঁকা থাকত।"

—"বাবা!" তনিশ নিনার দিকে মুখ নামিয়ে বলে, "এত অ্যান্টিক্ জিনিস রে, প্রচুর খোঁজাখুঁজি করতে হবে।"

—"বাবা কোনো একটা মেলা থেকে কিনে এনেছিল যদ্দুর মনে পড়ছে। রাতদিন ওটা পরেই থাকত, রাতেও খুলত না।"

—"তাহলে হারিয়ে গেল কী করে?"

—"গঙ্গায় সাঁতার কাটছিল রাতে, কখন হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে বুঝতে পারেনি, তারপর জল থেকে উঠে এসে সেকি কান্না!"

তনিশ ঠোঁট উলটায়, "অদ্ভুত চরিত্র, ছোটছোট ব্যাপারে কেঁদে ফেলে আর বড়বড় ব্যাপারে শক্ত হয়ে যায়।"

—"আমরা সবাইই তাই, লাইফ আমাদের ঠিক ততটা শক্তি দেয় যতটা দরকার। তেমন বিরাট কিছু না হলে শুধু কাঁদবার শক্তিটা দিলেই চলে।"

BanglaBook.org

মেন রোডে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে তিনজনে। এখান থেকে কাছাকাছি বাসস্টপ খানিকটা দূরে। ততদূর হেঁটে যাওয়ার শক্তি আপাতত নেই তনিশের। হাত দেখিয়ে গাড়ি থামানো ছাড়া অন্য উপায় নেই।

বস্তির ঠিক বাইরের দিকে কয়েকটা ছোটোখাটো গাছপালা আছে। কাটা হয় না বলে এগিয়ে প্রায় রাস্তার উপরে চলে এসেছে তারা। সেখান থেকে একটা খচখচ আওয়াজ ভেসে আসতে চমকে পিছনে ফিরল জেমস।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল তনিশ, "কিরে! এত চমকে গেলি যে!"

কথাটা বলবে কিনা ভেবে শেষে বলল জেমস, "একটা গন্ডগোল হচ্ছে।"

—"কীরকম গন্ডগোল?"

—"মনে হচ্ছে কেউ ফলো করছে আমাকে।"

—"তোকে! ফলো করছে! সে আবার কী?"

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ায় জেমস, "বুঝতে পারছি না। কাল রাত থেকে মনে হচ্ছে সারাক্ষণ কেউ তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আড়াল থেকে লুকিয়ে নজর রাখছে। কাল রাতে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল, মাঝরাতে ফিরছিলাম যখন মনে হল রাস্তায় কেউ আমার পিছন পিছন হাঁটছিল, আমাকে দেখে গলির মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। আজ যখন বাড়ি থেকে বেরই তখনও একইরকম অস্বস্তি হচ্ছিল।"

হাত দেখিয়ে একটা ট্যাক্সি থামাতে মাথাতে তনিশ বলে, "দেখ তোর বোন কিনা, লুকিয়ে নজর রাখছে হয়তো।"

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়তে ওরা তিনজনে ভিতরে ঢুকে এল। এখান থেকে তনিশের বাড়ি অপেক্ষাকৃত কাছে। আগে সেখানে তনিশ আর নিনাকে নামিয়ে তারপর জেমসকে নিয়ে যাবে ট্যাক্সিটা। গাড়িতে উঠে কয়েকটা নম্বরে ফোন করে নিল জেমস। তনিশ বাড়িতে একটা ফোন করে জানিয়ে দিল একটু পরেই ফিরছে সে।

জেমস সামনের সীটে বসেছিল, তনিশ আর নিনা পিছনে। গাড়িতে

BanglaBook.org

বসলে নিনার মুখটা উজ্জ্বল হয় ওঠে। জানলার কাচের একেবারে গায়ে নাক ঠেকিয়ে বাইরের গতিশীল শহরটাকে দেখে ভারী আনন্দ পায় সে। সেই উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে জেমস বলল, "তোর মতো বয়স ছিল যখন আরিনকে খুঁজে পেয়েছিলাম। এখন তোকে দেখলে আমার সেই বাচ্চা মেয়েটার কথা মনে পড়ে যায়। কিছু একটা কমোন আছে তোদের মধ্যে।"

— "দু'জনেই শর্ট টেম্পারড।" তনিশ মজা করে বলে, "একবার রাগ মাথায় উঠলে আর নিস্তার নেই কারো।"

—"আমার বোনটাকে একটু সামলাস তোরা, আমি আর আজকাল ওকে আগের মতো বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে ভাবি...!"

— "কী ভাবিস?" তনিশ পিছনের সীটে মাথা এলিয়ে দিল। আবার হয়তো জ্বরটা ফিরে আসছে।

—"ওকে যেই এখানে পাঠাক, সে আমাদের কাছেই পাঠাল কেন? মানে ওকে বড় করে তোলার জন্যে, কোনো পয়সাওয়ালা, বড় বাড়ি-গাড়িওয়ালা বাপের কাছে পাঠাতে পারত। আরও যত্নে মানুষ হত ও, তা নয় বাপ মাছ ধরা জেলে আর দাদা সার্কাসের জোকার। সেই জন্যেই হয়তো ভালো করে মানুষ হতে পারল না।"

—"মানুষ হবার জন্যে তো পাঠায়নি!" তনিশ চোখ বুজে বলল, "একটা বুড়ো জেলে একদিন নদীতে একটা জীবিত সুন্দরী মেয়ের শরীর ভেসে আসতে দেখে তার সুযোগ না নিয়ে তাকে নিজের মেয়ের মতো বড় করে তুলল, রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই তাও একটা ছেলে তাকে নিজের বোনের মতো আগলে রাখল সারাজীবন, তার হাজার খামখেয়ালীপনায় ধমক অবধি দিল না কোনো দিন। রূপকথার জগতের মানুষ আর একটা রূপকথার জগতের মানুষদের ঠিক চিনে নেয়, কিরে তাই না?"

শেষ প্রশ্নটা নিনার দিকে ফিরে করে তনিশ। সে উপরে নিচে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল, কথাটা কতটা বুঝেছে সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেল অবশ্য।

BanglaBook.org

তনিশের বাড়ির সামনে গাড়িটা থামতে পিছনের সিট থেকে ওরা দু'জন নেমে এল। নিনা জানলার কাছে এসে টাটা করল জেমসকে। তনিশ গাড়ির মাথায় একটা হাত রেখে বলল, "তোর শো দেখতে যাব বলেছিলাম, আর ইনভাইট করলি না।"

— "তুই এই বয়সে গেলে কি মানাত?" পকেট থেকে একটা ছোট কার্ড বের করে নিনার হাতে দেয় জেমস, নাকের উপর একটা আঙুল দিয়ে টোকা মেরে বলে, "তোকে নেমন্তন্ন করলাম। পরের সপ্তাহে একটা শো আছে, চলে আসিস।" তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, "দেখি, তার খোঁজ করি এবার, বিড়ালটা ওকে না দেখতে পেয়ে সকাল থেকে মাথা দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে আমার পায়ে, জ্বালার শেষ নেই।"

ক্রমশ গতি নিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। সেটা রাস্তার উপরে ট্রাফিকের ভিড়ে হারিয়ে যেতে তনিশ আর নিনা বাড়ির ভিতরে ঢুকে এল। কী মনে পড়তে নিনা বলল, "আমার কাঁধের ব্যাগটা ওই বাড়িতে আছে, আর নিয়ে আসা হয়নি।"

—"ওঃ, ওটা তো আবার যখের ধন তোর, বেশ। ব্যবস্থা করছি।" তারপর কি মনে পড়তে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, "আচ্ছা তুই যে সাপটাকে দেখেছিলি সেটাকে ঠিক কবে দেখেছিলি?"

—"একদিন রেল স্টেশানে।" সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে একটু ঘাবড়ে গেছে নিনা, "বেঞ্চের উপরে বসেছিলাম, তখন মাথাটায় ব্যথা উঠল খুব, মনে হল মাকে দেখতে পেয়েছিলাম। সেদিন রাতেই বাড়ি ফিরে..."

— "সেদিন যে ওই কাজটা করবি সেটা আগে থেকে ঠিক করেছিলি?"

—"হ্যাঁ, আমি সব জিনিসপত্র নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম।"

ল্যান্ডিঙে এসে মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তনিশ, দুটো হাত নিনার কাঁধে রেখে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, তোর ভয় লাগে?"

—"কীসের?"

—"এই যে চারিদিকে এত কিছু হচ্ছে। এত লোক খুন হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে কোথাও একটা যোগ রয়েছে এসবের...”

নিনা কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ভাবার চেষ্টা করে সত্যি তার ভয় লাগছে কিনা। তারপর সিঁড়ি দিকে পা বাড়ায়, তনিশ পিছন থেকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, “কিরে, উত্তর দিলি না যে।”

—“আমার ভয় লাগে না।” অনুভূতিহীন গলায় বলে নিনা।

তনিশ হাসে, “কী করে?”

— “আমি আগের জন্মে কী ছিলাম জানো?”

— “কী ছিলি?”

নিনা কিছু উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে।

* * * * * * * *

রাত দশটা নাগাদ কলিং বেলটা বেজে উঠতে জেমস উঠে বসে। এই ক'দিনে তার চেহারা শুকিয়ে গেছে। রাতে ঘুম হয়নি ভালো করে। প্রায় পাঁচদিন হতে চলল আরিনের কোনো খোঁজ নেই। পুলিশে একটা রিপোর্ট করবে ভেবেও করতে পারেনি। আরিনের ব্যাপারে পুলিশ কিছু জানতে পারলে ভয়ানক সমস্যা হয়ে যাবে। তার বদলে গঙ্গার ধারে যত বস্তি আছে সব চষে ফেলেছে। ছেলেদের লাগিয়ে খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিছুতেই কিছু লাভ হয়নি। আজ একটু আগে বাড়ি ফিরে আর কোনোমতেই চোখ খুলে রাখতে পারেনি। ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বিরক্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে আসে জেমস। মাটিতে পা দিতেই নিকোর স্পর্শ পায়। সজোরে তার পায়ে আঁচরে দিয়েছে নিকো। এই ক'দিন প্রায় কিছুই খায়নি বিড়ালটা। তারও শরীরের লোম ঝরতে শুরু করেছে। নিচু হয়ে তার মাথায় হাত ঘষে দেয় জেমস, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, “চিন্তা করিস না, চলে আসবে।”

বিড়ালটার কিন্তু আজ সান্ত্বনা পাবার ইচ্ছা নেই। জেমস দরজার দিকে এগোতে নিকো একলাফে দরজার সামনেটায় এসে দাঁড়িয়ে ল্যাজ তুলে

BanglaBook.org

মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করতে থাকে। যেন দরজাটা খুলতে বারণ করছে।

—“কী হল রে তোর? খুলতে দে দরজাটা।”

নিকো সরতে চায় না। দরজার সামনে প্রহরীর মতো পায়চারি করতে থাকে।

—“আঃ, ওরকম করিস না নিকো।” নিচু হয়ে নিকোর পেটের কাছটা ধরে একটু দূরে সরিয়ে দেয় জেমস। নিকোর দাঁত লেগে তার হাতের কিছুটা অংশ ছড়ে যায়, “দেখ, আবার ইঞ্জেকশান নিতে হবে তোর জন্য।”

গড়গড় আওয়াজটা বেড়ে ওঠে নিকোর গলায়। কি-হোল দিয়ে জেমস দেখে একটা বয়স্ক লোক দরজার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে আগেও দেখেছে জেমস। একটু অবাক হয়েই দরজাটা খুলে দেয়।

লোকটা কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢোকে না। একইভাবে স্থাণুর মতো জেমসের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

— “আপনি এখানে...! আপনার তো...” জেমস কথাটা শেষ করার আগেই পাথরের মূর্তির ঠোঁট ফাঁক হয়, “সাপ দেখবেন?”

—“সাপ! কী সাপ?”

পাথরের মূর্তির ঠোঁটের কোণদুটো প্রলম্বিত হয়। পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করে জেমসের গলায় যন্ত্রের মতো চালিয়ে দেয় সে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে জেমসের গলা থেকে। মূর্তি এগিয়ে এসে তার গোটা মুখে পরপর এলোপাথারি ছুরি মারতে থাকে, শুধু মুখে, আর কোথাও নয়।

করিডোর ধরে অ্যাপার্টমেন্টের সিকিউরিটি গার্ড পার হচ্ছিল। সে ঘটনাটা দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে গিয়েও থেমে যায়। করিডোরের প্রান্ত জুড়ে যতগুলো ঘর আছে তাদের সবকটায় দ্রুতহাতে করা নাড়তে থাকে।

—“সাপ... একটা বিরাট বড় সাপ ধরা পড়েছে... বেরিয়ে আসুন সবাই... মারতে হবে, যে হাতের সামনে যা পাবেন নিয়ে বেরিয়ে আসুন...”

একে একে বাসিন্দারা দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। জেমসের ঘরের দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে আসতে থাকে সেই ঘরের দিকে। কারো হাতে লোহার রড, কারো হাতে লাঠি, কার্বলিক এসিড নিয়ে বেরিয়ে এসেছে কেউ কেউ।

মুখ থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় লোকটা। নিকো এতক্ষণে ছুটে গিয়ে ঢুকেছে আরিনের ঘরের ভিতরে। ভিতর থেকে বারবার আঁচড় মেরে বন্ধ করতে চাইছে দরজাটা। লোকটা একধাক্কায় খুলে ফেলল দরজা। নিকো লফিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল আরিনের বিছানার নিচে। লোকটা নিচু হয়ে বসে পড়ে হামা দিয়ে সামনের দুটো পা ধরে হিঁচড়ে বের করে আনল বিড়ালটাকে। তারপর তাকে বিছানার উপর চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল কারো জন্যে। আরিনের ঘরের দরজার বাইরে থেকে মিহি একটা পায়ের আওয়াজ আসছে। সেই সঙ্গে অপার্থিব একটা গন্ধ। কেউ এগিয়ে আসছে ঘরের দিকে।

কসাইরা যেভাবে পা দিয়ে মুর্গি চেপে ধরে লোকটা বিড়ালটাকে সেইভাবে চেপে ধরে সামনের দিকে মুখ তোলে। উলটোদিকের দেওয়ালে একটা আয়না ঝুলছে। তাতে লোকটা নিজের মুখ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কেটে যায় তার। ছিটকে তিনি সরে আসেন পিছনে। জ্ঞান হারিয়ে মাটির উপরে পড়ে যান প্রোফেসর প্রণব বসুরায়।

BanglaBook.org

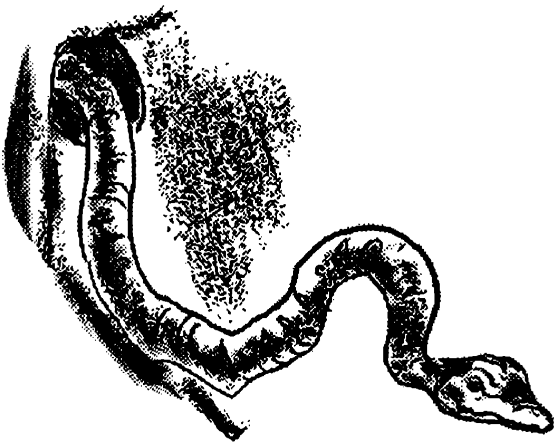

অষ্টাদশ অধ্যায়, মিডগারডের রূপকথারা

—“শি ইজ নট ইন আ মুড টু টক...” প্রোফেসর বসুরায় নিজের বারান্দার চেয়ারে পিঠ রেখে বললেন, “আমি বহুবার চেষ্টা করেছি, একটা শব্দও বের করতে পারিনি মুখ থেকে।”

—“আমার নাম বলে দেখতে পারেন একবার।”

—“বলেছি। আপনাদের সকালে ফোন করার পরই বলেছিলাম, ওর মধ্যে কোনো বিকার দেখিনি তাতে।”

তনিশ গালে একটা হাত রেখে চুপ করে থাকে। আজ সকাল থেকে এখনও অবধি ট্রমা কাটেনি তার। জেমসের মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। সকালে প্রোফেসর নিজেই ফোন করেন ওদের। নিনাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসে তনিশ।

দুটো পা সোফার উপরে আড়াআড়ি রেখে বসেছিল নিনা। এবার পা দুটোকে ঝুলিয়ে নিল। সামনের টেবিলে একটা ছোট ফুলদানি রাখা আছে। তার দু'দিক জুড়ে প্রচুর বইপত্র আর খবরের কাগজ ডাঁই হয়ে পড়ে রয়েছে। বারান্দা থেকে একটু ভিতরের দিকে গেলেই প্রোফেসরের স্টাডিরুম। সেখানে তিনদিকের দেওয়ালের থরে থরে বইপত্র সাজানো, এক ইঞ্চি দেওয়াল অবধি দেখা যায় না। সেই ঘরটা পেরিয়ে ছোট ডাইনিং রুম পার হলে প্রোফেসরের গেস্টরুম। আপাতত সেখানে নিজেকে বন্দি করে রেখেছে আরিন, একদিন লাগাতার ঘর থেকে বেরোয়নি সে।

— “পুলিশ ঝামেলা করেনি?”

নিজের গলায় হাত রেখে দু'দিকে মাথা নাড়ান প্রোফেসর, “ওকে যে ওখানে আটকে রাখা হয়েছিল সেটা বিশেষ কেউ জানে না। পুলিশের ডেটাবেস অতটা সিঙ্ক্রোনাইজড না। তবে আমার ভয় হচ্ছে পুলিশের থেকে

BanglaBook.org

ব্যাপারটা বেশিদিন লুকিয়ে রাখা যাবে না। তাড়াতাড়ি ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।”

— “জেমস বলছিল ওকে ফলো করছে কেউ।”

—“ফলো! কবে বলেছে?” প্রোফেসরের ভুরু কুঁচকে গেল।

—“তাও দিন পাঁচেক আগে। তবে আরিনকে খুঁজে পাচ্ছিল না বলে একটু ডিস্টার্ব লাগছিল ওকে, আমি ভেবেছিলাম তাতেই হয়তো এইসব আজগুবি খেয়াল মাথায় এসেছে।”

—“এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা কে ঘটিয়েছে তা আমরা একরকম জানি। একটা গোটা ফ্ল্যাটের লোকজন একে অপরকে নির্দ্বিধায় অকারণে খুন করেছে এ তো হতে পারে না। কিন্তু আমাকে যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে তা হল অ্যাট্যাকটা ওই ফ্ল্যাটেই হল কেন? মেয়েটার জন্যে?”

—“এবং কে করল অ্যাট্যাকটা? মানে একজন মানুষ তো দরকার...”

টেবিলের উপরে ফুলদানি থেকে একটা নুয়ে পড়া ফুল তুলে ফেলে দিলেন প্রোফেসর, “সেটা আর রিলেভেন্ট নয়, মোডাস অপারেন্ডী অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে, আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে ভায়োলেন্স ইনজেক্ট করে আমাদের প্রটাগনিস্ট স্ট্রং হচ্ছে।”

—“কিন্তু এটাকে প্রিভেন্ট করার কী কোনো উপায় নেই?” তনিশ একটু নড়েচড়ে বসে, প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হবে সেটা সে নিজেও আশা করেনি। প্রোফেসর উত্তর দিতে একটু সময় নেন, ফুলদানিটা আবার টেবিলের উপরে রেখে বলেন, “দেখো ভাই, এখনও অবধি এই প্রটাগনিস্টকে, ধরে নাও তার নাম সরসরার, কাউকে সশরীরে দেখা দেননি। যাদেরকে তিনি পজেস করেছেন তারা একটা সাপকে দেখতে পেয়েছে। সো অল হি ইজ প্লেইং ইজ আ মাইন্ড গেম। আমাদের মনস্তত্ত্বকে নিয়ে খেলছে সে। ডাইবুকের নাম শুনেছ?”

তনিশ নিনা দু'জনেই দু'পাশে মাথা নাড়ে, প্রোফেসর বলতে থাকেন, “বিষ্ণুর যেমন দশটা অবতার আছে তেমনি ধরে নাও এই সরসরারেরও

BanglaBook.org

একেকটা হিস্টোরিকাল টাইম পিরিয়ডে একেকটা অবতার আছে, ডাইবুক হল তেমনই একটা অবতার, এক ধরনের স্পিরিট—যারা মানুষকে পজেস করতে পারে। কিন্তু ইন্টারেস্টিং ট্রেইট হল ডাইবুক সকলকে পজেস করতে পারে না। একমাত্র তাদের মাথারই সে দখল নিতে পারে যারা জীবনে কোনো না কোনো দিন বড়সড় কিছু একটা খারাপ কাজ করেছে।"

—"মানে যারা অনুতপ্ত?" তনিশ চকিতে জিজ্ঞেস করে।

—"এক্স্যাক্টলি। গিল্ট মানুষের মনকে সব থেকে বেশি ভালনারেবল করে দেয়। মানুষের শরীর আর আত্মার মধ্যে মিসকমিউনিকেশান তৈরি করে, আর তখন তাকে বশ করা সহজ হয়ে যায়। যার ভিতরে কোনো গিল্ট নেই তাকে ডাইবুক ওরফে সরসরার পজেস করতে পারবে না।"

নিনার মাথায় পুরো ব্যাপারটা ঢোকেনি এখনও, সে জিজ্ঞাসু চোখে প্রোফেসরের দিকে তাকিয়ে ছিল, তনিশ তার এক কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, "আমার মনে হয় সরসরার ওকেও পজেস করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।"

—"দেন শি ইজ আ ট্রেজার। সরসরারকে প্রিভেন্ট করতে হলে ওকে দরকার আমাদের, তাছাড়া আর একটা জিনিস আছে।"

—"কী জিনিস?"

—"আয়না..." তনিশের চোখের দিকে জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকান প্রোফেসর, —"আমার মনে হয় আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পেলে পজেশন কেটে যেতে পারে, কিন্তু..." চোখ নামিয়ে নেন প্রোফেসর, "এটা আমার একটা ওয়াইল্ড গেস বলতে পার। তার বেশি কিছু না।"

—"আপনি বললেন এতক্ষণ সে শুধু মাইন্ড গেম খেলছে, কোনোদিন তার বদলে যদি সে সশরীরে আসে তাহলে কী হতে পারে?"

প্রোফেসর হাত উলটান, "দ্যাট রিমেন্স আ মিস্ট্রি টু মি, ইতিহাসের পাতায় যতদূর লেখা আছে তাতে মাইন্ড গেম খেলার বেশি মাঠে নামতে হয়নি তাকে। যদি নেমেও থাকেন তবে তার কোনো বিবরণ রাখা নেই। তবে..." একটু ইতস্তত করেন প্রোফেসর, "মার্ডার মিস্ট্রি ভালো লাগে

BanglaBook.org

তোমাদের?”

তনিশ কোনো উত্তর দেয় না। প্রোফেসর উত্তরের জন্যে অপেক্ষাও করেননি। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বারান্দার একদিকের রেলিঙের পাশে গিয়ে দাঁড়ান তিনি, “ইউরোপের মাইগ্রেশান হয় যীশুর জন্মের সাড়ে তিনশো বছর পরে। হুন আর জারমাইক প্রজাতির লোকজন গোটা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে...”

—“জারমাইক মানে ভাইকিংরা? যারা নরস মিথোলজিতে বিশ্বাস করত?”

—“না” ঘাড় নাড়েন প্রোফেসর, “জারমাইক ট্রাইব কোনো একটা বিশেষ প্রজাতিকে বলে না, আম্ব্রেলা টার্ম, বলতে পারো অনেকগুলো জাতিগোষ্ঠীকে একসঙ্গে বলে, তাতে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, আইরিশ ভাইকিংরা আছে, অ্যাংলো-স্যাকশানরা আছে, এদের সঙ্গে আরও কিছু জাতি উপজাতি মিলে মিশে ইউরোপ মহাদেশ তৈরি করে, কিন্তু আজ আমরা ইয়োরোপিয়ান বলতে ইংরেজি বলিয়ে সাহেব অর্থাৎ এই অ্যাংলো–স্যাকশনসদের বুঝি। ভাইকিংদের ধর্ম, পুরাণ, সভ্যতা আমরা শুধু ইতিহাস বইতে পড়ি।”

—“স্বাভাবিক, ভাইকিংরা বারবারিয়ান অসভ্য জাতি ছিল।”

প্রোফেসর হাসেন, “ঠিক যেমন ইংরেজরা ভারতে আসার আগে এদেশে শুধু বর্বর আদিম মানুষ বাস করত, ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকায় আসার আগে সেখানে বর্বর রেড ইন্ডিয়ানরা বসবাস করত। প্রায় দশ মিলিয়ান রেড ইন্ডিয়ানকে হত্যা করে তবে তাদের সভ্য করা গেছিল। প্রাচীন নরস ভাষায় ভাইকিং মানে হল দস্যু, একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী নিজেদের নাম রেখেছে দস্যু? তুমি বিশ্বাস কর এটা?”

—“আসলে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম...”

—“যুদ্ধে খানিকটা হেরফের হলে আজ আর যীশু খ্রিষ্টের নাম শুনতে হত না হে, ওডিন, থর, বালদর এদের রমরমা দেখতে পেতে। কোন ভগবান দর পাবেন সেটা সেই ভগবানের ভক্তেরা কতটা ভালো যোদ্ধা সেই

দিয়ে ঠিক হয়,” একটু থেমে প্রোফেসর বোঝেন প্রসঙ্গটা অন্য দিকে অগ্রসর হচ্ছে, বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, “যাক গে, যেটা বলছিলাম, তো এই যুদ্ধ মারামারির সময়, আজ থেকে দেড়হাজার বছর আগে, সুইডেনের স্যান্ডবাই বর্গ নামে একটা গ্রামে ভয়াবহ একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। একটা গোটা গ্রামের প্রায় সমস্ত মানুষকে খুন করে একদল হানাদার। গোটা গ্রাম বলতে ধরে নাও প্রায় আড়াইশো জন মানুষ। এ ঘটনার কথা কিন্তু আমাদেরকে ইতিহাস বলে না, আরকিওলজি বলে। অর্থাৎ এমন একটা ম্যাসাকার যে হয়েছিল, সেটা আমরা মাটির তলায় চাপা পড়ে যাওয়া স্যান্ডবাই বর্গ গ্রাম উদ্ধার করার পরে হালে জানতে পেরেছি। মজার কথা এই গোটা হত্যাকাণ্ডটা ঘটে যায় ঠিক পুতুলখেলার মতো। কেউকেউ চেয়ারে শান্ত হয়ে বসে খুন হয়েছে, কেউ খেতে খেতে অভুক্ত খাবার রেখে অবলীলায় মরে গেছে। কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি, স্ট্রাগলের কোনো চিহ্ন নেই। গোল্ড কয়েন, সোনাদানা যা ছিল সব একইভাবে পড়ে আছে। গোটা গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে গবাদি পশুরা শুধু অনাহারে মারা গেছে। যেন একদিন রাতে সাক্ষাত মৃত্যু এসে ডেকে নিয়ে চলে গেছে গ্রামটাকে। ঠিক এই কারণেই এই স্যান্ডবাই হত্যাকাণ্ডটিকে ‘ফ্রোজেন ইন টাইম’ বলা হয়। তাও সেটা অত গুরুত্ব দেওয়ার মতো মনে করেনি কেউ। কিন্তু দেড়হাজার বছরের পুরনো মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা একটা অদ্ভুত কথা বলে বসেন, যাতে ঘটনাটা একটা অলৌকিক পারস্পেক্টিভ পায়...”

—“কী বলেন বিজ্ঞানীরা?”

প্রশ্নটার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন প্রোফেসর, একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, “মৃতদেহ পরীক্ষা করে তারা বলেন স্যান্ডবাই বর্গ গ্রামে ‘হানাদার’ এসেছিল, ‘হানাদারেরা’ নয়। ক্ষতর গভীরতা, আক্রমণের ভঙ্গি, ফিজিওলজি সম্পর্কে জ্ঞান এইসবই ইঙ্গিত দেয় যে গোটা ঘটনাটা একজনের কীর্তি...”।

খুব একটা বিস্ময়ের ছাপ দেখা যায় না তনিশের মুখে, সে মুখ তুলে প্রশ্ন করে, “কিন্তু এই একজনই যে সরসরার সেটা বুঝছেন কী করে?”

—"বুঝছি না, অনুমান করছি, এই এক্সক্যাভেশান সাইটটাকে ঘিরে কিছু গুজব চালু আছে, জায়গাটা নাকি ভুতুড়ে, চিৎকার টিৎকার শোনা যায়, সব বাজে কথা। তবে একটা রিচুয়াল সাইট পাওয়া গেছে। উপাসনাগৃহজাতীয়। এবার যেহেতু জায়গাটা সুইডেনে তাই ধরে নেওয়া যায় স্যান্ডবাই বর্গ গ্রামের লোকেরা ভাইকিং ছিল। তারা নরস মিথোলজির চর্চা করত। এই রিচুয়াল সাইটে এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে যাতে মনে করা হচ্ছে বিশেষ কোনো শয়তানকে রিপেল করতে চাইছিল তারা, আমার মনে হয় এই শয়তানই হল সরসরার।"

—"অর্থাৎ একে রিপেল করার কিছু উপায় আছে?"

—"আজ্ঞে না," প্রোফেসরের গলা বেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, —"সেটা থাকত, যদি নরস মিথোলজি আর ধর্ম আজও টিকে থাকত, আজ থেকে হাজার বছর আগে খ্রিষ্টধর্মের রমরমায় সেসব ধুয়ে মুছে গেছে। তাছাড়া তাদের পরিণতি দেখে মনে হচ্ছে না সেই রিচুয়াল তেমন কিছু কাজ করে বলে, একে প্রতিহত করার একমাত্র উপায় হল..."

—"আরিন..." এবার তনিশের বদলে উত্তর দেয় নিনা।

চোখ তুলে একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার বুকের উপর মাথা নামিয়ে নেন প্রোফেসর, "ওই মেয়েটি, যদি কিছু জানা যায় তাহলে ওর কাছ থেকেই জানা যাবে, কিন্তু ওর যা অবস্থা..."

—"ও কিছু জানে না, কিছু মনে নেই..." তনিশের গলার স্বর নেমে আসে।

—"কিন্তু আমি জানি..." নিনা বলে।

—"তুমি কী জানো?" প্রোফেসর এবার মন দিয়ে দেখেন নিনাকে। সে চুপ করে থাকতে তনিশ বলে, "ক'দিন হল ও অনেকগুলো জগতের কথা বলছে, আর একটা গাছ, কি যেন—ইগ..."

—"ইগড্রাসিল!" তনিশের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলেন প্রোফেসর, "নরস মিথোলজির ন'টা রেলম, এসব তুমি জানলে কেমন করে?"

—"আমি গেছিলাম সেখানে। ক্রাক রিঙের মধ্যে দিয়ে।"

banglabook.org

—"ইম্পসিবল!" বিস্ময়ভরা চোখে মাটির উপরেই হাঁটু রেখে নিনার সামনে বসে পড়েন প্রোফেসর, "ক্রাক রিং, যার মধ্যে দিয়ে টাইম ট্রাভেল করা যায়। তুমি নিজের চোখে দেখেছ এইসব?"

—"দেখেছি..."

—"আর কী দেখেছ?" সম্মোহিতের মতো এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করেন বসুরায়।

—"আরিনকে, তখন খুব ছোট ছিল। ইগড্রাসিলের মেয়ে... সেই কোতোয়ালকে যুদ্ধ করে হারানোর জন্য জন্মেছে ও..."

—"কোতোয়াল! মানে সরসরার...?"

—"হ্যাঁ... গুহার মধ্যে থাকে সে।"

—"আমি দেখেছি গুহাটা... গঙ্গার জলের ভিতরে মিশে আছে বলে বাইরে থেকে বোঝা যায় না।" তনিশ মুখ তুলে বলে।

প্রণব বসুরায় আর কী বলবেন বুঝতে পারেন না। একগাদা প্রশ্ন গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চেয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিচ্ছে তার। কোনোরকমে বললেন, —"তুমি চেন সেই জায়গাটা, যেখানে ক্রাক রিংটা আছে?"

দুপাশে মাথা নাড়ে তনিশ, "আমি চিনি না। তবে কেউ একজন চেনে, সেই আমাদের নিয়ে গিয়েছিল সেখানে।"

বসুরায়ের হাতদুটো কাঁপতে শুরু করেছে থরথর করে, গলকণ্ঠটা ভীষণ দ্রুত ওঠানামা করছে, "যেভাবেই হোক ওখানে যেতে হবে আমাদের। নাহলে এই শয়তান দিনদিন আরও শক্তিশালী হবে। প্রত্যেকটা খুনের জায়গায় একজন করে সাক্ষী রেখে দিচ্ছে সে, এভাবে ক্রমশ চেন রিয়াকশানের মতো মার্ডার শুরু হবে, কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের পৃথিবীটা মৃতের স্তূপে পরিণত হবে।"

—"কিন্তু আমরা গিয়ে কী করব? উই আর নট স্ট্রং এনাফ টু ফাইট ইট..."

—"উই আর নট সাপোজড টু... আমাদের কাজ মেয়েটাকে ওখানে পৌঁছে দেওয়া, তার বেশি আর কিছু করার নেই আমাদের... দিস ইজ আ

BanglaBook.org

মিথোলজিকাল ব্যাটেল, আমরা নগণ্য মানুষ... যে করেই হোক ওকে মোটিভেট করতে হবে...”

একটা হাত দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন প্রোফেসর। তনিশ উঠে দাঁড়ায়, নিনার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, “নিনা, চেষ্টা করতে হবে আমাদের, হাল ছাড়লে চলবে না। পারবি?”

—“পারব।”

—“আয় আমার সঙ্গে...”

আর কথা না বাড়িয়ে স্টাডি রুমের ভিতর দিকে পা বাড়ায় দু'জনে। প্রোফেসর ওদের পিছু নেন। বারান্দার আলো ভিতরে আসছে না। ঘরের ভিতরের আলোগুলোও নেভানো। সেগুলোর দিকে দেখে প্রোফেসর বললেন, —“মনে হয় আলোর ব্যাপারটা ওর মুডের উপরে ডিপেন্ড করে। ওর মন খারাপ থাকলে ঘরের আলো জ্বলে না। লোকেও বুঝে যায় ওর মুড কেমন আছে, কোয়াইট আ চ্যালেঞ্জ বিয়িং আ প্রিন্সেস।”

আরিন যে ঘরের ভিতরে আছে সেটা কিচেনের সঙ্গে লাগোয়া। এ বাড়ির সব থেকে ছোট ঘর এটা। তার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে টোকা দিতে গিয়েও থেমে যায় তনিশ, বোঝে তাতে লাভ হবে না। একটা হাত দিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে বলে, “আরিন... আমি তনিশ... দরজাটা খোল একবার।”

ভিতর থেকে কোনো উত্তর আসে না, তনিশ নিনাকে ঠেলা দ্যায়, সেও গলা মেলায় “দিদি, একবার খোলো দরজাটা।”

কোনো সাড়াশব্দ নেই। বিল্ডিঙের কোথায় একটা পাম্প চালু হয়েছে। দূর থেকে আসা ঘসঘস আওয়াজে মৃদু শব্দগুলো হারিয়ে গেল। তনিশ লক্ষ করল ঘরের দরজায় ইয়েল লক লাগানো। পিছনে ঘুরে প্রোফেসরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনার কাছে চাবি নেই এটার?”

—“আছে, কিন্তু খুলতে নিষেধ আছে। আমি কয়েকবার ভেবেছিলাম খুলব কিন্তু সাহস হয়নি।”

—“আমাকে দিন চাবিটা।”

প্রোফেসর প্রবল আপত্তি জানান, "দেখো, দরজাটা খুলতে ও ফার্মলি বারণ করেছিল, ও যে ছোটছোট ব্যাপারেও কতটা ডেডলি হতে পারে সেটা আমি দেখেছি, জোর করে খুলে..."

—"চাবিটা দিন..."

দৃঢ় গলায় কথাটা বলে তনিশ। আর বাক্যব্যয় না করে ভিতরের ঘর থেকে চাবিটা নিয়ে এসে তনিশের হাতে দিয়ে দেন প্রোফেসর। চাবি দিয়ে লকটা খুলে দরজায় হালকা একটা ঠেলা দেয় তনিশ। ক্রমশ সেটা ফাঁক হয়ে যেতে ঘরের ভিতরের অন্ধকারটা একধাক্কায় বাইরে বেরিয়ে আসে।

একটা নিঃশ্বাসের আওয়াজ, এত জোরে যে মনে হচ্ছে, যে প্রাণীটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে তার হৃদপিণ্ডটা এইমাত্র ফেটে যাবে। পাম্পের গনগনে শব্দটাও হারিয়ে গেছে সেটার কাছে। তনিশ নিজের ফোনের আলোটা জ্বালাতে ঘরের কিছুটা অংশ আলোকিত হল। তাতে বিছানার উপরটা দেখা গেল—ফাঁকা।

নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে ঘরের একটা কোণের দিকে এগিয়ে গেল নিনা। মাটির উপরে বসে পড়ে হাত দিয়ে কিছু স্পর্শ করার চেষ্টা করল। তনিশ এগিয়ে এসে ঘরের জানলাগুলো খুলে দিতে একঝাঁক রোদ এসে ভরিয়ে দিল ঘরের চারপাশ। সেই রোদের কিছুটা এসে পড়ল ঘরের মেঝেতে চাদর জড়িয়ে পড়ে থাকা দেহটার উপরে।

একটা অদ্ভুত বাঁকাচোরা ভঙ্গিমায় পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে মানুষটা। দুটো হাত জড়ো করে পেট আর কোমরের মাঝে চেপে ধরা আছে। পা-দুটোও ভাঁজ করা। মাতৃগর্ভে শিশু ঠিক এইভাবে শুয়ে থাকে। মেয়েটার শরীরে জামা নেই। চাদরের একদিকের কোণ শুধু শরীরের কিছুটা অংশ ঢেকে রেখেছে। মাঝে মাঝে একটু একটু করে কেঁপে উঠছে হাতের আঙুলগুলো, তারপর আবার স্থির হয়ে যাচ্ছে। মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা সিরিঞ্জগুলোর মধ্যে থেকে একটা তুলে নিল তনিশ, বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, "ক্যাফেন্টানিল, ও মানুষ হলে অনেকক্ষণ আগে মারা যেত..."

গালে হাত রেখে দু'বার তাকে ডাকল তনিশ। লাভ হল না কিছু,

BanglaBook.org

মৃতদেহের মতো নিস্পন্দ শরীর। গোটা হাতটা এখন দেখা যাচ্ছে তার। উপর থেকে নিচ অবধি নানা জায়গায় ফুটে ওঠা লাল আর কালো বিন্দু চোখে পড়ে। দীর্ঘদিনের ড্রাগ এডিকশানের চিহ্ন। তনিশ উঠে দাঁড়িয়ে একটু দূরে সরে এসে নিনার দিকে ফিরে বলল, "ওকে জামাটা পরিয়ে দে..."

নিনা হাঁটুতে ভর দিয়ে খুলে পড়ে থাকা জামাটা পরিয়ে দেয় আরিনকে। সে বিশেষ বাধা দেয় না, উশখুশ করে উঠে আবার দলা পাকিয়ে শোয়।

তনিশ এবার এগিয়ে এসে আরিনের হাত ধরে বেশ জোরে ঠেলা দেয়, —"আরিন, শুনছিস?..."

—"মুখ..." অস্পষ্ট শব্দটা ভেসে আসে তার ঠোঁটের ফাঁক থেকে।

—"কীসের মুখ?"

—"আমার দাদার মুখ, কিছু ছিল না মুখে..."

কথাটা বলে একবার ঠোঁট চেটে আবার ঝিমিয়ে আসে আরিন।

—"জেমসের কথা বলছে, আততায়ী শুধু ওর মুখে ছুরি মেরেছিল। মোট চোদ্দোবার স্ট্যাবিং।" প্রোফেসর বললেন।

তনিশ আর প্রোফেসর ধরাধরি করে বিছানার উপরে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল আরিনকে। একবার চোখ খুলে আগন্তুকদের বোঝার চেষ্টা করল সে। তারপর নিজে থেকেই বুজে এল চোখ দুটো। একবার নাক টেনে বলল, —"চলে যা এখান থেকে তোরা।"

—"ওবাড়ি থেকে শুধু সিরিঞ্জগুলো নিয়ে এসেছিলি নাকি অন্য কিছুও? জেমসের কোনো স্মৃতি? তারছেঁড়া ম্যান্ডোলিনটা? এনেছিস?"

—"সব কিছুতে রক্ত লেগে আছে, কী আনব?"

আরিনের ছড়িয়ে থাকা পায়ের উপরে হাত রাখে তনিশ, "কিন্তু একটা জিনিস আছে যাতে রক্ত লেগে নেই।"

পকেট থেকে একটা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট বের করে তনিশ। তারপর তার ভিতর থেকে বের করে আনে একটা গোলাপি রঙের লতাপাতা আঁকা ঘড়ি। তার সময়ের কাঁটা থেমে আছে। সেটা আরিনের হাতে ধরিয়ে দেয়

BanglaBook.org

তনিশ, —"তোকে এবারের রাখিতে দেবে ভেবেছিল। তোর এইরকম ঘড়ির শখ... বাড়িতে রাখলে দেখে ফেলবি তাই আমাকে রাখতে দিয়েছিল।"

ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে বেশ কিছুক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থাকে আরিন। তার মুখের পেশিগুলো সংকুচিত হয়ে আসে। মুখের উপরে ঘড়িটা চেপে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সে। একহাতে তনিশের শার্টের কলার খামচে ধরে তার কাঁধের উপরে মুখ রেখে ফোঁপাতে থাকে। কান্নার দমকে ছেঁড়া ছেঁড়া কথা বেরিয়ে আসতে থাকে তার মুখ থেকে।

—"প্রথম যখন চোখ খুলেছিলাম আমার দাদার মুখটা দেখেছিলাম। এখানে আমার কেউ ছিল না। ওই একটাই চেনা মুখ। পুরো শেষ করে দিয়েছে মুখটাকে!"

তনিশ কী বলবে ভেবে পেল না। নিনার সরু গলা শোনা গেল, "তোমাকে জন্ম দিতে, বাঁচাতে অনেক মানুষ প্রাণ দিয়েছে দিদি, তুমি তাদের চেনোও না। যখন এইটুকু ছোট ছিলে, তখন তোমাকে কোলে নিয়েছিলাম আমি। আমাকেও চিনতে পারোনি তুমি, তাবলে আমি খেয়াল রাখিনি তোমার?"

বিছানার উপরে থাবড়ে থাবড়ে কিছু খুঁজতে থাকে আরিন। কম্পিত পায়ে নেমে ফ্রিজের দিকে এগিয়ে যায়। ভিতর থেকে একটা কাঁচের কন্টেনার বের করে এনে একটা সিরিঞ্জ তার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়।

কি মনে হতে পিঠের ব্যাগটা খুলে কিছু বের করে আনে নিনা, "যেদিন আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম, সেদিন আমারও চেনা মুখ কেউ ছিল না। মা-বাবা ছাড়া আর কাউকে চিনতাম না আমি। ঘর নেই, বাড়ি নেই, আমি একা। ভয় করছিল সেদিন খুব। কাঁদছিলাম রাস্তায় বসে। সেদিন শুধু এইটা ছিল।"

হাতের জিনিসটা আরিনের দিকে তুলে ধরে নিনা, তার নিজের তৈরি সেই সবুজ স্পঞ্জের পুতুলটা। বোতামের চোখ নিয়ে এখন সে তাকিয়ে আছে সত্যিকারের আরিনের দিকে, "তুমি ছিলে। তুমি হাতের মধ্যে ছিলে

BanglaBook.org

বলে মনের জোর ছিল আমার। একদিন রাতে কতগুলো লোক আমার শরীরে রড ঢুকিয়ে খেলা করতে চেয়েছিল। তুমি ছিলে বলে তারা কিছু করতে পারেনি আমার। আমি তো তোমাকে কোনোদিন না দেখেই এত ভরসা করতাম তোমার উপরে... তুমি কি আয়নায় দেখো না নিজেকে?"

স্পঞ্জের পুতুলটা একটা হাতের ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দিল আরিন। সেটা গিয়ে পড়ল ঘরের এককোণে। মুহূর্তে নিনার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে তীব্র ক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়ল আরিনের উপরে, তার নখে গলার কাছে কিছুটা চিরে গেল আরিনের, "তুমি আরিন নও, তুমি সেই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটা নও যাকে বুকে করে নিয়ে বাঁচিয়েছিলাম আমি, তার এমনভাবে হাল ছেড়ে দেয়ার কথা ছিল না। তুমি সেই প্রিন্সেস নও..."

—"না নই আমি..." ইঞ্জেকশানে ক্ষতবিক্ষত হাতে নিনার গলা চেপে ধরে আরিন, "কেউ নয়, তুই পনেরো বছরের মেয়ে নস, পনেরো বছরের মেয়েরা নিজের বাবাকে বন্ধ ঘরে পুড়িয়ে মারে না। আমরা কেউ তা নই যা আমাদের হওয়া উচিৎ ছিল।" কথাটা বলে নিনার গলাটা ছেড়ে দেয় আরিন। সে মাটির উপরেই পড়ে থাকে।

মাটি চাপড়ে ছিটকে পড়া ইঞ্জেকশনটা খুঁজতে থাকে আরিন। তাকে আর বাধা দেয় না কেউ। প্রোফেসর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, একটা মিহি হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটে, "মিডগারড, ওয়েলকাম টু দ্যা ল্যান্ড অফ হিউম্যান, এখানে যার যা হওয়া উচিৎ ছিল কেউ তা নয়। এখানে সবার কিছু না কিছু সিক্রেট আছে, এমন কিছু আছে যা প্রজারা জানলে রাজা আর রাজা থাকবে না, প্রত্যেক মায়ের শরীরে এমন কিছু দগদগে ক্ষত আছে যার কথা জানলে সন্তান ঘৃণা করবে তাকে। পারফেক্ট কিচ্ছু নেই আমাদের, আমাদের কাপুরুষ রাজা আছে, ভিতু সৈন্য আছে, অস্তিত্বহীন ঈশ্বর আছেন। কিন্তু চরম কাপুরুষ এই আমরাও রাজা হয়ে উঠেছে কতবার, একটা হাত, একটা চোখ ছাড়াও যুদ্ধ করেছি আমরা, সম্মিলিত মানুষের হাত শহর তৈরি করেছে, সভ্যতা গড়ে তুলেছে, ঈশ্বরের প্রয়োজন পড়েনি আমাদের। সমস্ত ক্ষত দেখার পরেও একটা ছেলে ভালো

BanglaBook.org

বেসেছে আর একটা মেয়েকে...” একটু থেমে পরের কথাগুলো বললেন প্রোফেসর, “আপনার ড্রাগড্রেঞ্চড মস্তিষ্কে কথাটা কতটা ঢুকবে আমি জানি না, কিন্তু আমাদের এখানে হিরোরা জন্মায় না, তৈরি হয়, সমস্ত দগদগে ঘা আর রক্তক্ষরণ নিয়েই অন্ধকারের ভিতর থেকে প্রিন্সেসরা উঠে আসে আমাদের জগতে...”

আরিনের হাত থেমে গেছে, সে হাঁটুতে ভর দিয়েই এগিয়ে আসে প্রোফেসরের পায়ের কাছে, দুটো হাত তার থাইএর উপরে রেখে ধরা গলায় বলে, “বাট আই হ্যাভ লস্ট হোপ প্রোফেসর। আমার মনে আর লড়াই করার ক্ষমতা নেই। আই হ্যাভ লস্ট হোপ।”

দ্রুত উঠে দাঁড়ায় তনিশ। বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে, একটা মিনিট কাটার আগেই ফিরে আসে সে। প্রোফেসরের বারান্দার টেবিলে পড়ে থাকা একটা কাগজ এখন তার হাতে, সেটা আরিনের সামনে ফেলে দিয়ে বলে, “এটা আজকের সকালের কাগজ আরিন, যেকোনো একটা খবর পড়, আচ্ছা আমি পড়ছি। পরশু রাতে দমদমের স্টেশানের কাছে পড়তে গেছিল দুটো ক্লাস টেনের মেয়ে, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বারাসাতের কাছে একটা সুতো কারখানা আচমকাই উঠে যাওয়ায় সেখানকার ছ'জন শ্রমিক একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে। রাজাবাজারের কাছে ধর্মীয় সংঘর্ষে তিনজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন, খুনিদের নাম পুলিশ জানে কিন্তু প্রকাশ করতে চায়নি।”

তনিশ কাগজটা পাশে রেখে দিয়ে আরিনের মুখের দিকে তাকায়, “আরিন, কাগজে বলেনি কিন্তু আমরা জানি ওই মেয়েদুটো কোথায় আছে, আমরা জানি ওই সুতো কারখানার বাকি শ্রমিক, যারা আত্মহত্যা করেছে তাদের বাড়ির লোকেদের কী হবে। আমরা জানি কেন পুলিশ খুনিদের নাম জানাতে চায়নি। ওই দুটো মেয়ে কোনো রেড লাইট এরিয়ার বন্ধ ঘরে কাল প্রথমবার ধর্ষিত হবার আগে তোর উপরে ভরসা রাখছে, ওই শ্রমিকের বাচ্চা পাঁচবছরের মেয়েটা তার সিন্ডারেলাকে নতুন জামা পরিয়েছে আজ, সে ভাবছে কেউ এসে উদ্ধার করবে ওদের পরিবারটাকে,

BanglaBook.org

সে ভরসা রেখেছে তোর উপর। রাজাবাজারের যে মানুষগুলো কোনো ঈশ্বরের হয়ে যুদ্ধ করার বদলে দু বেলা দু মুঠো খেয়ে, শুধু বেঁচে থাকতে চায় তারা ভরসা রাখে যে কেউ এসে থামিয়ে দেবে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তারা ভরসা রাখে তোর উপরে। আরিন, আমরা ভগবানে বিশ্বাস রাখি কিন্তু আমাদের ভগবান মন্দির মসজিদ তৈরি করার খরচে বিক্রি হয়ে গেছে বহুদিন, আমরা জানি তিনি যুদ্ধের জন্যে আছেন, সুইসাইড বম্বিং এর জন্যে আছেন, বাধানিষেধ আরোপ করার জন্যে আছেন, তাই শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্যে এতগুলো মানুষ শুধু তোর উপর আশা রেখে বসে আছে। আমরা দুর্বল, শক্তিহীন মানুষ, আমরা আশা হারিয়ে ফেলতে পারি, বাট সরি আরিন, ইউ ক্যান্ট এফোরড টু লুজ হোপ।"

হাতটা আরিনের দিকে বাড়িয়ে দেয় তনিশ। তার হাতে ধরা, মেঝেতে পড়ে হারিয়ে যাওয়া সিরিঞ্জটা, সেটা আরিনের হাতে দিয়ে বলে, "যদি তুই চাস তোর শেষ পরিণতি এটাই হোক, তবে আমাদের আর কিছু বলার নেই।"

নিনার হাতটা ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তনিশ। প্রোফেসরও দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে উঠে এসে ডাইনিং-এর একটা চেয়ারে বসে পড়েন। নিনা আর তনিশ বসে মেঝেতে। একটা হাত কপালে রেখে চোখ বুজে আছে তনিশ। চোখ থেকে চশমাটা খুলে রাখা আছে পাশে। নিনা তার কাঁধে মাথা দিয়ে বসেছে, তার চোখের কোল বেয়ে একফোঁটা জল নামছিল। সেটা হাত দিয়ে মুছে নেয়।

এইসময়ে প্রোফেসরের ফোনটা বেজে উঠল। প্রোফেসর সেটা পকেট থেকে বের করে কানে দিতে ওপাশ থেকে চেনা গলা শোনা গেল।

—"প্রোফেসর বসুরায়, আমি এসকে বলছি।"

কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যায় প্রোফেসরের, "হ্যাঁ, বলুন।"

—"আপনার জন্যে আজ সকালে আমার এতগুলো লোকের লাশ তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে। আপনি পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না।"

BanglaBoi.org

—"আমি কোনো ক্রাইম করিনি। খুনগুলোও করিনি আমি। জাস্ট ক্রিমিনালকে তার স্টেট অফ মাইন্ড কন্সিডার করে আশ্রয় দিয়েছি। তার জন্যে আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে পারেন বড়জোর।" গলায় জোর এনে বললেন বসুরায়।

এসকের খশখশে আওয়াজ শোনা গেল, "আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করব না প্রোফেসর, আপনার গায়ে একটা আঁচড়ও কাটব না। তবে সেদিন রাতে আপনি রক্তমাখা জামা নিয়ে কোথা থেকে ফিরেছিলেন সেটা পুলিশ জানে। আপনার নিজের গলায় কনফেশান আছে, ছুরিতে হাতের ছাপের এভিডেন্স আছে। আমরা শুধু এই ইনফরমেশানটা মেয়েটার কানে তুলে দেব। তারপর স্টেট অফ মাইন্ডে সে কী করবে সেটা আপনি বুঝবেন।"

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থমকে গেলেন প্রোফেসর। তার মুখে কোনো কথা সরল না, উলটোদিকের মানুষটার অদৃশ্য চেহারায় ভয়টা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন এসকে, "আপনি একটি জাজ-জুরি এন্ড এক্সিকুশানারকে পালাতে সাহায্য করেছেন। নাউ বি জাজড, এন্ড এক্সিকিউটেড।"

—"আমি পরে কথা বলছি আপনার সঙ্গে..." ফোন কেটে দেওয়ার বাটানে হাত বাড়াতে বাড়াতে ওপাশ থেকে শেষ কথাটা শুনতে পান প্রোফেসর, "ইউ হ্যাভ রিলিজড দ্যা মনস্টার, প্রোফেসর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।"

ফোনটা দূরে নামিয়ে রাখেন প্রোফেসর। চেয়ার থেকে নেমে বসলেন মাটিতে। মাথার শিরাগুলো ফুলে ওঠে তার। ঘরে হালকা করে জ্বেলে রাখা আলোটাও মনে হল তীব্র উজ্জ্বলতায় জ্বলছে। অসহ্য লাগল। কয়েক সেকেন্ড পরে ঘরের বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলেন সত্যি আলোটার তেজ বেড়ে উঠেছে।

আরিন এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। তার চুলগুলো অবিন্যস্ত। এগিয়ে এসে মুখের সামনে ঝুলছে তারা। তিনজনেই মাটিতে বসে আছে বলে তার স্বাভাবিক উচ্চতার থেকে আরও কিছুটা দীর্ঘ মনে হচ্ছে শরীরটা। জেমসের দেওয়া ঘড়িটা এখন পরা আছে হাতে। তনিশ আর নিনাও ফিরে

তাকিয়েছে তার দিকে।

—"তুমি কি কিছু..."

প্রোফেসর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু থেমে গেলেন। কোমর থেকে খুলে হেলরিলটা হাতে নিল আরিন। একটু একটু করে তার একটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল প্রায় একমিটার লম্বা ধারালো চকচকে তরোয়ালের ফলা।

আর একটা হাতে সবুজ পুতুলটাকে নিনার কোলে ছুঁড়ে দিল সে। নিনা সেটার দিকে তাকিয়ে দেখল পুতুলটার একটা বোতামের চোখের ঠিক নিচে একটা চেরা দাগ এঁকে দিয়েছে কেউ। ফলাটার উপরে হাতের একটা আঙুল স্পর্শ করে বোলাতে বোলাতে মুখ নামিয়ে রেখেই আরিন বলল, "লেটস কিল দ্যাট মাদারফাকিং সারপেন্ট।"

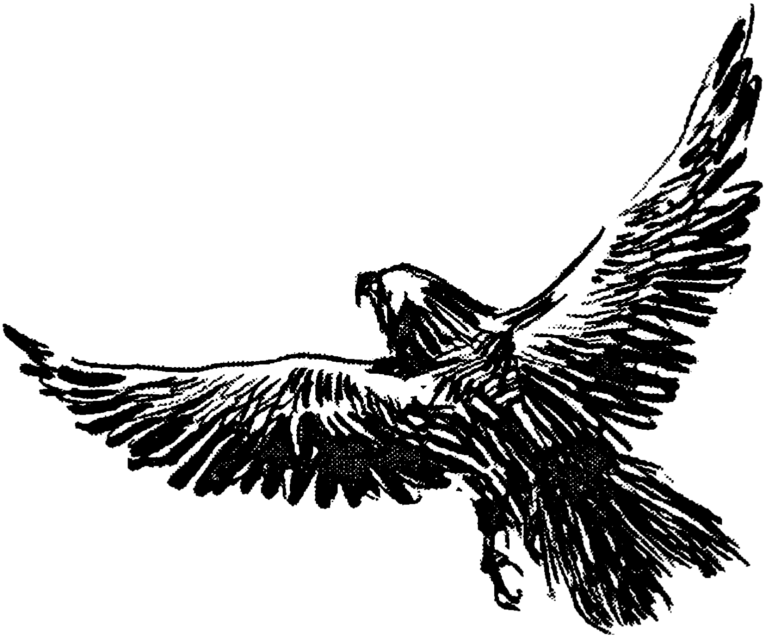

উনবিংশ অধ্যায় — জাজ জুরি এক্সিকিউশানার

আচমকাই গাড়ির গতি একধাক্কায় বেড়ে উঠতে তনিশ ড্রাইভারের সীটে বসে থাকা প্রোফেসরের পিঠে একটা হাত রাখল, "কী ব্যাপার প্রণববাবু?"

—"কেউ আমাদের ফলো করছে।" সামনের রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে বললেন প্রোফেসর। তার কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম ফুটে উঠছে।

—"এত রাতে! কে ফলো করছে?" অবাক হয়ে পিছনের দিকে তাকায় তনিশ। সেখান একটা এস.ইউ.ভি চোখে পড়ে তার। এখন রাত প্রায় দেড়টার কাছাকাছি। গোটা রাস্তাটাই খালি পড়ে আছে। তার উপর দিয়ে ছুটে আসা গাড়িটার ভিতরে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। তবে প্রোফেসরের সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটাও স্পিড বাড়িয়ে নিয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে।

—"কারা এরা?" সামনে মুখ ফিরিয়ে তনিশ জিজ্ঞেস করে।

—"এসকে এণ্ড হিস গ্যাং। আরিনকে যারা আটকে রেখেছিল।"

পিছন ফিরে গাড়িটাকে একবার দেখে নেয় আরিন, বলে, "গাড়ি থামিয়ে দিন। আমাকে দেখলেই ওদের শুকিয়ে যাবে।"

—"ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, দে আর নট আফটার ইউ।"

—"তাহলে?"

—"ওরা তোমাকে ধরতে নয়, একটা কথা জানাতে আসছে।"

—"কী কথা?"

প্রোফেসর ঠোঁট চেটে নেন। তারপর আচমকা ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে দেন গাড়িটাকে। এস.ইউ.ভিটাও দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনের গাড়িটা আবার চলতে শুরু করবে কিনা তার অপেক্ষা করতে থাকে।

প্রোফেসর একটু বেশি করে দম নিয়ে আরিনের দিকে ফিরে বলেন, —"তোমার ভাইকে আমি খুন করিনি।"

—"আমি কখন বললাম করেছেন?" আরিন অবাক হয়ে বলে।

—"আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে।"

—"তার মানে?" আরিন হাত দিয়ে প্রোফেসরের চুল খামচে ধরে। বৃদ্ধ কঁকিয়ে ওঠেন, "আই ওয়াজ পসেসড। আয়নায় নিজের মুখ দেখে বুঝতে পারি কী করেছি আমি কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছিল।"

একটা জান্তব নিরবতা গ্রাস করছে গাড়ির ভিতরের এক চিলতে পরিবেশটাকে, এস.ইউ.ভি থেকে একদল লোক নেমে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে ছোট গাড়িটার দিকে। তাদের সবার হাতেই কারবাইন রাইফেল। তার প্রত্যেকটা টার্গেট করা গাড়িটার দিকে। ক্রমশ গাড়িটাকে ঘিরে ফেলছে তারা।

এগিয়ে এসে গাড়ির জানলার কাচের ঠিক পাশটায় দাঁড়ালেন এসকে। বেশ কষ্ট হচ্ছে তার হাঁটাচলা করতে। কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটছেন ভদ্রলোক। হাত বাড়িয়ে প্রোফেসরের পিঠে একটা টোকা দিয়ে তিনি বললেন, "ওঃ, ফ্রাঙ্কেন্সটাইন এণ্ড হিস মনস্টার, দু'জনেই আছেন দেখছি... বিচারপর্ব শুরু হয়ে গেছে?"

মুখ তুলে তার চোখের দিকে তাকালেন প্রোফেসর, "লড়াইটা আমাদের মনস্টারের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে এসকে, সেটা শুধু মানুষ আর গুলি বন্দুক দিয়ে সম্ভব হবে না।"

—"গেট হার আউট অফ দ্য কার, আপনার মনস্টারটিকে বলুন বেরিয়ে আসতে।" কড়া গলায় নির্দেশ এসকের, "আর বলে দিন পনেরোটা রাইফেলের নল তার দিকে তাগ করা আছে, একটু নড়লেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।"

প্রোফেসরের তোয়াক্কা না করে নিজেই গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে আরিন। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের নলের মুখগুলো গাড়ির দিক থেকে সরে তার দিকে ঘুরে যায়। গাড়িটা থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে দাঁড়ায়। এসকে নিজের হাতের বন্দুকটা দিয়ে তার কোমরের দিকটা দেখিয়ে বলে, —"কোমরের থেকে হাত সরান, মাথার উপরে তুলুন।"

—"সাবমিসিভ বিচ..." হাত তুলে আঙুলগুলো কোনো কারণে সচল করে নেয়।

BanglaBook.org

এসকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কিছুটা কাছে এগিয়ে এলেন। খোঁড়ানোর দিকে তাকিয়ে হাসে আরিন, "ব্যথা আছে এখনও? জোরে মেরেছিলাম?" চুক চুক করে একটা আওয়াজ করে জিভ দিয়ে।

ব্যঙ্গতে কান দিলেন না এসকে, এগোতে এগোতে বললেন, "তোমাকে যদি এক্ষুনি আমি গুলি করে মারি আমার কাউকে উত্তর দিতে হবে না। কিন্তু তোমার শরীরটা দরকার আমাদের। একটু কেটে ছিঁড়ে দেখতে ইচ্ছা করে। তোমার শরীরটা ইউজ করতে চায় আমাদের টিম... আই মিন, বিজ্ঞানের কাজে..."

আরিনের মুখে একটা লাজুক হাসি ফুটে ওঠে, "আমি মানুষ হিসেবে খারাপ নই খানসাহেব, আপনি জোর করে এইসব করান, ভালো কথা, আপনার মা কেমন আছেন?"

—"দেখতে চেয়েছেন তোমাকে, জ্যান্ত!"

—"আবার দেখা দেব! রক্তের নেশা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।"

খানিকটা সামনে এগিয়ে একটু থমকে দাঁড়ান এসকে, পিছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা বন্দুকধারীদের ইশারায় কিছু নির্দেশ দেন। তারপর আবার আরিনের দিকে ঘুরে বলেন, "আপনাকে আমরা কাস্টডিতে নিচ্ছি..."

—"যেখানে নিতে চাইছেন নিন। আমি তো কমপ্লিটলি রেডি আছি।" আরিন অর্থপূর্ণ স্যারেন্ডার করে।

কথাটায় খুশি হন এসকে। গাড়ির দিকে দেখিয়ে বলেন, "ভগবান না করুক, আমার মন বলছে আপনার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আর দেখা হবে না আপনার। যদি কিছু বলার থাকে শেষবারের মতো বলে নিন। তবে গাড়ির কাছে এগোবেন না।"

এক মুহূর্তও না ভেবে আরিন বলে, "উম... আখেরি খোয়াইস, আমি একটা গান শুনতে চাই।"

—"গান?" অবাক হন এসকে।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, নিনা খুব ভালো গান গায়, আপনারাও শুনবেন, মন পরিষ্কার হবে।"

BanglaBook.org

পুলিশের নির্দেশ পেতে ভয়ভয় মুখে বাইরে বেরিয়ে আসে নিনা। তারপর এগিয়ে আসে আরিনের দিকে। এসকে তাকে বাধা দেন, "না, তুই গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই গা, ওর কাছে যাবি না।"

—"গা তো বাবা, সেই যে হিন্দি গানটা গাইছিলি সেদিন, সেইটা গা।" আরিন হাত তুলে রেখেই নির্দেশ দেয়।

চারদিকে আরিনের শরীর লক্ষ করে উঁচু হয়ে থাকা নলগুলো দেখে নিনার গলা দিয়ে শব্দ বেরোতে চায় না। তাও অস্পষ্ট স্বরে সে কোনোমতে এই পরিবেশে একটা বেমামান গান ধরে, "যারা নজরোহসে কহেদো জি, নিশানা চুক না যায়ে..."

রাইফেল উঁচিয়ে থাকা বন্দুকধারীদের মধ্যে একটা মিহি হাসির রেশ পড়ে গেল। বন্দুকধরা হাতগুলো কেঁপে উঠল কয়েকবার। এসকে কিন্তু হাসলেন না। একইভাবে তাকিয়ে রইলেন আরিনের দিকে। আরিনকে দেখে মনে হল মন দিয়ে গানটা উপভোগ করছে সে। মাথা দোলাচ্ছে।

একটা ক্ষীণ হাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলেন এসকে। যেন নারকেল গাছের পাতাকে কেউ সজোরে শূন্যে হাওয়ার উপরে চালাচ্ছে। হাওয়ার ঝাপটার আওয়াজ উঠেছে সেটা থেকে। এসকের পাঁচটা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠল... নিনা ততক্ষণে গাড়ির অন্তরায় চলে গেছে...

—"জামানা হ্যায় তুমহারা, চাহে জিসকি জিন্দেগি লেলো/ আগার মেরা কাহা মানো তো এইসে খেল না খেলো..." পরের লাইনটা জানেন এসকে, তিনি মুখ তুলে তাকালেন আরিনের দিকে, তার মুখটা মাটির দিকে নামানো কিন্তু শিকারি নেকড়ের মতো চোখ দুটো চেয়ে আছে এসকের দিকে। হাওয়ার শব্দটা বেড়ে উঠেছে, এতক্ষণে শব্দটা কীসের হতে পারে সেটা আন্দাজ করতে পেরেছেন এসকে। তিনি পনেরোটা বন্দুকের নলকে একসঙ্গে ফায়ারের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তাদের বিন্দুমাত্র নড়ে ওঠার আগেই আরিনের উঠে থাকা হাতদুটোর সচল আঙুলগুলো শূন্যের মাঝে কোনো হাতল চেপে ধরল। তার শরীরটা একঝটকায় মিলিয়ে গেল রাতের হাওয়ায়। মনে হল অদৃশ্য কোনো আংটা টেনে নিয়ে চলে গেল তাকে।

BanglaBook.org

এতগুলো লোকের চোখের সামনে হাওয়ায় মিশে গেল মানুষটা...

– "তুমহারে ইস শরারত সে নাজানে কিস কি মউত আয়ে..."

প্রাথমিক বিস্ময়টা কেটে যেতে এসকে বুঝতে পারলেন এবার কী হতে চলেছে। তিনি বন্দুকধারীদের নির্দেশ দিলেন প্রোফেসরের গাড়ির গায়ে পিঠ রেখে ডানার শব্দ শুনে গুলি চালাতে। কয়েকটা গুলি চলল কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। ডানার শব্দ এত দ্রুত এদিক থেকে ওদিক সরে যাচ্ছে যে একটাও গুলি লক্ষভেদ করছে না।

কয়েক সেকেন্ড পরেই ডানার শব্দ থেমে গেল। ছ'জন রক্ষী গাড়িটাকে গোল করে ঘিরে গাড়ির দেওয়ালে পিঠ রেখে রাইফেল উঁচিয়ে দেখতে লাগল চারদিক। একটা চাপা নৈঃশব্দ্য ঘিরে ফেলল তাদের। কারো মুখে কোনো কথা নেই। কিছু একটা শব্দের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে আছে এতগুলো মানুষ। নিনা এতক্ষণে গান থামিয়ে দিয়েছে। এতগুলো মানুষের মুখের মৃত্যুভয়টা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে।

রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে একটা শব্দ শুনে সবাই ফিরে তাকিয়েছিল সেদিকে। কিন্তু পরক্ষণেই আকাশ থেকে ভারী কিছু একটা এসে পড়ল গাড়ির মাথায়। গাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্লেডের ছোঁয়ায় তাদের কাটা মাথাগুলো গড়িয়ে পড়ল মাটির উপরে। মুণ্ডুহীন শরীরগুলো থরথর করে কেঁপে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। গোটা গাড়িটা আর নিনার জামা লাল রঙে ভরে গেল।

গাড়ির মাথা লক্ষ করে গুলি চালালেন এসকে। কিন্তু ততক্ষণে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে মাটিতে নেমে এসেছে আরিনের দেহ। একটা গুলি মাটিতে লেগে ছিটকে এসে লাগল নিনার পায়ে।। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল সেখান থেকে। পা ধরে কান্নায় কঁকিয়ে উঠল নিনা। একলাফে এসকের কাছে এগিয়ে এসে সামনে থেকে তার হাঁটুতে একটা লাথি মারল আরিন। বীভৎস চিৎকার করে মাটির উপরে খসে পড়লেন এসকে। তার হাঁটুটা পিছন দিকে বেঁকে ভেঙে গেছে। বাকি ন'জন বন্দুকধারী কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার অন্তর্হিত হয়েছে আরিন।

BanglaBook.org

আকাশ থেকে ভারী কিছু একটা এসে পড়ল গাড়ির মাথায়।

মাটির উপর পড়ে কাতরাতে লাগলেন এসকে। প্যান্টের হাঁটুর জায়গাটা লাল হয়ে উঠেছে। হাত রেখে বুঝতে পারলেন মালাইচাকি ধুলো হয়ে গেছে সেখানে।

এতক্ষণে তনিশ আর প্রোফেসরও বেরিয়ে এসেছেন গাড়ি ছেড়ে। তাদের দিকে রক্তাক্ত আঙুল তুলে ধরে এসকে নির্দেশ দিলেন, "শ্যুট দেম, ঝাঁজরা করে দে শুয়োরের বাচ্চাদের।"

আটটা রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠল। কিন্তু তনিশদের গায়ে গুলি এসে লাগার আগেই আটকে গেল গুলিগুলো। অতিকায় পাখিটা হঠাৎ দৃশ্যমান হয়ে দু'দিকে ডানামেলে ঢেকে দিয়েছে তাদের। তার ডানার ভিতরে গেঁথে গেল গুলিগুলো। এতবড় পাখিটাকে চোখের সামনে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছিল রক্ষিরা। তারা দ্বিতীয়বার গুলি চালানোর কথা ভুলেই গেল। আর ঠিক সেই থমকে যাওয়া মুহূর্তেই হেলরিলের ছোঁয়ায় কচুকাটা হয়ে ঝরে পড়ল তাদের শরীরগুলো। রাস্তাটা পরিণত হল ছোটোখাটো রক্তের নদীতে। মাংসের গন্ধে ভরে উঠল জায়গাটা।

পা দিয়ে তাদের কেটে পড়া দেহগুলোকে একটু সরিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা এসকের দিকে এগিয়ে এল আরিন। মুখে একটু আগে নিনার গাওয়া গানটা গুনগুন করছে সে।

একটা পা দিয়ে এসকের ভেঙে যাওয়া পায়ের থাইটা চেপে ধরে, তারপর নিচু হয়ে থুতনিতে একটা আঙুল বোলাতে বোলাতে বলে, "আপনি নরকে বিশ্বাস করেন খানসাহেব? হেল?"

আরিনের চোখের দিকে চোখ রেখে একইভাবে কাতরাতে থাকেন তিনি, —"দু'দিন আগে আমার দাদা মারা গেছে। আপনি যাদেরকে ঝাঁজরা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই আমার। একটু পরে যখন নরকের দরজায় আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, কেউ ভিতর থেকে স্বাগত জানাবে আপনাকে, তখন তাকে বলবেন আপনি নরকে আসার আগেই নরক দেখা দিয়ে গেছে আপনাকে।"

একটা দীর্ঘ সূচের মতো নল বেরিয়ে এসেছে হেলরিলের ভিতর থেকে,

সেটা এসকের কপাল বরাবর তুলে ধরে আরিন। কিন্তু থেমে যায়, নিনা একটু দূর থেকে শব্দ করে বাধা দিয়েছে তাকে, "ওকে মেরো না..." যন্ত্রণাটা একটু সামলে নিয়ে বলে, "একটু পরে মেরো।"

আরিন উঠে গিয়ে বসে নিনার সামনে। তার পা বেয়ে এখনও সরু রক্তের ধারা নেমে আসছে। উঠে দাঁড়াতে পারছে না। আরিন মাটির উপরে হাঁটু রেখে বসে ক্ষতর জায়গাটা দেখতে দেখতে বলে, "এখনও রক্ত বেরোচ্ছে।"

—"ক্রিটিক্যাল..." প্রোফেসরের মুখ ভীষণ থমথমে, "এভাবে রক্ত বেরোতে থাকলে..."

—"এখানে কাছেপিঠে হসপিটাল নেই?" আরিনের গলায় স্পষ্ট উদ্বেগের ছাপ।

তনিশ মোবাইল দেখে বলে, "আছে, কিন্তু সেটা তো অনেকটা দূরে, ওর যেভাবে রক্ত পড়ছে তাতে সেখানে নিয়ে যেতে আধঘন্টা লাগবে অন্তত।"

—"আই থিংক শি ইজ গোইং টু ডাই..." কথাটা বলে উঠে দাঁড়ালেন প্রোফেসর। গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে স্টার্ট দিতে দিতে বললেন, "শেষ চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই আমার।"

আরিন কোলে তুলে নিল নিনাকে। রাস্তায় ঠিক মাঝামাঝি ডানা গুটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পাখিটা। নিনাকে নিয়ে সে ছুটে গেল সেদিকে। তনিশ উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ডেকে তাকে থামিয়ে দিল, "আরিন, ওর কিছু হবে না। গুলিটা ভিতরে ঢোকেনি, রক্ত এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে।"

—"তাহলে তোরা বললি..." নিনার পায়ে ক্ষতর জায়গাটা একবার দেখে আরিন।

—"ওর হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই আমরা ভাবলাম..." অধোবদনে দোষ স্বীকার করার মতো করে বলে তনিশ। আরিনের চোখ বেয়ে একফোঁটা জল নেমে আসছিল, সেটা আঙুলে করে নিয়ে নিনার পায়ে লাগিয়ে দেয় সে, "এই, এইটা বের করা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। দুঃখে এল না, আনন্দে এল... তাই সই।"

BanglaBook.org

— "বাস্টার্ড।" তনিশের বুকের উপরে একটা ধাক্কা মেরে তাকে দূরে সরিয়ে দেয় আরিন। নিনার পায়ের ক্ষতর জায়গাটা চোখের জলের স্পর্শ পেয়ে মিলিয়ে আসে। রক্তের দাগ ছাড়া আর কোনো চিহ্ন দেখা যায় না সেখানে।

আরিনের হাত থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়ায় নিনা। তারপর রাস্তার উপরে হেঁটে এগিয়ে যায় এসকের পড়ে থাকা শরীরের দিকে। এতক্ষণে তার চোখ বুজে গেছে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন তিনি।

হেলরিলটা নিনার হাতে তুলে দেয় আরিন, কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, "ফিনিশ হিম, কুইক।"

নিনার হাতে এসে সাদা আলোয় জ্বলে ওঠে ফলাটা। তার চোখের তারায় সেই আলোটা চিকচিক করে ওঠে। সেটা শক্ত করে ধরে মাটিতে পড়ে থাকা দেহটার দিকে এগিয়ে যায় সে।

— "না, তুই কিলিং মেশিন নোস।" পিছন থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে আসে তনিশ, "লোকটা আমাদের মারতে চেয়েছিল আমিও জানি, কিন্তু তার শাস্তি ও পেয়েছে।"

—"সেদিন শাস্তিটা যদি দিয়ে আসতাম আজ এখানে এসে আমাদের আটকাতে পারত না। নিনা, ফিনিশ হিম, কাজ আছে আমাদের..." আরিন বলে ওঠে...

—"বাবাকে তো পুড়িয়ে ফেলেছিলি তুই, মাকে ভুলে গেছিস তাতে?" তনিশের কথায় নিনা থমকে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে দাঁড়ান প্রোফেসর বসুরায়। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন তনিশের পাশে।

— "একটা কথা আমার বলার আছে..." একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন তিনি। তিনজনেই ফিরে তাকায়। প্রোফেসর নিনার দিকে দেখিয়ে বলেন, —"সরসরারের সামনে পৌঁছালে নিনাকে আমাদের দরকার। তার কারণ আমাদের বাকি তিনজনের মধ্যে দু'জন আমি আর তনিশ, আমাদের অতীত জীবনের কোনো পাপের কারণে অনুতপ্ত। আরিনের কথা আমি নিশ্চিতভাবে জানি না কিন্তু নিনা ছোট এবং ওর জীবনে অনুতাপের কোনো কারণ

BanglaBook.org

ঘটেনি। ফলে আমাদের উপর সরসরারের বশীকরণ কাজ করলেও ওর উপরে করবে না। এখন এই খুনটা করে ও যদি কনসাইন্স ক্লিয়ার করতে না পারে তাহলে আমাদের একটা বড় অস্ত্র হারিয়ে যাবে।"

—"ভেরি ওয়েল..." নিচু হয়ে এসকের পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নেয় আরিন। সেটা তনিশের সামনে ধরে বলে, "তুই মেরে দে ওকে।"

—"আমি!"

আরিন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, প্রোফেসর তনিশের হাত থেকে বন্দুকটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পরপর দুটো গুলি চালান এসকের মাথা লক্ষ করে। মৃদু কম্পনের পরে তার দেহ নিথর হয়ে যায়। বন্দুকটা নিজের পকেটে গুঁজতে গুজতে তিনি বলেন, "সময় নেই আমাদের নষ্ট করার মতো। লেটস গো।"

এতক্ষণে পাখিটা উড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আরিনের গায়ের কাছে। লাফিয়ে একটা শক্ত পালক ধরে তার পিঠে উঠে পড়ে আরিন। তনিশ নিনা আর প্রোফেসরকে সাহায্য করে উঠতে। তারপর নিজেও উঠে আসে। আরিন একটা হাত দিয়ে পাখিটার গলার কাছের লোম ধরে আর একটা হাত উপরে তুলে ধরতে রাস্তার উপর কিছুটা দৌড়ে যায় পাখিটা। তারপর দুটো ঠোঁট ফাঁক করে একটা চিৎকার করে ডানা মেলে দেয় রাতের হাওয়ায়। ব্রিজ, সাদা বাতিস্তম্ভ আর মৃতের স্তূপ ছেড়ে মেঘহীন আকাশের দিকে উড়ে যেতে থাকে। আকাশের চাঁদটাও যেন নিজে থেকেই মেঘেদের দূরে সরিয়ে একটানা তাকিয়ে আছে পৃথিবীর মাটির দিকে।

প্রোফেসর অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন পাখিটার মাথার দিকে। আজ থেকে কয়েকলক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষ আসার বহু পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একটি প্রাণী আরজেন্টাভিস ম্যাগ্নিফিকেন্স, তার পিঠের উপরে বসে উড়ে চলেছেন তিনি। সামনে যে মানুষটা বসে আছে তাদের অস্তিত্বের কথা ক্লাসরুমে বলে ফেললে পিছনের সারির কিছু ছাত্র দাঁত লুকিয়ে হাসত। এদের কথা তিনি বইতে পড়েছেন, রাত্রিবেলা শোবার ঘরের বিছানায় পিঠ রেখে কল্পনা করেছেন এসব, কিন্তু একদিন বাস্তব হয়ে উঠবে

সেটা ভাবাটাও বোকামি মনে হয়েছে এতদিন।

কানের পাশ দিয়ে দ্রুত হাওয়া বইতে থাকে তাঁর। শহরের সব ক'টা বাড়ির ছাদ নিচের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে। উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে এর আগে বহুবার কলকাতা শহরটাকে দেখেছেন তিনি। কিন্তু এমন অলৌকিক রূপ এর আগে চোখে পড়েনি। নিনা বসেছে তার পিছনে, সে দুটো হাত দিয়ে প্রোফেসরের জামার পিছন দিকটা ধরে আছে।

একটু পরে জলের রেখা শুরু হতে প্রোফেসর বুঝলেন গঙ্গার কাছাকাছি এসে পড়েছেন তিনি। জলের উপরে লম্বা ঢেউ খেলতে শুরু করেছে। গোটা দৃষ্টি ভরে গেছে রুপোলী জলের খেলায়। চেনা জোলো হাওয়াটা এসে গায়ে লাগল সবার।

আরিন একবার মাথাটা কিছুটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে বলল, "প্রোফেসর আপনার নিচে যাওয়া ঠিক হবে না, আমরা জানি না রিংটা জলের কতটা ভিতর থেকে শুরু হয়, অতক্ষণ কিন্তু নিঃশ্বাস নিতে পারব না আমরা..."

—"তাছাড়া পাখিটা যখন নিচে নামবে বেশ জোরে ধরে রাখতে হবে ওকে। নাহলে ছিটকে বেরিয়ে যাবেন।" তানিশ বলে।

প্রথমেই কোনো উত্তর দেন না প্রোফেসর। পাখিটা ক্রমাগত মুখ নিচু করে নেমেই চলেছে জলের গভীরে, আরিন এবার উঁচু গলাতেই বলে, "তাড়াতাড়ি ডিসিশান নিন প্রোফেসর। যদি না যেতে চান তাহলে আপনাকে কোনো ঘাটে রেখে যাব আমরা..."

—"আমি সারাজীবন এই নিয়ে পড়াশোনা করেই কাটিয়েছি। আজ যদি ফিরেও যাই আর বছর কুড়ির বেশি তো বাঁচব না। এটা না দেখে ফিরে গেলে বাকি কুড়িটা বছর আফসোস করে কাটাব..." একটু বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন তিনি, "আয়াম ইন..."

—"যতটা পারবেন নিঃশ্বাস ভরে নিন সবাই..."

পাখিটা জলের কয়েক মিটারের মধ্যে এসে পড়েছে, আরিন শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে পাখিটার পালক শক্ত করে ধরে প্রায় শুয়ে পড়ল তার পিঠে। তাকে দেখা দেখি বাকিরাও তাই করল। পাখিটা আর একবার তীব্র চিৎকার

BanglaBook.org

ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের বুকে। প্রবল জলের তোড়ে প্রোফেসরের মনে হল জলের উপরের দিক থেকে কেউ টানছে তাকে। শরীরটা ছিটকে উঠে যেতে চাইল উপরের দিকে। কিন্তু একটা হাত দিয়ে আরিন ধরে রেখেছে তাকে। মুখচোখ দিয়ে গঙ্গার আধা ঘোলাটে কাদামাখা জল ঢুকে গেল। প্রথমবারের মতো প্রোফেসর অনুভব করতে পারলেন কৌতূহলের আতিশয্যে সামর্থ্যের বিরুদ্ধে একটা অপরাধ করে ফেলেছেন। এখান থেকে তার বেঁচে ফেরার সম্ভবনা ভীষণ কম।

আরিনের উজ্জ্বল আলোয় জ্বলতে থাকা হাতটা নিজের হাতে দেখে খানিকটা ভরসা পেলেন তিনি। জমাট অক্সিজেন পোড়াতে পোড়াতে দেখলেন জলের ভিতরে যেটুকু অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছে তার ভিতরে ছোট ছোট মাছ, খড়কুটো আর শ্যাওলা মাখা সবুজে জল বয়ে চলেছে। মিটার খানেক দূরে গিয়েই সেই রং অন্তর্হিত হয়েছে। তারপর থেকে গোটাটাই ঘন কালো জলরাশি।

কয়েক সেকেন্ড পরে প্রোফেসরের মনে হল নিস্তব্ধ জলরাশিও যেন কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। জলের গভীরে শান্ত অনুভূতিহীন মাছগুলো সেই কম্পনে ভয় পেয়ে সাঁতরে পালিয়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। কিসের একটা সাড়া পড়ে গেছে, আগের জায়গাটার তুলনায় এখানকার জলস্তরে কিছু পার্থক্য আছে। তার মন বলল সেই রিংটা আর বেশিদূরে নেই।

মৃদু কম্পনটা এবারে বেড়ে উঠেছে, বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা অক্সিজেন প্রায় শেষের পথে, কম্পনটা থেমে গিয়ে আচমকাই একটা অতর্কিত শব্দতরঙ্গের ধাক্কায় প্রায় উলটে গেল পাখিটা। তনিশ আর প্রোফেসরের মাঝখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিনা ছিটকে গেল জলের গভীরে। তনিশ একটা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে ফেলল। অন্যহাত দিয়ে বুকের কাছটা চেপে ধরছে সে। বোঝা যাচ্ছে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার, হাতে শক্তি কমে আসছে, সে বুঝতে পারল আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না নিনাকে। একপলকের জন্যে তার হাত শিথিল হয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে হাতের আলগা বাঁধন ছাড়িয়ে নিনার শরীরটা জলের বেশ

BanglaBook.org

খানিকটা ভিতরে ভেসে দূরে চলে যেতে লাগল।

প্রায় নিভে আসা চোখে প্রোফেসর বুঝতে পারলেন এইবারে রিংটার ভিতরে ঢুকতে চলেছে পাখিটা। তিনি চোখ বুজে নিলেন। জ্বলে ভেসে কী হারিয়ে যাবে নিনা?

ঠিক এই সময়ে পাখির পিঠের উপরে পিছন ঘুরে উঠে দাঁড়াল আরিন। পাখির মাথাটা এখন রিঙের ভিতরে প্রবেশ করেছে, আরিন সেখান থেকে জলে ভেসে প্রোফেসরের কাঁধের কাছে উঠে এল, কাঁধের উপরে একটা পা দিয়ে ভেসে এল তনিশের কাঁধের কাছে, প্রোফেসর যেখানে বসেছিলেন পাখির সেই অংশটাও রিঙের ভিতরে প্রবেশ করল এবার। আরিন তনিশের চোয়ালের নিচে একটা পা আটকে দীর্ঘ শরীরটাকে উপরের দিকে ছড়িয়ে নিনার ভাসন্ত দেহের একটা পা ধরার চেষ্টা করল।

তনিশের শরীরটাও এবারে রিঙের ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। আরিন শেষ বারের মতো ডানহাতটা বাড়িয়ে ঈগলের ক্ষিপ্রতায় ধরে ফেলল নিনাকে, কিন্তু তার পাটা তনিশের চোয়ালের নিচ থেকে সরে এল, সেও পাখির উপর থেকে মুক্ত হয়ে ভেসে পড়ল জলে, ঠিক সেই মুহূর্তে তনিশের প্রায় নিভে আসা শরীর জেগে উঠল, চকিতে একটা হাত বাড়িয়ে সে ধরে ফেলল আরিনের পা'টা, জলের অতলে পিঠের উপরে বসে থাকা দু'জন আর তাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা দু'জন মানুষকে নিয়ে মিশমিশে কালো পাখিটার শরীর অদৃশ্য হয়ে গেল...

* * * * * * * *

জমাট অন্ধকার কুয়াশার মতো কমে আসতে গুহাটার ভিতরে চোখ খুলল চারজনের। প্রোফেসর উপুড় হয়ে শুয়ে কাশতে কাশতে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন প্রাণ ভরে। তনিশ মাটির উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। নিনার চোখ খুলছে না, তাকে মাটিতে শুইয়ে তার মুখে মুখ দিয়ে হাওয়া ভরার চেষ্টা করতে লাগল আরিন। গুহার ভিতরটা নিঃশ্বাসের শোঁশোঁ শব্দে ভরে উঠল।

BanglaBook.org

বেশ কিছুটা নিঃশ্বাস গলার ভিতরে যেতে একটু একটু করে চোখ খুলল নিনা, আরিন একটু হেসে তার ভেজা চুল দুপাশে সরাতে সরাতে বলল, “ঠিক লাগছে এখন?”

উপর নিচে মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল নিনা। আরিন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে হেলরিলটা বের করল। লম্বা ধারালো তরোয়ালের ফলাটা বেরিয়ে এল তার ভিতর থেকে। সেটাকে একহাতে ধরে গুহার ভিতরের টানেলের দিকে এগিয়ে গেল আরিন। এখনও তার ভিতরে অন্ধকার জমে আছে, তবে কোনো শব্দ আসছে না সেখান থেকে।

— “এখানেই দেখেছিলাম সাপটাকে।” টানেলের ভিতরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে থমথমে গলায় বলল তনিশ।

শরীর সোজা করে টানেলের ভিতরে পা বাড়াল আরিন। তনিশ আর প্রোফেসর এখন কিছুটা সুস্থ হয়েছে। প্রোফেসর এগিয়ে এসে ধরলেন নিনার হাতটা। তিনজনে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল আরিনকে সামনে রেখে।

গুহার ভিতরের দেওয়ালের কোনো এক ফাটল থেকে মৃদু আলো আসছে। সেই আলোয় পথ দেখে ভিতরে ঢুকতে লাগল ওরা। ভিতরটা স্যাঁতস্যাঁতে, কোথা থেকে যেন জল গড়িয়ে এসে ঢুকছে ভিতরে। আগে অন্য কোনো গুহামুখে ভাগ হয়নি পথ। একটাই টানেল ধরে সোজা এগিয়ে চলেছে।

একটু দূরে আচমকাই সাদা কিছু চিকচিক করে উঠতে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। আরিনের শরীর থেকে আলো বেরিয়ে এসে সামনের পথ কিছুটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সাদা জিনিসটা তার থেকে ঢের বেশি দূরে।

সতর্ক পায়ে সেটার দিকে এগিয়ে গেল আরিন, কাছে পৌঁছে একটু নিচু হয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল। হেলরিলটা সামনে তুলে ধরে বিড়বিড় করে চাপা স্বরে বলল, “সাপের খোলস... বড়...”

সাদা মশারির মতো খোলসটা। জড়সড় হয়ে আছে, তাও গুহার ভিতরে অন্তত দশ মিটার জায়গা জুড়ে পড়ে আছে খোলসটা, একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভালো করে সেটা দেখে প্রোফেসর বললেন, “জাইগানটোফিস...”

—“মানে সাপ সত্যি আছে...” তনিশ বলে “শুধু লোকের চোখের ভুল নয়।”

BanglaBook.org

—"এবং সে কাছে পিঠেই আছে..." কথাটা বলে আবার আরিনের পিছন পিছন হাঁটতে থাকেন প্রোফেসর। নিনার হাতটা আরও শক্ত করে ধরে তাকে সামনে রেখে দলের একদম পিছনে হাঁটতে থাকে তনিশ।

হঠাৎই ওদের মনে হল এতক্ষণের জমাট বাতাসটা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে গেছে। সামনের দিক থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, মনে হচ্ছে যেন একরাশ দীর্ঘ অতিকায় প্রাণী একসাথে ডেকে চলেছে একটানা। পাখির ডাক? হেলরিলের ফলা নিজে থেকে ঢুকে এল ভিতরে।

আর কয়েক পা ঘুরে একটা ছোট বাঁক নিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। ওদের ঠিক সামনে গুহার মুখটা শেষ হয়ে গেছে। একটা বিরাট পাহাড়ের গায়ে মুক্ত হয়েছে সেটা। সেই পাহাড়ের সামনে যে জগতটা বিছিয়ে রয়েছে সেটা মানুষের চোখে কল্পনা ছাড়া আর কোনোভাবে ধরা পড়েনি।

ওদের উলটোদিকে মাইলের পর মাইল উঁচু আকাশের নীল ছোঁয়া খয়েরি পাথরের পাহাড়। সেই পাহাড়ের গা বেয়ে জায়গায় জায়গায় অচেনা গাছের সার এঁকে দিয়েছে কেউ। যে পাহাড়ের মাঝামাঝি মুক্ত হওয়া গুহামুখে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সেটা আর তার ঠিক উলটোদিকের পাহাড়ের মাঝে পড়ে আছে কয়েক হাজার কিলোমিটারের ঘন সবুজ উন্মুক্ত তৃণভূমি। ওদের থেকে বহু নিচে সেই তৃণভূমির উপরে চরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে নাম না জানা অবলুপ্ত প্রাণী।

ঝকঝকে রোদে মাখামাখি হওয়া তাদের রঙ-বেরঙের শরীরের দিকে তাকালেও আলোর খেলায় জুড়িয়ে যাচ্ছে চোখ।

—"এমন অদ্ভুত প্রাণী আমি কোনোদিন দেখিনি..." নিনা অবাক স্তম্ভিত মুখে তাদের দেখতে দেখতে বলে..."

স্থির চোখে মাথা নাড়েন প্রোফেসর, এই দৃশ্য দেখার পর আর মৃত্যুর ভয় করছে না তাঁর, "দেখার কথাও নয়। নরস মিথোলজি অনুযায়ী হারিয়ে যাওয়া অবলুপ্ত প্রাণীদের অজ্ঞাত জগত, হেলহেইম..."

BanglaBook.org

বিংশ অধ্যায়—গেমপ্ল্যান

ওরা কতক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়েছিল ওদের নিজেদেরই খেয়াল ছিল না। নিনাই সবার আগে পা বাড়িয়েছিল নিচের দিকে। তনিশ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "উঁহু, নিচে নামা ঠিক হবে না। এইখানেই কোথাও আছে সে।"

তনিশের কথা শেষ হবার আগেই আকাশের বুক থেকে একটা ছায়া সরে গেল—ক'টা সূচালো ডানার পাখি নেমে আসছে নিচের দিকে, তার ঠিক গা ঘেঁষে আরও কয়েকটা। তনিশ চিনতে পারল তাদের, টেরোড্যাক্টিল, বইয়ের পাতাতে যা দেখেছে অনেকটা তেমনই, তবে সেখানে যেমন খয়েরি দেখানো হয় তেমন মোটেই এদের গায়ের রঙ নয়। অনেকটা কালচে সবুজ রঙের। তনিশ সেদিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল, পিছন থেকে একটা শক্ত হাতের টান তাদের গুহার ভিতরে টেনে নিয়ে গেল।

তিনজনকে ভিতরে এনে প্রোফেসর বেশ উত্তেজিত গলায় বললেন, —"এভাবে গুহা ছেড়ে বেরোনো ঠিক নয়। এই হেলহেইম থেকে সরসরার যখন পৃথিবীতে আসে তখন সম্ভবত হেলহেইম সে নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছে। এখানে যত প্রাণী দেখছ হতে পারে তারা সবাই পজেসড। আমাদেরকে দেখতে পেলে তারা ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।"

—"ননসেন্স! আমরা তাকে খুঁজতেই এসেছি, লুকিয়ে বসে থাকলে তো বাড়িতেই বসে থাকতাম।" আরিন বলে।

—"উই নিড আ গেম প্ল্যান..." আরিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেন প্রোফেসর, "এই গুহাটা হেলহেইমে ঢোকার রাস্তা। সরসরার এখানে থাকে না, ওই পাহাড়গুলোর গায়ে লক্ষ লক্ষ ফাটল আছে, সেই ফাটলের ভিতরে কোনো একটা গুহাতে থাকে... আমাদের আগে জানতে হবে সেটা কোথায়।"

—"সেটা কী করে সম্ভব?" তনিশ বলে ওঠে, "সামনে তাকালেই অন্তত শ'খানেক পাহাড় দেখা যাচ্ছে, তার গায়ে কত ফাটল আছে কোনো

BanglaBook.org

হিসেব নেই। খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নাকি?"

—"উই উইল ইউজ হিস ওন ট্রিক।"

—"তার মানে?" আরিন জিজ্ঞেস করে।

—"যদি এই টেরোড্যাক্টিলগুলো পজেসড হয় তাহলে একসময় না একসময় সরসরারের কাছে যেতেই হয় তাদের। আমরা তাদের মধ্যে একটা প্রাণীকে যদি ফলো করি তাহলে জায়গাটা চিনতে পারব।"

—"ব্যাপারটা অত সহজ নয় প্রোফেসর, তনিশ বাধা দেয়, "এভাবে জায়গাটা চেনা কঠিন না কিন্তু ফিরে আসাটা প্রায় অসম্ভব। ফাটলটা চিনিয়ে দিয়ে পাখিটা তো আপনাকে এখানে আবার নামিয়ে রেখে যাবে না, উলটে ব্যাপারটা সিংহের গুহায় ঢুকে তাকে আক্রমণ করার মতো হয়ে যাবে।"

—"আমরা যে পাখিটায় করে এলাম সেটা কই?" প্রোফেসরের মনে এতক্ষণ ঘুরছিল প্রশ্নটা। আরিনের দিকে তাকান তিনি।

— "আমি কী করে জানব? আমি কখনও ওকে নিয়ে আসিনি এখানে।"

—"রিঙের ভিতরে ঢুকলে ও একটু এক্সহস্টেড হয়ে যায়। আছে হয়তো কোথাও কিন্তু এখন উড়তে পারবে বলে মনে হয় না।"

চারজনের মধ্যে একটা অসহায় নিস্তব্ধতা খেলে যায়। আরিন একবার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখে টেরোড্যাক্টিলের দল এখনও নেমে আসছে আকাশ ছুঁয়ে।

—"একটাই কাজ করা যায়..." প্রোফেসর একটু ভেবে নিয়ে বলেন।

— "কী?"

—"নিনার জামার পকেটে একটা আয়না আছে। পাখিটা ফাটলের কাছাকাছি পৌঁছালে ওর চোখের সামনে ধরতে হবে আয়নাটা। তাহলে ওর সম্মোহন কেটে যাবে। তখন ও ন্যাচারাল ইন্সটিঙ্কট অনুযায়ী সরসরার যেখানে আছে তার উলটোদিকে উড়ে পালাতে থাকবে।"

তনিশের চশমায় ঢাকা চোখ একবার জ্বলজ্বল করে উঠেই নিভে গেল, —"কিন্তু টেরোড্যাক্টিলের মুখের যা শেপ তাতে পিঠের উপরে বসে চোখের কাছে আয়না ধরা ইমপসিবল।"

BanglaBook.org

—"সামওয়ান হ্যাস টু জাম্প।" নিরুদ্বিগ্ন থমথমে গলায় বললেন প্রোফেসর।

—"জাম্প বললেই হয়ে গেল নাকি?" তনিশ বেশ রাগত গলায় বলে, —"পাখিগুলো কত উঁচুতে উড়ছে আপনার কোনো ধারণা আছে? নিচে এসে পড়লে কী হবে বুঝতে পারছেন?"

—"আমি পারব, আয়নাটা দিন আমাকে।" প্রোফেসর কিছু বলার আগেই আরিন বলে ওঠে। প্রোফেসর মাথা নাড়ান, "নাঃ, ওটা নিনা ছাড়া অন্য কারো হাতে থাকা উচিৎ হবে না। তোমার উপর সরসরারের কি প্রভাব হবে আমরা বলতে পারছি না। শি ইজ আওয়ার সেফ হাউজ।"

—"বেশ, ও আসুক আমার সঙ্গে..."

— "এইসব হচ্ছেটা কী?" এবার চিৎকার করেই বলে ওঠে তনিশ, "অত উপর থেকে লাফ মারবি তুই? পাখিটা জ্ঞান ফিরে পেয়ে তোকে ধরে নেবে সেটা একেবারেই অ্যাবসারড। তোর অন্য সব কিছু থাকতে পারে, ডানা নেই।"

—"ইউ ডোন্ট নো ওয়াট আই গট বেবি।" কথাটা বলে একবার মুচকি হেসে নিনার হাতটা ধরে গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে আরিন, দুটো হাঁটু মাটিতে রেখে নিনাকে পিছন থেকে দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরতে বলে। নিনার শরীরটা এমনিতে ছোটখাটো। আরিনের পিঠে উঠতে তার অসুবিধা হয় না। দু'পা দিয়ে আরিনের কোমর জড়িয়ে ধরে সে।

প্রোফেসর তাদের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে বলেন, "এখানে তোমরা যে প্রাণী দেখবে, তারা নিরীহ নাকি এগ্রেসিভ সেটা জানার মতো অগ্রসর আমাদের বিজ্ঞান হয়নি। যাদের ফসিল পাওয়া গেছে একমাত্র তাদের কথাই জানি আমরা, শুধু এটুকু সাজেশান দিতে পারি..." থেমে একটু জোর দিয়ে বাকি কথাগুলো বলেন প্রোফেসরে, "বিবর্তনে এমন প্রাণী এসেছিল যাদের ব্রেন বলে কিছু ছিল না, কিন্তু হার্ট ছিল। সো... সামনে কিছু পড়লে হৃদপিণ্ডটা আগে টার্গেট করবে..."

আরিন উঠে দাঁড়িয়ে পায়ের তলা থেকে ধুলো সরিয়ে একবার

BanglaBook.org

পাখিগুলোর অবস্থান দেখে নেয়, তারপর কিছুটা ছুটে গিয়ে দুটো হাত দু'দিকে প্রসারিত করে লাফ দেয় শূন্যে, মুহূর্তে খাড়াই বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে তার শরীর। তনিশ আর প্রোফেসর খাদের কিনারায় এসে তার পড়ন্ত শরীরটাকে দেখতে পায়।

নিনা চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল, কানের পাশে শুধু ছুটে যাওয়া হাওয়ার শব্দ শুনতে পায় সে। পরমুহূর্তেই মনে হয় ড্রপ খাওয়া ক্রিকেট বলের মতো কিছুর উপর লাফিয়ে উঠেছে তাদের দু'জনের শরীর। নিনা চোখ খুলে দেখতে পায় সেটা একটা টেরোড্যাক্টিলের পিঠ।

দুটো মানুষের ভারে বেশ কিছুটা নিচের দিকে নেমে আসে পাখিটা। তারপর আবার ডানা ঝাপটে এগোতে থাকে পাহাড়গুলোর দিকে।

আরিন আর নিনা সোজা হয়ে বসে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে আরিন বলে, "এখানে আমি আর তুই শুধু সাহসী মনে হচ্ছে, বাকি দু'জন খালি ট্যুরিস্ট হিসেবে এসেছে।"

—"আমি সাহসী ছিলাম না..." আরিনের কাঁধের উপর থুতনি রেখে বলে নিনা, "এখন হয়ে গেছি।"

— "তাই নাকি! কী করে?"

—"তোমাকে কোলে নেওয়ার পর থেকে। চারিদিকে অত লোক খুন হচ্ছিল তাও হাসছিলে তুমি।"

একটু ভেবে আরিন বলে, "ছোটবেলায় আমাকে দেখতে কেমন ছিল রে?"

— "এখন যেমন, একদম সেরকম, শুধু তখন চোখের নিচে দাগটা ছিল না। একটা কথা বলব দিদি?" শেষ কথাটা ভাবুক গলায় বলে নিনা।

— "হ্যাঁ বল..."

— "আমাদের জগতে সব মেয়েরা চায় তাদের তোমার মতো দেখতে হোক, আর সব ছেলেরা চায় তার গায়ে তোমার মতো জোর থাকুক।"

— "তাই নাকি?" আরিন হাসে, "আর তুই কী চাস?"

— "আমি চাই তোমার মতো ইগড্রাসিলের মেয়ে হতে, সে যখন

BanglaBook.org

জন্মাবে তখন জ্যোতিষীরা এসে বলে যাবে এই মেয়েকে একদিন একটা বিরাট লড়াই করতে হবে। যাকে অনেক কষ্ট করে অনেক লোক নিজের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে, সবার শেষ আশা হবে সে, কিন্তু...”

আরিন ঠোঁট উলটে বলে, “কিন্তু তুই ইগড্রাসিলের মেয়ে নস, তোর ভাগ্যে কোনো লড়াই লেখা নেই। তুই একটা সাধারণ মায়ের পেটে জন্ম নেওয়া একটা সাধারণ মেয়ে, তাই তো?”

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ে নিনা, তার থুতনিটা ধাক্কা লাগে আরিনের কাঁধে।

— “ধুর, ওটা শুনতে ভালো লাগে। আসলে কোনো মজা নেই।”

—“কেন? মজা নেই কেন?”

— “কথাবলা পুতুল দেখেছিস তুই? ওই যে মেলায় পাওয়া যায় যেগুলো?”

— “হ্যাঁ... দেখেছি।”

— “চাবি ঘোরালে ওই পুতুলগুলো যখন কথা বলে তখন হাততালি কে পায়? পুতুলটা? নাকি যে পুতুলটা বানিয়েছে সে?”

— “যে বানিয়েছে সে...”

— “তোর ভাগ্যে কিছু একটা লেখা আছে আর তুই সেটা একদিন করে ফেললি, এতে মজা কই? কিন্তু ধর তুই একদিন স্কুলে যাচ্ছিস, খুব তাড়া আছে, একটু দেরি হলেই কানমোলা খাবি, তাও রাস্তায় একটা অন্ধ লোককে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিলি তুই... তখন যে হাততালিটা তুই পাবি সেটা তোর একার। আমি থাকি না থাকি সব সময় মনে রাখবি, পৃথিবীতে ভাগ্য বলে কিচ্ছু হয় না, শুধু সাহসী আর ভিতু লোক হয়।”

— “তুমি থাকবে না মানে?” পিছন থেকে আরিনের মুখের দিকে তাকায় নিনা।

— “আমি মরে যাব এই লড়াইয়ে।”

— “মানে! কী বলছ এসব! কী করে?” নিনার গলা কাঁদো কাঁদো শোনায়।

— “নিজের আগুনের নিজে পুড়ে যাব। এটার মানে অবশ্য জানি না

BanglaBook.org

আমি। তনিশকে বলিস না। ওরা সাহসী নয়, শুধু তুই আর আমি সাহসী।"

আরিনের গলা ছেড়ে পাখির পিঠের উপরে বসে পড়ে নিনা। এতক্ষণে শিকার ধরতে পাখিটা বেশ কিছুটা নিচে নেমে একটা ফুটদুয়েক লম্বা ভাল্লুকের মতো দেখতে প্রাণীকে মুখে তুলে নিয়েছে। একটা ঘন নীল রঙের হরিণ ডাগর চোখ মেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে। তার দিকে চেয়ে একবার হাত নাড়াল আরিন।

পাখিটা আবার উঠে চলেছে উপরের দিকে। আরিন আর নিনা অবাক হয়ে চেয়ে আছে তৃণভূমির উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাক অচেনা প্রাণীগুলোর দিকে। লম্বা গলার কিছু ডাইনোসরও চোখে পড়ল ওদের।

আরিন বিড়বিড় করে বলল, "একটা ব্যাপার দেখছি, বুঝলি?"

— "কী ব্যাপার?" নিনা এখনও নিচু হয়ে নীল হরিণটাকে দেখছে।

— "এখানে কোনো প্রাণীই কিছু খাচ্ছে না। শিকার ধরে মুখে নিয়ে কোথাও একটা চলে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এরা সবাই মিলে কোথাও জমা করে খাবারগুলো।"

—"কোথায় জমা করে?"

—"সেটা একটু পরেই জানতে পারব আমরা।" দূর পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে আরিন বলে, "কিন্তু প্রশ্ন হল জমা করা খাবারগুলো খায় কে?"

—"সেই সাপটা।" কেটে কেটে উচ্চারণ করে নিনা।

— "হুঁ।" সায় দেয় আরিন, "তবে এত খাবার সে একা খাবে কী করে? সেখানে শুধু সাপ ছাড়াও আরও অন্য কিছু প্রাণীও আছে। যে প্রাণীগুলো সব থেকে বেশি ভয়ানক তাদেরকেই বশ করে রেখেছে। তাদের জন্যেই এই ভোজের ব্যবস্থা।"

—"সাপটার থেকেও ভয়ানক কিছু আছে?"

— "আছে..." নিনার চুল ঘেঁটে দেয় আরিন, "তবে আমার থেকে বেশি ভয়ানক কিছু নেই।"

একটা পাহাড়ের মাথা অতিক্রম করে আরও কিছুটা উপরের দিকে

উঠতে লাগল পাখিটা। নিচে তাকিয়ে ওরা দেখতে পেল ডানদিকের একটা পাহাড়ের একেবারে মাথার দিকে একটা লম্বা ফাটল স্বাভাবিকের থেকে বেশ কিছুটা চওড়া হয়ে রয়েছে। পাহাড়ের গা বেয়ে হাজার হাজার জন্তুজানোয়ারের দল সেই ফাটলের দিকে সার বেঁধে চলেছে। তাদের সবার মুখেই কিছু না কিছু মৃত কি অর্ধমৃত প্রাণী ধরা রয়েছে।

—"হিয়ার ইট ইজ।"

নিনার মুখ কিন্তু সেদিক থেকে ঘুরে গেছে। পাখিটা যেখানে উড়ছে তার থেকে সটান নিচে প্রায় শিম্পাঞ্জীর সমান বড় একটা প্রাণী বসে আছে। প্রাণীটাকে দেখতে অনেকটা ব্যাঙের মতো। তবে পায়ের বদলে একটা লেজ আছে তার। শক্ত তেকোণা ক্যাঙ্গারুর মতো লেজ। মুখের দিকটা বেশ ভোঁতা। একবার দেখে ভারী নিরীহ আর ভালোমানুষ বলেই মনে হয়।

মুখটা নামিয়ে সেই ফাটলের দিকেই নামতে যাচ্ছিল পাখিটা। কিন্তু হঠাৎ ক্র্যাশ করা গাড়ির মতো সে দুলে উঠল। পাশ থেকে বা নিচ থেকে কিছু একটা এসে বিঁধেছে তার গায়ে। যন্ত্রণাময় আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলল পাখিটা। লাফিয়ে পাখিটার ডানার উপরের দিকটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে নিচে তাকিয়ে আরিন দেখল সেই ব্যাঙের মতো দেখতে প্রাণীটা মুখ দিয়ে থুতু ছেটানোর মতো ধারালো কিছু একটা ছুঁড়ে দিচ্ছে টেরোড্যাক্টিলটার দিকে। সেটা এসে গায়ে লাগাতেই যন্ত্রণায় শিউরে উঠেছে পাখিটা। এখন তার গতি নিচের দিকে, ডানাদুটো আর নড়ছে না। গুলি খাওয়া বকের মতো তার নিথর শরীর নেমে আসছে নিচের দিকে।

কিন্তু নেমে আসার আগেই আর একটা ধারালো তীর এসে লাগল তার গায়ে, পাখিটা সেই তীরের ধাক্কায় ছিটকে গেল উপরের দিকে, আরিন আর নিনা দু'জনেই ভেসে পড়ল শূন্যে। আরিনের কোমর থেকে আলগা হয়ে হেলরিলটাও ছিটকে সরে গেল কিছুটা দূরে। আর আরিনের হাতের নাগালে নেই সেটা। শূন্য আকাশ বেয়ে দুটো শরীর আর একটা মিশমিশে কালো রড নেমে আসতে লাগল নিচের দিকে। আরিন বুঝল এত উপর থেকে নিচে পড়লে বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সেই ব্যাঙের মতো দেখতে প্রাণীটা মুখ দিয়ে থুতু ছেটানোর মতো ধারালো কিছু একটা ছুঁড়ে দিচ্ছে টেরোড্যাক্টিলটার দিকে।

কিন্তু এভাবে তো তার মৃত্যু লেখা নেই, মাটিতে পড়তে পড়তেই একটু দূরে নিনার দিকে তাকাল আরিন। তার বুকের স্পন্দন থেমে গেল মুহূর্তে। ব্যাঙের মতো সেই প্রাণীটার একেবারে মাথার উপরে নেমে আসছে নিনা। দুটো হাত দু'দিকে ছড়ান তার। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই প্রাণীটার সামনের মাটিতে এসে পড়বে। আরিনের মুখ দিয়ে ভয়ার্ত একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। প্রাণীটা মাংসাশী, নিনার নেমে আসা শরীরের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে... আর দু-এক সেকেন্ড।

প্রাণীটার শরীর ছোঁয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে শূন্যে হাত চালিয়ে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করল নিনা, কিছু একটা হাতে লাগল তার, সাদা চকচকে আলোয় তার সুচের মতো সরু ফলাটা জ্বলে উঠল, নিচে পড়তে পড়তেই আন্দাজে প্রাণীটার হৃদপিণ্ড লক্ষ করে সেটা চালিয়ে দিল নিনা।

মাখনের মতো হেলরিলের সূচাল প্রান্তটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলল প্রাণীটাকে। সেইরকম লোলুপ চোখ নিয়েই সে মাটিতে পড়ে গেল।

একটা চেনা শব্দ শুনতে পেল আরিন, পর মুহূর্তে তার শূন্য থেকে পতন রুখে দিল একটা চেনা শক্ত পিঠ, দুটো অতিপরিচিত ডানা। মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে নিনাকে নখ দিয়ে ধরে ফেলে বেশ কিছুটা উড়ে গিয়ে তাকে মাটির উপরে নামিয়ে রাখল আরজেন্টাভিস। বিজয়গর্বে আকাশের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল একটা।

একলাফে তার পিঠ থেকে নেমে পাখিটার মুখে একটা হাত রাখল আরিন। মাথায় মাথা ঠেকাল একবার। পাখিটা একটা ডানা দিয়ে ধাক্কা দিল আরিনকে। তারপর হেঁটে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল।

আরিন নিনার দিকে ফিরে বলল, "ফাটলের ভিতরটা দেখতে হচ্ছে একবার, তুই বাইরে থাক। ও পাহারা দেবে তোকে।"

— "না আমিও যাব।" নিনা জেদ করে।

— "যাবি, আগে আমি দেখে আসি কী আছে ভিতরে। এমনও হতে পারে এখানে ওরা শুধু খাবার জমা করে।"

আর আপত্তি না করে হেলরিলটা আরিনের হাতে দিয়ে আরজেন্টাভিসের

BanglaBook.org

পাশে গিয়ে দাঁড়ায় নিনা। একটা হাত দিয়ে তার পালকে ভরা শরীরে আদর করতে থাকে। আরিন এগিয়ে যায় ফাটলের মুখ লক্ষ করে।

অন্তত একশো মিটার লম্বা মুখটা। চওড়ায় মিটার পাঁচেক। ভিতরের কিছুটা অংশে বাইরের রোদ গিয়ে পড়েছে। দলে দলে পশু সার বেঁধে তার ভিতরে ঢুকছে। তাদের সবার চোখই মরা ছাগলের মতো স্থির। যেন কারো হুকুম পালন করছে তারা।

একটা গাধা জাতীয় প্রাণী চোখে পড়ল আরিনের। তবে সাধারণ গাধার থেকে বেশ খানিকটা বড়। কিছুটা ধীরে চলে বলে বাকিদের থেকে মাঝেমাঝেই পিছিয়ে পড়ছে। তখন আবার দুটো পা চালিয়ে আগের জায়গায় ফিরে আসছে। এগিয়ে গিয়ে সেটার পিঠের উপরে উঠে বসল আরিন। প্রাণীটা তাতে খুব একটা গা করল না। আগের মতোই ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে বাকি দলটার সঙ্গে প্রবেশ করল ফাটলের ভিতরে।

ফাটলের ভিতরটা মেঘে মেঘে ঢেকে আছে। অথবা ভীষণ ঘন জমাট বাঁধা কুয়াশা। চারিদিকে কিছুই দেখা যায় না। তবে এটুকু বোঝা যায় জায়গাটা বিরাট বড় আর ফাঁকা। এতগুলো চলমান প্রাণীর পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে বারবার। পায়ের শব্দ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে সেটা।

আরিনের মনে হল খুব সরু একটা ব্রিজের উপর দিয়ে চলেছে গাধাটা। ব্রিজের দু'দিক থেকে লম্বা হয়ে খাদ নেমে গেছে। পাহাড়ের একেবারে গভীর অবধি নেমে গেছে সেটা। টেরোড্যাক্টিল ছাড়া আরও কয়েকটা খেচর মাথার উপর দিয়ে উড়ে কুশায়ার চাদরের ভিতরে ঢুকে গেল। আরিন মুখ ঘুরিয়ে দেখল সরু ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটতে না পেরে কয়েকটা প্রাণী পা পিছলে পড়ে গেল নিচের খাদে। পড়ে গেলেও তাদের মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হল না। নিচ থেকেও কোনো শব্দ ভেসে এল না। খাদটা শুধু গভীর নয়, অতল।

গাধাটা আরও কিছুদুর এগোতে কুয়াশার চাদর একটু ফিকে হয়ে এল। এ জায়গাটা ব্রিজের অংশটার তুলনায় বেশ কিছুটা বড়। চারদিকের

দেওয়াল মিশকালো নয়, বরঞ্চ শ্যাওলা ওঠার পর হলদে ছোপ লেগে আছে চারদিকে, দেওয়ালগুলো বৃত্তের মতো হয়ে একটা মিটার দশেকের গম্বুজঘর তৈরি করেছে।

গাধাটার পিঠ থেকে নেমে পড়ল আরিন। তারপর একটা হাত বুলিয়ে দিল গাধার মাথায়। সে আবার আগের মতোই বাকি প্রাণীগুলোর সঙ্গে হেঁটে চলল সামনের দিকে। আরিন দেওয়ালগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

দেওয়ালের গায়ে লালচে রঙ দিয়ে কিছু ছবি আঁকা আছে। ঠিক আদিম মানুষ গুহার দেওয়ালে যেমন ছবি আঁকত সেইরকম ছবি এঁকে রেখেছে কেউ। সেগুলো দেখে মানে বোঝার চেষ্টা করল আরিন। প্রোফেসর হলে হয়তো ভালো বুঝতে পারতেন ছবিগুলোর মানে। এখন তাকে পাওয়ার উপায় নেই, অগত্যা সে নিজেই মন দিয়ে দেখতে লাগল সেগুলো।

বেশিরভাগই কিছু অচেনা বিক্ষিপ্ত চিহ্ন, কয়েকটা জায়গায় পাশাপাশি দুটো পাথর আঁকা হয়েছে। কেন আঁকা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। ছবিগুলোতে মানুষ আছে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু তারা যে ঠিক কী করছে সেটাও বোঝার উপায় নেই। মানুষ ছাড়া আর একটা জিনিস চোখ টানল আরিনের। একটা আধা মানুষ আধা পশুর ছবি। এমন কিম্ভুত প্রাণী আগে দেখেনি আরিন। মাথার দু'দিক থেকে দুটো শিং গজিয়েছে। হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে কিছুটা ঝুঁকে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। এই কি সরসরার?

তার ঠিক পাশেই একইরকম দেখতে আর একটা ছবি, তবে এখানে আর ঝুঁকে নেই সে, একটু যেন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

পাশের ছবিতে আরও কিছুটা পালটে গেছে। হাতগুলো আরও কিছুটা বড় হয়েছে, মাথার শিংগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে এসেছে। চোয়ালের দু'পাশ থেকে সরু দুটো দাঁত বেরিয়ে এসেছে।

পরের ছবিতে একটা পাতলা পশু-চামড়ায় ঢাকা পড়েছে তার গা। মুখে যেন একটা মুখোশ পরেছে। হাতদুটো সামনে থেকে নেমে এসেছে নিচের দিকে। কাঁধটা চওড়া হয়েছে আরও। মাথার উপরে শিংগুলো গায়েব।

ঠিক ডানপাশে তাকাতে গিয়েই আটকে যায় আরিন। সেখানে আঁকা

BanglaBook.org

হয়নি ছবিটা। শরীরের আউটলাইনটা করে বাকিটা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

সে দেওয়ালের দিক থেকে সরে এসে পশুর সারের পাশ দিয়ে আবার টানেল বেয়ে এগিয়ে আসে। এখানে এসেই শেষ হয়েছে টানেলটা। পাহাড়ের ভিতর একটা বিরাট ফাঁপা অংশে মুক্ত হয়েছে। সেই ফাঁপা জায়গাটার একেবারে নিচের দিকে পাথর দিয়ে ঘেরা একটা অংশে বয়ে আনা খাবারগুলো জমা করছে পশুগুলো। তারপর একদিকের দেওয়ালে ঘেঁষে সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে। উড়ন্ত পাখিগুলো খাবার নিচে ফেলে একদিকে উড়ে গিয়ে বসছে।

অবাক হয়ে গোটা জায়গাটা দেখছিল আরিন। কিছুক্ষণ হল মাথার মধ্যে একটা মিহি যন্ত্রণা শুরু হয়েছে তার। যেন ভুল সিগন্যাল ধরা রেডিওর আওয়াজ একটানা তার মাথার ভিতরে বাজিয়ে চলেছে কেউ। দুটো হাতে মাথা চেপে ধরে সেটা কমানোর চেষ্টা করে আরিন। কিন্তু কিছু লাভ হয় না তাতে। কোমর থেকে হেলবিলটা বের করে ডানহাতে শক্ত করে ধরে সে।

কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি মনে পড়তে থাকে। পাহাড়ের উপরে সেই লোকটা। সেই মৃত ড্রাগন, যাকে সে কোনোদিন দেখেনি তাকেও দেখতে পায়...

একটা আকাশ ফাটানো গড়গড় আওয়াজ ভেসে আসে সামনে থেকে। ফাঁপা অংশটার ঠিক মাঝ বরাবর একটা জায়গার অনেকগুলো পাথর সরে যাচ্ছে। সেখান থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসছে। আরিন অন্ধকারে মিশে দাঁড়াল। উপরে তাকিয়ে দেখল সেই সরে যাওয়া পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে কয়েকটা অচেনা অজ্ঞাত প্রাণী।

প্রথম যে প্রাণীটাকে দেখতে পেল, তাকে আগেও কোনো বইতে দেখেছে আরিন, নামটা কষ্ট করে মনে করল সে— এন্ড্রুসারকাস। ডাঙ্গার সব থেকে বড় ও ভয়াবহ স্তন্যপায়ী জীব। দেখতে অনেকটা বাঘ আর নেকড়ের মাঝামাঝি হলেও জীববিজ্ঞানের চোখে তিমি কিংবা হাঙরের সমগোত্রীয়। লেজ থেকে মাথা অবধি অন্তত বারোফুট লম্বা শরীর তার।

BanglaBook.org

একটা ছোট লাফ দিয়ে নিচে নেমে জমা করা খাবারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। মুখ দিয়ে কিন্তু কোনো আওয়াজ বের হল না তার। সমস্ত জায়গাটায় কোনো জীবিত প্রাণীর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না।

আবার ফাঁকা জায়গাটায় তাকিয়ে দুটো বৃহৎ ডানা দেখতে পেল আরিন। একটা ঈগল, অন্তত মিটার তিনেকের লম্বা শরীরের দুপাশে দুটো ডানা ছড়িয়ে উড়ে গেল খাবারের দিকে। তার ডানায় ধাক্কা খেয়ে একরাশ হাওয়া এসে লাগল আরিনের শরীরে। এই ঈগলটাকেও আগে কোনো বইতে দেখেছে, কিন্তু নামটা মনে পড়ছে না।

উপরের দিকে তাকাতে গিয়ে মাথার যন্ত্রণায় মাটিতে বসে পড়ল

BanglaBook.org

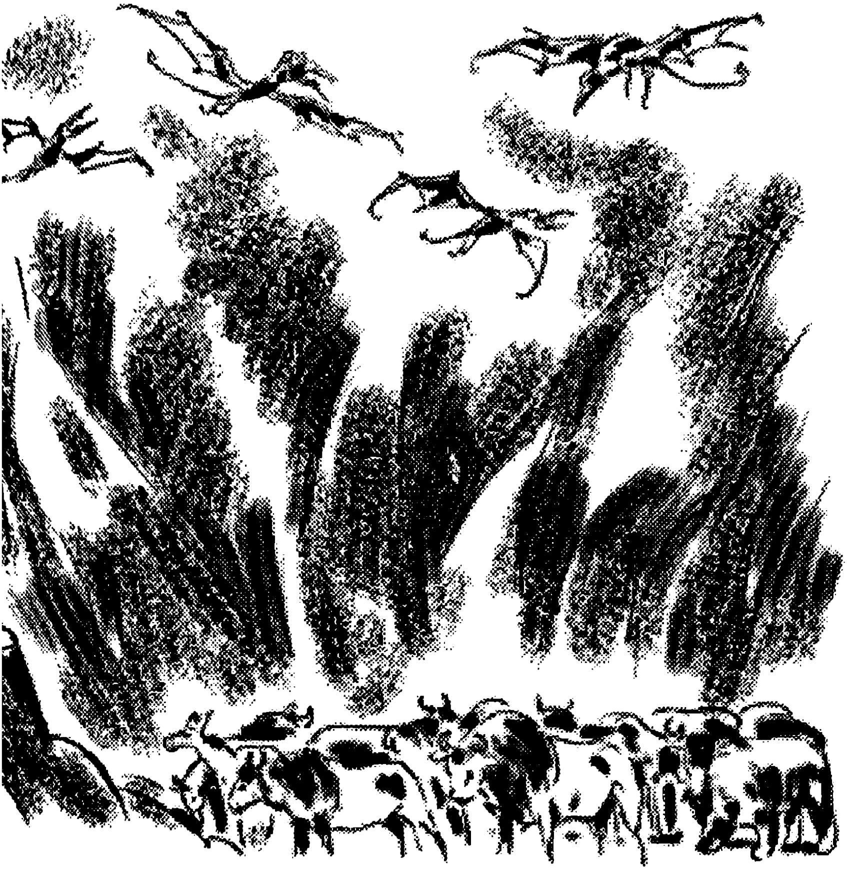

আরিন। আবার কিছু ছেঁড়াছেঁড়া ছবি। নিনাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সেই গার্ডটার মুখ রক্তাক্ত করে দিয়েছিল সে। হলঘরের ভিতরে অতগুলো রক্ষীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে থাকা দেহ। জেমসের মাংসপিণ্ডে পরিণত হওয়া মুখ। সব ছাপিয়ে এসকের রাস্তার উপরে পড়ে থাকা গুলি খাওয়া মৃতদেহটা দেখতে পেল সে। মৃত্যুর ঘুম ভেঙে উঠে বসছে এসকে। মুচকি মুচকি হাসছে তার দিকে চেয়ে। আরিন সজোরে নিজের মাথা চেপে ধরে সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না...

পাথরের আড়াল থেকে এবার বেরিয়ে এসেছে তৃতীয় প্রাণীটা। তার হিলহিলে শরীর ঘন তরলের মতো পাথর বেয়ে নামছে নিচের দিকে। চোখ

দুটো নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে একটা চেরা জিভ।

যন্ত্রণায় আরিনের মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এসেছিল। ফাঁপা পাহাড়ের ভিতরের নিস্তব্ধতায় প্রতিধ্বনিত হল সেটা। সাপটা নিচে নামতে গিয়েও থেমে গেল। অর্ধেক নেমে যাওয়া শরীরটা বাঁকিয়ে মুখটা তুলে আনল সামনের দিকে। আরিনকে দেখতে পেয়েছে। খাবারের দিকে না গিয়ে সেদিকেই এগিয়ে এল।

টানেলটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানেই বসেছিল আরিন। তার পায়ের ঠিক দু'ফুট দূরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে টানেলের মেঝের এগিয়ে থাকা অংশটা। তারপর ঢালু নেমে গেছে ফাঁপা জায়গাটার ভিতরে। সেই অন্ধকার থেকে একটা অতিকায় ফণা উঠে এল উপরের দিকে। দুটো নির্নিমেষ স্থির চোখ মেলে সে দেখতে লাগল আরিনকে। মাথাটা একবার যেন সামনে ঝুঁকে এল। আরিন তার চোখের দিক থেকে মুখ ফেরাতে গিয়েও পারল না। হেলরিলটা সশব্দে খসে পড়ল হাত থেকে। সমস্ত স্মৃতি মুহূর্তে মুছে গেল। চোখ স্থির হয়ে এল। হাতদুটো খসে পড়ল কোলের উপর। অন্ধকারের বুকে হারিয়ে গেল তার সচেতন মন।

কয়েক সেকেন্ড সাপের চোখের দিকে তাকিয়ে তার মুখ থেকে বিড়বিড় করে কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এল, "সাপ... একটা বিরাট বড় সাপ..."

ধীরে ধীরে আবার খাদের ভিতরে মিলিয়ে গেল ফণাটা, "সাপ... ভীষণ বড় একটা সাপ... ভীষণ..."

আরিনের গলায় অনুভূতির কোনো রেশ নেই। ক্রমশ সে উঠে দাঁড়াল, তারপর এগিয়ে চলা পশুর সারের সঙ্গে মিশে চাবি দেওয়া যন্ত্রের মতো হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। তার মুখ থেকে সেই চেনা বুলি বেরিয়ে আসতে লাগল, একই সুরে, একই শুকনো স্বরে, একই চেনা কথা...

— "সাপ... ভীষণ বড় একটা সাপ... ভীষণ..."

— "সাপ... ভীষণ বড় একটা সাপ... ভীষণ..."

— "সাপ... ভীষণ বড় একটা সাপ... ভীষণ..."

BanglaBook.org

একবিংশ অধ্যায় - স্যাক্রিফাইজ

গুহার ঠিক বাইরে পাখিটা এসে নামতে তার উপর থেকে লাফিয়ে নেমে এল নিনা। এতটা উপর থেকে নামলে পায়ে ব্যথা লাগার কথা। এখন কিন্তু মালুম হল না ব্যথাটা। গুহার মুখটা দিয়ে ঢুকে আসতেই তনিশ আর প্রোফেসরকে চোখে পড়ল। একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা। নিনাকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এল।

নিনার মুখ দেখে প্রোফেসর বুঝলেন কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। তনিশ কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "আরিন কোথায়?"

— "ফাটলের ভিতরে ঢুকেছিল, তারপর আর বের হয়নি।" নিনা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "বলছিল ভিতরে কী আছে দেখেই চলে আসবে।"

ঘড়ির দিকে তাকায় তনিশ, "অলমোস্ট দু'ঘণ্টা হয়ে গেছে। এতক্ষণ লাগার কথা নয়..."

প্রোফেসর একবার বাইরেটা দেখে নিয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে এখানেও দিন-রাত আছে, আলোটা একটু হাল্কা হয়েছে। কতক্ষণ পরে সন্ধ্যে নামবে জানি না, কিন্তু একবার নামলে আর খোঁজাখুঁজি করা যাবে না।"

তনিশ এগিয়ে যায় দাঁড়িয়ে থাকা পাখিটার দিকে। প্রোফেসর আর নিনা ওঠে তার পিছনে। ডানা মেলে পাহাড়গুলোর দিকে উড়ে যায় পাখিটা। নিচের দিকে চেয়ে থাকেন প্রোফেসর। এই সমস্ত জীবের মধ্যে কয়েকটা ছবিতে দেখেছেন তিনি। কখনও আবার ছবিগুলোর থেকে বেশ কিছুটা আলাদা জানোয়ারগুলো। বিশেষ করে তাদের গায়ের রঙ।

একটু পরেই বড় ফাটলটা চোখে পড়ে ওদের। এখন আর তার বাইরে পশুপাখির ভিড় নেই। জায়গাটা খাঁখাঁ করছে। একটু দূরে সেই মরা ব্যাঙের মতো দেখতে প্রাণীটা পড়েছিল। সেটার দিকে দেখিয়ে তনিশ বলল, "এটা মরল কী করে?"

— "আমি মেরেছি।", কথাটা বলে ফাটলটার দিকে তাকিয়ে ভিতরটা

BanglaBook.org

দেখার চেষ্টা করল নিনা।

— "পাখিটা ঢুকতে পারবে ওর ভিতর?" প্রোফেসর ফাঁকটার আয়তন মনে মনে হিসেব করার চেষ্টা করলেন।

— "অনেকগুলো পাখি ঢুকেছে আগে।" নিনা বলল।

— "আরজেন্টাভিস ওয়াস দি বিগেস্ট ফ্লাইং থিং..." প্রোফেসর গম্ভীর মুখেই বললেন, "অন্য পাখির সঙ্গে এর তুলনা চলে না।"

কাছে পৌঁছাতে বোঝা গেল সত্যি ডানা মেলে তার ভিতরে ঢুকতে পারবে না পাখিটা। তাই বাইরের জমির উপর নেমে ডানা গুটিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল সে। তারপর ভিতরে গিয়ে আবার ডানা মেলে দিল। সরু ব্রিজের উপরের দিকটা পেরিয়ে গেল এক নিমেষে।

গম্বুজঘরটায় মাটিতে নেমে তিনজনেই এগিয়ে আসছিল গুহার শেষের দিকে। গুহার দেওয়ালে চোখ আটকে যায় প্রোফেসরের। আধা-মানুষ আধা-পশুর সার বাঁধা ছবিটার দিকে এগিয়ে এসে একটা আঙুল সেদিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "চিনতে পারছ একে?"

— "সরসরার? কিন্তু পাশেরগুলো কে?" তনিশ ছবিগুলো দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করে। নিনাও সেদিকে মন দিয়ে দেখে।

—"হিমসেলফ, এই ছবিটাকে বলতে পারো ইভোল্যুশান অফ সরসরার। কালের নিয়মে তারও বিবর্তন হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে তাকে ঠিক কেমন দেখতে সেটা আর আঁকা হয়নি। আর এই পাথরগুলো..."

চিন্তিত দেখায় প্রোফেসরকে, দেওয়ালের চারিদিক দেখতে দেখতে তিনি বলেন "পাশাপাশি দুটো পাথর আঁকা হয়েছে অনেকবার। তার মানে কি এমন কোনো জায়গার কথা বলা হচ্ছে যেখানে পাশাপাশি দুটো পাথর আছে?"

— "কিন্তু এই ছবিগুলো এখানে আঁকল কে? মানুষ তো দেখছি না এখানে।"

মিহি একটা হাসি হাসলেন প্রোফেসর, "মানুষ ছাড়া আর কোনো অবলুপ্ত প্রাণী ছবি আঁকতে পারত না এটা কে বলল তোমাকে?"

BanglaBook.org

— "পারত? মানে মানুষের পূর্বপুরুষ বাঁদরের কথা বলছেন?"

বড়সড় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন প্রোফেসর, দেওয়ালটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বক্তব্য ছোট করলেন তিনি, "মানুষের পূর্বপুরুষ বাঁদর নয়। বরঞ্চ আজকের যে বাঁদর তুমি গাছের ডালে ঝুলতে দেখ তারা সম্পর্কে মানুষের জ্যাঠতুতো ভাই। তুমি যদি মানুষ হও তবে বিবর্তনের পথে লক্ষ বছর আগে তোমার দাদু ছিল বাঁদর আর মানুষের মাঝামাঝি বৈশিষ্টের একটা প্রাণী। তার দুই ছেলে হয়, তাদের মধ্যে যিনি তোমার বাবা, তার মধ্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়। তোমার জ্যাঠা পায় বাঁদরের হাবভাব। তোমার জ্যাঠতুতো ভাই হয় বাঁদর। মানে মানুষ আর বাঁদর একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে, একে অপরের পূর্বপুরুষ নয়।"

—"মানে এই ছবিগুলো সেই কমোন এন্সেস্টারের আঁকা? কারা তারা?"

—"বলা মুশকিল, তবে ক'দিন আগে কেনিয়ার কাছে একটি আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা লাভার স্তূপে প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগের মাথার খুলি পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন আলিসি স্কাল। এরাই সম্ভবত মানুষ আর বাঁদরের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ।"

ছবিগুলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পরের প্রশ্নটা করে তনিশ, "কিন্তু তারা যদি ছবিগুলো এঁকে থাকে তাহলে তারা এখান থেকে গেল কোথায়?"

— "দ্যাট ইজ আ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন মাই ডিয়ার।" জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে তাকালেন প্রোফেসর, "কোনো কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে সরসরার। মানুষকে শুধু নয়, মানুষের অতীত জিনকেও সে শত্রু মনে করে।"

দেওয়ালের দিকটা ছেড়ে সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে আসে তারা। তনিশ জিজ্ঞেস করে, "তাহলে সরসরারকে মারা যাবে কীভাবে?"

— "সরসরার কোনো সাধারণ জীবিত প্রাণী নয়। একটা অস্তিত্ব,

BanglaBook.org

যুগযুগান্ত ধরে এক এক অবতারে বেঁচে আছে সে। তাকে হত্যা করা যায় না।”

— “তাহলে?” তনিশ অসহায় গলায় জিজ্ঞেস করে।

— “এটা একটা ধর্মযুদ্ধ তনিশ। একদিকে আদি বৃক্ষদেবতা ইগড্রাসিল, অন্যদিকে আদিম অস্তিত্ব সরসরার। ইগড্রাসিলের শিকড়ে আটকে থাকা একটার পর একটা রেলম দখল করে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সরসরার। সমগ্র প্রাণীজগতকে সে হাতের মুঠোয় নিতে চায়... ইগড্রাসিল আদি বৃক্ষ, তার হয়ে লড়াই করার জন্যে একটি সন্তান সৃষ্টি করে সে...”

— “আর সেই সন্তান ঘণ্টাতিনেকের জন্যে বেপাত্তা হয়েছে...” কথাটা বলে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তিনজনে। ফাঁপা জায়গাটা চোখে পড়ে সবার। এখন তার ভিতরে আর কোনো জীবিত প্রাণীর চিহ্ন নেই। অনেকটা নিচে একটা পাথরে ঘেরা জায়গা দেখা যায়, সেখানে কিছু সদ্য খাওয়া পশুশরীরের হাড়গোড় আর মাংস পড়ে আছে। জায়গাটা জুড়ে শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

— “মনে হয় এটা ডাইনিং রুম।” ফিসফিস করে বললেন প্রোফেসর, “খাওয়া-দাওয়া পর্ব মিটে যেতে সবাই অন্য কোথায় চলে গেছে।”

— “কিন্তু আরিন কোথায়?” তনিশ জিজ্ঞেস করে।

— “হতে পারে কাউকে ফলো করে গেছে কোথাও।”

আচমকা নিনার মধ্যে একটা অস্বস্তি দেখা যায়। বারবার দু’পাশে ঘুরে কিছু একটা যেন দেখার চেষ্টা করে সে। প্রোফেসর সেটা লক্ষ করে তাকে জিজ্ঞেস করেন, “কী হল রে তোর?”

— “আমাকে কেউ দেখছে।” তেমনই দু’পাশে কিছু খুঁজতে খুঁজতে বলে নিনা।

— “কে দেখছে?” ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে তনিশ।

— “জানি না, মনে হচ্ছে দেখছে কেউ...”

অর্থপূর্ণ চোখে প্রোফেসরের দিকে তাকায় তনিশ। তারপর শক্ত করে ধরে নিনার হাতটা। তিনজনে পাথরের দেওয়াল ঘেঁষে বেশ কিছুদূর এগিয়ে

যায়। এখানেও দেওয়ালের উপরে আঁকিবুঁকি কাটা আছে। সেগুলো আর দেখে না ওরা।

একটা ছোট লাফ দিয়ে আর একটু নিচের দিকে নামে তনিশ। এই পাহাড়ের ভিতরটার বেশিরভাগটাই ফাঁকা। বোঝা যায় একটা সময় আগ্নেয়পাহাড় জাতীয় কিছু একটা ছিল। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বা অন্য কোনো কারণে ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে।

নিচে তাকিয়ে তনিশ দেখে একটা ছোট শুকিয়ে যাওয়া নালা আছে সেখানে। একসময় হয়তো সেখান থেকে জল বইত। সেদিকে দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, "আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানে থাকত মনে হচ্ছে।"

ঘাড় নাড়েন প্রোফেসর, "সেটাই স্বাভাবিক, গুহার থেকে এ জায়গাটা থাকার জন্যে ঢের বেশি আরামদায়ক আর সেফ।"

— "আর সেই জন্যেই তাদের নিকেশ করে একটা ক্যাসেল বানিয়েছে সরসরার। কিন্তু..." সিঁড়ি নামার মতো পাথরের খাঁজে পা রেখে নিচে নেমে আসে তনিশ, "নালাটা যাচ্ছে কোথায়?"

প্রোফেসর উত্তর দেন না। নিনার হাতটা ধরে তিনিও নিচে নেমে আসেন। তিনজনে পাথরের ঢাল বেয়ে নেমে শুকনো নালার একধারে দাঁড়ান।

নালাটা একটা মানুষের থেকে ফুটখানেক গভীর। ছাদখোলা অবস্থায় কিছুদূর এগিয়ে পাথরের স্তূপের ভিতরে সুড়ঙ্গের মতো ঢুকে গেছে সেটা। পাথরে মেশার পর কোথায় গিয়েছে সেটা আর বোঝার উপায় নেই।

— "একটু গিয়ে দেখবেন নাকি? যদি পাওয়া যায়?"

তনিশের কথায় আপত্তি করলেন না প্রোফেসর। লাফিয়ে নালার ভিতরে নেমে এলেন তিনি, কিছুটা চোট লাগল হাঁটুতে। মুখটা বিকৃত হয়ে এল। হাঁটুতে হাত বোলাতে লাগলেন।

নিচে নেমে নিনাকে ধরতে ধরতে তনিশ বলল, "এই বয়সে এত লাফাঝাঁপা করতে হবে ভেবেছিলেন কোনোদিন?"

পা-টা টানটান করতে করতেই বসুরায় বললেন, "কলেজ লাইফে

Banglabook.org

দুশো মিটারে ফাস্ট হয়েছি হে বরাবর। এখন নাহয় ভুঁড়ি হয়ে গেছে। চুল পেকে গেছে।"

— "বাবা! এ তো বিশ্বাস করা শক্ত।"

সামনের দিকে আগে আগে পা বাড়ান প্রোফেসর, "একটা বয়সে এসে নিজেকেও আর বিশ্বাস করানো যায় না ছোকরা। মনে হয় অন্য কোনো জীবনে ঘটেছিল ওসব। তোমারও হোক না... আজকের এই গুহার কথা, আরিনের কথা বিশ্বাস করবে না কেউ..." কথাটা বলে একটু থেমে কী যেন ভেবে তনিশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরিনের ব্যাপারে তোমার মতলবটা কী বলতো?"

—"মতলব মানে?", মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে তনিশ। প্রোফেসর একটা বাঁকা হাসি হেসে বলেন, "মানে ধরো এইসব লড়াই-টরাই থেমে গেল, আমরা সব ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলাম। আমি আবার কলেজে পড়ানো শুরু করলাম, তুমি আবার আইটি সেক্টরের দড়ি নাকে গলিয়ে নিলে, আরিনের কী হবে?"

— "সে ও জানে। আমি কী করে জানব?", হাত উলটে বলে তনিশ।

ডান হাতটা তনিশের ঘাড়ের উপর ফেলে দিয়ে তার আরও কাছে এগিয়ে এলেন প্রোফেসর, নরম গলায় বললেন, "একদিন তুমিও বুড়ো হবে যাবে আমার মতো, কয়েকফুট লাফিয়ে নামতে গেলে চোট লাগবে হাঁটুতে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বুক ধড়ফড় করবে। বাড়িতে চোর ঢুকলে রেরে করে তাড়াতে অবধি পারবে না। আমার মনে হয় সেইসময়ে একটা শক্ত ক্যাপাবল হাতের সাপোর্ট দরকার তোমার।"

— "আপনার কী মাথা খারাপ?", তনিশ মাথা দোলায়, "শি ইজ আ... প্রিন্সেস।"

— "দেয়ার ইজ দ্যা সিক্রেট মাই বয়," তনিশের কানের কাছে মুখ এনে পরের কথাটা উচ্চারণ করেন প্রোফেসর, "এভরিওয়ান ইজ..."

তনিশ আর প্রোফেসরের কথা এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল নিনা। কিছু একটা কথা আচমকাই মনে পড়ে যায় ওর। তনিশের দিকে মুখ ফিরিয়ে

BanglaBook.org

বলে, —"লড়াই শেষ হলে আরিন ফিরে যাবে আবার।"

— "হ্যাঁ, তো এখানেই থেকে যাবে নাকি?", হাসির স্বরে প্রশ্ন করে তনিশ।

— "না... যাবে না। ও বলছিল..."

— "কী বলছিল?" ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে তনিশ।

উত্তরটা দিতে গিয়ে নিনার মুখ মাটির দিকে নেমে আসে, উত্তরটা বদলে যায় তার, "বলছিল আমি খুব সাহসী।"

পাথরের ভিতরের সুড়ঙ্গটা দিয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে এসেছে ওরা। একটা খশখশে ভারী পায়ের আওয়াজে সামনের দিকের তাকাল তিনজনেই। সুড়ঙ্গটা যেখানে শেষ হচ্ছে তার ঠিক মুখেই কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। যেটুকু আলো বাইরে থেকে ভিতরে আসছে তাতে বোঝা যায় প্রাণীটার গায়ের রঙ হলদে, তার উপরে অনেকগুলো লম্বা ডোরাকাটা দাগ, অনেকটা বাঘের মতো, কিন্তু বাঘের প্রায় দ্বিগুণ শরীর তার। মাথার দিকটা অনেকটা কুমিরের মতো চাপা। সুড়ঙ্গের ঠিক বাইরেই পায়চারি করছে সে।

দূর থেকে সুড়ঙ্গের উলটোদিকের তিনটে মানুষকে দেখতে পেয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসতে লাগল প্রাণীটা। তনিশ আর নিনা পিছতে শুরু করেছিল, প্রোফেসর স্তম্ভিত নিচু গলায় বললেন, "এন্ড্রুসারকাস... বিস্ট অফ দি ল্যান্ড।"

এতক্ষণে দৌড়োতে শুরু করেছে এন্ড্রুসারকাস। তার পনেরো ফুটের শরীরটার সুড়ঙ্গ পার হয়ে ওদের ধরে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না।

— "রান প্রোফেসর, দৌড়ান।" কথাটা বলে নিনার হাত ধরে আর এক সেকেন্ডও না দাঁড়িয়ে উলটোদিকে দৌড়োতে থাকে তনিশ। প্রাণীটাকে লক্ষ করতে গিয়ে এমনিতেই কিছুটা দেরি করে ফেলেছিলেন প্রোফেসর। পায়ে যত জোর ছিল সমস্তটা একত্রিত করে দৌড়াতে লাগলেন তিনি। পা কাঁপতে লাগল, হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করল। মনে হল এক্ষুনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে এইবার। কাঁপাকাঁপা পায়ে দৌড়োতে দৌড়োতে তিনি সেকেন্ড গুণতে লাগলেন।

BanglaBook.org

তনিশ আর নিনা খোলা অংশ দিয়ে বেরিয়ে এসে সুড়ঙ্গের ধারের পাথরের উপরে উঠে পড়েছিল। সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল তনিশ, "পিছনে তাকাবেন না প্রোফেসর... রান...", উত্তেজনায় তনিশ আর নিনা খেয়াল করল না তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে একজন।

আরও কয়েক সেকেন্ড প্রাণপণে দৌড়ে সুড়ঙ্গের খোলা অংশে পৌঁছে গেলেন প্রোফেসর, কিন্তু সুড়ঙ্গের মাটি ছেড়ে উপরে ওঠার সময় পেলেন না তিনি। ভিতরের প্রাণীটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে একটা ঝাঁপ দিল প্রোফেসরের শরীর লক্ষ করে।

পিছন ফিরে প্রাণীটার চোখে চোখ রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রোফেসর। আর লড়াইয়ের জোর নেই তার গায়ে। হাল ছেড়ে দিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন নিজেকে।

ঠিক এই সময়ে তনিশদের পিছনে এসে দাঁড়ানো মানুষটা শরীর বাড়িয়ে দিয়ে ধরে ফেলল প্রোফেসরের কনুইটা। তারপর লাফিয়ে আসা সেই প্রাণীটার দুই থাবার মধ্যে থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এনে ফেলল পাথরের উপরে।

নালার ভিতরের মেঝেতেই আছড়ে পড়েছিল প্রাণীটা। পিছনের থাবায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর তাকাল আরিনের দিকে। পরমুহূর্তে আর একটা ঝাঁপ দিয়ে লাফিয়ে এল আরিনের শরীর লক্ষ করে। আরিন নড়ল না। তার হাতে ধরা হেলরিলের একপ্রান্ত থেকে তরোয়ালের ফলাটা বেরিয়ে এল। শরীরের উপরে এসে পড়ার ঠিক আগে সেটা নেমে এল কুমিরের মতো চোয়ালের উপরে। মাঝখান থেকে চিরে গিয়ে দু'ফাঁক হয়ে ঝুলতে লাগল চোয়ালটা। খানিকটা দূরে গিয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল এন্ড্রুসারকাস। তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না।

— "কোথায় ছিলি তুই?" তার দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে প্রশ্ন করল তনিশ। ধীরে ধীরে তার মুখে রঙ ফিরে আসছে ।

— "এই কাছেই... দেখছিলাম চারপাশটা।" হেলরিলটা কোমরে গুঁজে

BanglaBook.org

বলল আরিন।

— "এই প্রাণীটা..." হাঁপাতে হাঁপাতে ছটফট করতে থাকা আদিম নেকড়ে এন্ড্রুসারকাসের দিকে তাকালেন প্রোফেসর।

— "ওয়ান অফ হিস পেটস... আরও দুটো আছে, একটা ঈগল আর আরেকটা..."

— "জাইগান্টোফিস..." আরিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলল তনিশ।

— "জল, স্থল আর অন্তরীক্ষ তিনমাধ্যমের জন্যে তিনটে।", বুক ভরে দম নিয়ে একটু সুস্থ বোধ করলেন প্রোফেসর।

— "সাপ দেখবেন প্রোফেসর? একটা বিরাট বড় সাপ আছে এখানে।" একটু দূরে সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল আরিন। কিছু একটা অজ্ঞাত কারণে একটু চমকে গেলেন প্রোফেসর। পরমুহূর্তে চমকটা কাটিয়ে নিয়ে বললেন, "সে কোথায় থাকে?"

— "আমি জানি কোথায় থাকে। দেখবেন?" আরিনের চোখ দুটো স্থির। মুখে যা বলছে তার প্রভাব চোখে পড়ছে না তার।

— "তুই এখানে লিড করবি আমাদের। ডিসিশান ইজ ইয়োরস।" তনিশ বলে।

— "তাহলে নিনার পকেটে যেটা আছে সেটা ফেলে দিতে হবে।"

দাবিটায় একটু চমকে যায় তনিশ। নিনার পকেটে প্রোফেসরের দেওয়া ছোট আয়নাটা আছে। সাপটা খুঁজতে হলে সেটা ফেলে দিতে হবে কেন?

— "কিন্তু তুই জানিস ওটা দরকার আমাদের... যদি..."

— "আমি বলছি তো লাগবে না ওটা..." আরিনের গলায় রাগের ছাপ, কিন্তু চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের স্থির।

একটু দোনোমোনো করে পকেট থেকে ছোট আয়নাটা বের করে নালার ভিতরে ফেলে দেয় নিনা। আরিন পিছন ঘুরতে ঘুরতে বলে, "বেশ, এবার আয় আমার সঙ্গে, সাপ দেখব আমরা।"

তিনজনে আরিনকে অনুসরণ করে এগোতে থাকে। নালাটা ছাড়িয়ে বেশ

BanglaBook.org

কিছুদুর এগিয়ে আসে ওরা। প্রোফেসর অবাক হয়ে লক্ষ করেন এই দু'ঘণ্টার মধ্যেই গোটা জায়গাটাকে চিনে ফেলেছে আরিন। পাথরের কোথায় খাঁজ আছে, কোথায় পা পড়লে পিছলে যেতে পারে সব মুখস্ত। তাছাড়া কিছু একটা পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে। চলতে চলতে একবারও পিছন ফিরে দেখছে না। কেউ পিছিয়ে পড়লে থেমে গিয়ে দলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না। এরকম তো আগে করেনি কখনও?

— "এখনও মনে হচ্ছে তোকে ফলো করছে কেউ?" নিনার দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন প্রোফেসর। নিনা কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে বলে, "ঠিক বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে।"

— "স্ট্রেঞ্জ...", চাপা গলায় বলেন প্রোফেসর, "মন বলছে কিছু একটা গন্ডগোল হতে চলেছে। কিছু একটা গন্ডগোল..."

সামনে একটা ডেড এন্ড এসে পড়েছে। পাথরের দেওয়াল পথ আটকে দাঁড়িয়েছে ওদের। আরিন এগিয়ে গিয়ে সেই পাথরের দেওয়ালের ঠিক নিচের দিকে হাত ছুঁইয়ে দিতে ওদের অবাক করে গড়গড় পাথুরে শব্দ করে উপরে উঠতে লাগল পথ আগলে রাখা পাথরটা। হাত দেখিয়ে সেটার ভিতরে ঢুকতে নির্দেশ করল আরিন। ধীর পায়ে হেঁটে তার হুকুম তামিল করল তিনজনে।

BanglaBook.org

ওরা ভিতরে ঢুকে আসতে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। ভিতরটা পাথরের খাঁজ থেকে আসা আলোয় কিছুটা আলোকিত হয়ে আছে। সামনে আগের মতোই পাথরের গায়ের উপর দিয়ে পথ চলে গেছে। তার উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তনিশ বলে, "এই তিনটে প্রাণী তাহলে সরসরারের স্লেভ?"

— "কাইন্ড অফ।" আরিন বলে।

— "তিনটে নয়, দুটো।", নিনা অনেকক্ষণ পরে জোরে কথা বলে ওঠে।

একটু হেসে নিনার মাথায় হাত রাখে আরিন, ঘাড়ের কাছে হাত বোলাতে থাকে। প্রোফেসর এক মনে কিছু ভাবতে ভাবতে বলেন,

"এমনও হতে পারে স্থলপথে এন্ড্রুসারকাসের থেকেও ডেডলি কিছুর সন্ধান পেয়েছে সরসরার। তাকেও যদি সে বশ করে থাকে তাহলে এন্ড্রুসারকাসের আর দরকার হবে না।"

স্থির নিস্পন্দ চোখ তুলে একবার প্রোফেসরের দিকে তাকাল আরিন। তারপর মুখ নামিয়ে আবার চলতে লাগল সামনের দিকে। মাথার চুলগুলো খোলা, একঝাঁক চুল এগিয়ে এসে মুখের সামনে ঝুলছে।

পাথুরে পথের ঠিক শেষপ্রান্তে ছোট ঘরের মতো কিছু একটা চোখে পড়ছে। মনে হয় যেন হালকা মশালের আলো দপদপ করে জ্বলছে নিভছে সেখানে। আলো আছে মানে মানুষও থাকার কথা। আরিনই কি জ্বেলেছে আলোটা?

— "একটা প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি না কিছুতেই।" আরিনের দিকে কিছুটা সরে আসেন প্রোফেসর। জায়গাটা ফাঁকা বলে মৃদু পায়ের আওয়াজও ছড়িয়ে পড়ছে বেশ কিছুটা দূরে।

— "কী কথা?" আরিনের বদলে তনিশ জিজ্ঞেস করে। প্রোফেসর লুকিয়ে হাত তুলে তনিশকে থামিয়ে দেন।

— "আমি এখানে আসার আগে একটা ছবি দেখতে পেয়েছিলাম। গঙ্গার বুকে জেগে আছে বৃক্ষদেবতা ইগড্রাসিলের একটা মূল আর তাকে জড়িয়ে ছিল একটা মিথোলজিকাল কসমিক সাপ। ইয়োরমুনগ্যান্ডার। আমরা এখনও অবধি সরসরারের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ খুঁজে পাইনি। তাহলে ছবিতে ইয়োরমুনগ্যান্ডারকে দেখা গেল কেন? র‍্যাগনারক এর ইঙ্গিত কে দিতে চাইল?"

একটু থেমে পরের প্রশ্নগুলো করলেন প্রোফেসর, "আরিনকে কে নিয়ে এল পৃথিবীতে, কে তনিশকে গুহার আর নিনাকে ক্রাক রিঙের সন্ধান দিল? আড়াল থেকে কে সংকেত দিয়ে যাচ্ছে আমাদের?"

— "আমি তো জানি না, আপনার কী মনে হয়?", আরিনের গলায় এতক্ষণ পর প্রথম কৌতূহল লক্ষ করা যায়।

আলো জ্বলা ঘরটার বেশ কাছে এসে পৌঁছে গেছে এতক্ষণে ওরা,

BanglaBook.org

ভিতর থেকে একটা পরিচিত শব্দ ভেসে আসছে। ওদের হাঁটার গতি ধীর হয়ে আসে। বাতাস ভারী হয়ে ওঠে একটু একটু করে।

— “আমার মনে হয় এই মিথোলজিকাল ব্যাটেল আসলে একটা ছলনা। একটা সাজানো নাটক। এখানে দু’পক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছে আসলে একজনই, সরসরার।”

— “মানে?” অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তনিশ, “কী বলছেন আপনি!”

— “হ্যাঁ তনিশ...” কঠিন গলায় বলেন প্রোফেসর, “আরিনকে এখান অবধি পৌঁছে দিতে চেয়েছে কেউ। এখনও বুঝতে পারোনি তুমি? শি ইজ নাথিং বাট আ ডেডলি বিস্ট। সরসরার জানে এতগুলো রেলমের উপরে শুধু শিকারি পশু দিয়ে রাজত্ব করতে পারবে না সে। রাজত্ব চালানোর জন্যে একটি মন্ত্রী চাই। যে মাথায় বুদ্ধি ধরে, যে প্রয়োজনে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ যে কোনো জায়গায় লড়াই করতে পারে, তাকে যদি একবার বশ করে নেওয়া যায় তাহলে অপরাজেয় হয়ে উঠবে সে।”

কথাগুলো ভালো করে ভাবার আগেই আঁতকে ওঠে তনিশ, আরিনকে দেখিয়ে বলে “তাহলে ওকে আমরা সাপটার সামনে নিয়ে যাচ্ছি কেন? ওকে একবার বশ করে নিতে পারলে...”

এগিয়ে এসে তনিশের কলার চেপে ধরেন প্রোফেসর, “ইউ ফুল, শি ইজ অলরেডি পজেসড।” নিনা একটা হেঁচকা টানে ছাড়িয়ে আনে প্রোফেসরকে, তিনি বলে যেতে থাকেন, “আয়নাটা কেন ফেলে দিতে বলল তুমি বোঝোনি? ওর আচরণে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছ না?”

হতবাক চোখে আরিনের দিকে মুখ তুলে তনিশ দেখে এখনও স্থির নিস্পন্দ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। যেন কিছুতেই কিছু যায় আসে না আরিনের। শুধু তার হাতে ধরা রডটা থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে ধারালো তলোয়ারটা। যেটা দিয়ে একটু আগেই তার প্রতিপক্ষের মুখ দু’ টুকরো করে ফালাফালা করে দিয়েছে।

— “সাপ দেখবি না তনিশ? এই ঘরের ভিতরে একটা বিরাট সাপ...”

— “স্টপ ইট... কোনো সাপ নেই ওখানে। ঘরের ভিতর থেকে যে

BanglaBook.org

গন্ধটা আসছে ওটা আমি চিনি। সেদিন জ্ঞান ফেরার পরে ঠিক এরকমই একটা গন্ধ... ও গড! উই অল আর গোয়িং টু ডাই...” প্রোফেসরের গলা ক্রমশ উত্তেজিত থেকে কাতরে পরিণত হচ্ছে।

পিছনের পাথরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। পালানোর আর কোনো পথ নেই। সামনে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরিন। তার চোখের দিকে তাকিয়ে চেনা কেউ বলে মনে হল না তনিশের। একটা বিরাট ফাঁদে পা দিয়েছে তারা, ফাঁদের শেষ পালানোর দরজাটাও বন্ধ হয় গেছে।

আরিনের কাঁধে একটা হাত রাখল তনিশ। ঠান্ডা অচেনা চামড়ার স্পর্শে অস্বস্তি হল। আর কিছু না বলে এগিয়ে এল সামনের ঘরের দিকে। পিছন পিছন নিনাকে নিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে প্রোফেসর ঢুকে এলেন ভিতরে।

ভিতরে একটা মাত্র মশাল জ্বলছে। পাথরের দেওয়ালে ঘেরা বড় একটা ঘর। সেই ঘরের ঠিক মাঝখানে চৌকো একটা চৌবাচ্চা জাতীয় কিছু আছে। আকারে বড় সেটা। কাণা অবধি ভরে আছে লালরঙের তরলে— সম্ভবত রক্ত। একটু আগে যে প্রাণীগুলোকে আনা হয়েছে এখানে তাদের বলি দেওয়া হয়েছে। চৌবাচ্চার একটা ধার ঢালু, সেই ঢালের উপর দিকে পশুদের কাটা মাথা বা শরীরের ছোটছোট অংশ পড়ে আছে। তার ঠিক পাশেই বসে আছে একটা মিটার তিনেক লম্বা ঈগল। ঘরটাকে যেন পাহারা দিচ্ছে।

তার থেকে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে মাথা থেকে পা অবধি আলখাল্লার মতো পোষাকে ঢাকা একটা শরীর। কালচে পশুকরোটির মুখোশে ঢাকা তার মুখ। পা থেকে মাথা অবধি অন্তত সাতফুট দীর্ঘ, আলখাল্লার নিচের শরীরটা কোনো মানুষের হতে পারে না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে। অচেনা অপার্থিব গন্ধটা রক্তের গন্ধ ছাপিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। মশালের অপর্যাপ্ত আলোর রেখা তার শরীরটাকে এক অলৌকিক বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

প্রোফেসরের মুখ থেকে বিড়বিড় করে সম্মোহিতের মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল, “দি সরসরার...”

BanglaBook.org

মাটিতে দুটো হাঁটু রেখে বসে পড়ল আরিন। হেলরিলটা রাখল সামনে। যেন প্রভুর চরণে অর্পিত করল নিজেকে। অচেনা কোনো ভাষায় বেশ শান্ত স্বরে প্রভুকে কিছু একটা বলতে লাগল সে। গলার মধ্যে অনুভূতির কোনো রেশ নেই, কি বলছে সেটা বোঝার উপায় নেই কিছু। ঈগলটা একবার ডানা ঝাপটে নেয়।

— "আমাদের স্যাক্রিফাইজ করা হবে।", চাপা গলায় বললেন প্রোফেসর।

— "স্যাক্রিফাইজ...?", তনিশ মাথা না ঘুরিয়েই জিজ্ঞেস করে।

— "হ্যাঁ... এবং এক্সিকিউশনার সম্ভবত আমাদের অতিপরিচিত..."

এতক্ষণে কথা থামিয়েছে আরিন। আর কোনো শব্দ শোনা গেল না ঘরের মধ্যে, মাটির তৈরি পুতুলের মতো একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে সরসরার। সেদিক থেকে একটা চাপা শব্দ ভেসে আসছে। তার কোনো অর্থ হয় না।

তিনজনের মধ্যে একমাত্র নিনার চোখে কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই। সে অবাক হয়ে দেখছে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা শরীরটাকে। কখনও চোখ ফিরিয়ে দেখছে আরিনকে। সমস্ত ব্যাপারটা কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

— "কিন্তু এতে লাভ কী?" তনিশ জিজ্ঞেস করে।

— "দি ওল্ড ওয়াইজ, দি ইয়ং হান্টার এন্ড..." নিনার দিকে তাকান প্রোফেসর, "দি ভার্জিন। প্রাচীন নরস মতে যেকোনো রিচুয়াল পালন করার আগে এই তিনজনকে স্যাক্রিফাইজ করতে হয়..."

এবার উপরে নিচে মৃদু দুলে ওঠে আলখাল্লা পরা শরীরের মাথাটা। আরিন সেদিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর তিনজনের দিকে এগিয়ে এসে ঢালু জায়গার উপরটা দেখিয়ে বলে, "আপনারা ওখানে গিয়ে দাঁড়ান।"

— "দিদি..." একটা হাত আরিনের দিকে বাড়িয়ে দেয় নিনা, মরতে চলেছে বলে কষ্ট হচ্ছে না তার। আরিনকে কারো সামনে মাথা নোয়াতে

দেখে চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল বেরিয়ে এসেছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করে কিন্তু গলা আটকে যায়। আরিন মাথা নামিয়ে একবার তার দিকে সাপের মতো চোখে তাকিয়ে আবার মাথা তুলে আগের নির্দেশটা দেয়, "তাড়াতাড়ি করুন। ওখানে গিয়ে দাঁড়ান।"

— "এসব কেন করছিস আরিন? নিনাকে অন্তত..." তনিশ চেঁচিয়ে ওঠে।

— "ওকে বলে লাভ নেই। ও আর নিজের মধ্যে নেই। উই আর ডুমড।" প্রোফেসর ধীর পায়ে নিনার হাত ধরে এগিয়ে যান ঢালু জায়গাটার দিকে। জায়গাটা থেকে মিটার দুয়েক দূরত্বেই দাঁড়িয়ে আছে সরসরার। তার কাছে আসতে বেড়ে ওঠে সেই গন্ধটা।

— "দুটো হাঁটু মাটিতে রেখে রক্তের দিকে মুখ করে বসুন।" আরিনের নির্দেশ ভেসে আসে। নিনার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দেন প্রোফেসর। চোখ দুটো ছলছল করছে তার। রক্তের উপরিতলের দিকে কাছাকাছি মুখ এনে ঝুঁকে পড়েন। পরের নির্দেশ পেয়ে তনিশও নিনার অন্যপাশে এসে বসে পড়ে।

তিনজনে সেইভাবে বসতে আরিন এগিয়ে আসে ওদের দিকে। হেলরিলের তলোয়ারের মতো ফলাটা বেরিয়ে আসে। ওদের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়ে সবার আগে নিনার ঘাড়ের কাছে তলোয়ারটা রাখে সে। দুটো ডানা দু'পাশে মেলে যেন আনন্দ প্রকাশ করে ঈগলটা। দু'পায়ে হেঁটে ওদের কিছুটা কাছে চলে আসে।

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃস্পন্দ কেটে যায়। বেশ জোরে এতক্ষণে ফোঁপাতে শুরু করেছেন প্রোফেসর। তনিশের গোটা মুখের মাংসপেশিগুলো কেঁপে উঠছে বারবার, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে রক্তের উপরে। ওদের দু'জনের মাঝে চুপ করে বসে রয়েছে নিনা। এখন আশ্চর্য শান্ত দেখাচ্ছে তার মুখ।

— "আমাকে ক্ষমা করে দিস নিনা..." পিছন থেকে ভেসে আসে শব্দটা।

— "জাস্ট ডু ইট..." কাতর গলায় চিৎকার করে তনিশ, "শি ইজ আ

BanglaBook.org

কিড ফর গড শেক...”

আরিন আগের মতোই বলতে থাকে, “আমাকে ক্ষমা করে দিস তোদের সঙ্গে এই অভিনয়টা করার জন্যে... নাহলে এতদূর পৌঁছাতে পারতাম না।”

পরের মুহূর্তটা কাটার আগেই হেলরিলের লম্বা ফলাটা সাদা আলোয় বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে, চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আলখাল্লার করোটির মুখোশের ঠিক মাঝখানে সেটাকে সমস্ত শক্তিতে ঢুকিয়ে দেয় আরিন, “দিস ইজ ফর মাই ব্রাদার, ইউ ফিলথি হোর...”

ভূগর্ভের অতল থেকে একটা অচেনা আর্তচিৎকার ভেসে আসে যেন। মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় সরসরারের শরীর। যেন আহত বাঘের মতো লুকিয়ে পড়ে। ঘরের কোথাও আর কোনো চিহ্ন থাকে না তার। একটা খয়েরি তরল শুধু লেগে থাকে আরিনের তলোয়ারের শেষ প্রান্তে।

ওদের থেকে একটু দূরে সরে গেছিল ঈগলটা। এবার সেও ডানা মেলে উড়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ছুটে গিয়ে এক লাফে তার একটা পা ধরে নেয় আরিন। পাখিটা ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারে আরিনের হাতে, কিছুটা রক্ত বেরিয়ে আসে সেই জায়গাটা থেকে।

ডানহাতে ঈগলটাকে সজোরে আছড়ে মাটিতে ফেলে একটা পা দিয়ে তার গলা চেপে ধরে আরিন। তারপর তরোয়ালের এককোপে তার শরীর থেকে আলাদা করে দেয় দুটো পা। পাখিটা চিৎকার করতে পারে না, চোখে রক্ত চলে আসে তার। পরমুহূর্তে তরোয়াল নেমে আসে তার দুটো ডানার উপরে।

রক্তাক্ত জীবিত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয় পাখিটা, তার গায়ে একটা লাথি মেরে কিছুটা দূরে সরিয়ে দেয় আরিন, “আর এটা নিকোর জন্য।”

গড়গড় করে একটা আওয়াজ ভেসে আসে মাথার উপর থেকে। উপরে ছাদের ফাটলগুলো বড় হয়ে আসছে একটু একটু করে। মাটির তলা থেকে কিছু বেরিয়ে আসবে এবার— লাভা। বহুবছর পরে কোনো জাদুমন্ত্রে মৃত আগ্নেয়পাহাড় আবার জেগে উঠতে চলেছে। একটু একটু করে ভেঙে যাচ্ছে ফাঁপা হয়ে যাওয়া পাহাড়টা।

তিনজনে অনেকক্ষণ আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার ছুটে আরিনের দিকে চলে আসে তারা।

— "এই ডেডলি বিস্টের উপরে বিশ্বাস হারাবেন না প্রোফেসর..." কথাটা বলে একদিকের ফেটে যাওয়া পাথরের সামনে গিয়ে ডানহাতটা তুলে ধরে আরিন। তার হাতের ট্যাটুটা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। বহুদূর থেকে দুটো পরিচিত কালো ডানাকে ফেটে যাওয়া পাথরের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসতে দেখা যায় ওদের দিকে...

— "নিচ থেকে লাভা উঠে আসছে, তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে এখান থেকে..." নিনাকে পিঠে তুলে নিয়ে পাথরের ফেটে যাওয়া অংশ থেকে নিচে লাফ দেয় আরিন...

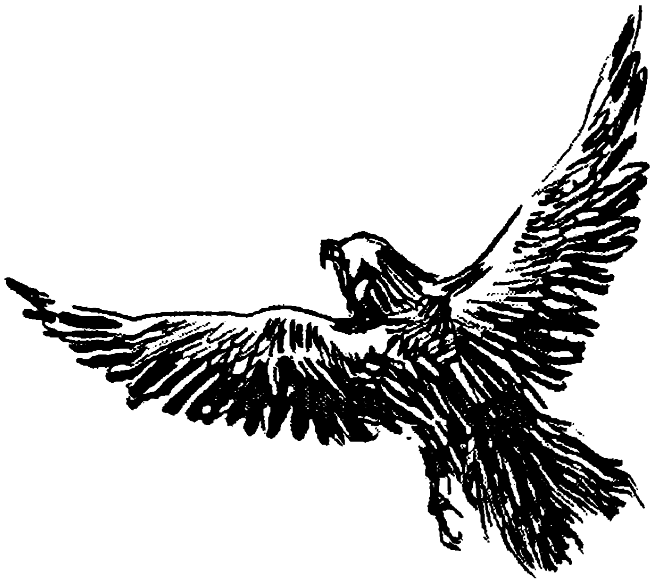

দ্বাবিংশ অধ্যায়— আগুন, ডানা ও একটি মেয়ে

ফাঁকা মাঠের তৃণভূমির উপর দিয়ে উড়তে উড়তেই তনিশ পিছনে তাকিয়ে দেখতে পায় এতক্ষণ যে পাহাড়টার ভিতরে ওরা ছিল সেটা এখন লাল হয়ে উঠেছে। যেন উজ্জ্বল একটা জলন্ত বাল্বকে কেউ কালো পলিথিনের ভিতরে মুড়ে রেখেছে। তৃণভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রাণীগুলোর মধ্যে একটা হৈচৈ পড়ে গেছে। গোটা জায়গাটার একদিক থেকে অন্যদিকে ক্রমাগত দৌড়ে চলেছে তারা। উড়ন্ত তুলোর মতো আগুনের কুচি বেরিয়ে আসছে পাহাড়ের ফাটলগুলোর ভিতর থেকে।

প্রবল বেগে ডানা ঝাপটে কিছুর একটা আড়ালে লুকাতে চাইছে পাখিটা, কিন্তু আশেপাশে লুকানোর মতো কিছুই নেই। পাহাড়গুলোর দিক থেকে লাভা বেরিয়ে আসবে এক্ষুনি। এই বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে আপাতত কিছুক্ষণ বেঁচে থাকবে এতগুলো প্রাণী। তারপর সবই চলে যাবে লাভার গ্রাসে।

— "আমাদের কাজ শেষ?" তনিশ জিজ্ঞেস করে।

— "না, সরসরার আহত হয়েছে শুধু, মরেনি।" প্রোফেসর উত্তর দেন, "কিন্তু পাহাড়টা ব্লাস্ট করবে এক্ষুনি... তারপর..."

প্রোফেসরের কথা শেষ হবার আগেই একটা ধাক্কা খায় আরজেন্টাভিস। নিচ থেকে কিছু একটা এসে লেগেছে তার পেটে। চিৎকার করে একটা ডাক ছাড়ে সে, তৃণভূমির দিকে নেমে আসছে থাকে তার শরীর। নিচে তাকিয়ে আরিন দেখতে পায় তৃণভূমির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাঙের মতো সেই প্রাণীগুলোর একটা ঝাঁক। ওদের দিকে লক্ষ করে পরপর মুখ দিয়ে বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে দিচ্ছে তারা।

আরও কয়েকটা তীর এসে লাগে পাখিটার পেটে। তার হুঙ্কার একটু একটু করে গোঙানিতে পরিণত হয়। কোনোরকমে কিছু দূরে উড়ে এসে পায়ে ভর দিয়ে মাটিতে নেমে আসে আরজেন্টাভিস। তীর এসে এতক্ষণে ঝাঁজরা করে ফেলেছে তার গোটা পেটটা। মাটির উপরেই ডানা বিছিয়ে

BanglaBook.org

বসে পড়ে সে।

আরিন তার পিঠ থেকে নেমে দু'হাতে টেনে সরিয়ে ফেলতে থাকে পেটে বিঁধে যাওয়া তীরগুলো। ঝরঝর করে রক্তের স্রোত নেমে ঘাসের জমি ভিজিয়ে দিতে থাকে, "কিচ্ছু হবে না তোর, আমি আছি।"

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। একটু আগে ঈগলের কামড় খেয়ে আরিনের হাত থেকেও রক্ত ঝরছে। সেদিকে মন দেয় না। রক্তে ভরে যাওয়া চোখে আরিনের কাছে এতক্ষণে বিদায় চাইছে পাখিটা। এতদূরই সঙ্গ দিতে পারবে সে। মুখ দিয়ে মিহি আদরের আওয়াজ বেরিয়ে আসে তার।

ধীর পায়ে হেঁটে নুয়ে পড়া মাথার কাছে গিয়ে দুটো হাঁটু ঘাসের উপরে রেখে বসে পড়ে আরিন। একটা হাত রাখে তার গলার কাছে। মরতে চলেছে আরজেন্টাভিস।

মৃত্যুঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসে পাখিটারও। তাও কিছুক্ষণ চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করে সে। ভালো করে দেখতে চায় আরিনের মুখটা। অব্যক্ত জিভের ফাঁকে উচ্চারণ করতে চায় কিছু, পারে না। চাপা গোঙানির শব্দটা আর একবার করে... মাথাটা লুটিয়ে পড়ে ঘাসের উপর।

আরিনের মনে পড়ে যায় তার ছোটবেলার একমাত্র সঙ্গীকে। প্রথম যেদিন পাহাড়ের মাথা থেকে ঝাঁপ দিয়ে তার ছোট্ট শরীরটা এসে পড়েছিল পাখিটার পিঠে তারপর থেকে আজ অবধি একবারও ভুল করেনি পাখিটা। যখন কেউ চিনত না তাকে, কলকাতার শহরের বুকে মুখ লুকিয়ে রাতের অন্ধকারে কতদিন গঙ্গার উপরে উড়ে বেরিয়েছে দু'জনে। একটা ভিন্ন জগতে, ভিন্ন মানুষের ভিড়ে ওই বিরাট পাখিটার শক্ত দুটো ডানা সম্বল ছিল তার। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পায় ধীরে ধীরে ডানহাতের কব্জি থেকে ট্যাটুটা মুছে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল আরিন, সেই চেনা কথাগুলো আবার কেউ কানের কাছে বলে দিল, "কোনো কিছুই আসলে মরে না। অন্য কিছুতে বদলে যায়..."

আরিনকে শেষ বিদায় জানিয়ে একটু একটু করে চোখ বুজল বিরাট পাখিটা। অন্য কিছু হয়ে জন্মাবে হয়তো। আর কি চিনতে পারবে আরিনকে

BanglaBook.org

কোনোদিন? একটা হাত উপরে তুলে চোখের জল মুছে নেয় সে।

— "আরিন..." তনিশ আর নিনার সম্মিলিত চিৎকারে সজাগ হয়ে ওঠে আরিন। মুখ ঘোরাতেই তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পাহাড়ের চুড়োর একটা অংশ এখন ভেঙে পড়েছে, সেখান থেকে ঝাঁকেঝাঁকে বেরিয়ে আসছে লাভার টুকরো, সেই টুকরোর মধ্যে থেকে একটা উড়ে এসেছে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা চারটে মানুষের দিকে। এখন সেটা ওদের থেকে মিটার দশেক দূরে। পালাবার পথ নেই। মৃত্যুভয়ে চিৎকার করে ওঠেন প্রোফেসর। আরিন চোখের সামনে কনুই এনে ঢেকে ফেলে মুখটা।

লাভাটা কিন্তু ওদের গায়ে লাগে না। গায়ে এসে লাগার আগেই লাভার গতিপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পালকে ঢাকা শরীর আর দুটো ডানা। যেটুকু জীবন তার বুকে ছিল তার সমস্তটা সঞ্চয় করে শেষ মুহূর্তে অপরাজেয় ডানার আশ্রয়ে ওদেরকে আরও একবার বাঁচিয়ে দিয়েছে পাখিটা। মুহূর্তে তার সমস্ত শরীরটা আগুনে জ্বলে একদলা ছাইতে পরিণত হল। লাভামাখা ঝলসে যাওয়া মাংসপিণ্ড ঝরে পড়ল ওদের সামনে।

ডানার আড়াল সরে যেতেই মনে হল একটু আগের দৃশ্যটা যেন বদলে গেছে। তৃণভূমির একেবারে দূরবর্তী প্রান্তে মেঘেঢাকা পাহাড়গুলোর একদম নিচে দাঁড়িয়ে আছে সেই আলখাল্লা পরা শরীরটা। এত দূর থেকে তার চেহারার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার সামনে সমস্ত তৃণভূমি ছেয়ে গেছে হাজার হাজার পশুর ঝাঁকে। তারা স্থির চোখে তাকিয়ে আছে তৃণভূমির অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা চারটে মানুষের দিকে। ধীরে ধীরে সরসরারের দুটো হাত সামনের দিকে উঠে এল। বন্য প্রাণীর ঝাঁকটাকে কিছু একটা নির্দেশ দিল সে। সেই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে এগিয়ে আসতে লাগল লক্ষাধিক পশুর দল। তাদের চলমান পায়ের শব্দ যমদূতের মতো কাছে আসতে থাকে ওদের।

তিনজনকে পিছনে রেখে আরিন সামনে এসে দাঁড়াল, হেলরিলের ভিতর থেকে এখনও বেরিয়ে আছে তরোয়ালের ফলাটা, সেটা সামনে তুলে ধরে চিৎকার করে বলল, "কাম অন, এক্সটিঙ্কট ফাকারস।"

BanglaBook.org

— "এদের সঙ্গে লড়াই করে পারবি না তুই।" মাথা নিচু করে বলল তনিশ। হিংস্র, অহিংস্র স্থলের আর আকাশে চরা প্রাণীর দল এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। সংখ্যাটা লক্ষাধিক। এতবার তরোয়াল চালানোর ক্ষমতা আরিনের রক্তাক্ত হাতে নেই। উড়ে পালানোরও উপায়ও নেই আর। মাঝে মাত্র কয়েক গজের ফাঁকা জমি। আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তনিশ আর প্রোফেসর শিউরে উঠলেন।

— "আমি পারব..." উত্তরটা আরিন দেয়নি। দিয়েছে নিনা। পিছন থেকে এগিয়ে এসে আরিনের ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছে সে।

— "তুই! কী করবি তুই?"

বাতাসে জোরে একটা ফুঁ দেয় নিনা, পিছন না ফিরেই বলে, "আমি জানি কে আমার উপরে নজর রাখছিল..." কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটু দূর থেকে একটা পাখি উড়ে এসে বসে তার কাঁধের উপরে।

সেটার দিকে তাকিয়ে প্রোফেসর বিড়বিড় করেন, "কাঠঠোকরা পৃথিবী থেকে কমে এসেছে জানতাম, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে নাকি?"

তনিশ আর আরিন অবাক হয়ে নিনার কাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখে সত্যি পাখিটা একটা কাঠঠোকরা। সরু ঠোঁটটা নিনার কাঁধে ঘষে যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। বিপদ ভুলে তিনজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। মেয়েটা কী করতে চলেছে?

এগিয়ে আসা পশুর ঝাঁক হঠাৎই থেমে যায়। মাঝখান থেকে ফাঁক হয়ে একটা রাস্তা করে দেয় তারা। পিছন থেকে সামনে এগিয়ে আসছে কেউ। একটু পরেই তার আঁকাবাঁকা কালচে শরীরটা চোখে পড়ে ওদের। মাঠের ঠিক মাঝখান দিয়ে ওদের দিকে হিসহিস শব্দে এগিয়ে আসছে আদিম অতিকায় সাপ জাইগানটোফিস। তার চোখদুটো ঘন নীল রঙে ভরে গেছে। মুখের সামনের ছিদ্র থেকে বেরিয়ে আসছে মিটার খানেকের লম্বা চেরা জিভটা, যে জায়গাটা দিয়ে সে এগোচ্ছে সেখানকার ঘাসে একটা খয়েরি রঙ ধরেছে। ঝড়ের মতো নিঃশ্বাসের শব্দে তৃণভূমি ভরে উঠেছে।

আরিনরা খেয়ালও করেনি কখন সামনে পা বাড়িয়েছে নিনা। ছুটতে

BanglaBook.org

শুরু করেছে ঘাসের উপর দিয়ে। তাকে বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে দেখে চমক ভাঙে তনিশের, সে চিৎকার করে ওঠে, "নিনা! কী করছিস তুই?"

আরিনও চেঁচিয়ে ওঠে, "মরতে হলে একসাথে মরব। ফিরে আয়।"

নিনা পিছন ফেরে না। শুধু তার কাঁধে বসে থাকা পাখিটা আরিনের দিকে চেয়ে ঠোঁট দুলিয়ে যেন একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসে। আর না দাঁড়িয়ে নিনার পিছু নেয় আরিন। মেয়েটা কী করতে চায়?

নিনাকে ছুটে আসতে দেখে সাপটাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার দিকে কেউ স্বেচ্ছায় ছুটে আসতে পারে সেটা হয়তো নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। নীল চোখদুটো জ্বলে ওঠে। আবার আগের মতো আঁকাবাঁকা শরীরে এগিয়ে আসতে থাকে। সাপ আর নিনার দূরত্ব কমতে থাকে। বিরাট চলমান মৃত্যুর সামনে একটুকরো পতঙ্গের মতো দেখায় নিনাকে।

ঠিক এই সময়ে নিনার পিঠ থেকে উড়ে একটু দূরে গিয়ে বসে পাখিটা। মুহূর্তের মধ্যে পাখিটা বদলে যায় একটা মানুষে। ঘাসের উপরে একটা হাঁটু রেখে বসে দুটো হাত সামনে তুলে এনে একসাথে ঘোরাতে থাকে কিম্ভুত মানুষটা। তার হাতের নুয়ে থাকা সুতোগুলো আবার দাঁড়িয়ে পড়ে।

— "মহাশয়া, আমি তৈরি আছি, আপনি দৌড়ান..." জোর গলায় নির্দেশ দেয় আধামানুষ আধা পাখিটা।

নিনার ছুটন্ত শরীর থেকে কয়েক হাত দূরে পরপর দুটো রিং তৈরি হয়। প্রথমটা ক্রাক রিং এবং তার ঠিক পরেই একটা অতিকায় ইরকিন রিং। নিনা সামনের ক্রাক রিংটা লক্ষ করে ছুটতে থাকে। তার গলার ভিতরের দিকটা গরম হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে, যেন গলার কাছটা পুড়ে যাচ্ছে আগুনে। সাপটা রিং দুটোকে দেখে একটু থমকে গিয়ে আবার এগিয়ে আসতে থাকে।

ক্রাক রিঙের ভিতরে প্রবেশ করতেই নিনা বুঝতে পারে তার চেহারাটা পাল্টে গেছে। তার চোখের দৃষ্টি সিনেমার ক্যামেরার মতো এক ঝটকায় মাটি থেকে কয়েকশো ফুট উপরে উঠে এসেছে। অথচ পা দুটো এখনও মাটিতেই। শরীরের সামনে দুটো হাত ছাড়াও কাঁধের দুপাশ থেকে ভারী

BanglaBook.org

কিছু বেরিয়ে এসেছে এখন। ক্রাক রিং তাকে সময়ের পথে ধরে ফিরিয়ে এনেছে পূর্বজন্মে... সে আর ছোট্ট মেয়ে নেই, সে এখন...

এখন তার সামনে আর সেই হিংস্র পশুতে ভরা তৃণভূমি নেই। তার বদলে একটা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সে। সামনে মাইলের পর মাইল জুড়ে আকাশচুম্বী গাছের জঙ্গল। সেই জঙ্গল যেখানে শেষ হচ্ছে সেই দিগন্তরেখায় একটা প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। ক্রাক রিং তাকে নিয়ে এসেছে অন্য কোনো জগতে— সেই জগতে যেখানে আরিন বড় হয়েছে...

নিনা লক্ষ করল তার সামনে এখন একটা ইরকিন রিং। পাহাড়ের একটা ঢালে সেটাকে রেখে গেছে কেউ। একখণ্ড সেই আকাশের দিকে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল নিনা।

রিঙের ভিতরে নিনাকে মিলিয়ে যেতে দেখে হেলরিলটা হাতে তুলে ধরে আরও দ্রুত দৌড়াতে শুরু করেছিল আরিন, কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল তার হাত থেকে ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে এল তার এতদিনের প্রিয় তলোয়ার। ঠিক যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সেটা। কী করে হচ্ছে এসব? নিনাই বা গেল কোথায়?

আকাশ বিদীর্ণ করা একটা আওয়াজে মুখ তুলে সামনে তাকাতেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অতিকায় ইরকিন রিঙের ভিতর থেকে এখন বেরিয়ে আসছে একটা ডানাওয়ালা রূপকথার প্রাণী। যার ডানার নিচের অন্ধকারকে চাক্ষুস করতে একদিন পাহাড়ের কাছে ছুটে যেত, যার প্রতিটা ডানায় একটা জঙ্গল অবধি ঢেকে যেতে পারত, যার কথা মহাবিশ্বের ন'টা জগতের শিশুরা শুধু লোককথায় শুনতে পায়... সেই মহাজাগতিক ড্রাগন— 'নিডহগার'।

মুখটা উপর দিকে তুলে একটা তীব্র চিৎকার করে ড্রাগনটা। আকাশের দূরতম প্রান্ত অবধি থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে তাতে। সম্মিলিত বশীভূত মৃত্যুভয়হীন পশুর দলও ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে তাতে।

মুখ নামিয়ে সাপটাকে দেখতে পায় নিডহগার। এখন ফণা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। দাঁতের শেষ প্রান্তে জমা করেছে বিষ। সেটা ছুঁড়ে দেবার

BanglaBook.org

ঠিক আগের মুহূর্তে ফণাটা কিছুটা পিছিয়ে যায় তার। কিন্তু তার আগেই আর একটু এগিয়ে এসে দুটো ডানা দু'পাশে প্রসারিত করে নিডহগার। তার বুকের ভিতর থেকে উঠে আসে আগুন... দাবানলের মতো আগুন... সে আগুন মাইলের পর মাইল জঙ্গলকে রাতারাতি একদলা পোড়া ছাইতে পরিণত করতে পারে, সূর্যের মতো জ্বলে উঠে সেই আগুন তার মুখ থেকে বেরিয়ে কয়েক মুহূর্তে জাইগানটোফিসের দৈত্যাকার বিষাক্ত শরীরকে কালো দড়িতে পরিণত করে।

হাতে ধরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। তারপর এগিয়ে যায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষাধিক পশুর দলের দিকে। আকাশপথে কয়েকটা টেরোড্যাক্টিল জাতীয় পাখি এগিয়ে এসেছিল তার কাছাকাছি। একবার ডানা ঝাপটে তাদের গোটা দলটাকে পতঙ্গের মতো ছিটকে ফেলে দেয়। এর মধ্যে ব্যাঙজাতীয় প্রাণীর ঝাঁকের মধ্যে থেকে কয়েকটা তীর উড়ে এসে বিঁধেছিল তার গায়ে। নিডহগারের নিঃশ্বাসের সঙ্গে আবার আগুন বেরিয়ে এসে ছারখার করে দেয় পশুর দলটাকে।

আকাশ কাঁপানো একটা বিস্ফোরণের শব্দে ফাঁপা পাহাড়ের ভিতরটা ফেটে পড়ে। পাথরের টুকরো ভেঙে গুঁড়িয়ে ছিটকে পড়তে থাকে গোটা তৃণভূমি জুড়ে। সেই সঙ্গে নেমে আসে গলিত লাভার স্রোত। পাহাড়ের চুড়ো দিয়ে নয়, এবার ভাঙা পাহাড়ের গোড়া থেকেই ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। উড়ে আসতে শুরু করে টুকরো আগুন। লাভার সমুদ্র নেমে আসতে দেখা যায় সেদিক থেকে।

ছিটকে আসা পাথরের টুকরো থেকে গা বাঁচাতে বাঁচাতে তনিশ দূরপ্রান্তে তাকিয়ে আর দেখতে পায় না সরসরারকে। আবার আগের মতোই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। প্রোফেসরের দিকে তাকায় তনিশ, "একে শেষ করার উপায় নেই কিছু?"

ঘাড় নাড়েন প্রোফেসর, "থাকলেও আমার জানা নেই। তাছাড়া দেবতাকে হত্যা করা যায় না। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সব তাদেরই তৈরি, সেখানে তাদের হত্যা করা যাবে কী করে? মানুষ শুধুমাত্র..."

BanglaBook.org

কথাটা শেষ করার আগেই আটকে যান প্রোফেসর, কিছু একটা ব্যাপার হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেছে তার, দূরে জলন্ত পশুগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেন তিনি, “মানুষ শুধুমাত্র একটাই জিনিস তৈরি করেছিল, যা ঈশ্বর এসে দেয়নি তাকে। সেটা আবিষ্কার করার পর থেকে ঈশ্বরের প্রয়োজন কমে আসতে শুধু করেছে তার, সে আর অন্ধকারকে ভয় পায়নি, হিংস্র পশুকে ভয় পায়নি, তনিশ...”

—“কীসের কথা বলছেন আপনি?” তনিশ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে।

— “কেন আদিম মানুষকে ধ্বংস করতে হয়েছিল সরসরারকে? একদিন তারা কী আবিষ্কার করে ফেলবে বলে ভয় পেয়েছিল সে? গুহার দেওয়ালে বারবার পাশাপাশি দুটো পাথর এঁকে আমাদের কিছু সঙ্কেত দিয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা, দুটো পাথর পাশাপাশি ঘষে কী তৈরি করেছিল তারা? সরসরার অত বড় পাহাড়ের ভিতরে নিজের দুর্গ বানিয়েছিল, কিন্তু মাত্র একটা মশাল চোখে পড়েছিল আমাদের... কেন? কোথা থেকে মানুষের ভয়ের শেষ? কোথা থেকে মানুষের জয়যাত্রার শুরু?”

— “আগুন...” বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে চেয়ে কথাটা উচ্চারণ করে তনিশ। প্রোফেসর প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, “সরসরারকে হত্যা করার একটাই উপায় আছে তনিশ, ওকে আগুনের মধ্যে রেখে হত্যা করতে হবে...”

একটা বড় লাভাপিণ্ড এসে পড়ে ওদের ঠিক পাশে। কালচে কমলা রঙের রেখা এখন আরও কিছুটা পা বাড়িয়েছে ঘাসের জমির উপরে।

উপরের দিকে খেয়াল রেখে পুড়ে যাওয়া ঘাসের উপর দিয়ে দৌড়ে আরিনের কাছাকাছি চলে আসে দু'জনে। হতবাক হয়ে এখনও সেই ধ্বংসলীলা দেখে চলেছে সে। তনিশ আরিনের পিঠে একটা হাত রেখে দম নিতে নিতে বলে, “উই হ্যাভ আ ওয়ে টু কিল ইট, আগুনের মধ্যে মারতে হবে ওকে।”

— “কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? আমার কাছে হেলরিল নেই।”

— “যতক্ষণ ড্রাগনটা আছে সেটা সম্ভবও না। আবার ড্রাগনটা না থাকলে সরসরারকে আগুনের মধ্যে নিয়ে আসাটাও সম্ভব নয়।”

BanglaBook.org

উপে এতক্ষণে এগিয়ে এসেছে ওদের দিকে। আরিন অবাক হয়ে একবার উপর থেকে নিচ অবধি দেখে নিল তাকে। কাঠঠোকরা পাখিটা একটা আস্ত মানুষে বদলে যেতে পারে সেটা না দেখলে সেও বিশ্বাস করত না।

উপেও কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে লক্ষ করে আরিনকে, তার ঠোঁটের ফাঁক থেকে সেই জড়ানো জিভের চকচক আওয়াজটা অজান্তেই বেরিয়ে আসে, ড্রাগনের চিৎকারে চটক ভাঙতে একটু থতমত খেয়ে সে বলে, "আরিন। অভিশাপ খণ্ডন করার জন্য উপে আপনাকে ধন্যবাদ জানায়।"

— "অভিশাপ! কীসের অভিশাপ? আর তুমি আমাকে চিনলে কেমন করে?"

উপের ক্লান্ত মুখের হাসি খেলে যায়, উত্তরটা না দিয়ে প্রোফেসরের দিকে ফিরে সে বলে, "আমি জানি সে কোথায় গেছে।"

—"কোথায়?"

চোখ বন্ধ করে কিছু একটা যেন দেখার চেষ্টা করে উপে, তার ভুরু দুটো কুঁচকে যায়, মাটির উপরে হাঁটু রেখে মাটি ছুঁয়ে বলে, "একটা ইরকিন রিং তৈরি করেছিলাম এখানে আমি। অনেক বছর আগে।"

— "কেন?" আরিন জিজ্ঞেস করে।

—"মহাশয়াকে পৃথিবীতে পাঠানোর জন্যে।"

— "এখানে কেন? আমি তো এখানে থাকতাম না।"

একটু থেমে কিছু ভাবে উপে, তারপর গম্ভীর বিষাদমাখা গলায় বলে, —"আপনার তখনও বয়স হয়নি। কিন্তু আপনাদের জগতটাও সে আক্রমণ করেছিল। পাখিটাই এ জগতে নিয়ে আসে আপনাকে।"

—"তার মানে তুমি পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলে আমাকে?"

উপের ভুরু দুটো কপালে উঠে যায়, হাত জোর করে সে বলে, "উপে নগণ্য মানুষ মহাশয়া। উপে এত বড় কাজ করতে পারে না। উপে শুধু নির্দেশ পালন করেছিল।"

— "তাহলে কে পাঠিয়েছিল? কার নির্দেশে বানিয়েছিলে রিংটা।"

BanglaBook.org

এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে আরিন। উপে কিন্তু আর উত্তর দেয় না। যে পাঠিয়েছিল তার নামটা বলতে চায় না।

একটা ভেসে আসা লাভার টুকরোর থেকে কিছুটা দৌড়ে গা বাঁচায় ওরা। বৃষ্টির ফোঁটার মতো আগুন উড়ে এসে পড়ছে চারিদিকে। লাভার স্রোত এখন ওদের থেকে পঞ্চাশগজ দূরে এসে পড়েছে। তার উত্তাপ এসে লাগছে ওদের গায়ে। চারজনে দৌড়াতে শুরু করে ড্রাগনটার দিকে।

নিডহগারের গায়েও কয়েকটা ফাটা পাথরের টুকরো এসে লেগেছে। আপাতত তার সামনের জমিটা খালি। সমস্ত জীবিত প্রাণী তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা লেলিহান আগুনের শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ছোট একটা লাফ দিয়ে তার লেজের সরু কোণের উপরে উঠে পড়ল আরিন। ছটফট করতে শুরু করেছে ড্রাগনটা। তার শরীরের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ ব্যাপার না। আরিনের মতোই তনিশও উঠে এল লেজের উপরে। আরিন এতক্ষণে ছুটে গেছে নিডহগারের মাথার দিকে। লাভার স্রোত তার ডানার একপ্রান্ত আর পা স্পর্শ করেছে প্রায়।

একটা কাঠঠোকরা পাখি উড়ে এসে বসল আরিনের ঠিক পাশে। তারপর মানুষের রূপ নিয়ে ছুটে গিয়ে একটা হাত রাখল ড্রাগনের মাথার ঠিক উপরে। কাউকে যেন নির্দেশ দিল কিছু। তনিশের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরে উঠে এলেন প্রোফেসর। লাভার উত্তাপ ডানা স্পর্শ করার ঠিক আগে দু'বার ডানা ঝাপটে বাতাসে ভেসে পড়ল নিডহগার।

একটা কালচে ধোঁয়ার রেখা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। গোটা তৃণভূমিটা এখন একটা ঝলসানো শ্মশানে পরিণত হয়েছে। একটু আগেও সবুজে ঘেরা ছিল তার চারিদিক, এখন তার সমস্তটা ঢেকে গেছে উজ্জ্বল কমলা আর মিশমিশে কালোয়, ছাই রঙের আকাশের বুক চিরে উড়ে চলেছে এক মহাজাগতিক ড্রাগন।

প্রোফেসর অবাক হয়ে চেয়েছিলেন তাদের বাহনের দিকে, তার আকাশ ঢেকে ফেলা ডানাগুলোকে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল তার।

— "মানে ড্রাগন আমাদের সাইডে?" উপের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল

BanglaBoi.org

তনিশ।

উপে তার লাল চুলগুলো হাত দিয়ে গুছিয়ে নিতে নিতে বলে, "ড্রাগন কখনও বিশ্বাসঘাতক হয় না মহাশয়। নিডহগার আদিদেবতা ইগড্রাসিলের শরীরেই থাকে। ইগড্রাসিলের সন্তানকেই রক্ষা করবে সে।"

কথাটা শুনতে পেয়ে কিছু একটা মনে পড়ে প্রোফেসর প্রণব বসুরায়ের, তিনি বলেন, "ইগড্রাসিলের শরীরে ড্রাগন ছাড়াও আর একটি প্রাণী থাকে। একটা নাম না জানা ঈগল, তাই না?"

উপে উপরে নিচে মাথা নাড়তে প্রোফেসর বলেন, "আর সেই ইরকিন রিঙের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে রেখে যায় আরিনকে। সেদিন জেমস যে উড়ন্ত প্রাণীটাকে আকাশের দিকে উড়ে যেতে দেখেছিল সেটা হল সেই ঈগল। তাই তো?"

উপে আবার উপরে নিচে মাথা দোলায়, "কিন্তু মহাশয় ভুল ভাবছেন। ঈগল ওকে পৃথিবী অবধি পৌঁছে দেয় ঠিকই, কিন্তু সেও কারো নির্দেশেই সে কাজ করেছিল।"

— "কার নির্দেশে?" তনিশ আর প্রোফেসর আবার প্রশ্ন করে। কিন্তু উপে আবার আগের মতো রহস্যময় হাসি হাসে, উত্তর দেয় না। নিজের ভিতরের রাগটাকে প্রশমিত করে তনিশ। আরিনের দিকে এগিয়ে যায়। একটু দূরে পাহাড়ের আড়ালে একটুখানি আকাশ। তার কিছুটা উপরেই আবার একটা ছোট চূড়া দেখা যাচ্ছে। আরিন তনিশকে সেদিকে দেখিয়ে বলে, "ওটা আকাশ নয়, ওটাই রিংটা।"

— "কিন্তু আলখাল্লাকে তো দেখা যাচ্ছে না।"

চতুর্দিকটা দেখে সদর্থক মাথা দোলায় আরিন। তনিশ তার ডানহাতের কাটা জায়গাটার উপরে একবার হাত রেখে বলে, "কান্না আসছে না, না?"

আরিন এবার তার দিকে ফিরে একবার চোখ টিপে বলল, "নিজের শরীর থেকে কিছু বেরিয়ে এলে নিজের লাভ হয় না তাতে। অন্যের শরীরে দিতে হয়।"

তনিশ হাসে, "ফিলথি হোর! কী করে জানলি সরসরার এম না এফ?"

— "শি হ্যাড টিটস।" আরিন গম্ভীর মুখে বলে।

— "ছুর, কি যা তা বলছিস..."

— "বিলিভ মি, আমি মানুষের শরীরে সবার আগে ওইটাই দেখি... ভেবেছিলাম ওল্ড ম্যান আর ভার্জিনকে স্যাক্রিফাইজ করার পর ইয়ং হান্টারকে বেডরুমে নিয়ে যাবে... তারপর হালকা মিউজিক চালিয়ে আলখাল্লাটা খুলে..."

— "শাট আপ...", তনিশ ধমক দেয়।

— "না না..." আরিন থামতে চায় না, "অ্যানিম্যাল কুইন কিনা, আই থিংক শি লাইকস ডগি স্টাইল..."

— "এবার বাড়াবাড়ি করছিস তুই..." হাত দিয়ে আরিনের পিঠে একটা চাপড় মারে তনিশ।

দু'জনেই হেসে ওঠে। উড়ন্ত ড্রাগনের পিঠের উপরে বসে পড়ে ওরা। ওদের পিছনে এসে দাঁড়ায় প্রোফেসর আর উপো। প্রোফেসরের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে তনিশ বলে, "একটা গন্ডগোল হয়ে গেল..."

— "কী?"

— "আমাদের আগেই যদি রিঙের ভিতর ঢুকে পড়ে সরসরার তাহলে তাকে আমরা পাব কী করে?"

— "আমাদেরও রিঙের ভিতরে ঢুকে পড়তে হবে..." হাত নাড়েন প্রোফেসর।

— "না না সেটা বলছি না..." তনিশের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে, —"আর্থে আমাদের দেখা যায়, সরসরারকে দেখা যায় না। তাকে না দেখে তার উপরে আরিন আক্রমণ করবে কী করে? আর করবেটাই বা কী দিয়ে?"

—"মহাশয়, ড্রাগনের কাছে আলাদা জগত বলে কিছু হয় না। সে সব জগতেরই বাসিন্দা। যেখানেই যাক না কেন ও দেখতে পাবে তাকে।"

— "বেশ..." এবার প্রোফেসর আপত্তি জানান, "আগুনে না হয়

BanglaBook.org

পোড়ানো গেল তাকে, কিন্তু সেই আগুন জ্বলাকালীন আমরা তাকে দেখব কী করে? আর যতক্ষণ আগুন জ্বলছে ততক্ষণ আরিনও তার অস্ত্র হাতে পাবে না।”

কাঁধ ঝাঁকায় উপে। এ প্রশ্নের উত্তর তার কাছেও নেই। এটুকু নিশ্চিত যে যুদ্ধক্ষেত্রে এভাবে পিছু হটে আপাতত সরসরারের শক্তি বেশ কিছুটা কমে গেছে, তাকে শেষ করার এর থেকে ভালো সময় আর হয় না।

আরও কিছুদূর উড়ে আসতে রিং-এর বেশিরভাগ অংশটা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ওদের কাছে। সরসরারকে কিন্তু দেখা যায় না আর। আগুনকে সে ভয় পায়। ড্রাগনকে ভয় পায়।

দুটো পাহাড়ের মাঝামাঝি বিরাট একটা অংশ জুড়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সাদা মেঘের দল ভিড় করে আছে সেই আকাশের মাঝে। উড়তে উড়তে একটা তীব্র হুঙ্কার ছেড়ে ড্রাগনটা আরও কিছুটা এগিয়ে আসে সেই দিকে। পিছনে তাকিয়ে ওরা দেখতে পায় কালচে ধোঁয়ার চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে তৃণভূমিটা। কুয়াশার মতো ঘন সেই ধোঁয়া মাটি ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

আরিনকে সামনে রেখে ড্রাগনের পিঠের উপরে শক্ত হয়ে বসে সবাই, কুয়াশার মাঝে আকাশের গায়ে একটা সাদা রেখা চোখে পড়ে। দীর্ঘ সাদা একটা শরীর মিলিয়ে আসছে ইরকিন রিঙের মাঝে।

— “সরসরার!” সেদিকে দেখিয়ে চিৎকার করে ওঠে তনিশ। মুখ থেকে আগুন ছুঁড়ে দেয় নিডহগার। কিন্তু সেটা গায়ে লাগার আগেই রিঙের ভিতরে মিলিয়ে যায় সরসরারের সাদা আলখাল্লায় ঢাকা শরীর।

ড্রাগনের মাথার উপরে একটা আঁশ শক্ত করে চেপে ধরে আরিন, উজ্জ্বল আলোয় বিদ্যুৎ চমকে ওঠে তার চোখে, পিছন দিকে না ফিরেই বাকিদের উদ্দেশে বলে, “নিজের নিজের প্যান্ট ঢিলে করে নিন। উই আর গোইং টু ফাক ওয়ান এন্সিয়েন্ট ভ্যাজাইনা...”

BanglaBook.org

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় — নেপথ্যের নায়ক

সেই শরৎ আকাশের বুকে নিডহগার ডানা মেলতেই কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তনিশদের চোখে অন্ধকার নেমে এল। সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল নিমেষে। মনে হল এক বিরাট অবরুদ্ধ টানেলের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত নিচের দিকে পড়ছে তারা।

পরমুহূর্তেই নতুন হাওয়ার ধাক্কায় তনিশের চোখ খুলে গেল। আরিন এখন উঠে দাঁড়িয়েছে সামনে। প্রোফেসরের একটা হাত তনিশের কাঁধের উপরে। নিচে, অনেক নিচে স্যাটেলাইট ইমেজের মতো দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর মাটি। কলকাতা শহরকে আর আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় না এখন। শুধু দূরে সরু সুতোর মতো নীলচে রেখায় বয়ে চলেছে হুগলী নদী। কতক্ষণ এ জগতে ছিল না খেয়াল নেই তনিশের কিন্তু এই মুহূর্তে সেই নীল রেখাটা আর বুকের ভিতরে একটা বাড়ি ফেরার নেশা জাগিয়ে দিল। এক নিমেষে সব ভয় কেটে গেল তার। চেনা রাস্তা, ঘরবাড়ি তাকে অমোঘ আকর্ষণে টানতে লাগল।

নিডহগারের চিৎকারে চমক ভাঙল তনিশের। হাওয়ার ভিতরে একটা বিশেষ কিছুর দিকে এগিয়ে চলেছে সে। ডানার উপরে কিছুক্ষণের জন্যে যেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে ড্রাগনটা। অবাধে পড়ছে নিচের দিকে। ডানাদুটো শুধু মেলে দেওয়া আছে দু'দিকে... হিংস্র আওয়াজ বেরিয়ে আসছে ড্রাগনের মুখ থেকে। তনিশ বুঝল নিডহগারের শরীরের ভিতরটা গরম হয়ে উঠছে ক্রমশ। বুকের ভিতর তৈরি হওয়া আগুন জমাট বাঁধছে গলার কাছে।

ছিটকে আসা আগুন মুখটা নিচে নামিয়ে ছুঁড়ে দিল সে। আকাশের বুকে কিছু নেই। কোনো পরিবর্তন হল না, আগের মতো অবাধে পড়তে লাগল সে।

সামনে থেকে পিছনে মুখ ঘুরিয়ে আরিন বলল, "অনেকটা নিচে

BanglaBook.org

ফ্রি ফল করছে সরসরার, ও দেখতে পাচ্ছে কিন্তু এতটা নিচে যে অতদূর আগুন যাচ্ছে না।”

— “কিন্তু ও ডানা ঝাপটাচ্ছে না কেন?” তনিশ জিজ্ঞেস করে।

উত্তরটা দেন প্রোফেসর, “কারণ ড্রাগনটা সামনের দিকে মুখ করে পড়ছে, এভাবে ডানা ঝাপটালে ও মাটির প্যারালালি এগিয়ে যাবে। তাতে লাভ হবে না কিছু। আমাদের নিচে নামতে হবে, নিচের দিকে মুখ করে ঝাপটালে তাড়াতাড়ি নামা যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা আর ওর পিঠের উপরে থাকতে পারব না।”

— “তাহলে?” আরিন জিজ্ঞেস করে, “আমরা যত দেরি করব তত ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে সরসরার...” কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে পরের কথাটা বলে সে, “আমাদের লাফ দিতে হবে। ড্রাগনের পিঠে থাকা চলবে না।”

— “কিন্তু তা কী করে হয়? মাটি থেকে অন্তত কয়েক হাজার ফুট উপরে আছি আমরা, এত উপর থেকে নিচে পড়লে...”

— “নিচে পড়ার কথা পরে ভাববেন প্রোফেসর, আপাতত সরসরারকে পালাতে দেওয়া যাবে না।”

একহাতে প্রোফেসর আর অন্য হাতে তনিশের একটা হাত ধরে ড্রাগনের পিঠ থেকে লাফ মারে আরিন, পিঠের উপর বসা কাঠঠোকরা পাখিটা উড়ে আসে ওদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সামনে থেকে মাথা নিচের দিকে নামিয়ে নেয় নিডহগার। দুটো নিশ্চল ডানা জেগে উঠে আগ্নেয়গিরির মতোই সচল হয়ে যায়। মুখ দিয়ে আবার সেই আকাশ ফাটানো আর্তনাদ করে নিচের দিকে নামতে থাকে সে।

তার বাদামি ডানাদুটো একে অপরের সঙ্গে লেগে যেতে থাকে প্রতিবার। আরিনদের নিচে নামার গতিবেগ কম, শুধুমাত্র মাধ্যাকর্ষণের টানে নিচে নেমে আসছে ওরা, ফলে বেশ কিছুটা উপর থেকে নিডহগারের গতিশীল শরীরটাকে দেখতে পাচ্ছে।

আরিন ডানপাশে তনিশের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার মনে হয়

BanglaBook.org

ও কিছু একটা বলতে চাইছে আমাদের... একটা গেমপ্ল্যান।"

— "কীরকম গেমপ্ল্যান?" তনিশ জিজ্ঞেস করে।

— "ওর ডানাদুটো দেখ, লেগে যাচ্ছে বারবার একে অপরের সঙ্গে..."

— "তাতে কী?"

উত্তরটা দেয় না আরিন, তার ঠিক সামনে এসে কাঠঠোকরা পাখিটা আবার মানুষের রূপ নেয়, "উপে বুঝেছে, উপে তৈরি মহাশয়া।"

আরিনের মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে, নিডহগার হঠাৎ তার ডানা ঝাপটানো বন্ধ করে দেয়। তার বদলে দুটো ডানাকে কাছাকাছি নিয়ে এসে দুটো হাতের মতো ব্যবহার করে কিছুটা অংশের বাতাসকে দুই ডানার মধ্যে বন্দি করে। মাথাটা একবার পিছনে নিয়ে আসে, তার বুকের ভিতর থেকে এতক্ষণের জমাট বাঁধা আগুন গর্জে ওঠে, একটু আগের জলন্ত লাভার স্রোতের মতোই আগুন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। সেই সমস্ত আগুন নিজের দুইডানার মধ্যে ছুঁড়ে দিতে থাকে সে। সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশটা গাড় হলুদ রঙে জ্বলে ওঠে। আগুনে ভরে ওঠে নিডহগারের দুটো ডানার মাঝখানের অংশটা। একটানা গনগনে আগুনের স্রোত এসে অদৃশ্য কিছুকে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলতে চায় যেন।

ঠিক এইসময়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে উপে। তার হাতের আঙুলের রোঁয়াগুলো জেগে ওঠে। মুখ দিয়ে আগুন বের করতে থাকা ড্রাগনটার দিকে হাতটা তুলে ধরে গোল করে ঘোরাতে থাকে সে। ড্রাগনটার ডানার ঠিক নিচে কিছুটা আগুন ফুটে ওঠে। ড্রাগনটার আকারের একটা ক্রাক রিং।

বাতাসের উপর থেকে নিডহগারের পিঠের উপরে নেমে আসে আরিনসহ বাকি দু'জন। আরিন পিঠের উপর নেমেই দ্রুত দৌড়োতে থাকে তার মাথার দিক লক্ষ করে। তনিশ আর প্রোফেসর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে, কী করতে চলেছে সে?

BanglaBook.org

আরিন মাথার কাছাকাছি আসতেই দুটো ডানা দু'দিকে সরিয়ে নেয় নিডহগার। এতক্ষণ তার ডানার ভিতর বন্দি হয়ে থাকা অংশটা এখন একটা বিরাট ফুটবলের মতো জ্বলছে। ভালো করে তাকালে বোঝা যায় তার ভিতরে একটা সরু রেখার মতো একটা অংশে শুধু আগুন জ্বলছে না। মনে হয় অদৃশ্য কিছু একটা যেন আছে সেখানে। সেই শরীরটুকুর জন্যেই সেখানে আগুন জ্বলছে না— সরসরার। সরসরারকে দুই ডানার মধ্যে বন্দি করে আগুনে আগুনে ঝলসাচ্ছিল এতক্ষণ নিডহগার। অগ্নিগোলকের মধ্যে তার অদৃশ্য শরীরের অংশটাই জ্বলছে না খালি।

ড্রাগনের মাথার উপরে পৌঁছে মাথার প্রান্ত থেকে ফাঁকা হাতে বর্শা ছোঁড়ার মতো ভঙ্গী করে সামনে লাফ মারে আরিন। সে মাথার উপর থেকে সরে যেতেই কিছুটা নিচে নেমে আসে ড্রাগনের শরীর, উপের তৈরি করা সেই ক্রাক রিং-এর মাঝে ক্রমশ ডুবে যায় নিডহগার।

সে মিলিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আরিনের ফাঁকা হাতের মুঠোয় ফুটে ওঠে হেলরিল, তার একটা ধার থেকে লম্বা সুচালো ফলাটা বেরিয়ে এসেছে, শূন্য থেকে পড়ন্ত অবস্থায় অগ্নিগোলকের মাঝের সেই ফাঁপা জায়গাটা লক্ষ করে সেটা ছুঁড়ে দেয় আরিন। তারপর চোখ বন্ধ হয়ে যায় তার। শরীরটা অবাধে নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে...

ক্রাক রিংটা মিলিয়ে আসতে নিনাকে দেখা যায় তার সামনে। সেও হাওয়ার সঙ্গে ভেসে বাকিদের মতো নেমে আসতে থাকে নিচের দিকে। আরিনের ঠিক সামনে আলখাল্লা পরা শরীরটাকে দেখতে পায়। আগুনে পুড়ে চলেছে শরীরটা, বুকে গাঁথা আছে হেলরিলের একটা প্রান্ত।

আরিনের দিকে অবাক হয়ে তাকায় সে। হাওয়ার উপর চিৎ হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। চুলগুলো হাওয়ার টানে উঠে এসেছে উপরের দিকে। গায়ের কালো জামাটা পেটের মাঝখান অবধি উঠে এসে খোলা হাওয়ায় উড়ছে।

চোখ মেলে নিনার দিকে তাকায়, নিনার মুখটা চোখে পড়তেই একটা হাসি খেলে যায় ক্লান্ত অবসন্ন মুখে। নিনাও হেসে ওঠে। আরিনের

সরসরারকে দুই ডানার মধ্যে বন্দি করে আগুনে আগুনে
ঝলসাচ্ছিল এতক্ষণ নিডহগার।

কাছে যেতে ইচ্ছা করে তার। কিন্তু হাওয়ার মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আঙুল দিয়ে সরসরারের বুকে গেঁথে থাকা হেলরিলটা দেখায় আরিন। তারপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে হাওয়ায়।

— "আমরা সবাই মরতে চলেছি।" প্রোফেসর উপর থেকে ঘোষণা করেন। উপে এতক্ষণে আবার একটা রিং বানানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু হাতের সরু সুতোগুলো আর উঠে দাঁড়াচ্ছে না তার। অবাক হয়ে বারবার নিজের হাতের দিকে তাকাচ্ছে সে।

— "স্বার্থপরের মতো কথা বলছেন প্রোফেসর।" প্রোফেসরের পা থেকে তিনফুট নিচে পড়তে পড়তে বলে আরিন, "আমার এই জগতে জন্ম যেন এই জগতে মরি... সান্ত্বনা দিন নিজেকে, আমার তো সেটুকুও নেই।"

—"আমাদের নিচে পড়তে আর কয়েকটা মিনিট লাগবে, তাই জিজ্ঞেস করছি..." হাওয়ায় ওলট-পালট খেতে খেতে জিজ্ঞেস করেন প্রোফেসর, —"তনিশকে নিয়ে তোমার মতলবটা কী?"

আরিনের ঠোঁটের কোণে একটা সরু হাসি ফুটে ওঠে, "আপনার জীবনে কোনো মেয়েটেয়ে ছিল না প্রোফেসর। তাই না?"

— "কেন?"

— "থাকলে এই 'মতলব' ওয়ার্ডটা ইউজ করে প্রশ্নটা কেঁচিয়ে ফেলতেন না বারবার।"

নিচে পড়তে পড়তেই একবার প্রোফেসরের মুখের দিকে তাকায় তনিশ, একবার আরিনের দিকে, তারপর শূন্যে।

আরিন নিজেই আবার বলে, "ভেবে নে তনিশ, সরসরার ডগি স্টাইল পছন্দ করে, আমি কিন্তু..."

—"ওঃ, শি ইজ টকিং ডারটি এগেন।" তনিশ মাথা তুলে বিরক্তি প্রকাশ করে, "আমি বুঝি না ওর কোনটা বেশি ডেডলি, মাথা গরম থাকলে তরোয়াল না মেজাজ ভালো থাকলে মুখ..."

— "মেজাজ সেক্সি থাকলে..."

BanglaBook.org

— "জাস্ট শাট আপ, নিনা আছে সামনে।" তনিশ ধমকে ওঠে।

হাসতে হাসতে নিনার দিকে তাকায় আরিন, উপে তার ঠিক পাশেই নামছিল, সেদিকে তাকিয়ে বলে, "পাহাড়ের মাথায় একটা লোক আমাকে বলেছিল আমি নাকি ড্রাগনের মতো নিজের আগুনে পুড়ে মরব, মরতে বসেছি, কিন্তু আগুন দেখতে পাচ্ছি না।"

উপের মুখে একটা বিচিত্র রং এসে লাগে, মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করে সে বলে, "মহাশয়া আপনি ভুল বলছেন, মাছকে জলে ডুবিয়ে আর ড্রাগনকে আগুনে পুড়িয়ে মারা যায় না। ড্রাগন আগুন দিয়েই তৈরি।"

—"তবে যে লোকটা বলেছিল..." আরিন অবাক হয়ে তার দিকে চোখ রাখার চেষ্টা করে।

— "কোন লোক মহাশয়া?"

আরিন আর কিছু বলতে পারে না। উপেকে আর দেখা যায় না, একটা কাঠঠোকরা পাখি ডানা মেলে এগিয়ে আসে আরিনের দিকে, আরিনের ঠিক সামনেটায় এসে মানুষের রূপ নিয়ে তার কপালে একটা হাত রাখে। চোখ বুজে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করে। হঠাৎই হাতটা ছেড়ে দেয় উপে, তারপর একমুখ বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, "মহাশয়া, এ তো সেই ঘোর মিথ্যেবাদী দ্রাঁ।"

—"দ্রাঁ! কোথায় আছে দ্রাঁ?" নিনা সোৎসাহে জিজ্ঞেস করে।

উপে তার দিকে ঘুরে বলে, "এখন কোথায় আছে জানি না। কিন্তু আমার তৈরি করা একটা রিং দিয়েই তার মানে ব্যাটা গেছিল ওখানে। রিংটা পাহাড়ের ঢালেই রাখা ছিল। যখন নিচে লাফ দিয়ে পড়ে তখনই মিলিয়ে যায়। ওখানে গিয়েই আন্দাজে এইসব মিথ্যে বলে এসেছে..." কপাল চাপড়ায় উপে।

— "ফাকিং লায়ার ম্যান।" রাগত স্বরে বলে আরিন, "আর আমি এতদিন এইসব ভেবে..."

— "নান দা লেস, মরতে চলেছি আমরা... আগুনে না হোক,

BanglaBook.org

মাটিতে পড়ে থেঁতলে যাওয়ার ইমপ্যাক্টে।” উপর থেকে আবার বলেন প্রোফেসর। হাওয়ার টানে আরিনের কিছুটা কাছে এগিয়ে আসে তনিশ।

ওলটপালট খেতে খেতে দু'বারের চেষ্টায় একবার ধরে ফেলে আরিনের হাতটা, বেশ জোর গলাতেই কথাগুলো বলতে হয় তাকে, “প্রথম দিন আমি মরে যাচ্ছিলাম, তুই যখন হাতটা ধরেছিলি তারপর থেকে মরার ভয় কেটে গেছিল আমার...”

— “আজ কাটছে না?” আরিন তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

— “না...” দু'দিকে মাথা নাড়ায় তনিশ, “আজ আরও অনেকগুলো দিন বাঁচতে ইচ্ছা করছে...”

— “তনিশ...” গলার স্বর গভীর হয়ে আসে আরিনের, “আমাদের যা ইচ্ছা তাই হবে না তনিশ, এটা ফিয়ারিটেল না।”

— “না... বাট দিস ইজ আ টেল অ্যাবাউট আ ফিয়ারি...”

নিঃস্পন্দ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যায়। আরিনের উড়ন্ত চুলের মধ্যে থেকে কয়েকগাছি চুল ছুঁয়ে যায় তনিশের মুখ। শনশন করে উপরের দিকে ছুটে যাওয়া বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিচ্ছু শোনা যায় না। পাঁচটা মানুষের দেহ একসাথে নেমে আসতে থাকে নিচের দিকে। নিচে আরও নিচে।

BanglaBook.org

কলকাতা শহরের বুকে বিকেল নেমেছে। ছেলের দল সরু গলিগুলো বেয়ে বাড়ি ফেরার পথ ধরেছে। রাস্তার ধারের রোল চাউমিন আর খাবারের গুমটি দোকানগুলো খুলতে শুরু করেছে একটু একটু করে। একঝাঁক মেয়ের দল হেসে হেসে গল্প করতে করতে কাছেই কোথাও টিউশনি পড়তে যাচ্ছে। বাস-ট্রামগুলো অফিস টাইমের ভিড়ে বোঝাই হয়ে যাচ্ছে। সামান্য কারণে ঝগড়া কিংবা খিস্তির আওয়াজ ভেসে আসছে সেখান থেকে। যাদের এসবে মন নেই তারা উপরে তাকিয়ে অকারণেই টিকিটের চার্ট বা 'মালের দায়িত্ব

আরোহীর' লেখা পড়ছে বারবার— কলকাতা শহর।

আটবছর আগে সেই নাম না জানা ঈগল যেপথে কিশোরী আরিনকে নামিয়ে রেখে গেছিল গঙ্গার বুকে, সেই পথেই গঙ্গার টলটলে জলের উপরে নামতে থাকে ওদের ওলটপালট খেতে থাকা দেহ।

এত উপর থেকে নিচে পড়লে জল আর কনক্রিটের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। দূরে এখন শহরের বাড়িঘরগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গঙ্গার উপরে ভেসে যাওয়া লতাপাতা, শ্যাওলা, দুধারে ফুটে ওঠা সাদা আর হলদে আলোর ছায়া, সব একইভাবে জেগে আছে।

আরামের, শান্তির, ঘরে ফেরার আনন্দমাখা মৃত্যুর লোভে মাটিতে নেমে আসছে ওরা চারজন। ওদের গা-ঘেঁষে উড়ছে একটা কাঠঠোকরা পাখি।

ঠিক এই সময়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যায়। গঙ্গার জলের ভিতরে একটা তীব্র আলোড়ন শুরু হয়। মনে হয় একটা ডুবন্ত অতিকায় জাহাজ যেন উঠে আসছে জলের ভিতর থেকে। সমুদ্রের বৃহত্তম ঢেউ আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে শান্ত স্রোতস্বিনী গঙ্গার বুকে। মাটির প্রায় একশো মিটার উপরেও সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাস এসে লাগে তনিশদের গায়ে। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নদীর ঠিক সেই জায়গাটায়। কী আছে ওখানে?

বেশ কিছুক্ষণ সেইভাবে জলের খেলায় জায়গাটার রঙ বদলে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। এতক্ষণে ঘোলাটে জলের রঙ দেখা যাচ্ছিল সেখানে, এখন তার বদলে একটা সবুজে আভা ফুটে উঠতে থাকে। আভাটা জীবন্ত, প্রায় সন্ধের মুখ, অন্ধকারে ঢাকা পড়ছে চারিদিক, তাও উজ্জ্বল সবুজ আভাটা স্পষ্ট চোখে পড়ে ওদের। একটু একটু করে উপরের দিকে উঠে আসছে। ঠিক একটা মহাসমুদ্রের জাহাজের মতোই বড় সেটা।

— "কী এটা?" উপরে প্রোফেসরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে তনিশ, প্রোফেসরের মুখে কথা ফোটে না। এতক্ষণে আর এক

BanglaBook.org

জায়গায় আটকে নেই জলোচ্ছ্বাসটা। জলের উপরে বিশাল একটা অংশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। জলের বুকে বিদ্যুতের শিখার মতো বর্ণালী রেখা জল থেকে একটু উঠেই আবার নেমে যায় জলের মধ্যে। তার থেকে বহুদূরে একইভাবে আন্দোলিত হতে থাকে জল। গোটা গঙ্গা নদীটাই যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠছে আজ।

তনিশ, আরিন, প্রোফেসর, নিনা আর উপের চোখকে নিস্পলক করে দিয়ে জলতল থেকে ধীরে ধীরে মাথা তোলে একটা সরীসৃপ।

প্রোফেসরের পাথর হয়ে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁক থেকে একটা চেনা শব্দ কেটে কেটে বেরিয়ে আসে, "ই-ইয়ো-র-মু-ন-গ্যা-ন্ডা-র..."

পৌরাণিক মহাজাগতিক সাপ। যে শরীর বিস্তৃত করলে সমস্ত পৃথিবীটাই পেঁচিয়ে ফেলতে পারে, র‍্যাগনারকের সময় থরসহ বেশিরভাগ দেবতার প্রাণহরণ করবে যে, নয় জগতের সব থেকে বেশি শক্তিধর, সব থেকে বেশি রহস্যময়, বৃহত্তম কালসর্প— ইয়োরমুনগ্যান্ডার। জল থেকে মাথা তুলে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। তার হলদে চোখদুটো আরিনের গোটা শরীরের সমান।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল চারপাশ। তনিশরা অবাক হয়ে দেখল ওদের শরীর আর শূন্য থেকে পড়ছে না। জল থেকে মিটার দশেক উপরে এসে থেমে গেছে ওরা। কোনো অজানা অপার্থিব ম্যাজিকে হাওয়ার মধ্যে আটকে আছে ওরা।

দুটো স্থির হলদে চোখে আরিনের দিকে তাকিয়ে আছে সেই পৌরাণিক সাপ। বিড়বিড় করে একটা মন্ত্র পড়ার আওয়াজে পাশ ফিরে নিনা দেখল দুটো হাত মাথার পাশে রেখে মন্ত্র পড়ে চলেছে উপে। মাথা ঝুঁকিয়ে মিডগারড সারপেন্টকে সম্মান জানায় সে, তারপর তনিশদের দিকে ফিরে উঁচু গলায় বলে, "নামটা আমি বলতে পারিনি মহাশয়া, উপেকে ক্ষমা করবেন, উনি নিজে দেখা না দিলে ওনার সম্পর্কে আমরা কিছুই বলতে পারি না।"

ইয়োরমুনগ্যান্ডারের মাথাটা এগিয়ে আসে আরিনের দিকে। মাথার

BanglaBook.org

জলতল থেকে ধীরে ধীরে মাথা তোলে একটা সরীসৃপ।

মাঝখানটা দিয়ে আরিনকে স্পর্শ করে সে। আরিনের শরীর এতক্ষণে শিথিল হয়ে গেছিল, সে অবাক হয়ে লক্ষ করে পর্বতপ্রমাণ সেই সাপটার মাথার একেবারে মাঝখানে ছোট গোলাকৃতি কিছু একটা পড়ে আছে। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরে আরিন।

একটা সরু সোনালী তিয়ারা। সোনালী বৃত্তটার একপ্রান্তে একটা ছোট অংশ উঁচু হয়ে আছে। একটা নিলচে পাথর বসানো। জিনিসটা চিনতে পারে আরিন। ছোটবেলায় ঠিক এইরকম একটা তিয়ারাই সে পরে থাকত। তারপর কবে কোথায় হারিয়ে গেছে তা সে নিজেও জানে না।

হাওয়ার উপর হেঁটে উপে এগিয়ে আসে আরিনের দিকে। একটু হেসে তিয়ারাটা আরিনের হাত থেকে নিয়ে দুহাতে ধরে বলে, "মহাশয়া যখন এ জগতে আসেন তখন এটা আপনার মাথাতেই ছিল। এটা মাথাতে থাকলেই আগের সব কথা মনে থাকত আপনার। কিন্তু আপনি যখন ঘুমিয়েছিলেন, এটা নদীর উপরে পড়ে যায়। জোনাকির দল নিয়ে চলে যায়।"

কথাটা বলে তিয়ারাটা আরিনের মাথায় পরিয়ে দেয় উপে। মাথায় গিয়ে বসতেই আলোকিত হয়ে জ্বলে ওঠে সোনালী বেড় আর নীল পাথরটা।

মিহি শিসের মতো একটা শব্দ করে আবার জলের তলায় নেমে যেতে থাকে ইয়োরমুনগ্যান্ডার। শরীরটা যেন ছোট করে নেয় সে। গঙ্গার জলের গভীরে তলিয়ে যায় তার দেহ।

শরীরটা মিলিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জলের মিটার দশেক উপর থেকে সজোরে নিচে পড়ে পাঁচজনে। জলের বেশ কিছুটা গভীরে গিয়ে হাবুডুবু খায়। তারপর দুটো হাত দিয়ে জল কাটিয়ে উপরে উঠে আসে। জলের উপরিতলে ভাসতে থাকে পাঁচজনে।

চারপাশে তাকিয়ে কোথাও কোনো ঘাট চোখে পড়ে না তনিশের। সে আরিনের দিকে তাকিয়ে বলে, "আলোগুলো লক্ষ করে সাঁতার কাটাই ভালো, ঘাট না থাক, পাড় তো আছে।"

BanglaBook.org

— "ভিজে শরীরে ঘাটে ওঠা ঠিক হবে না আমার, পাড়ই ভালো।" আরিন এগোতে এগোতে বলে।

— "এই সাপটাই তার মানে সব কিছুর পিছনের মাস্টারমাইন্ড? নেপথ্যের নায়ক?" তনিশ এবার প্রোফেসরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে।

— "যেটা তুমি দেখলে সেটা কোনও সাপ নয়, অনেকটা কসমিক গড জাতীয় কিছু বলতে পারো। মহাপ্রলয়, আই মিন র‍্যাগনারকের সময় জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে আসবেন ইনি ও পৃথিবী ধ্বংস করবেন।"

— "তাহলে ইনি গড হচ্ছেন কী করে?"

— "সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ। হিন্দু মিথোলজির মতো নরসরাও মনে করত প্রত্যেক সৃষ্টিরই একসময় বিনাশ দরকার। হিন্দু মিথোলজিতে এই কাজটা করেন মহাদেব শিব, নরস মিথোলজিতে ইয়োরমুনগ্যান্ডার। বিনাশ হলে যেহেতু আমাদের ক্ষতি তাই ইয়োরমুনগ্যান্ডারকে আমরা ইভিল বলে ধরে নিয়েছি। আসলে মানুষের উপরে তার কোনো রাগ নেই। চাইলে সে গোটা পৃথিবীটাকেই কয়েক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে। মানুষ কি করল না করল তাতে ওর স্রেফ কিছু যায় আসে না।"

সরসরারের শরীরটা মাঝ আকাশে অনেকক্ষণ আগে পুড়ে গেছিল। ছাই হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নদীর বুকে। শুধু হেলরিলটা এসে পড়ে। সাঁতরে গিয়ে জলের তলা থেকে সেটা তুলে নেয় নিনা। তারপর এগিয়ে এসে তুলে দেয় আরিনের হাতে।

উপেকে অনেকক্ষণ থেকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল, প্রোফেসর তার দিকে ফিরে বলেন, "কি হে কাঠঠোকরা, তোমার মুখটা ওরকম হাঁড়িচাঁচার মতো হয়ে আছে কেন?"

সাঁতার কাটতে কাটতে বাকিরা সবাই হেসে ওঠে, উপের মুখে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না, সে গম্ভীর হয়েই বলে, "উপে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে মহাশয়, উপে প্রাণের ভয় পায়।"

— "কী ভয় পাচ্ছ তুমি আপাতত?" প্রোফেসর জিজ্ঞেস করেন,

BanglaBook.org

কিন্তু উত্তরটা শোনার আগেই তার মুখ নেমে আসে, ব্যাপারটা তার নিজেরও মনে পড়েছে। সামনের দিকের সাঁতার কাটতে কাটতে বলেন, "পুরাণ অনুসারে ইয়োরমুনগ্যান্ডার থরকে হত্যা করবে একসময়, ফলে তার উপরে ওডিনের অভিশাপ আছে। সে দেবতা হতে পারবে না কোনোদিন। যেই তাকে সামনে থেকে দেখবে সেই তার সব থেকে প্রিয় কিছু হারিয়ে ফেলবে। সেজন্যই ইয়োরমুনগ্যান্ডার অসীম শক্তিশালী হলেও, কোনো ওয়ারশিপার নেই।"

আরিন হেলরিলটা নিজের হাতে চেপে ধরে। তনিশের মনে পড়ে যায় নিজের মায়ের কথা। এত কাছে এসে বাড়ি ফেরার জন্যে মন কেমন করতে থাকে ওর। নিনা আরিনের আর একটু কাছে এগিয়ে আসে।

তাদের ভয়ার্ত মুখগুলোর দিকে চেয়ে একটু ভরসা দেন প্রোফেসর, "মিথে কিছু লেখা আছে মানেই সেটা সত্যি হবে তার মানে নেই। মিথ এও বলে যারা দেবতা নয় তাদের মধ্যে কেউ কোনো দেবতাকে হত্যা করলে তার উপরেও অভিশাপ বর্ষিত হয়।"

— "কী হয় সেই অভিশাপে?" তনিশ জিজ্ঞেস করে।

— "সেটাই মনে নেই। সম্ভবত তাকেও প্রাণ দিতে হয়। কিন্তু আরিন তো এখনও দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে।"

কয়েক মিনিট আর কথা হয় না। পাঁচজনে একসঙ্গে সাঁতরাতে থাকে সামনের দিকে।

— "সো দ্য ফিয়ারি টেল এন্ডস..." তনিশ হতাশ গলায় বলে, "বিতনুদার গালাগাল খাওয়া শুরু... আপনি কী করবেন প্রোফেসর? কলেজে পড়াবেন আবার?"

প্রোফেসর মাথা নাড়েন, "নাঃ, বয়স হয়েছে আমার। সংসার করিনি বলে টাকাপয়সা জমে আছে কিছু। বাকি জীবনটা পড়াশোনা করেই কাটাব ভাবছি।"

— "আর নিনা, তুই কার কাছে থাকবি?" তনিশ মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে।

সে কিছু বলার আগেই প্রোফেসর বলেন, "ও আপাতত ক'দিন আমার কাছে থাকতে পারে, তবে যেহেতু আমি অবিবাহিত তাই আইনত সেটা রাখা যায় না। এর মধ্যেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

— "আরিন...?" প্রোফেসর এবার আরিনের দিকে তাকান। তার শরীর এখন গোলাপি আভায় ঝলমল করছে। চুলের ঠিক উপরে তিয়ারাও চোখে পড়ছে স্পষ্ট। দ্রুত হাতে সাঁতার কেটে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছিল সে। পিছন না ফিরেই বলে, "জানি না।"

— "আমি যতক্ষণ অফিসে বা বাড়ির বাইরে থাকি, তুই আমার ঘরে থাকতে পারিস... মানে জানলা দিয়ে উঠতে তোর তো সুবিধা হয়..." তনিশ জল সরাতে সরাতে বলে।

— "আর রাতটা?" প্রোফেসর তার দিকে ফিরে বলেন।

— "সরি, আমার খাট ছোট, একজনের বেশি হয় না। তাছাড়া আমার পাশবালিশের ভিতরে অনেককিছু আছে। কাউকে দিতে পারব না।" কঠিন গলায় আপত্তি জানায় তনিশ।

পাড়টা প্রায় সামনে এসে পড়েছে এতক্ষণে। সাঁতরে সবারই হাত ক্লান্ত হয়ে এসেছে। জলের উপরে আলো দেখে এখনও কেউ চিৎকার করেনি মানে পাড়টা ফাঁকা। ঢালু সিমেন্টের চাতাল উপরে উঠে গেছে। সেটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানেই একটা রেলিং করা আছে। রেলিঙটা বেশ উঁচু, কিন্তু নিচে খানিকটা অংশ ভেঙে পড়েছে বলে সেখান দিয়ে বাইরে বেরনো যায়।

আরিন একটা লাফে সেই ঢালু সিমেন্টের উপরে উঠে পড়ে। তারপর মাকড়শার মতো বেয়ে বেয়ে উঠে সেই ফাঁকা অংশের বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখে রেলিঙের বাইরে কেউ আছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে মুখ সরিয়ে সেখানেই বসে অপেক্ষা করে বাকিদের জন্যে।

উপে পাড়ে উঠে আরিনের থেকে একটু দূরে বসে পড়ে, তারপর মাটির উপর হাত রেখে বসে বলে, "আমি এবার বিদায় নিই মহাশয়া।"

— "কোথায় যাবে?" এতটা সাঁতরে অল্প হাঁপিয়ে পড়েছিল আরিন।

BanglaBook.org

সে বুক ভরে দম নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে।

— "যতদিন রিং বানাতে পারছি না ততদিন পাখি হয়েই এ জগতে থাকতে হবে। কোনোদিন পারলে..."

নিনা, তনিশ আর প্রোফেসর তিনজনে পাড়ের ঢালু মেঝেতেই শুয়ে পড়ে। বুকগুলো দ্রুত ওঠা নামা করতে থাকে তাদের। একটু দম পেতে নিনা উঠে এসে আরিনের ঠিক পাশটায় বসে। আরিনের দিকে তাকিয়ে একবার নরম করে হাসে। কি মনে হতে আরিন নিজের মাথা থেকে তিয়ারাটা খুলে তার মাথায় পরিয়ে দিয়ে বলে, "এটা আমার থেকে তোকে অনেক বেশি মানায়।"

অবাক হয়ে নিজের মাথায় হাত দিয়ে তিয়ারাটা অনুভব করে নিনা। তারপর একছুটে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় কেমন লাগছে দেখতে।

কয়েক সেকেন্ড পরে বুকে হাত রেখে তনিশ উঠে দাঁড়ায়। আরিনের দিকে চেয়ে বলে, "বাইরে যেতে হবে তো, চল।"

— "না, একটু বস এখানে... হাওয়া দিচ্ছে, আমার গা'টা শুকিয়ে যাবে।"

আরিনের ঠিক পাশটায় এসে বসে পড়ে তনিশ। আরিন তার কাঁধে মাথা রাখে। দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। গঙ্গার জলের ছপছপ আওয়াজ আর প্রোফেসরের শনশন নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। জলের বুক বেয়ে ঠান্ডা হাওয়া উঠে আসছে পাড়ে।

জলের কাছ থেকে একটু উপরে এসে উপেকে তিয়ারাটা দেখায় নিনা, —"কেমন মানিয়েছে বলতো?" উচ্ছ্বাসের বাধ ভাঙে তার মুখে।

উপে নিনার কপালে একটা হাত রাখে, "উপেকে ভুলবেন না মহাশয়া।"

নিনা চোখ তুলে তার দিকে চায়। তার ভেজা মুখে মস্ত একটা হাসি ছড়িয়ে যায়, "নিনাকে ভুলবেন না মহাশয়।"

BanglaBook.org

উত্তরটা শুনে খুশি হয় উপে। একটা হাত বাড়িয়ে নিনার চুল এলোমেলো করে দেয়। নিনা সেটা করতে যেতেই সে এক নিমেষে পাখি হয়ে দু'বার তার কপালে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে দিয়েই উড়ে চলে যায়। নিনা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

তনিশের একটা হাত ফেলা ছিল আরিনের কাঁধে। দু'জনের কেউ কথা বলেনি অন্তত মিনিটখানেক। তনিশের গলার কাছে আরিনের কপালটা ঘষে যাচ্ছিল বারবার, ফিসফিসে স্বরে হাওয়ার বয়ে যাওয়া শব্দের মতো তনিশের কানের কাছে মুখ এনে আরিন বলে, "আমি তোর বাড়িতে থাকব তনিশ, থাকতে দিবি আমাকে?"

প্রোফেসরের নিঃশ্বাসের শব্দ কমে আসতে আরিন কাঁধ থেকে মাথা তুলে তনিশের মুখের দিকের চায়। এখনও একইভাবে নদীর বুকে চেয়ে আছে সে। সেখানে এসে পড়া তারাদের আলোর ভেসে যাওয়া প্রতিবিম্ব দেখছে।

তার গালটা ধরে নিজের দিকে মুখটা ফেরাতে চায় আরিন, "এই, বললি না তো, দিবি কিনা?"

— "হ্যাঁ মনে পড়েছে..." আচমকাই উঠে বসে বলে ওঠেন প্রোফেসর,"দেবতাকে যে হত্যা করবে তাকে প্রাণ দিতে হবে, কিন্তু নিজের প্রাণ না..."

শক্ত হয়ে আছে তনিশের গালটা। প্রোফেসর চোখ মেলে তাকিয়েছেন ওদের দিকে, নিনারও চোখ তনিশের দিকে স্থির।

— "এই তনিশ, কী হল তোর?" একটা মৃদু ধাক্কা দেয় সে।

আরিনের কাঁধ থেকে হাত খসে পড়ে। তনিশের নিথর নিস্পন্দ মৃত শরীরটা মাটিতে আলগা হয়ে পড়ে গড়িয়ে যায় গঙ্গার জলের দিকে।

BanglaBook.org

শেষ অধ্যায়

সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নামতে চলেছে। বাড়ির বাইরে দিয়ে এইমাত্র একটা লোক বাঁশি বাজাতে বাজাতে পার হয়ে গেছে। রোজ ঠিক এই সময়েই আওয়াজটা ভেসে আসে বাইরে থেকে। লোকটার মুখ দেখেননি কোনোদিন প্রণব বসুরায়, কিন্তু আওয়াজটা মন দিয়ে শোনেন। একটু আগে টেবিলের উপরে রাখা ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠেছিল। প্রোফেসর সেটা ধরতে যাওয়ার আগেই কেটে গেছে। পুরনো ল্যান্ডফোনগুলোর এই এক সমস্যা। একবার কেটে গেলে কে ফোন করেছিল বোঝার আর উপায় নেই। ফিরে এসে আবার বইতে মন দিয়েছেন প্রোফেসর।

পড়তে পড়তে চোখ বুজে আসছে মাঝে মাঝে। তখন টেবিলের উপর রাখা কফিতে চুমুক দিচ্ছেন। এবার আর সেটাতেও কাজ না হওয়ায় বই বন্ধ করে উঠে পড়লেন। বইয়ের র‍্যাকের ফাঁক হয়ে থাকা জায়গাটায় বইটা ঢুকিয়ে রেখে পড়ার ঘর পেরিয়ে গেস্টরুমের দিকে চলে এলেন।

গেস্টরুমের দরজাটা আধভেজানো। তার ভিতর থেকে হালকা সাদাটে আলো এসে পড়েছে বাইরে। দরজায় চাপ দিয়ে ভিতরে ঢুকে এলেন প্রোফেসর, বিছানায় উলটো হয়ে শুয়ে থাকা মানুষটার দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখে মনে হয় যেন অনেকক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। কিন্তু প্রোফেসর জানেন নিনা সোজা হয়ে না শুলে ঘুমাতে পারে না।

— "ঘুম আসছে না তোর, তাই না?"

নিনার মাথার কাছে বসে পড়ে প্রশ্ন করেন প্রোফেসর। মনে মনে একটু ভেবে নিয়ে চোখ খোলে নিনা। মুখ তুলে তাকায়। তার মাথায় হাত রাখেন প্রোফেসর, "জোর করে ঘুমাতে হবে না। তার চেয়ে বরং..." নিনার মাথার কাছ থেকে একটা রূপকথার বই টেনে নেন। এই বইটা নিনা অনেকবার পড়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পড়ে উঠতে

BanglaBook.org

পারেনি। ইংরাজিতে লেখা। তবে ছবিগুলো রঙচঙে বলে বারবার দেখেছে উলটেপালটে।

— "গল্প পড়ি আমরা, কী বল?"

— "মানে বলে দিতে হবে।" বইটার দিকে তাকিয়ে নিনা বলে।

— "সে তো দেবোই..." পাতা উলটাতে থাকেন প্রোফেসর, "কিন্তু কীসের গল্প শুনবি তুই? আগুনবালিকা ফোবের গল্প?"

— "উঁহু..."

— "তাহলে ফায়ার ব্রিদিং ড্রাগন?" প্রোফেসর হাসেন।

দু'দিকে মাথা নাড়ায় নিনা, চোখ থেকে জল মুছে নিয়ে বলে, "আরিন কোথায় আছে?"

বইটা আঙুলের ফাঁকে বন্ধ করে বিমর্ষ মাথা নাড়ান প্রোফেসর, "জানি না রে। ও আজকাল কোথায় থাকে, কী করে, কিছুই কেউ জানে না। আমার সঙ্গেও তেমন একটা যোগাযোগ রাখে না।"

কনুইটা বিছানার উপরে রেখে কিছুটা ঝুঁকে পড়েন প্রোফেসর, "এই গোটা পৃথিবীতে কেমন একা হয়ে গেল মেয়েটা। ওর ভাই, বিড়াল, পাখিটা আর শেষ পর্যন্ত তনিশা..."

একফোঁটা জল বৃদ্ধ প্রোফেসরের চোখ থেকেও গড়িয়ে আসে, সেটা তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে গলায় খুশির রেশ এনে বলেন, "বাট রিমেম্বার, শি ইজ আ প্রিন্সেস। আর এই বইতে লেখা আছে দেখ... যাই হয়ে যাক না কেন, প্রিন্সেসরা আবার উঠে দাঁড়ায়..."

— "আমার আরিনকে আবার দেখতে ইচ্ছা করে।" জড়ানো গলায় বলে নিনা।

— "আমারও করে।" নিনার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন প্রোফেসর। "দেখিস আর ক'টা দিন পরেই আবার দেখতে পাবি ওকে। এখন ঘুমিয়ে পর, কেমন?"

এবার সায় দেয় নিনা। এতক্ষণ উলটে শুয়েছিল। এবার সোজা হয়ে শোয়। প্রোফেসর নাইট ল্যাম্পটা জ্বেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার

আগে বলে যান, —"আমি পাশের ঘরেই আছি, ভয় পেলে..." কি মনে হতে কথাটা শেষ করেন না। নিজের মনেই হেসে দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যান।

প্রোফেসর বেরিয়ে যেতে উঠে বসে বালিশের তলা থেকে কিছু একটা টেনে বের করে নিনা—তার নিজের হাতে তৈরি সবুজ স্পঞ্জের পুতুলটা। তার মাথায় একবার আঙুল ছোঁয়ায়। তারপর সেটাকে সজোরে বুকে চেপে ধরে চোখ বুজে ফেলে।

রাত আর একটু গভীর হলে ফাঁকা একটা বেডরুমের টেবিলের উপরে রাখা সচল হাতঘড়িতে বিপবিপ করে শব্দ হয়। সেকেন্ডের কাটার খচখচ আওয়াজ ছাপিয়ে ঘরের জানলার বাইরে একটা পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। জানলা বেয়ে একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তিকে নেমে আসতে দেখা যায়।

ঘরের ভিতরে কোনো আলো জ্বলছে না। বাইরে থেকে কিছুটা আলো এসে ভিতরের টেবিল, তার উপরে রাখা ল্যাপটপ, আর জানলার ঠিক পাশে টানটান চাদরে ঢাকা বিছানাটাকে আলোছায়ায় ঢেকে ফেলছে। যেন এখনও এই ঘরে থাকে কেউ। সারারাত অফিস করে সকালে বাড়ি ফিরে শুতে চাইবে।

টেবিলের উপরে রাখা দুটো ছবির মধ্যে একটা ছবি হাতে তুলে নেয় আরিন। বাবার ছবির ঠিক পাশেই রাখা হয়েছে তনিশের ছবিটা। জামার একটা কোণ দিয়ে ছবিটার উপরে জমা হওয়া মিহি ধুলোর আস্তরণ মুছে ফেলে। কোমর থেকে হেলরিলটা খুলে নিয়ে ছবিটার পাশেই টেবিলে রেখে বিছানার উপরে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তনিশের হাসিমুখের ছবিটার দিকে।

— "আমি খুব ক্লান্ত, তনিশ। আয়াম সো ফাকিং টায়ার্ড....তুই বলেছিলি তুই না থাকলে এ ঘরটায় আমি থাকতে পারি। মাঝে মাঝে খুব টায়ার্ড লাগলে শুয়ে পড়ব এখানে এসে।"

BanglaBook.org

কথাগুলো বলে ছবির দিক থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। জানলা দিয়ে আকাশের একটা অংশ দেখা যায়। সেখানে মিট্‌মিটে আলোয় জ্বলতে থাকা তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, "আমি জানি তুই আছিস কোনো জগতে। বাবার কোলের কাছে শুয়ে রাজা-রানি-রাজকন্যার গল্প শুনছিস, ঠিক ছোটবেলায় যেমন শুনতিস, সেদিন আমাকে না দেখেও বিশ্বাস করেছিলি, আজ আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না কোথাও... তাও বিশ্বাস করব আছিস তুই... শুধু জায়গা বদলে নিয়েছি আমরা।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে সোজা হয়ে শুয়ে থাকে আরিন, পাশে পড়ে থাকা পাশবালিশটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে। দুটো ঠোঁট স্পর্শ করে তাতে। চোখ দুটো বুজে আসে তার, ঘুমন্ত মুখে পাশ ফিরে শুতে শুতে আদুরে গলায় বলে, —"গুড নাইট, তনিশ।"

BanglaBook.org

বছর পঞ্চাশেকের এক মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ছেলের বন্ধ ঘর থেকে কিছুর একটা আওয়াজ এসেছে। ইঁদুর-টিদুর হতে পারে কিন্তু তাও একবার খতিয়ে দেখা দরকার। বিছানার কাছের জানলাটা খোলা রেখে শুতেই ভালোবাসত তনিশ। এখনও তিনি ছেলের ঘরের জানলা সারাদিন খোলা রাখেন। তাতে চোর ঢুকে পড়ার ভয় থাকে অবশ্য। দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে উঁকি দিলেন। নাঃ, ঘর ফাঁকা। জানলা দিয়ে বাইরের আলো ভিতরে আসছে। ইঁদুরই হবে।

মহিলা ফিরেই যাচ্ছিলেন। এমনসময় একটা ব্যাপার মনে পড়তে একটু অবাক হলেন তিনি। ঘরের বিছানাটা আজ সন্ধ্যাবেলা নিজে হাতে টানটান করে পেতেছিলেন। এখন কিছুটা ঘেঁটে আছে সেটা। যেন এতক্ষণ কেউ এসে শুয়েছিল তার উপরে।

ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দিলেন না তিনি। হয়তো ভালো করে পাতাই হয়নি, মনের ভুলে মনে হচ্ছে যে পাতা হয়েছিল। ঘরের ভিতরে ঢুকে এসে ছেলের ছবির কাছে দাঁড়ান তিনি। টেবিল থেকে সেটা তুলে নিয়ে পরিষ্কার করতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন একটুও ধুলোর পরত নেই তার উপরে। আশ্চর্য! পরিষ্কার করলে তনিশ আর

তনিশের বাবা দু'জনের ছবিই একসঙ্গে পরিষ্কার করেন। একটার উপরে ধুলো জমেছে অন্যটার উপরে জমেনি কেন তাহলে?

ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই দরজাটা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

রাত অনেক হয়ছে কিন্তু এক্ষুনি শুতে যাওয়া যাবে না। ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকেই রাত হলে গল্পলেখার নেশায় ধরেছে তাঁকে। রোজই কয়েক পাতা করে লেখেন, তারপর হাত ব্যথা হয়ে গেলে টেবিলের উপরে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েন।

কিন্তু আজ ঘুম এলেও আত্মসমর্পণ করা যাবে না। যে গল্পটা এতদিন ধরে লিখছেন আজ একেবারে তার শেষ প্যারাগ্রাফে এসে পড়েছেন। আজ শেষ না করে কিছুতেই ঘুম নয়। কিন্তু কী হবে শেষে? কেমন করে শেষ করবেন গল্পটা? রূপকথার গল্পের শেষে সব ভালো হয়ে যায়, কুটিল রাজা ভুল বুঝে রানিকে ফিরিয়ে আনেন, রাক্ষস মরে যায়, রাজকুমারী জেগে ওঠে... কিন্তু তার গল্পটা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে সব কিছু ভালো করে দেওয়া সম্ভব নয়...

ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি মাথায় এল মহিলার। যদি গল্পটার শেষটা না লেখেন তিনি? তাহলে আর ভালো খারাপের ধার না ধারলেও চলবে, আসল রূপকথার গল্পের শেষে সব ভালোও হয় না, খারাপও হয় না। আসল রূপকথার গল্পের শেষই থাকে না... সে গল্পগুলো পাঠকের মনে জীবিত থেকে যায় চিরকাল — 'চিরকাল'-এর থেকে ভালো কিছু হয় আর?

ভাবতে ভাবতে খাতাটা সরিয়ে রেখে টেবিলে মাথা এলিয়ে দেন তিনি। টিউবের উজ্জ্বল আলোটা চোখে পড়ায় একটু সমস্যা হয়। কিন্তু উঠে নেভাতে গেলে ঘুমটা কেটে যাবে। অগত্যা...

তিনি ভরসা করে চোখ বুজতে নিজে থেকেই নিভে যায় ঘরের আলোটা...

BanglaBook.org